কবর কিয়ামাত আখিরাত

কবর
কিয়ামাত
আখিরাত

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী

কবর কিয়ামাত আখিরাত

কবর কিয়ামাত আখিরাত

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী

মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি হতে আরবী ভাষা,
তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত।
আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা।

পরিমার্জনে

উস্তায নাজমুল ইসলাম

মুহাদ্দিস, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা
গাবতলী, নরসিংদী

ISBN 978-984-8927-36-6

প্রকাশক: সবুজপত্র পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ও সাঈদা বিনতে মাহমুদ
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল ০১৭৫০০৩৬৭৯০, ০১৭৫০০৩৬৭৯২ (বাংলাবাজার)
০১৭৫০০৩৬৭৯১ (মগবাজার), ০১৭৫০০৩৬৭৯৩ (কাঁটাবন)
website: www.sobujpatro.com
e-mail: info_admin@sobujpatro.com
fb.com/sobujpatrobd

মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য লেখকের সাথে যোগাযোগ করুন-
মোবাইল 01711 69 69 08, 018 22 900 900
facebook.com/prof.nurulislam

প্রথম প্রকাশ: মে, ২০১৮ ঈসায়ী
প্রচ্ছদ: দেলোয়ার হোসেন
মুদ্রণ: জননী প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা
বাধাই: অগ্রণী বুক বাঁধাই কেন্দ্র, সূত্রাপুর, ঢাকা
মূল্য
তিনশত ষাট টাকা মাত্র

القبر والقيامة والآخرة
تاليف: محمد نور الإسلام شاند مياه
الناشر: مكتبة سوبوز بترو، داكا، بنغلاديش

Qabor Qiamat Akhirat
by Prof. Muhammad Nurul Islam Makki
Published by Sobujpatro Publications
34 North Brookhall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: Taka Three Hundred Sixty only.

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার আদিয়াবাদ ইউনিয়নের সিরাজনগর (নয়াচর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম মো: চান মিয়া ও মরহুমা সালেহা বেগমের দ্বিতীয় সন্তান তিনি। উপজেলার শত বছরের গৌরবোজ্জ্বল আদিয়াবাদ হাইস্কুল থেকে ১৯৭৫ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৭৫-৭৬ সেশনে ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন এবং পরে ১৯৭৭ সালে নরসিংদী সরকারি কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন। জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে গ্র্যাজুয়েশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রথম জীবনে তিনি স্কুল-কলেজের ছাত্র ও গণিতের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৮১ সালে সৌদি বাদশাহ'র গৌরবময় শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে মক্কা শরীফের উম্মুলকুরা ইউনিভার্সিটিতে গমন করেন। সেখানে তিনি এরাবিক ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট ও অনার্স কোর্সে বিভিন্ন দেশের স্কলারদের নিকট দশ বছরকাল আরবী ভাষা, নাহু-ছরফ, তাফসীরুল কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে সৌদি আরবের সাবেক প্রধান বিচারপতি ও পবিত্র কাবা'র সম্মানিত ইমাম শাইখ ড. সালেহ বিন হুমাইদ ও কাবা'র আরেক সম্মানিত ইমাম ড. উমর আস্‌-সুবাইল (র) অন্যতম।

জনাব নূরুল ইসলাম দেশে ফিরে ১৯৯৬ সাল থেকে এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনায় রত আছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান ও ভ্রমণের উদ্দেশে তিনি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও মিশরসহ অনেক দেশ সফর করেন। ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি টিভি-চ্যানেল 'এটিএন বাংলা'র প্রভাতের দারসে হাদীস অনুষ্ঠানের তিনি নিয়মিত আলোচক। তাঁর সহধর্মিণীর নাম আঁখিনূর বেগম (এমএ ইসলামিক স্টাডিজ)। তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জনক।

ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- (১) কুরআন কারীমের মর্মার্থ ও শব্দার্থ (ত্রিশতম পারা), (২) বিশুদ্ধ তিলাওয়াত পদ্ধতি, (৩) বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ওযূ-গোসল, (৪) যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ [স] (৫) প্রশ্নোত্তরে জুমুআ ও খুৎবা, (৬) প্রশ্নোত্তরে যাকাত ও সদাকাহ, (৭) প্রশ্নোত্তরে রমযান ও ঈদ, (৮) প্রশ্নোত্তরে হজ্জ ও উমরা, (৯) উমরা কিভাবে করবেন?, (১০) প্রশ্নোত্তরে কুরবানী ও আকীকা, (১১) শুধু আল্লাহর কাছে চাই (দু'আ-মুনাজাতের বই), (১২) Dua Book in Arabi Bangla English, (১৩) আকীদা ও ফিক্‌হ (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী), (১৪) চরিত্র গঠনের উপায়, (১৫) কবর কিয়ামাত আখিরাত, (১৬) প্রশ্নোত্তরে ফিকহুল ইবাদাত।

লেখকের কথা

'কবর কিয়ামাত আখিরাত' নামক বইটি মহা সুসংবাদ ও এক ভয়ংকর দুঃসংবাদ বাহক গ্রন্থ। প্রতিটি মানুষ ও জিন অচিরেই এমন কিছু ঘাঁটি অতিক্রম করবে যা ভীষণ ভয়ঙ্কর, মর্মান্তিক ও মর্মন্তুদ। আর এগুলো হলো মৃত্যু, কবর, নশর, হাশর, সিরাত, কান্‌তারা, অতঃপর জান্নাতের বাগান বাড়ি বা জাহান্নামের আগুনের বাড়ি। এর মধ্যে আছে আবার আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো, হিসাব-নিকাশ পেশ ও জিজ্ঞাসাবাদের পালা এবং বিবস্ত্র ও জুতাবিহীন অবস্থায় সেখানে পঞ্চাশ হাজার বৎসর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ও পিপাসার্ত কঠিন মুহূর্ত। যে বিপদগুলোর বিভীষিকা বলার বা বুঝানোর কোন ক্ষমতা আমারও নেই, কারো নেই। সেখানে অনুপস্থিত থাকা বা পালানোর ক্ষমতাও কারো নেই। শিশু থেকে বৃদ্ধ, নারী থেকে পুরুষ, আদম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত আগত প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকলকেই সেখানে একসাথে একমাঠে জড়ো হতে হবে, হবে সেখানে মহাসম্মেলন। বুক ফাটা তৃষ্ণা নিয়ে শেষ ফলাফলের অপেক্ষায় দাড়িয়ে থাকবে পঞ্চাশ হাজার বছর। যদিও নেক বান্দাদের বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন। প্রতিটা ঘাটিতে কি কি ধরনের বিপদ ঘটবে, কারা বিপদে নিমজ্জিত হয়ে যাবে, কারা পরিত্রাণ পাবে এবং শেষ ঠিকানা কার কিরূপ হবে এগুলোর আগাম সংবাদ নিয়ে বইটি প্রণীত হয়েছে।

ইসলামী কোনো পুস্তক হলে মানুষ মনে করে যে, বইটি শুধু মুসলিমদের জন্য। কিন্তু এ বইটি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য। কেননা, মানুষ বলতে সকলেই এ ঘাঁটিগুলোর সম্মুখীন হবে। পদে পদে বিপদের মুখোমুখি হবে। তাই এ থেকে পূর্ব সতর্কাবস্থানে থাকা, নিজেকে নিরাপদে রাখার জন্য প্রত্যেক ভাই-ই বইটিতে নজর বুলাবেন। তাই এটি একটি সার্বজনীন গ্রন্থ, বিপদ সংকুল ও বিপদমুক্তির গ্রন্থ। বইমেলা ও বইয়ের বাজারে হাজারো-লাখো গ্রন্থ পাওয়া যায়। সব বই আমাদের সবার পড়তে হবে, সকলের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এ বইয়ে মানুষের অদূর ভবিষ্যতের যেসব আগাম সংবাদ প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে জানা ও করণীয় পদক্ষেপ নেয়া, হুঁশিয়ার থাকা প্রতিটি বনী আদমের জন্য জরুরির চেয়েও জরুরি।

মরণের পর মানুষ চলে যায় মাটির নিচের বাড়িতে। সে বাড়িটি কেমন, অতঃপর কি কি বাড়ি ও ঘাঁটিতে কি হাল অবস্থা হবে তার একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। কবরের পরের বাড়িগুলোতে কতকাল কি অবস্থায় কে কিভাবে থাকবে– তা আমরা বলতে পারি না। সকলের হাল-হকিকত হবে কেবল নিজের আমলের ভালোমন্দ বিবেচনার আলোকে। এতকাল পাড়ি দিয়ে এত বাড়ি অতিক্রম করে শেষ ঠিকানায় চির আবাসে কেউ যাবে জান্নাতের গুলবাগিচায়, কেউবা যাবে আগুনের কারাগারে। বেহেশতের গুলবাগিচা ও আগুনের কারাগারে কারা ঢুকবে, কিভাবে ঢুকবে, এগুলোর বিবরণও এ বইয়ে দেয়া আছে। শুরুতে আছে কবর ও কিয়ামতের বিবরণ। সবচেয়ে

বড় হলো, এতে আছে জান্নাতের নেয়ামতের অপূর্ব বর্ণনা ও জাহান্নামের বিভীষিকাময় বিবরণ। এসব তথ্য সংগ্রহ কোনো কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, গবেষক বা উপন্যাসিক থেকে নয়। বরং, নেয়া হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম থেকে; যে গ্রন্থে কোনো ভুল নেই, বিগত প্রায় দেড় হাজার বছরেও কেউ কোনো একটা মানুষও যেখানে কোনো ভুল খুঁজে পায়নি। এ বইয়ের ক্ষেত্র বিশেষে বিশুদ্ধ হাদীস থেকে কিছু তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। আর এজন্যই এটি এক অকাট্য ও নির্ভুল সংবাদ বাহক গ্রন্থ। আরো সতর্কতার জন্য দুইটি তাফসীর গ্রন্থ থেকে প্রায় হুবহু তথ্য, হুবহু বঙ্গানুবাদ এবং হুবহু তাদের ভাষা এখানে সযত্নে জমা করেছি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয় কিতাবের তথ্য একত্রিকরণ, পূর্বাপর মিলানো, ভাষার কাঠিন্য দূরীকরণ এবং বক্তব্যকে সহজ ও সাবলীল করার জন্য ভাষাগত সামান্য কিছু পরিমার্জন করেছি। তাফসীর দু'টো হলো–

(১) বিশ্ববিখ্যাত, সমাদৃত ও সারা জাহানের আলেমগণের কাছে গ্রহণযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীর ইবনে কাসীর'। মূলঃ হাফিয ইমাদুদ্দিন ইবন কাসীর (র), বাংলা অনুবাদঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, মোট খণ্ড সংখ্যা-১৮, পঞ্চদশ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১২ খ্রি, সফর ১৮৩৩ হি, পরিবেশকঃ হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা, ফোন ৭১১৪২৩৮, মোবাইলঃ ০১৯১৫-৭০৬৩২৩, উদ্ধৃতিতে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া আছে।

(২) মদীনা মুনাওয়ারার সুবিখ্যাত বাদ্‌শাহ ফাহ্‌দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত 'কুরআনুল করীম' (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), অনুবাদ ও তাফসীরকরণে ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া মজুমদার, প্রকাশকাল ২০১৫, খণ্ড সংখ্যা-২। পাশাপাশি আরো কিছু গ্রন্থ থেকে জরুরি তথ্য এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। এখানে উদ্ধৃতিতেও খণ্ড এবং পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া হলো।

ঈমানের ৬টি ভিত্তি; যার প্রথমটি হলো, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং শেষটি হলো মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, অর্থাৎ আখেরাতের জীবন। যেহেতু বিষয়টি ঈমানের অঙ্গ সেহেতু এটা আমাদের প্রত্যেককে জানা-মানা ফরয। আর আশা করি, বইটি অধ্যয়নের পরে যেকোন কট্টর অমানুষও ভাল মানুষ হয়ে যাবে। এমন অগাধ বিশ্বাস নিয়ে আঠারো মাসে বইটির কাজ শেষ করি। যেসব উলামায়ে কিরাম বইটির পরিমার্জন ও উপদেশ প্রদানে সহযোগিতা করেছেন তাদের কল্যাণ কামনা করে এবং বাংলাভাষী প্রত্যেকটি ভাইবোনের কাছে বইটি পৌছুক, সকলকে আল্লাহ্ এ উছিলায় আখেরাতে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিন, পৌছিয়ে দিন তার তৈরি জান্নাতের গুলবাগিচায় এই দু'আ করে ভূমিকার এখানেই ইতি টানলাম।

মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম
২১ ডিসেম্বর, ২০১৬

fb.com/prof.nurulislam
Cell # 01711696908

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: কবর কিয়ামাত আখিরাত

দ্বিতীয় অধ্যায় : জান্নাত ও জাহান্নাম

প্রথম অধ্যায়

কবর কিয়ামাত আখিরাত

দুনিয়ার জীবনকালের সমাপ্তি হয় মৃত্যু দিয়ে। কারো পক্ষেই মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জন্ম নেওয়ার বেলায় যেমন নিজের কোনো ইখতিয়ার নেই; তেমনি মৃত্যুতেও। ভালো মৃত্যু যেমনি সীমাহীন পরকালীন জীবনের শুভসূচনা তেমনি পরকালের দুঃখ-দুর্দশা, যাতনা শুরু হয় মন্দ মৃত্যুর মাধ্যমেই। বিশ্বাস ও কর্মের যে সামান্য ইচ্ছা শক্তি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো, মৃত্যুর মাধ্যমে তা-ও শেষ হয়ে যাবে। 'কবর' নামক প্রথম স্টেশন থেকেই শুরু হয়ে যাবে অনন্ত জীবনের যাত্রা। আত্মীয়-বন্ধু সব আলাদা হয়ে যাবে। অর্জিত ধন-সম্পদ সবই রেখে যেতে হবে; পরকালের পাথেয় হিসেবে সাথে যাবে শুধু নিজের ভালো-মন্দ আমলগুলো।

কিয়ামাত অনুষ্ঠানের শুরুতেই মহা বিপর্যয় আসবে পৃথিবীর সব আয়োজনে। কিয়ামাত এসে যাবে হঠাৎ করেই। মহান আল্লাহর নির্দেশের জন্য অপেক্ষমান সম্মানিত ফেরেশতার শিঙ্গায় ফুৎকারের সাথে সাথে আকাশ, পাহাড়, যমীন, সাগর সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে। মাটির গর্ভ থেকে উঠে আসবে প্রাণী সকল। অনুষ্ঠিত হবে বিচার-ফায়সালার নানা প্রক্রিয়া। আখিরাতের বিভিন্ন ধাপ পেড়িয়ে মানুষ পৌঁছে যাবে তার চূড়ান্ত আবাস চির-শান্তির জান্নাত অথবা, নিক্ষিপ্ত হবে আযাব-গযব, শাস্তি-লাঞ্ছনার শেষ পরিণতি জাহান্নামে।

মৃত্যু ও কবরের জীবন

১. মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তের অবস্থা

মৃত্যুর সময় মওতের ফেরেশতা দেখে বান্দা পুনরায় সময়-সুযোগ দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা করবে। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ ﴿١٠٠﴾ ﴾

"অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে (তখন) বলে, 'হে আমার রব! আমাকে (দুনিয়ায়) আবার ফেরত পাঠান, যেনো (এখন থেকে) আমি ভালো কাজ করতে পারি, যা ইতিপূর্বে করিনি।" (সূরা ২৩; মুমিনূন ৯৯-১০০)

কিন্তু এ ব্যর্থ আবেদনে কোনো লাভ হবে না।

২. মৃত্যুযাত্রী মুমূর্ষ ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ানো জরুরি

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

« لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِّنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَا أَصَابَه'»

"তোমরা তোমাদের মৃত্যুযাত্রী রুগীকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তালকীন দাও (অর্থাৎ, তাকে কালিমা তাইয়্যেবা পড়তে বলো)। মৃত্যুর সময় যার শেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে ব্যক্তি সময়ের কোনো এক পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম: ৯১৭)

৩. ভালো মানুষের মৃত্যু যেভাবে আসে

মৃত্যুর সময় থেকেই ঈমানদার নেক্কারগণকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴾

"এসব লোক হচ্ছে তারা, ফেরেশতারা যাদেরকে পবিত্র অবস্থায় মৃত্যু ঘটাবে, (ফেরেশতারা তাদেরকে) বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে আমল করতে তারই কারণে আজ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা ১৬; নাহল ৩২)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾ ﴾

"(অপরদিকে) যারা বলে, আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে আমাদের রব, অতঃপর (ঈমানের ওপর) তারা অবিচল থাকে, (মৃত্যুর সময় যখন) তাদের কাছে ফেরেশতারা নাযিল হবে এবং তাদের বলবে, তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না; (উপরন্তু) তোমাদের কাছে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিলো, (আজ) তোমরা তারই সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমরা (ফেরেশতারা) দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু (ছিলাম), আর আখিরাতেও (আমরা তোমাদের বন্ধু), সেখানে তোমাদের মন যা কিছুই চাইবে তাই তোমাদের জন্যে মজুদ থাকবে এবং যা কিছুই তোমরা সেখানে তলব করবে তা তোমাদের সামনে থাকবে; পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে (এ হচ্ছে তোমাদের সেদিনের) মেহমানদারী!" (সূরা ৪১; হা-মীম আস সাজদা ৩০-৩২)

মৃত্যুর সময় ঈমানদারগণের যে অবস্থা হয় এবং ফিরিশতাগণ তাদেরকে কিভাবে সাদর সম্ভাবষণ জানায় এখানে আল্লাহ তাআলা তা বর্ণনা করছেন। অনুরূপ বিবরণ কুরআনের অন্যান্য স্থানেও আছে। (দেখুন, সূরা ৪২; ফুসসিলাত ৩০-৩২)

তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা আগমন করেন এবং ভালো লোকদের কাছে এসে তাদেরকে সুসংবাদ শুনাতে গিয়ে বলেন, "তোমরা এখন আখিরাতের মনযিলের দিকে যাচ্ছো। তোমরা নির্ভয়ে থাকো। সেখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই। তোমাদের পিছনে তোমরা যে দুনিয়া ছেড়ে এসেছো, সে ব্যাপারেও তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার পরিবারবর্গের, সম্পদ ও আসবাবপত্রের এবং দীন ও আমানতের হিফাযতের

দায়িত্ব আমাদের যিম্মায় রয়েছে। আমরা তোমাদের প্রতিনিধি। আমরা তোমাদেরকে সুসংবাদ শুনাচ্ছি যে, তোমরা জান্নাতী। তোমাদের সঠিক ও সত্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো। তা পূর্ণ হবেই।"

সুতরাং, তারা তাদের মৃত্যুর সময় খুশি হয়ে যায় যে, তারা সমস্ত অকল্যাণ হতে বেঁচে গেছে এবং সর্বপ্রকারের কল্যাণ লাভ করেছে।

হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "মুমিনের রূহকে সম্বোধন করে ফেরেশতারা বলেন, হে পবিত্র রূহ, যে পবিত্র দেহে তুমি ছিলে, চলো আজ এখান থেকে আল্লাহর ক্ষমা ও নিয়ামতের দিকে। চলো, ঐ আল্লাহর দিকে যিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন।"

আবুল আলিয়া (র) বলেন, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটানো হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের রাইহান নামক স্থানের কোনো এক জায়গায় তার রূহকে জায়গা দেওয়ার ব্যবস্থা করা না হয়। (তাবারী- ২৩/১৬০)

মুহাম্মাদ ইবন কা'ব (র) বলেন, মৃত্যুর পূর্বেই মরণমুখী প্রত্যেক ব্যক্তিই সে জান্নাতী না-কি জাহান্নামী তা জানতে পারে।

সুনানে আবূ দাউদের একটি সহীহ রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শহীদদের রূহগুলো সবুজ রংয়ের পাখির ভিতর অবস্থান করে, যে পাখি জান্নাতের সব জায়গায় ইচ্ছামতো বিচরণ করে ও পানাহার করে এবং আরশের নিচে লটকানো লণ্ঠনে আশ্রয় নেয়।" (সহীহ মুসলিম- ৩/১৫০২)

এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "মুমিন বান্দার যখন দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যায় এবং পরকালের যাত্রা শুরু হয়ে (মৃত্যু এসে হাজির হয়) তখন তার কাছে আসমান থেকে সাদা চেহারাবিশিষ্ট কয়েকজন ফেরেশতা আসে। তাদের চেহারা যেনো সূর্যের মতো উজ্জ্বল, আর তাদের সাথে থাকে জান্নাতের কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি। চোখের দৃষ্টি যতটুকু যায়, ততটুকু দূর পর্যন্ত তারা এসে বসে। এরপর তার কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা (মালাকুল মউত) আসে ও তার মাথার কাছে বসে। আর বলে, হে পবিত্র আত্মা! (হে প্রশান্ত আত্মা!) আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আসো।"

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "পানির পাত্র থেকে পানির ফোটার মতো (তার আত্মা) তখন বের হয়ে আসে। (ফেরেশতা তখন) তাকে ধরে ফেলে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যখন তার আত্মা বের হয়ে আসে তখন আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী ফেরেশতারা সকলেই তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে এবং

আসমানে যতো ফেরেশতা আছে তারাও এ বান্দার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়। দরজার কাছে যতো ফেরেশতা আছে, তারা সকলেই এই ব্যক্তির রূহ্ তাদের নিকট আসার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে থাকে।"

"ফেরেশতারা যখন এ রূহ্কে ধরে ফেলবে তখন তারা এক পলকও তাদের হাতে তা না রেখে এটা নিয়ে যাবে। অতপর (এ রূহ্কে) জান্নাত থেকে আনা সেই কাফনে এবং ঐ সুগন্ধির মধ্যে রেখে দেবে।"

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "অতঃপর ফেরেশতারা এ রূহকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকবে। ফেরেশতাদের যে দলের পাশ দিয়ে যাবে তারাই জানতে চাইবে, এই পবিত্র আত্মাটি কার? উত্তরে ফেরেশতারা বলবে, অমুকের ছেলে অমুকের (রূহ)। সুন্দর নামে তাকে সম্বোধন করবে, যে নামে দুনিয়াতে তার পরিবারের লোকজন তাকে ডাকতো। অতপর ফেরেশতারা তাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানে আরোহণ করবে। আর এ বান্দার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হবে। পরে তা খুলে দেওয়া হবে। এভাবে তাকে সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, আমার বান্দার কিতাব ইল্লিয়্যিনে লিখ। অতপর তার আমলনামা লিখা হবে (অতি উত্তম স্থান জান্নাতে) ইল্লিয়্যিনে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা এ বান্দার রূহকে আবার যমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি (এ ওয়াদা করেছি যে,) মাটি থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদেরকে আবার মাটিতে ফেরত নিয়ে যাবো এবং পুনরায় এ মাটি থেকেই তাদেরকে বের করে আনবো।"

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "পরে তাকে আবার যমিনে ফিরে আনা হবে এবং তার শরীরে রূহ্ পুনরায় সংযোগ করে দেওয়া হবে। অতপর তার সওয়াল-জওয়াব শুরু হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতারা তখন সওয়াল-জওয়াবের জন্য (তাকে ধমক দিয়ে) বসাবে।" (আবূ দাউদ: ৪৭৫৩, আহমাদ: ১৮০৬৩)

৪. মন্দ লোকের মৃত্যু যেভাবে হয়

বদকার লোকের মৃত্যু যন্ত্রণা হবে অনেক কষ্টদায়ক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِذِ الظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾

"মৃত্যু যন্ত্রণায় (কাত্‌রাতে) থাকে, সে অবস্থায় ফেরেশতারা তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, তোমাদের রূহ বের করে দাও। আজ তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে লাঞ্ছনার আযাব। কেননা, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য কথা বলতে এবং তোমরা তার আয়াত সম্পর্কে অহঙ্কার করতে।" (সূরা ৬; আনআম ৯৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।'

এ কথা শুনে সাহাবীগণ (রা) কাঁদতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কাঁদছো কেনো?' উত্তরে তাঁরা বলেন, 'আমরাতো মৃত্যুকে অপছন্দ করি (তাহলে তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে আমাদের পছন্দ করা হলো না)।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বললেন, 'আসলে তা নয়। ঐ সময় (মৃত্যুকালীন অবস্থায়) আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদেরকে সুখ-শান্তিময় ও আরামদায়ক জান্নাতের সুংবাদ দেওয়া হয়, যার কারণে তারা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করেন। কিন্তু যদি তারা সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তকারী হয় তাহলে তাদেরকে অতি গরম পানির আপ্যায়ন ও জাহান্নামে পোড়ার দুঃসংবাদ দেওয়া হয়। তখন তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং তাদের রূহ আল্লাহ তাআলার নিকট হাযির হতে অপছন্দ করে। সুতরাং, আল্লাহ তাআলাও তাদের সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন। (আহমাদ ৪/২৫৯, সহীহ মুসলিম- ৪/২০৬৫)

বিপরীতে ভালো লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾

"(অপরদিকে) যদি সে ডানপন্থী হয়, তাহলে মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে সালাম দেয় এবং বলে, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর আযাব হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। তাকে বলা হবে, হে ডান পন্থিওয়ালা! তোমার প্রতি সালাম ও শান্তি।" (সূরা ৫৬; আল-ওয়াকেয়া ৯০-৯১)

সুনানে আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কাফের (ও পাপী) বান্দার যখন দুনিয়ার হায়াত শেষ হয়ে (মৃত্যু এসে) পরকালের যাত্রা শুরু হয়, তখন তার কাছে আসমান থেকে ফেরেশতা আসে। (এসব ফেরেশতারা হয় কঠিন ও পাষাণ হৃদয়ের) কালো চেহারাবিশিষ্ট। তাদের সাথে থাকে জাহান্নাম থেকে আনা চট ও আগুন। তারা তাদের চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে বসে থাকে। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা (মালাকুল মউত) এসে বান্দার মাথার কাছে এসে বসে, আর বলে, হে খারাপ আত্মা! আল্লাহর ক্রোধ ও গজবের দিকে বের হয়ে আসো। অতপর তার রূহকে তার শরীর থেকে আলাদা করে এবং তার আত্মাকে এমন জোর করে দেহ থেকে বের করে আনে, যেনো ভুনা গোশ্‌ত ছিড়া হয়।

এরপর তার সাথে ঘাম ও রক্ত নির্গত হয়। আসমান ও যমিনের মাঝে যতো ফেরেশতা রয়েছে সবাই তার জন্য তখন লানত করতে থাকে। এদের সঙ্গে আসমানের ফেরেশতারাও এ (পাপী) বান্দার জন্য অভিশাপ দিতে থাকে। আসমানের সমস্ত দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক দরজাবাসী আল্লাহর কাছে এ দু'আ করতে থাকে, যাতে করে এ বান্দার রূহকে তাদের নিকট দিয়ে ওপরে উঠানো না হয়।

মৃত্যুর ফেরেশতা (মালাকুল মউত) তাকে ধরে এক পলকও তাদের হাতে রাখে না। তার খারাপ আত্মাকে রেখে দেয় (জাহান্নাম থেকে আনা) ঐ চটের মধ্যে। সে সময় (এ আত্মা থেকে) দুর্গন্ধ বের হয়। পৃথিবীতে যতো গলিত মৃত দেহ দেখা যায়, সেই সবগুলো পচনশীল দেহ থেকেও অধিক দুর্গন্ধময় হয় এই খারাপ আত্মা। অতপর এ রূহ নিয়ে ফেরেশতারা ওপরে উঠতে থাকে। কিন্তু যখনি ফেরেশতারা এ (রূহ) নিয়ে অন্য ফেরেশতাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে তখন তারা জিজ্ঞাসা করে, এ খবীছ রূহটি কার? উত্তরে তারা তখন এ পাপীষ্ঠকে পৃথিবীতে যেসব খারাপ উপাধিতে ডাকা হতো তার চেয়েও খারাপ নামে ডেকে বলে, এ রূহ অমুকের পুত্র অমুকের। এ সময় তারা তাকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছে যায়। এরপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে আবেদন করা হয়। কিন্তু তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয় না।

অতপর আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, এ (পাপীষ্ঠের) ঠিকানা (জাহান্নামে) সিজ্জীনে লিখো (অর্থাৎ, সিজ্জীন হলো অত্যন্ত নিকৃষ্টতম জায়গা), যমিনের সর্বনিম্ন স্তর। এরপর বলা হয়, আমার এ বান্দাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নাও। এ নির্দেশের পর এ লোকের রূহকে আসমান হতে সজোরে পৃথিবীতে নিক্ষেপ

করা হয়। ফলে তার এ রূহ তার দেহে গিয়ে পতিত হয় (অর্থাৎ রূহ তার দেহের সাথে পুনঃসংযোগ হয়)। এসব ঘটনার পর মৃত ব্যক্তির দাফনে আসা লোকজনের কবরস্থান থেকে ফিরে যাওয়ার সময়কার জুতার চটচট শব্দ কবরস্থ ব্যক্তি শুনতে পায়। এরপর শুরু হয় তার কবরে সওয়াল-জওয়াব। (আবূ দাউদ: ৪৭৫৩, আহমাদ: ১৮০৬৩)

৫. ভালো মৃত্যুর লক্ষণ

সকল মানুষকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে; এটা আল্লাহর এক অবধারিত সিদ্ধান্ত। তবে কারো মৃত্যুতে এমন কিছু লক্ষণ থাকে, যা তার ভবিষ্যত আখেরাতের জীবনের সফলতার আলামত বহন করে।

(১) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ে মৃত্যুবরণ। (আবূ দাউদ: ৩১১৬)

(২) মৃত্যুর সময় কপাল থেকে ঘাম বের হওয়া। (আহমাদ: ২২৫১৩, নাসাঈ: ১৮২৮-১৮২৯)

(৩) বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ জুমু'আর রাতে অথবা জুমু'আর দিনে মৃত্যুবরণ। (আহমাদ: ৬৫৪৬)

(৪) জিহাদের ময়দানে শহীদ হওয়া। (সূরা ৩; আলে-ইমরান ১৬৯-১৭১, আহমাদ: ১৬৭৩০)

(৫) আল্লাহর পথে গাজী হিসেবে মৃত্যুবরণ। (মুসলিম: ১৯১৫)

(৬) কলেরা রোগে মৃত্যুবরণ। (বুখারী: ২৮৩০, ৫৭৩২)

(৭) পেটের রোগে মৃত্যু হওয়া। (মুসলিম: ১৯১৫)

(৮) পানিতে ডুবে মারা যাওয়া। (বুখারী: ৬৫৪)

(৯) চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ। (বুখারী: ৬৫৪)

(১০) সন্তান প্রসবকালীন মৃত্যু। (আহমাদ: ১৭৩৪১, ২২১৭৬)

(১১) আগুনে পুড়ে মৃত্যু। (আবূ দাউদ: ৩১১১)

(১২) প্যারালাইসিস রোগে মৃত্যু। (নাসাঈ: ১৮৪৬)

(১৩) ফুসফুসের রোগে মৃত্যু। (জামেউস সগীর: ৩৬৯১)

(১৪) অন্যের হাত থেকে নিজের সম্পদ রক্ষার্থে মৃত্যু। (বুখারী: ২৪৮০)

(১৫) দীন-ধর্ম রক্ষার জন্য মৃত্যু। (আবূ দাউদ: ৪৭৭২)

(১৬) নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্যের হাতে মৃত্যু। (তিরমিযী: ১৪২১)

(১৭) আল্লাহর পথে নিজেকে জড়িত রাখা অবস্থায় মৃত্যু। (মুসলিম: ১৯১৩)

(১৮) নেক আমল অর্থাৎ ভালো কাজ করা অবস্থায় মৃত্যু। (আহমাদ: ২২৮১৩)

৬. মন্দ মৃত্যুর লক্ষণ

মন্দ মৃত্যুর কামনা কোনো মুমিনই করে না। কিন্তু হক-বাতিল না বুঝে মনগড়া জীবন-যাপন করলে আখিরাতে যে দুর্ভোগ রয়েছে তা শুরু হয় মন্দ মৃত্যুর আলামত দিয়েই।

(১) ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু।

(২) আখেরাত বিমুখ হয়ে দুনিয়াবী ব্যস্ততা নিয়ে মৃত্যু।

(৩) হেদায়াতের পথ থেকে বিমুখ থাকা অবস্থায় এবং সত্য গ্রহণ না করা অবস্থায় মৃত্যু।

(৪) গুনাহ ও পাপের কাজে জড়িত থাকা অবস্থায় মৃত্যু।

(৫) বিশেষ করে শির্ক করে মৃত্যুবরণ করা, যেমন কবর পূজা, মাজার পূজা, পীর পূজা, পীরকে সেজদা করা এগুলো বড় শির্ক। সকল প্রকার শির্ক থেকে তাওবাহ্ ছাড়া মৃত্যু হলে তা হবে আরো ভয়ঙ্কর! একেবারেই সে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। জান্নাত তার জন্য হয়ে যাবে হারাম। (নাউযুবিল্লাহ) অতএব, সকল প্রকার অশুভ মৃত্যু থেকে আমরা যেনো সদা-সর্বদা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

৭. দাফনের পর জীবিতদের করণীয়

দাফন কাজ শেষ হওয়ার পর একদল লোক কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মাইয়্যেতের জন্য দু'আ-ইস্তিগফার করতে থাকবে এ পরিমাণ সময়, যতক্ষণে একটি উট কুরবানী করে এর গোশত বিলি করা যায়। (দেখুন, মুসলিম: ১৭৩)।

মৃত ব্যক্তির সওয়াল-জওয়াব সহজ হওয়ার জন্য এ কাজটা খুবই উপকারী। [আরো দেখুন, মিশকাত: ১৩৩, হিসনুল মুসলিম: ১৬৪] তবে সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে দু'আ করার ব্যাপারে কোনো দলীলে পাওয়া যায় না।

৮. কবর যিয়ারতের পদ্ধতি

কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীকে এভাবে সালাম দিবে-

« السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، [وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ] نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»

"(কবরের) ঘরের বাসিন্দা হে মুমিন ও মুসলিমগণ! আপনাদের উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শান্তি (ও রহমত) বর্ষিত হোক। আর আমরা ইনশা-আল্লাহ অচিরেই আপনাদের সাথে মিলিত হতে আসছি। (আমাদের পূর্ববর্তী যামানার লোকদের এবং পরবর্তীতে যারা আসবেন তাদের সকলকে আল্লাহ দয়া করুন)। আমি আল্লাহর নিকট আমাদের ও আপনাদের জন্য নিরাপত্তা চেয়ে দু'আ করছি।" (সহীহ মুসলিমঃ ৬৭১, ৯৭৫, ২২৫৭, মিশকাত: ১৭৬৪)

কেউ কেউ কবরে গিয়ে ৩ বার কুলহুয়াল্লাহ, ১ বার আলহামদু লিল্লাহ, ১০ বার দুরূদ শরীফ এভাবে পড়ে। এ পদ্ধতির পক্ষে কোনো দলীল নেই। অতএব, এটা না করে যিয়ারতের সহীহ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

৯. কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত

কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করলে মৃতের উপকার হয়। এমন কোনো হাদীস নেই। তাছাড়া মৃতের জন্য কুরআন পড়লে মৃত ব্যক্তি এর সাওয়াব পায় একথাও কোনো হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মৃতের পক্ষে দান-খয়রাত করলে তা তিনি পেয়ে যান। তাছাড়া তার কাযা রোযা আদায়, তার পক্ষে বদলী হজ্জ ও বদলী উমরা করা, মসজিদ নির্মাণ ও তার জন্য দু'আ করলে মৃত ব্যক্তি এগুলোর সওয়াব পায়। এগুলোর পক্ষে সহীহ দলীল আছে।

১০. কবরে মানবদেহের অবস্থা

কবরে মানুষের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পচে-গলে শেষ হয়ে যায়; কেবলমাত্র মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের একটুকরা হাঁড় বাকি থাকে। কিয়ামতের দিন এ হাঁড়ের টুকরা থেকে তাকে আবার সৃষ্টি করা হবে। (বুখারী: ৪৯৩৫, মুসলিমঃ ৫২৫৪)

আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোমরের মেরুদণ্ডের অস্থি ছাড়া মানব দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটি খেয়ে ফেলে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ওটা কি? উত্তরে তিনি বললেন, ওটা একটা সরিষার বীজের সমপরিমাণ জিনিস, ওটা থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে।" (ফাতহুল বারী- ৮/৪১৪, মুসলিম-৪/২২৭০)

১১. মৃত্যুর পর রূহের সাথে রূহের কথাবার্তা

আশ'আস ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন যে, মুমিনের মৃত্যুর পর তার রূহ ঈমানদারদের রূহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। মালাক ঐসব রূহকে বলেন, তোমাদের ভাইয়ের মনোরঞ্জন ও শান্তির ব্যবস্থা করো। পৃথিবীতে সে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে।' এ সৎ রূহসমূহ তখন জিজ্ঞেস করে, 'অমুকের খবর

কি?' সে কেমন আছে?' নবাগত রূহ তখন উত্তর দেয়, সে তো মারা গেছে। তোমাদের কাছে সে আসেনি? তখন রূহসমূহ বুঝে নেয় এবং বলে, রাখো! তার কথা! সে তার স্থান হা-ওয়ীয়ায় পৌঁছে গেছে।'

১২. কবরের জীবন

যে মৃত্যুর জন্য আমরা সদা পালিয়ে বেড়াই, সে মৃত্যু অবশ্যই এক সময় এসে গ্রাস করে নিজেকে হতভম্ব করে ও অন্যদের কাঁদিয়ে নিয়ে যাবে পরকালের প্রথম ঘাটি কবরে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مِنْ نُّطْفَةٍ ۗ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝١٩ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝٢٠ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝٢١ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝٢٢ ﴾

"তিনি (মানুষকে) এক বিন্দু শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তার (দেহে সব কিছুর যথাযথ) পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, অতঃপর তিনি (এই দুনিয়ায়) তার চলার পথ আসান করে দিয়েছেন, এরপর তিনি তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং তাকে কবরে রেখেছেন, আবার তিনি যখন চাইবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।" (সূরা ৮০; আবাসা ১৯-২২)

মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলাই মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। একমাত্র তিনিই এগুলো করার ক্ষমতা রাখেন। তারপরও মানুষ তাঁকে অস্বীকার করে, তাঁর হক আদায় করে না [সা'দী]।

উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই খারাপ লোকদের রূহ জাহান্নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায় এবং কবরে দেহের উপরও জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা এবং এর আক্রমণ চলতে থাকে। এরপর কিয়ামতের দিন তাদের আত্মাগুলো তাদের দেহের সাথে মিলিত হয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (ইবনে কাসীর- ১২/ ৪৪৮)

এটা বিশ্বাস করা জরুরি যে, কবরের শাস্তি শুধু রূহের উপর হবে না। বরং রূহ এবং দেহ উভয়টির উপরই হবে। কিয়ামতের মাঠে এবং এর পরবর্তী জীবন হবে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের, যার সাথে দুনিয়ার জীবনের কোনো তুলনা চলে না। সেখানে সবকিছুর গতি প্রকৃতি ভিন্ন হবে। (কুরআনুল কারীমের বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, মদীনা-১/১৪০২)

কি?' সে কেমন আছে?' নবাগত রূহ তখন উত্তর দেয়, সে তো মারা গেছে। তোমাদের কাছে সে আসেনি? তখন রূহসমূহ বুঝে নেয় এবং বলে, রাখো! তার কথা! সে তার স্থান হা-ওয়ীয়ায় পৌঁছে গেছে।'

১২. কবরের জীবন

যে মৃত্যুর জন্য আমরা সদা পালিয়ে বেড়াই, সে মৃত্যু অবশ্যই এক সময় এসে গ্রাস করে নিজেকে হতভম্ব করে ও অন্যদের কাঁদিয়ে নিয়ে যাবে পরকালের প্রথম ঘাটি কবরে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿۱۹﴾ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿۲۰﴾ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿۲۱﴾ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿۲۲﴾ ﴾

"তিনি (মানুষকে) এক বিন্দু শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তার (দেহে সব কিছুর যথাযথ) পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, অতঃপর তিনি (এই দুনিয়ায়) তার চলার পথ আসান করে দিয়েছেন, এরপর তিনি তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং তাকে কবরে রেখেছেন, আবার তিনি যখন চাইবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।" (সূরা ৮০; আবাসা ১৯-২২)

মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলাই মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। একমাত্র তিনিই এগুলো করার ক্ষমতা রাখেন। তারপরও মানুষ তাঁকে অস্বীকার করে, তাঁর হক আদায় করে না [সা'দী]।

উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই খারাপ লোকদের রূহ জাহান্নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায় এবং কবরে দেহের উপরও জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা এবং এর আক্রমণ চলতে থাকে। এরপর কিয়ামতের দিন তাদের আত্মাগুলো তাদের দেহের সাথে মিলিত হয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (ইবনে কাসীর- ১২/ ৪৪৮)

এটা বিশ্বাস করা জরুরি যে, কবরের শাস্তি শুধু রূহের উপর হবে না। বরং রূহ এবং দেহ উভয়টির উপরই হবে। কিয়ামতের মাঠে এবং এর পরবর্তী জীবন হবে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের, যার সাথে দুনিয়ার জীবনের কোনো তুলনা চলে না। সেখানে সবকিছুর গতি প্রকৃতি ভিন্ন হবে। (কুরআনুল কারীমের বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, মদীনা-১/১৪০২)

১৩. কবরে পাপীদের আযাব ও নেক বান্দাদের অবস্থা

কুরআন ও হাদীস থেকে সংগৃহীত কবরের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো–

(১) মৃত ব্যক্তিরা যা কিছু শুনে

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর সঙ্গী-সাথীরা যখন সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়।" (মিশ্‌কাত: ১২৬)

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (স) এভাবে নাম ধরে ডেকে বলেছিলেন, "হে আবু জাহল.., হে উমাইয়া.., তোমরা আজ তোমাদের পরিণতি দেখলে তো? ..." এরপর রাসূল (স) সাহাবাদের এও বলেছিলেন, "আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এরা আমার এসব কথা এমনভাবে শুনছে যাদের মতো তোমরাও শুনছো না।" এরপর তাদের লাশ আবর্জনাময় কূপে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। (দেখুন বুখারী, মুসলিম: ২৮৭০)

(২) দাফনের পর বান্দাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দু'টোই দেখানো হয়

দাফন শেষে লোকজন ফিরে যেতে না যেতেই দু'জন ফেরেশতা চলে আসে, অতঃপর তাকে উঠিয়ে বসায়। তার উত্তর সঠিক হলে প্রথমে জাহান্নাম এবং পরে জান্নাত এ দু'টো জায়গাই তাকে দেখানো হয়। অতঃপর বলা হয়, তুমি পাপী হলে ঐ জাহান্নামে তোমাকে ঢুকানো হতো। কিন্তু তোমার ভালো আমলের কারণে ঐ জাহান্নাম থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে নেয়ামতে ভরা জান্নাতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। (দেখুন, বুখারী: ১২৭৩)

মৃত ব্যক্তি যদি কাফের হয়, তবে সে তখন ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠে বসে।

(৩) কবরের সাওয়াল-জওয়াব

কবরের সওয়াল-জওয়াবের বিষয়টি কবরের জীবনের সূচনা ও এক ভয়ঙ্কর অধ্যায়। এখান থেকেই শুরু হয়, তার জীবন সুখের নাকি বেদনার হবে।

সার-সংক্ষেপ হলো, দাফন শেষ হলে লোকেরা ফিরে যেতে না যেতেই মৃতের আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নীল চক্ষুবিশিষ্ট কালবর্ণের দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান। তাদের নাম 'মুনকার' ও 'নাকীর'। তারা জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার রব কে?' লোকটি কাফের মুনাফিক

বা গোনাহগার হলে, সে বলে, 'হায়! আমি তো তা জানি না!' দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয়, 'তোমার দীন কি ছিলো? একই উত্তর দিয়ে বলে, 'হায়! আমি তা জানি না!' নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দিকে ইশারা করে তৃতীয় প্রশ্ন করেন, 'ইনি কে? (যিনি তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন?)' এবারেও একই উত্তর, 'হায়, আমি তাও জানি না!' তখন আকাশ থেকে একজন ফেরেশতা বলে উঠেন, তাকে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার দিকে জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। তখন থেকে তার দিকে জাহান্নামের উত্তপ্ত হাওয়া আসতে থাকে। এর বিপরীতে যখন লোকটি ঈমানদার ও নেক বান্দা হয়, তখন সে ঐ তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে বলে, 'আমার রব আল্লাহ', 'আমার দীন ইসলাম' এবং 'আমার নবী হলেন, মুহাম্মাদ (স)। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

ফেরেশতারা তখন বলে, আমরা জানতাম তুমি সঠিক উত্তর দিবে। তখন আবার চতুর্থ প্রশ্ন করে তাকে বলা হয়, 'তুমি এগুলো জানলে কিভাবে?' উত্তরে সে বলে, 'আমি কুরআন পড়তাম (কুরআন অধ্যয়ন করতাম)। এ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছিলাম, সত্য বলে বিশ্বাস করতাম।'

সে সময় আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। অতঃপর তাকে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টি দেখানো হবে। আর বলা হবে, এ জাহান্নাম থেকে আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে জান্নাতের ফয়সালা করে দিয়েছেন। বলা হবে, তাকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।

অন্য হাদীসে আছে, এ ভালো মানুষটির জন্য জাহান্নামের একটি ছিদ্রপথ খুলে দেওয়া হয়। সে এর দিকে নযর করে দেখে যে, আগুনের ফুলকি একে অন্যকে দলিত-মথিত করে তোলপাড় করে তুলছে। এ সময় তাকে বলা হয়, দেখো তোমাকে এ কেমন বিপদ থেকে আল্লাহ রক্ষা করে দিয়েছেন। এরপর জান্নাতের সাথে তার জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেন। অতঃপর জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকে। তাকে তখন বলা হয়, এটাই তোমার স্থান। কেননা, দুনিয়ায় তুমি ঈমানের সাথে ছিলে, ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছো এবং ঈমানের সাথেই কিয়ামতের দিন উঠবে।

[বিস্তারিত দেখুন মিশকাত: ১২৪, ১২৬, ১৩০, ১৩১, ১৩৯, ১৫৪২, সহীহ বুখারী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ]

(৪) শিশুদের প্রশ্নোত্তর

একদল আলেম বলেছেন যে, শিশুদের কবরে সওয়াল-জওয়াব হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নাবালেগ, ঘুমন্ত ও পাগলের কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। (দেখুন, নাসাঈ: ৩৩৭৮)

অপর একদল আলেম বলেছেন, শিশুদের কবরে সওয়াল হতে পারে। তা না হলে রাসূলুল্লাহ (স) কেনো তাদের জন্য কবরের আযাব থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। (দেখুন, মুয়াত্তা মালেক: ৫৩৬) অধিকাংশ আলেমের এটাই অভিমত।

(৫) অমুসলিমদের প্রশ্নোত্তর

শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নয়; সকল অমুসলিম, কাফির, মুশরিক, নাস্তিক ও মুনাফিকদেরকেও কবরে সওয়াল-জওয়াবের আওতায় আনা হবে।

(৬) কবরের চাপ

মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় তখন কবর তাকে একটি চাপ দেয়, যা খুবই ভয়ঙ্কর। এ চাপ থেকে ছোট-বড়, ভালো-মন্দ কেউই মুক্তি পায় না। সাহাবী সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি আল্লাহর এতো প্রিয় বান্দা ছিলেন, যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিলো। তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিলো এবং যার জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেছিলো। এমন মহান ব্যক্তিকেও কবর চাপ দিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কবরের চাপ থেকে কেউ যদি রক্ষা পেতো তাহলে (সাহাবী) সা'দ বিন মুয়ায (রা) মুক্তি পেয়ে যেতেন।

ভেবে দেখুন, আমাদের অবস্থা তাহলে কেমন হবে! তাঁকে দাফনের পর তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীগণ দীর্ঘক্ষণ তাসবীহ পাঠ ও তাকবীর দিলেন আর তিনি বললেন, এ সা'দ বিন মুয়াযকে কবর চাপ দিয়েছিলো। আমরা যখন এগুলো পাঠ করলাম তখন আল্লাহ এ সাহাবীর কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন। সকল মুমিন বান্দাকেই দাফনের পর এভাবে কবরে একবার চাপ দেওয়া হয়। অতঃপর তার কবর প্রশস্ত হয়ে যায়। (বুখারী: ৪৫৮, মুসলিম: ৯৫৬, সিলসিলা সহীহা: ১৬৯৫, মিশকাত: ১৩৫, ১৩৬)

(৭) কবরে শিশুদের চাপ

নিষ্পাপ-বেগুনাহ মাসুম শিশুদেরও কবরে চাপ দেওয়া হয় মর্মে আনাস ইবনে মালেক ও আবু আইয়ুব আল আনসারী বর্ণিত দু'টো হাদীস আছে। এক

শিশুকে দাফনের পর রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, কবরের চাপ থেকে কেউ যদি মুক্তি পেতো তাহলে এ শিশুটি চাপ থেকে বেঁচে যেতো। (সহীহুল জামে: ৫৩০৭, আল বানীর সিলসিলা সহীহা: ২১৬৩)

সৌদি আরবের মুফতী সালেহ ইব্‌ন উসাইমীন (র) অভিমত দিয়েছেন যে, মুমিন বান্দার কবরের চাপ হবে স্নেহময়ী সন্তানকে আলিঙ্গন করার মতো, যে আলিঙ্গনে কোনো ব্যথা বা কষ্ট নেই। (মাজমু ফাতাওয়া, খণ্ড- ১৭, পৃ. ৪৭০) মহান আল্লাহই ভালো জানেন!

(৮) নেক বান্দার কবরের প্রশস্ততা

নেক বান্দা যখন প্রশ্নের উত্তর সঠিক দেয় তখন তার কবরকে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৭০ হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। অন্য এক হাদীসে আছে, জান্নাতের দিকে খোলা দরজা দিয়ে কবরে সুগন্ধি আসতে থাকে এবং তার কবরকে তার দৃষ্টি যতটুকু যায় ততটুকু পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। (মিশকাত: ১৩০. ১৫৪২, তিরমিযী: ১০৭১)

(৯) কাফের, মুশরিক, অমুসলিম ও পাপীদের কবরের চাপ

তাদেরকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয় যে, তোমার রব কে? দীন কি? রাসূল কে? উত্তরে তারা বলে, এগুলো আমার জানা নেই, তখন যমীনকে নির্দেশ দেওয়া হয়, এ পাপিষ্ঠকে চাপ দাও। এরপর জমিন এমন শক্তভাবে চাপ দেয় যে, এতে তার এক পাশের হাড় অপর দিকে চলে যায়। কিয়ামতের দিন কবর থেকে উঠার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে কবর চাপ দিতেই থাকবে। (মিশকাত: ১৩০) নাউযুবিল্লাহ!

(১০) কবরে আলো কিংবা অন্ধকার

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মুমিন ব্যক্তি কবরে একটি সবুজ বাগানে থাকবে। তার কবরকে পূর্ণিমার রাতের মতো আলোকিত করা হবে। (তারগীব অত-তারহীব: ৩৫৫২)

আরেক হাদীসে আছে, ভালো আমলের কারণে কবরকে আলোকিত করা হয় এবং মন্দ আমলের কারণে কবরকে করে দেওয়া হয় অন্ধকার (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা)।

একবার মসজিদের এক ঝাড়ুদার মহিলাকে ক'দিন না দেখে তার সম্পর্কে নবী (স) জানতে চাইলেন। তারা বললেন, এ মহিলা মারা গেছে। নবীজি (স) বললেন, ঘটনাটি আমাকে জানাওনি কেনো? উত্তরে তারা জানালেন যে, বিষয়টি তারা সাধারণ ব্যাপার মনে করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তার

কবরের পাশে গেলেন, জানাযা পড়লেন। অতঃপর বললেন, এখানকার লোকগুলোর কবর অন্ধকারচ্ছন্ন ছিলো। আমার দু'আর কারণে আল্লাহ এগুলোকে এখন আলোকিত করে দিয়েছেন। (বুখারী: ৪৫৮)

(১১) নেক বান্দাদেরকে ঘুমিয়ে থাকতে বলা হয়

সওয়ালের জওয়াব যখন শুদ্ধ হয় তখন তাকে বলা হয়, তুমি এখানে ঘুমিয়ে থাকো। এ নেক বান্দাটি তখন বলে, আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে এ সুসংবাদটি তাদের জানিয়ে দিতে চাই। ফেরেশতাগণ তখন বলবেন (এ সুযোগ আর নেই), তুমি এখানে বাসর ঘরের বরের মতো ঘুমিয়ে থাকো, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত কেউ ঘুম থেকে জাগাতে পারবে না। সে পর্যন্ত তুমি এখানে ঘুমিয়ে থাকো। (তিরমিযীঃ ১০৭১, মিশকাত: ১৩০)

(১২) কবরের জীবনের সঙ্গী

মুমিন বান্দার কবরকে তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়ার পর তার কাছে এক সুদর্শন চেহারাবিশিষ্ট ও সুগন্ধওয়ালা একজন লোক এসে কবরস্থ মুমিন লোককে বলে, তোমাকে প্রস্ফুল্ল করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আর এ দিনের ওয়াদাই তোমাকে দেওয়া হয়েছিলো। কবরবাসী জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তোমার চেহারা এতো সুন্দর! এতো কল্যাণের বার্তা তুমি নিয়ে এসেছো? উত্তরে সে বলে, আমি হলাম তোমার নেক আমল।

পক্ষান্তরে, কবরের চাপে অমুসলিম, কাফির, মুনাফিক ও পাপী মুসলিম বান্দার পাজরের হাড় একপাশ থেকে অপর পাশে ঢুকে যাওয়ার পর অতিশয় কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট নোংরা বেশে দুর্গন্ধযুক্ত একজন লোক এসে বলে, তুমি আজ এমন দুঃসংবাদ গ্রহণ করো যা তোমাকে ভারাক্রান্ত করবে। আর এমন ওয়াদাই দুনিয়ায় তোমাকে দেওয়া হয়েছিলো। কবরওয়ালা তখন জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? কী বীভৎস কুৎসিত তোমার চেহারা! যা অশুভ সংবাদ বয়ে আনে? সে তখন উত্তর দেয়, আমি হলাম তোমার বদ আমল। (দেখুন, মিশকাত: ১৫৪২)

(১৩) আগুনের সুড়ঙ্গ

পাপী বান্দারা পাপের অভিশাপে ফেরেশতাদের কোনো প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারে না। বড়ই দুঃখজনক হলো যে, তাকে প্রথমে জান্নাতের নিয়ামতরাজির দৃশ্য দেখানো হয়। অতঃপর বলা হয়, তুমি যদি ভালো কাজ করতে তাহলে আজ এখানে হতো তোমার ঠিকানা। কিন্তু তা তুমি করোনি।

এরপরই জাহান্নামের দিকে একটি পথ তার জন্য খুলে দেওয়া হয়, যার আগুনের ফুল্‌কি একে অপরকে দলিত-মথিত করে তুলছে। বলা হয়, এটা হলো এখন তোমার স্থান, যেখানে কিয়ামত পর্যন্ত থাকতে হবে। (মিশকাত: ১৩৯)

(১৪) কবরের মারপিট ও চিৎকার

মুনাফিক, কাফির ও পাপীদেরকে কবরে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) পড়োনি? এ বলেই লোহার হাতুড়ি দিয়ে এমনভাবে পিটাতে শুরু করে যার কারণে সে বিকট আওয়াজে চিৎকার করতে থাকে। আর এ চিৎকার এতো জোরে হয়, যা মানুষ ও জিন ছাড়া বাকি সবাই শুনতে পায়।

অপর এক হাদীসে আছে, জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) জানার চেষ্টা করোনি কেনো? এই বলে হাতুড়ি দ্বারা পেটাতে থাকবে।

আহমাদের এক হাদীসে আছে, যে বান্দা কবরে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না, তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়, যার সাথে থাকে একটি লোহার হাতুড়ি। এ হাতুড়ি দিয়ে উক্ত ফেরেশতা যদি কোনো পাহাড়কেও আঘাত করে তাহলে পাহাড়ও চূর্ণা-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে। এমনই এক হাতুড়ি দিয়ে এ ফেরেশতা গোনাহগার লোকটিকে অতিশয় জোরে আঘাত করতে থাকে। আর ঐ আঘাতের চোটে সে এমন জোরে চিৎকার করে যার আওয়াজ শুধু মানুষ আর জিন জাতি ছাড়া পূর্ব-পশ্চিমের বাকি সবাই শুনতে পায়। প্রতিটি আঘাতের সাথে সে মাটির সাথে মিশে যায়, অতঃপর আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয় (এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকে)। (মিশকাত: ১২৬, বুখারী: ১২৭৩)

(১৫) চতুষ্পদ জন্তুরা কবর থেকে চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পায়

মদিনায় দুই বৃদ্ধা ইহুদী মহিলার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) একদিন বলেছিলেন, কবরে পাপীদেরকে এতো কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়, যার আওয়াজ সকল চতুষ্পদ জন্তু ও প্রাণীরা শুনতে পায়। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর থেকে রাসূল (স)-কে এমন কোনো সালাত আদায় করতে দেখিনি যার শেষে তিনি কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতেন না। (বুখারী: ৫৮৮৯, নাসাঈ: ২০৪০)

রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও একবার এক ইহুদীর কবরে আযাবের আওয়াজ শুনেছেন। (বুখারী: ১২৮৬)

(১৬) খচ্চর লাফিয়ে উঠার ঘটনা

যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, একবার নবী (স) একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরাও তখন তার সাথে ছিলাম। দেখলাম, হঠাৎ তখন খচ্চরটি লাফাতে শুরু করলো, এমনকি তখন রাসূল (স) খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার অবস্থা। তিনি তখন জানালেন, এখানে ইহুদী লোকটির কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে। (মুসলিম: ২৮৬৮, বুখারী: ১২৮৬)

(১৭) মানুষ যে কারণে কবরের আযাব শুনে না

নবী (স) বলেছেন, "কবরের আযাবের ভয়ে তোমরা কবর দেওয়া বন্ধ করে দেবে, এ (আশঙ্কা) না হলে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করতাম, যেনো তিনি তোমাদেরকে কবরের আযাবের আওয়াজ শুনিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা জাহান্নামের আযাবের আওয়াজ থেকে আশ্রয় চাও..., কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাও..., গোপন ও প্রকাশ্য ফিতনা হতে আশ্রয় চাও..., দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাও...।" সাহাবারা সকলে প্রতিবারেই এগুলো থেকে আশ্রয় চাইলেন। (মিশকাত: ১২২, মুসলিম)

(১৮) সাপের কামড়

একজন পাপী ব্যক্তির কবরে ৯৯টি তিন্নীন থাকবে। তিন্নীন হচ্ছে, ৭০টি সাপ। প্রতিটি সাপের ৯টি করে মাথা থাকবে। এ সাপগুলো কিয়ামত পর্যন্ত একজন পাপিষ্ঠকে কামড়াতে থাকবে। (সহীহ তারগীব অ-তারহীব: ৩৫৫২)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, তাকে ন্যস্ত করা হবে ৯৯টি বিষাক্ত তিন্নীন সাপের কাছে। তোমরা কি জানো তিন্নীন কি? তিন্নীন হলো, ৯৯টি সাপ। প্রত্যেকটি সাপের রয়েছে ৭টি মাথা। যেগুলো দিয়ে সে অমুসলিমের শরীরে ছোবল মারতে থাকবে, কামড়াতে ও ছিঁড়তে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।" (ইবনে হিব্বান: ৩১২২, দারেমী: ২৭১১, আহমাদ- ৩/৩৮)

(১৯) কিয়ামত হওয়া; না হওয়ার আবেদন

মৃত ব্যক্তি মুমিন হলে প্রথম ঘাটি কবরেই নেয়ামতরাজি দেখে দু'আ করবে, হে রব! কিয়ামত দ্রুত সংঘটিত করে দাও, যাতে আমি দ্রুত আমার পরিবার ও সম্পদের নিকট ফিরে যেতে পারি।

বিপরীতে কবরস্থ ব্যক্তি অমুসলিম, কাফির বা পাপাচারী হলে কবরের ভয়াবহ আযাব ও আখিরাতের আযাবের দৃশ্য দেখে দু'আ করবে, হে রব! কিয়ামত ঘটাইও না। (মুসনাদে আহমাদ: ১৭৮৭২) কেননা, ঐ শাস্তি আরো ভয়ঙ্কর।

(২০) আযাব কতোবার হবে?

আল্লাহ তাআলা বলেন, "মুনাফিকদের দুই বার আযাব দেওয়া হবে। একবার দুনিয়ায়, আরেকবার কবরে।" (ফতহুলবারী- ৩/পৃ. ২৩৩) মুনাফিক হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে মুসলিম দাবি করে, অথচ অন্তরে সে ইসলামবিদ্বেষী।

(২১) উসমান (রা)-এর কান্না

তিনি যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন কান্নায় তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো। কবর দেখলেই এতো বেশি কান্না কেনো, এমন এক প্রশ্নের জবাবে উসমান (রা) বলেছিলেন, "এটা হলো আখিরাতের প্রথম ঘাটি। এখানে মুক্তি মিললে পরকালেও মুক্তি। আর কবরে মুক্তি না পেলে পরকালের অবস্থা আরো কঠিন ও জটিল হবে।"

নবী (স) এও বলেছেন যে, "কবরের চেয়ে ভয়াবহ আর কোনো স্থান দেখিনি।" (মিশকাত: ১৩২)

(২২) অমুসলিম ও কাফেরদের আযাব কখন শুরু হয়?

রূহ কবজ করার পরপরই প্রত্যেক (অমুসলিম) কাফেরকে আযাবে নিক্ষেপ করে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾

"তুমি যদি (সত্যিই) সেই (করুণ) অবস্থা দেখতে পেতে, যখন (আল্লাহর) ফেরেশতারা কাফেরদের রূহ বের করে নিয়ে যাচ্ছিলো, ফেরেশতারা (তখন) তাদের চেহারায় ও পিঠে (একের পর এক) আঘাত করে যাচ্ছিলো (এবং বলছিলো), তোমরা (আজ) আগুনের আযাব ভোগ করো।" (সূরা ৮; আনফাল ৫০)

(২৩) আযাবের কারণ

যেসব কারণে কবরে আযাব হয় তা হলো, প্রধানতঃ ইসলাম গ্রহণ না করা, তাছাড়া–

(ক) শির্ক ও কুফরী করা, (খ) মুনাফেকি, (গ) প্রস্রাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করা, (ঘ) চোগলখুরী করা, (ঙ) গীবত, (চ) রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ, (ছ) মিথ্যা বলা, (জ) তিলাওয়াত ছেড়ে দেওয়া, (ঝ) জেনা ব্যাভিচার, (ঞ) সুদ খাওয়া, (ট) ফরজ সালাত আদায় না করে ঘুমানো, (ঠ) সৎ কাজের আদেশ

দিয়ে নিজে তা আমল না করা, (ড) রমযানের সিয়াম পালন না করা, (ঢ) টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা, (ণ) কোনো প্রাণীকে বন্দী করে রেখে কষ্ট দেওয়া, (ত) প্রাণীদের প্রতি ইহসান না করা, (থ) ঋণ পরিশোধ না করা, (দ) হাজীর মাল চুরি করা, (ধ) তাছাড়া পরিবারের লোকজনের কান্নাকাটির কারণেও মৃতকে আযাব দেওয়া হয়। এ জন্য জীবিত লোকের উচিত তার মৃত্যুর পর কেউ যেনো কান্নাকাটি না করে সে জন্য বলে যাওয়া। (বুখারী: ১২০৬, তিরমিযী: ৯২৫)

(২৪) যাদের কবরে আযাব হয় না

এমন একদল নেক বান্দা আছে যাদের কবরে আযাব হয় না, তারা হলেন– (ক) শহীদ, (খ) আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী, (গ) জুমুআবারে মৃত্যুবরণকারী, (ঘ) পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী। (নাসাঈ: ২০৫৫, তিরমিযী: ১৬২১, মিশকাত: ১৩৬৭, নাসাঈ: ২০৫৪) তাছাড়া ভালো আমলকারী ঈমানদার ব্যক্তিগণ।

(২৫) বেনামাযীর কবর

বেনামাযী মৃত্যুবরণ করলে তাকে মুসলমানদের কবরে দাফন করা উচিত নয়। (ফাতাওয়া লাজনা দায়িমা, খ.- ৯/ পৃ. ৯) কেননা, সালাত আদায় না করলে কাফির হয়ে যায় বা কুফরীতে লিপ্ত হয়। (ইবনে মাজাহ: ১০৬৯, মুসলিম: ১১৬, আবূ দাউদ: ৪০৫৮) আর সেখানে আযাব হয় ভয়ানক।

(২৬) মুরতাদের লাশ কবর গ্রহণ করে না

ইসলাম ছেড়ে দিয়ে যে লোক অন্য ধর্ম গ্রহণ করে সে হলো মুরতাদ। এ কাজটা এতো ভয়ানক যে, উক্ত ব্যক্তির লাশ কবর গ্রহণ করে না। (দেখুন বুখারী: ৩৬১৭)

(২৭) কোনো কোনো ব্যক্তিকে অন্ধ অবস্থায় কবর থেকে উঠানো হবে

যারা কুরআন পড়ে না, তা অধ্যয়ন করে না, তারা অন্ধ অবস্থায় কবর থেকে উঠবে।

হে আল্লাহ! কবরের আযাব ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামাতের ছোট আলামত

আমাদের সামনে এমন একটি দিন অপেক্ষমান যেদিন নিখিল বিশ্ব চুরমার ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ভূমণ্ডল ও এর উপর যা কিছু আছে তা এবং সাত তবক আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। মরে যাবে বিচরণশীল সকল প্রাণী। আর এ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবে ভয়ানকভাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ ﴾

"ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছুই নশ্বর, আর অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।" (সূরা ৫৫; আর রাহমান ২৬-২৭)।

আর কিয়ামতের সময় ধ্বংস হয়ে যাবে নিখিল সৃষ্টি সৌরজগত।

বিশ্ব ক্রমশঃ ঐ দিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এ মহা প্রলয়ংকারী ঘটনাকে বলা হয় কিয়ামত। এ কিয়ামত যতো সন্নিকটে আসবে ততোই একের পর এক এর আলামতগুলো দেখা দিতে থাকবে। কিয়ামতের আলামত দুই প্রকার: ছোট ও বড়। কিয়ামাতের ছোট আলামত অনেকগুলো। তন্মধ্যে কিছু আলামত অতীতে হয়ে গিয়েছে। আর যেসব আলামত বাকি আছে তার অংশবিশেষ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. সম্পদের প্রাচুর্য

যে সম্পদের জন্য মানুষ আজ দিন-রাত হন্যে হয়ে ঘুরছে কিয়ামতের পূর্বে সে সম্পদ এতো বেশি বেড়ে যাবে যে দান-সদাকাহ গ্রহণকারী লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيْضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِيْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِيْ »

"কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না তোমাদের সম্পদ বেড়ে যায়। তা এমনভাবে বেড়ে যাবে যে, সম্পদই সম্পদশালীর মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সে সাদাকাহ গ্রহণকারীর খোঁজে বের হবে। এমনকি যাকেই সে সাদাকাহ্ দিতে চাইবে সে বলবে, এটা আমার কোনো প্রয়োজন নেই।" (বুখারী: ১৪১২, মুসলিম: ১০১২)

আবূ মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেন,

« لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ»

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন সে স্বর্ণের সাদাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে; অথচ তা নেওয়ার জন্য সে কাউকে খুঁজে পাবে না।" (মুসলিম: ১০১২)

২. ফেতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি

কেউ সকালে ঈমানদার থাকলে বিকালে কাফের, বিকালে ঈমানদার থাকলে সকালে হয়ে যাবে কাফির। তাছাড়া নানাবিধ ফিতনা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়বে। আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا، وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا،»

"কিয়ামতের পূর্বক্ষণে ফিতনার পর ফিতনা দেখা দিবে যেমন আঁধার রাতের টুকরোসমূহ। আর তখন কোনো ব্যক্তি সকালে ঈমানদার থাকলে বিকালে (ঈমানহারা হয়ে) কাফের যাবে এবং (এমনইভাবে) বিকালে ঈমানদার থাকলে সকালে হয়ে যাবে কাফের।" (মুসলিম: ১১৮)
আর ফিতনা শুরু হবে পূর্ব দিক হতে। (বুখারী: ৩৫১১)

৩. মিথ্যা নবী দাবিদার লোকের আবির্ভাব

ক্রমান্বয়ে কিয়ামত পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ জন লোক নবী হওয়ার মিথ্যা দাবি নিয়ে আবির্ভূত হবে। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّي يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، قَرِيْبًا مِّنْ ثَلَاثِيْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ»

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মিথ্যুক দাজ্জাল বের হবে। তাদের সংখ্যা প্রায় তিরিশ জন। তাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে আল্লাহ'র রাসূল।" (বুখারী: ৩৬০৯, আবু দাউদ- ১১/৩২৪)

৪. সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রাপ্তি

মুসলিম জনবসতির নিরাপত্তা পূর্বে যেমন ছিলো, কিয়ামতের পূর্বেও তা আবার তেমনিভাবে ফিরে আসবে। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّي يَسِيْرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ، لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الطَّرِيْقِ»

"কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না কোনো আরোহী ইরাক ও মক্কার মাঝে নির্ভয়ে ভ্রমণ করবে। তার শুধু ভয় থাকবে সে পথ হারিয়ে যায় কি না।" (বুখারী: ৩৫৯৫, আহমাদ- ২/৩৭০-৩৭১) এভাবে মানুষ নিরাপদে থাকবে।

৫. আমানতের খিয়ানত

নবীজি (স) বলেছেন, আমানতের খিয়ানত ব্যাপকহারে বাড়তে থাকলে মনে করবে কিয়ামত খুব কাছাকাছি। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« إِذَاضُيِعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ» كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا أُسْنِدَ الْأَ مْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

"যখন তুমি দেখবে আমানতের খিয়ানত হচ্ছে, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা আবার কিভাবে? তিনি বললেন, যখন কোনো গুরুদায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া হবে (আর এ দায়িত্ব অর্পণই হবে আমানতের খিয়ানত), তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।" (বুখারী: ৬৪৯৬)

৬. ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব ও এ বিষয়ে মূর্খতার ছড়াছড়ি

আলেম-উলামা কমতে থাকবে, ধর্মীয় জ্ঞানার্জনকে মানুষ গুরুত্ব দেবে না। কুরআন-হাদীসের পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ» وَفِيْ رِوَايَةٍ «وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ»

"কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া হবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "মূর্খতা জেঁকে বসবে, মদ পান করা হবে, ব্যভিচার প্রকাশ পাবে, পুরুষ কমে যাবে এবং মহিলা বেড়ে যাবে। এমনকি পঞ্চাশজন মহিলার জন্য একজন মাত্র পরিচালনাকারী থাকবে।" (বুখারী: ৮০, ৮১, ৬৮০৮; মুসলিম: ২৬৭১)

৭. আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী অতিরিক্ত অপরাধে জড়িয়ে পড়বে

যারা মানুষের বন্ধু ও নিরাপত্তা প্রদানকারী হওয়ার কথা তারা এমন এমন অপরাধে জড়িয়ে পড়বে যার ফলশ্রুতিতে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে তারা সময় অতিবাহিত করবে। আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« يَكُوْنُ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَغْدُوْنَ فِيْ سَخَطِ اللهِ وَيَرُوْحُوْنَ فِيْ غَضَبِهِ»

"শেষ যুগে এ উম্মতের মাঝে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যাদের হাতে থাকবে গাভীর লেজের ন্যায় লাঠি। তারা সকাল বেলা অতিবাহিত করবে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি নিয়ে এবং বিকেল বেলাও অতিবাহিত করবে তাঁরই অসন্তুষ্টি নিয়ে।" (আহমাদ- ৫/২৫০; সহীহুল জামে: ৩৫৬০)

৮. জেনা-ব্যাভিচারের ছড়াছড়ি ও মদপানকারীদের সংখ্যাধিক্য

উচ্ছৃঙ্খলতা, বেহায়পনা ও মানসিক বিকারগ্রস্ততার দরুন এসব সামাজিক ব্যাধি সমাজে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়বে। এসব অপরাধকে লোকেরা খুব হালকাভাবে দেখবে। (বুখারী: ৮০, ৮১, ৬৮০, ৫৫৯০)

৯. সুদ ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়বে

সমাজের সর্বস্তরে সুদ বিস্তার লাভ করবে। আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا»

"কিয়ামতের পূর্বক্ষণে সমাজের সর্বস্তরে সুদ বিস্তার লাভ করবে।" (আত-তারগীব অ-তারহীব- ৩/৯)

১০. আয়-উপার্জনে হালাল-হারাম বাছাই না করা

রুজি-রোজগারের জন্য মানুষ পাগলপারা হয়ে যাবে। তার উপার্জন হালাল কি হারাম তা ভেবেও দেখবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِيْ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ»

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন সে এ কথা ভাববে না যে, সে কিভাবে তার সম্পদগুলো সঞ্চয় করেছে; হালাল পথে, না-কি হারাম পথে।" (বুখারী: ২০৬৯, ২০৮৩)

১১. বাদ্যযন্ত্রের ছড়াছড়ি

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারকারী ও গায়ক-গায়িকারা বেশি হারে প্রকাশ পাবে। সাহ্ল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ» قِيْلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ « إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ»

"অচিরেই শেষ যুগে দেখা দিবে ভূমি ধস, (আসমান থেকে পাথর) বর্ষণ ও চেহারা বিকৃতি।" রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ'র রাসূল! তা হবে কখন? তিনি বললেন, "যখন বাদ্যযন্ত্র ও গায়ক-গায়িকারা বেশি হারে প্রকাশ পাবে।" (ইবনে মাজাহ- ২/১৩৫০, বুখারী: ৫৫৯০)

১২. মসজিদ সুসজ্জিত ও তা নিয়ে গর্ব করবে

কার মসজিদ কতো বেশি সুন্দর, কে কতো বেশি সাজাতে পারে- এ নিয়ে মানুষ প্রতিযোগিতা ও পরস্পর গর্ব করবে।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِيْ الْمَسَاجِدِ»

'কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদ সাজানো নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে।" (আহমাদ- ৫/৩১৮)

১৩. বড় বড় দালানকোঠা নির্মাণে প্রতিযোগিতা শুরু হবে

কাপড় ও জুতাবিহীন গরীব ছাগল রাখালকেও অট্টালিকা নির্মাণ করতে দেখা যাবে। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِيْ الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا»

"যখন রাখালরা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে তখনই বুঝবে তা কিয়ামতের একটি আলামত।" (মুসলিম: ৮, ৯) এভাবে দরিদ্ররাও দালান-কোঠার মালিক হবে।

১৪. বান্দি জন্ম দিবে তার মনীবকে

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا»

"যখন কোনো বান্দি তার প্রভুকে জন্ম দিবে, তখনই বুঝে নেবে যে, এটা কিয়ামতের একটি আলামত।" (সহীহ মুসলিম: ৯)

এর ব্যাখ্যা অনেক ধরনের হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো, সন্তান তার মায়ের সাথে বাদীর মতো আচরণ করবে, তাকে গালি দিবে, মারবে ও তার থেকে খিদমত নিবে। আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, বাদীর ঘরে মনিবের সন্তান জন্ম নিবে। সেই সন্তান আবার তার বাদী মায়ের মনিব হবে।

১৫. হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাবে

ইসলামী শরী'আর বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে সামান্য কারণে ও তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষ খুনাখুনি করবে। আর এ খুন করবে এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে। সে যুগে অধিকাংশ লোকের বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহ উঠিয়ে নেবেন। ফলে সমাজে বেঁচে থাকবে শুধু অযোগ্য ও অপদার্থ লোকেরা। সে ঠিকমতো বুঝতেও পারবে না, কি কারণে সে তার আরেক মুসলিম ভাইকে হত্যা করলো। এ জন্য হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে। (বুখারী: ৭০৬৬, মুসলিম: ১৫৭, ২৯০৮; সিলসিলা সহীহা- ২/৬৮৪-৬৮৬)

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْهَرْجُ، » قَالُوْا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ «الْقَتْلُ، الْقَتْلُ»

"কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে হার্‌জ বেড়ে যাবে।" সাহাবাগণ বললেন, হার্‌জ কি? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, "হত্যা, হত্যা।" (সহীহ মুসলিমঃ ১৫৭)

১৬. সময় দ্রুত পার হয়ে যাবে

মনে হবে, বছরটা যেনো অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেলো, মনে হবে, বছরটা ছয় মাসের সমান, মাসটা সপ্তাহের সমান, সপ্তাহটা একদিনের সমান, আর দিনটাকে মনে হবে যে, এক ঘন্টার মতো। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى . . . يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ،»

"কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না সময় পরস্পর নিকটবর্তী হবে তথা সময় দ্রুত কেটে যাবে।" (দেখুন বুখারীঃ ৭১২১, আহমাদ- ২/৫৩৭, ৫৩৮)

১৭. হাট-বাজার খুব কাছাকাছি হওয়া

মিথ্যা-মিথ্যি বাড়বে এবং বাজারের সংখ্যা বেড়ে খুব কাছাকাছি হয়ে যাবে। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ»

"কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না ফিত্‌না প্রকাশ পাবে, মিথ্যা-মিথ্যি বেড়ে যাবে এবং বাজারগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে যাবে।" (আহমাদ- ২/৫১৯)

১৮. শির্ক দ্রুত বিস্তার লাভ করবে

মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শির্ক খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে, মহিলারা মূর্তির তাওয়াফ করবে। সাউবান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ أُمَّتِيْ الْأَوْثَانَ»

"কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের মধ্য থেকে কোনো না কোনো সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং মূর্তি পূজা করবে।" (আবু দাউদ- ১১/৩২২-৩২৪, বুখারীঃ ৭১১৬, মুসলিম)

কিছু লোক লাত ও উয্‌যার পূজা করবে (মুসলিমঃ ২৯০৭)। তা ছাড়া বিনা দলীল-প্রমাণে, বিনা যাচাই-বাছাইয়ে হালাল-হারামের ব্যাপারে আলেমদের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। আর এরূপ অন্ধভাবে মেনে নেওয়া শির্ক।

আদি ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "খ্রিস্টানেরা কখনো তাদের আলেমদের উপাসনা করতো না। তবে তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে বিনা যাচাইয়ে আলেমদের সিদ্ধান্ত (অন্ধভাবে) মেনে নিতো। আর এরূপ মেনে নেওয়াই হচ্ছে আলেমদেরকে প্রভুর মতো মেনে নেওয়া। (আর এটাই হচ্ছে আনুগত্যে শির্ক)।" (তিরমিযী: ৩০৯৫)

১৯. প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার

প্রতিবেশীর সাথে অসদাচরণ বেড়ে যাবে। আবদুল্লাহ বিন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেন,

« لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰي يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ، وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ، وَسُوْءُ الْمُجَاوَرَةِ»

"কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না মানব সমাজে অশ্লীলতা প্রকাশ পাবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন ও প্রতিবেশীর সাথে অশোভন আচরণ করা হবে।" (আহমাদ- ১০/২৬-৩১)

২০. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা

এটা এখনই বেশ নজরে পড়তে শুরু করেছে। আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ... قَطْعَ الْأَرْحَامِ»

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকরণ বিশেষভাবে দেখা দিবে।" (এ বিষয়ে দেখুন আহমাদ- ৫/৩৩৩)

২১. অশ্লীলতার ছড়াছড়ি

সমাজে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা ব্যাপকহারে বেড়ে যাবে। আবদুল্লাহ বিন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেন,

« لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰي يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ، وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ، وَسُوْءُ الْمُجَاوَرَةِ»

"কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না মানব সমাজে অশ্লীলতা প্রকাশ পাবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন ও প্রতিবেশীর সাথে অশোভন আচরণ করা হবে।" (আহমাদ- ১০/২৬-৩১)

২২. বৃদ্ধরা যৌবন প্রদর্শন করবে

বৃদ্ধরা সাদা চুলে কালো রঙ করবে, নিজের মধ্যে যৌবন আছে বলে ভাব প্রদর্শন করবে। (আহমাদ- ৪/১৫৬)

২৩. কার্পণ্যতা বেড়ে যাওয়া

দান-সদাকায় ও প্রয়োজন পূরণে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কার্পণ্য করবে। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الشُّحُّ»

"কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে এই যে, তখন কার্পণ্য বেড়ে যাবে। (মুসলিমঃ ১৫৭)

২৪. ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার লাভ

ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে, ধন-সম্পদও বেড়ে যাবে। ব্যবসা এমন হারে বাড়বে, যখন মহিলারাও এতে অংশগ্রহণ করবে। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُشَارِكَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ»

"কিয়ামতের পূর্বে শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকেই সালাম দেওয়া হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক হারে বিস্তার লাভ করবে। এমনকি মহিলারাও ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরুষের সহযোগী হবে।" (আহমাদ- ৫/৩৩৩, নাসাঈ- ৭/২৪৪)। রাসূলুল্লাহ (স) দারিদ্রতাকে ভয় পেতেন না; তিনি ভয় করতেন দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতাকে। কেননা, এটা মানুষকে তার আখেরাত ভুলিয়ে দেয়।

২৫. ঘন ঘন ভূমিকম্প ও ভূমি ধ্বস

ভূকম্পন যেমন হবে ঘন ঘন তেমন হবে দীর্ঘস্থায়ী। কিয়ামতের আগে আগে ভূমিধস বাড়তে থাকবে। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ»

"কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং ভূমিকম্প বেড়ে যাবে।" (বুখারীঃ ৭১২১)

মানুষ মদ খাবে, বাদ্যযন্ত্র বাজাবে। এসব লোকদেরকে পরে আল্লাহ ভূমিধ্বসের মধ্যে ফেলে দেবেন। এদের কাউকে কাউকে শূকর ও বানরে পরিণত করবেন। (ইবনে মাজাহ: ৪০২০২, ২/১৩৪৯, তিরমিযী- ৬/৪১৮)

২৬. নেক্কার লোকদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া

ক্রমশঃ ভালো লোকদের সংখ্যা কমতে থাকবে এবং খারাপ লোকদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে (মুসলিম: ২৯৪৯)। অবশেষে শুধু খারাপ লোকেরাই বেঁচে থাকবে। "আর একমাত্র খারাপ লোকদের উপরই কিয়ামত সংঘঠিত হবে।" (মুসলিম: ২৯৪৯)

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ»

"একমাত্র নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত কায়িম হবে।" (বুখারী: ৬৪৯৬, আহমাদ- ১৫/ ৩৭-৩৮, মুসলিম: ৯)

২৭. নীচু শ্রেণির লোকেরা নেতৃত্ব দিতে শুরু করবে

ধর্মীয় জ্ঞানে যারা একেবারেই অজ্ঞ, যাদের মধ্যে আল্লাহভীতি নাই এবং নেতৃত্বের অযোগ্য, এসব লোকেরা সমাজে নেতৃত্ব দেবে।

২৮. শুধু চেনাজানা লোককেই সালাম দেওয়া

এর বাইরে অন্যকে সালাম দেবে না। আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ، لَايُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ»

"কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে একে-অপরকে সালাম দিবে শুধুমাত্র পরিচয়ের ভিত্তিতেই।" (আহমাদ- ৫/৩২৬, ৩৩৩)

তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে মানুষ সালাম দিবে। (আহমাদ- ৫/৩৩৩)। অথচ, সুন্নাত হলো, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।

২৯. অল্প জ্ঞানের লোকদের কাছে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা

অল্প বিদ্যার অধিকারী লোকদের কাছে মানুষ ইলম শিখবে। আবূ উমাইয়াহ জুমা'হী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন,

«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ثَلَاثًا : إِحْدَاهُنَّ : أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ»

"কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে তিনটি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, অল্প বয়সের লোকদের নিকট তখন ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে।" (দেখুন, সহীহুল জামে: ৭৩০৮)

৩০. কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ রমণীদের আবির্ভাব

পরিধানে বস্ত্র থাকলেও যেনো উলঙ্গ, এমন ডিজাইন ও অশালীন বেশভূষা ধারণকারিণী নারীদের ছড়াছড়ি। এক বর্ণনায় এসেছে,

«سَيَكُوْنَ فِيْ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ رِجَالٌ يَرْكَبُوْنَ عَلَى الْمَيَاثِرِ حَتَّى يَأْتُوْا أَبْوَابَ مَسَاجِدِهِمْ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ»

"এ উম্মতের শেষাংশে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যারা নরম নরম আসনে (তথা উন্নত মানের) গাড়িতে আরোহণ করবে। যাতে চড়ে তারা মসজিদের দরজায় অবতরণ করবে। তাদের মহিলারা হবে কাপড় পরিহিতা; অথচ উলঙ্গ।" (হাকিম- ৪/৪৩৬, আহমাদ- ১২/৩৬)

৩১. লেখালেখির আধিক্য

গ্রন্থ রচনা ও লেখালেখির পরিমাণ ব্যাপকহারে বেড়ে যাওয়া। আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন,

« إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ... ظُهُوْرَ الْقَلَمِ»

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বে লেখালেখির ছড়াছড়ি দেখা যাবে।" (আহমাদ- ৫/৩৩৩- ৩৩৪)। জাগতিক ব্যাপারে লেখালেখি ও বইয়ের যেনো শেষ নেই। যদিও কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সহীহ জ্ঞানের ও লেখালেখির এখনো যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৩২. মসজিদে ঢুকেই বসে যাওয়া

মসজিদে ঢুকে দু'রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় না করেই সেখানে বসে যাওয়া। (ইবনে খুযাইমা- ২/২৮৩- ২৮৪)

এটি শুধু মুসল্লীদের মধ্যে নয় বরং বহু ইমাম-আলেমের মধ্যেও এর ঘাটতি দেখা যাওয়া। আর এ ত্রুটিটা হলো, কিয়ামতের একটা আলামত। অথচ, রাসূল (স)-এর আদেশ হলো, কোনো সালাত আদায় করা ছাড়া মসজিদে না বসা। (দেখুন, সহীহ বুখারী: ৪৪৪, ১১৬৩)

৩৩. নতুন চাঁদের আকার বড় দেখা

প্রথম দিকের চাঁদের আকার সাধারণত ছোট থাকার বিষয় হলেও কিয়ামতের পূর্বে তার আকার বড় দেখা যাবে। আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন,

« مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الْأَهِلَّةِ»

"কিয়ামতের সন্নিকটে আসার আলামত এও যে, নতুন চাঁদ তখন বড় আকারে দেখা দিবে।" (সহীহুল জামে: ৫৭৭৪, ৫৭৭৫)

৩৪. মিথ্যার ছড়াছড়ি ও সত্যতা যাচাই ছাড়া সংবাদ প্রচার

এমনকি কিছু কথা হাদীস নামে চালিয়ে দেওয়া হবে, যা প্রকৃত পক্ষে হাদীস নয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

« يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الأَ حَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُوْ وَإِيَّاهُمْ، لَايُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ»

"শেষ যুগে এমন কিছু মিথ্যুক দাজ্জাল বেরুবে যারা তোমাদেরকে এমন কিছু হাদীস শুনাবে যা তোমরা ইতিপূর্বে কারো থেকে শুনোনি। না তোমাদের বাপ-দাদা শুনেছে। সুতরাং, তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে এবং তারাও যেনো তোমাদের থেকে দূরে থাকে। সাবধান থেকো তারা যেনো তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে এবং ফিতনায় ফেলতে না পারে।" (মুসলিম: ৬ ও ৭)

তাছাড়া সংবাদ জগত ও প্রচার মাধ্যমে মিথ্যা খবর প্রচারিত হবে।

৩৫. সত্য লুকাবে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস্'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ شَهَادَةَ الزُّوْرِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِالْحَقِّ»

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বে সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হবে।" (দেখুন, আহমাদ, হাদীস নং ৫/৩৩৩, বুখারী: ৬৮৭১) মিথ্যা সাক্ষ্য যেমন অপরাধ, তেমনই সত্য ধামাচাপা দেওয়াও অপরাধ।

৩৬. নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া

পুরুষ কমে যাবে এবং নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এমনকি শেষ যানামায় পঞ্চাশ জন মহিলার বিপরীতে মাত্র একজন পুরুষ পরিচালনাকারী থাকবে। রাসূল (স) বলেছেন,

« وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ »

"পুরুষ চলে যাবে এবং মহিলারাই থেকে যাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য একজন মাত্র পরিচালনাকারী থাকবে।" (বুখারী: ৮০, ৮১, ৬৮০৮, মুসলিম: ২৬৭১)।

ভরণপোষণের জন্য চল্লিশ জন নারী এক জন পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে।" (মুসলিম: ১০১২)

৩৭. হঠাৎ করে মানুষ মরে যাওয়া

হঠাৎ হঠাৎ মানুষ মরে যাবে এবং এভাবে এ জাতীয় মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন,

« إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ ... أَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجْأَةِ »

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে, হঠাৎ মৃত্যু বেশি বেশি প্রকাশ পাওয়া।" (মাজ্‌মাউয্‌ যাওয়ায়িদ- ৭/৩২৫)

৩৮. পারস্পরিক শত্রুতা বৃদ্ধি পাওয়া

সামাজিক মধুর সম্পর্ক কমে যাবে। এমনও হবে যে, কেউ যেনো আর কাউকে চেনেই না। (আহমাদ- ৫/৩৮৯) মানুষে মানুষে শত্রুতা-দুশমনী বেড়ে চলবে এবং পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটবে।

৩৯. ঈমানদাররা সত্য স্বপ্ন দেখতে থাকবে

যে লোক বেশি সত্যবাদী, যার ঈমান যতো বেশি তার স্বপ্ন হবে ততো বেশি সত্য। (বুখারী: ৭০১৭, মুসলিম: ২২৬৩)

৪০. আরব ভূমি নদ-নদী ও রবি শস্যে ভরে যাওয়া

ধন-সম্পদ অত্যধিক বেড়ে যাবে, যাকাত দেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। মরুভূমিতেও বাগ-বাগিচা দেখতে পাবে। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ، حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُوْدَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَأَنْهَارًا »

"কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না মানুষের ধন-সম্পদ অত্যধিক হারে বেড়ে যায়। যতক্ষণ না এমন পরিস্থিতি হবে যে, জনৈক ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত নিয়ে ঘর থেকে বের হবে; অথচ সে এমন কোনো লোক খুঁজে পাবে না, যে তার পক্ষ থেকে যাকাতটুকু গ্রহণ করবে। তাছাড়া (কিয়ামত হবে না) যতক্ষণ না আরব ভূমি নদ-নদী ও শস্যে ভরে যাবে।" (মুসলিম: ১৫৭, ৭০৬) মরুভূমিতে সবুজের সমারোহ ঘটবে।

৪১. যমিনে ফলন কমে যাওয়া

এমনকি অতিবর্ষণ ও বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন কমে যাবে। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ تُمْطَرُوْا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَوُا وَتُمْطَرُوْا، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا»

"দুর্ভিক্ষ মানে বৃষ্টি না হওয়া নয় বরং অচিরেই এমন দুর্ভিক্ষ আসবে যখন বৃষ্টি হতেই থাকবে। এতো বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও জমিনে তখন কোনো ফলন হবে না।" (মুসলিম: ২৯০৪, আহমাদ- ১৩/২৯১, ৩/১৪০)

৪২. ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় আবির্ভূত হওয়া

এ নদীটি ইরাকে। এ নদীর তলদেশের পাহাড় থেকে স্বর্ণ কুড়ানোর জন্য মানুষ তখন মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হবে। ঝগড়ায় শতকরা নিরানব্বই জনই মারা যাবে। সেই সময় আসলে ওখানকার স্বর্ণ আনতে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ নিষেধ করেছেন। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ...»

"কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় আবির্ভূত হবে যার দখল নিয়ে মানুষ পরস্পর যুদ্ধে মেতে উঠবে এবং যার ভয়াবহ পরিণতিতে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই নিহত হবে। তাদের প্রত্যেকেরই একটি কথা, (অন্যেরা মরে গেলেও) হয়তো বা আমি বেঁচে যাবো।" (মুসলিম: ২৮৯৪)

৪৩. হিংস্র পশু ও জড় পদার্থ মানুষের সাথে কথা বলবে

কিয়ামতের আলামত হিসেবে এমন এক অদ্ভুত যামানা আসবে, সে যামানায় বাকশক্তিহীন প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে, জড় পদার্থ কথা বলবে, জুতার ফিতা কথা বলবে, মানুষের উরু বলে দেবে তার স্ত্রী তার অনুপস্থিতিতে কি (অপরাধ) করেছে। (আহমাদ- ৩/৮৩-৮৪, ৮০৪৯)

৪৪. নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করবে

বিপদে কঠিন পরিস্থিতির কারণে মুসিবতে পড়ে কিয়ামতের পূর্বে মানুষ নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করবে। আবূ হোরায়হ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

«لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُوْلُ : لَيْتَنِيْ مَكَانَهُ»

"কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তি অন্যের কবরের পাশ দিয়ে যেতেই বলে উঠবেঃ আহ! আমি যদি তার জায়গায় হতাম।" (মুসলিমঃ ১৫৭, বুখারীঃ ৭১১৫, ৭১২১) অর্থাৎ কেনো যে আমার মৃত্যু হচ্ছে না।

৪৫. 'কাহ্‌তানী' নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে

কাহতান নামক এলাকা থেকে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বের হবেন। মানুষ তার পিছনে ছুটবে। ফলে সে একচ্ছত্র নেতৃত্ব দেবে। (বুখারীঃ ৩৫১৭, ৭১১৭, মুসলিমঃ ২৯১০) সকলেই তার আনুগত্য করবে।

৪৬. ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ বাধা

মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কেননা, ইহুদীরা হবে দাজ্জালের অনুসারী। মুসলিমরা ঈসা (আ)-এর পক্ষ হয়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সে সময় কোনো ইহুদী যদি কোনো গাছ বা পাথরের পেছনেও লুকিয়ে থাকে, পালিয়ে থাকে, তবে সে গাছ বা পাথর বলে দেবে, হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে, এখানে এক ইহুদী আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। এসো, একে হত্যা করো। (বুখারীঃ ২৯২৬, মুসলিমঃ ২৯২২)

৪৭. মদীনা খারাপ লোকদেরকে বের করে দেবে

অতঃপর তা হয়ে পড়বে জনশূন্য। মদীনা হলো হাপরের মতো। (এটা এমন এক স্থান) যা খারাপকে দূরীভূত করে এবং ভালোকে আরো ভালো করে তুলে। (মুসলিমঃ ১৩৮১, ১৩৮৩ বুখারীঃ ৭২১৬)

৪৮. এক বায়ু প্রবাহে সকল মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে

(দাজ্জাল, ঈসা (আ) ও ইয়াজূজ-মাজূজ নিয়ে) মানুষ যখন ব্যস্ত থাকবে, তখন এমন এক মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা একটি পবিত্র বাতাস প্রবাহিত করবেন, যা তাদের বগলের নিচে এক প্রকার রোগের সৃষ্টি করবে। আর এ রোগে সকল মুমিন-মুসলিম মৃত্যুবরণ করবে। এ বাতাস সিরিয়া থেকে বের হয়ে ইয়ামেনে পৌছবে। অতঃপর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

তবে মন্দ লোকেরা এ থেকে বেঁচে থাকবে। এরা হবে সে যুগের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক। এসব খারাপীরা গাধার মতো নির্লজ্জভাবে জেনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত

হবে। আর এদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (মুসলিম: ২৯৩৭, ১১৭, ১৯২০, ২৯৪০)

৪৯. কাবা ঘর ধ্বংস

কিয়ামতের প্রাক্কালে একদল মুসলিমরাই কাবাঘর ধ্বংস করবে। এরা হলো, ইথিওপিয়ান মুসলিম। এ সময় আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো আর কেউ দুনিয়ায় থাকবে না। কাবাঘর ধ্বংসকারী ঐ ব্যক্তির মাথায় চুল থাকবে না, তার হাত-পা থাকবে বাঁকা। সে কুড়াল ও শাবল নিয়ে কাবা ঘরের উপর আঘাত হানবে। কাবা থেকে একটা একটা করে পাথরগুলো খুলে ফেলবে। এরপর আর তা কেউ পুনঃনির্মাণও করবে না। এসব লোকেরা কাবা ঘরের গিলাফ, অলঙ্কার ও রক্ষিত সম্পদরাজি সবই নিয়ে যাবে। (আহমাদ- ৩/৩১৫, ১২/১৪-১৫, ১৫/৩৫)

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا، وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا، وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ: أُصَيْلِعُ أُفَيْدِعُ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ»

"(এক সময়) কোনো এক ইথিওপীয় ব্যক্তি কা'বা ঘরকে ধ্বংস করে দিবে। তার পায়ের জংঘা দু'টি হবে ছোট ছোট। সে কা'বার গিলাফ ও অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নেবে। আমি যেনো তাকে এখনই দেখতে পাচ্ছি যে, তার মাথায় চুল নেই। হাত-পাগুলো তার বাঁকা। সে কুড়াল ও শাবল দিয়ে কা'বা ঘরের উপর আঘাত হানবে।" (আহমাদ- ১২/১৪-১৫)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسْوَدُ أَفْحَجُ يَنْقُضُهَا حَجَرًا حَجَرًا»

"আমি যেনো এখনই তাকে দেখতে পাচ্ছি। লোকটি কালো এবং তার দুই উরুর মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশ হবে স্বাভাবিকতার চাইতেও বেশি। সে কা'বা ঘরের পাথরগুলো একটি একটি করে সবই খুলে ফেলবে এবং এমনিভাবে সে কা'বা ঘরকে ধ্বংস করে দেবে।" (আহমাদ- ৩/৩১৫-৩১৬)

এগুলো ছাড়াও কিয়ামতের আরো কিছু ছোট ছোট আলামত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কিয়ামতের বিভীষিকা ও আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দিন। আমিন!

কিয়ামতের বড় আলামত

কিয়ামত যখন একেবারে কাছাকাছি এসে যাবে তখন এর বড় বড় আলামতগুলো প্রকাশ পেতে থাকবে। যেমন মাহ্দী (আ) ও ঈসা (আ)-এর আগমন, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব এবং সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়াও আরো ক'টি বড় আলামত রয়েছে।

ইমাম মাহদী (আ)-এর আগমন

ক. আগমনের সময় ও স্থান

উম্মতে মুহাম্মদীর শেষ যামানায় তিনি আবির্ভূত হবেন। (হাকিম- ৪/৫৫৭-৫৫৮)। তিনি আমাদের মতোই কারো ঔরশে জন্মগ্রহণ করবেন।

ইমাম মাহদী পূর্বদিক থেকে আগমন করবেন। আর কাবা শরীফের পাশে মানুষ তখন তার কাছে বায়'আত গ্রহণ করবে। (নিহায়াহ- ১/২৯-৩০)

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ও ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্বেই মাহদী (আ)-এর আগমন হবে। ঈসা (আ)-এর সাথে মাহদী (আ)-এর দেখা ও কিছু সময় অবস্থান হবে। কেউ কেউ মনে করেন, মাহদী (আ)-এর আবির্ভাব তাদের পরে হবে। এ বিষয়ে সরাসরি কোনো হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না। "মানুষে মানুষে দ্বন্দ ও ভূমিকম্প যখন বেড়ে যাবে তখন তিনি দুনিয়ায় প্রেরিত হবেন।" (আহমাদ- ৩/৩)

খ. তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়

তিনি হবেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৌহিত্র হাসান (রা)-র বংশধর। অর্থাৎ ফাতেমা (রা)-এর ঔরশজাত একজন সন্তান। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিজের ও পিতার নামের মতোই মেহেদী (আ)-এর নাম হবে মুহাম্মাদ বা আহমাদ এবং পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। (ইবনে মাজাহ: ১৩৬৭-১৩৬৮, আহমাদ- ২/৫৮, আবু দাউদ- ১১/৩৭০, ৪২৮৪)

গ. দৈহিক বিবরণ

তাঁর মাথার অগ্রভাগে কোনো চুল থাকবে না। তার নাক হবে লম্বা ও মধ্যভাগে ঢালু। (আবূ দাউদ- ১১/৩৭৫)

ঘ. শাসন আমল

তিনি পুরো বিশ্বে ন্যায় ও ইনসাফের রাজত্ব কায়েম করবেন; বিপরীতে যেমনটি তাঁর আগে ছড়িয়ে পড়েছিলো অন্যায় অত্যাচার।

মাহদী (আ)-এর আমলে প্রচুর বৃষ্টিবর্ষণ হবে, যমীন উদ্ভিদে ভরে যাবে, চতুষ্পদ জন্তুর সংখ্যা বেড়ে যাবে, উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সম্পদেও দেশ ভরে যাবে, সম্পদের সুষম বণ্টন হবে এবং হিসাব ছাড়া বণ্টন করবেন, মানুষের অন্তর থাকবে তখন অমুখাপেক্ষী। মাহদী (আ)-এর ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবস্থা মানুষের শান্তির জন্য যথেষ্ট হবে। মুসলিম জাতি তখন শক্তিশালী থাকবে। তিনি সাত বা আট বৎসরকাল বসবাস করবেন। (আহমাদ- ৩/৩৭, মুসলিম: ২৯১-২৯১৪)

ঙ. বাইয়াত গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা যখন (মাহদীকে) পাবে তখন তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিও; এমনকি বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিও। (ইবনে মাজাহ- ২/১৩৬৭)

চ. ঈসা (আ)-এর সাথে সালাত আদায়

মাহদী (আ)-এর সাথে ঈসা (আ)-এর সাক্ষাত হবে। দু'জনে জামা'আতে সালাত আদায় করবেন। কিন্তু ঈসা (আ) ইমামতী করতে রাজী হবেন না। তিনি মাহদী (আ)-এর ইমামতীতে মুক্তাদী হয়ে সালাত আদায় করবেন। (ফতহুলবারী- ৬/৪৯৩-৪৯৪)।

ছ. দাজ্জাল হত্যা

দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য ঈসা (আ) মাহদী (আ)-কে সহযোগিতা করবেন। (ফাতহুল বারী- ৬/৪৯৩-৪৯৪)

জ. ইন্তেকালের পর

মাহদী (আ)-এর ইন্তেকালের পর দুনিয়ায় বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকবে না। (আহমাদ- ৩/৩৭)

উল্লেখ্য যে, মাহদী (আ) সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৫০-এর মতো।

কিয়ামতের বড় আলামতগুলো কোন্‌টির পর কোন্‌টি ঘটবে?

এ বিষয়ে হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে কিছু বুঝা যায় না। কেননা, ধারাবাহিকতার ব্যাপারে একই ব্যক্তির দু'বারের বর্ণনায় দু'ধরনের সিরিয়াল পাওয়া যায়, যা পরস্পর বিরোধী। এ বিষয়ে দেখুন সহীহ মুসলিমের হাদীস নং ২৯০১, ২৯৪১ এবং ২৯৪৭। হাদীসগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন ক্রমধারা এভাবে শুরু:

١- فَذَكَرِ الدُّخَانَ والدَّجَّالَ وَالَّدابَّةَ

٢- خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

٣- طُلُوْعُ الشَّمْسِن مِنْ مَغْرِبِهَا أَو الدُّخَانَ أَوِ الدَّجَّالَ

٤- الدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَطْلَوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

٥- إِنَّ أَوَّلَ الْاَيَاتِ خُرُوْ جًاطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

প্রথম হাদীসটিতে শুরুতে ধোঁয়া বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদীসে ভূমিধ্বস, তৃতীয় ও পঞ্চম হাদীসে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় এবং চতুর্থ হাদীসে দাজ্জালের আগমনের কথা শুরুতে বলা হয়েছে। অতএব, কোন্‌টির পর কোন্‌ আলামত প্রকাশ পাবে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

কোনো কোনো আলেম এ আলামতগুলোকে আবার দু'ভাবে ভাগ করেছেন: (১) কিয়ামতের একেবারে কাছাকাছি সময়ের আলামত! যেমন: দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ ও ঈসা (আ)-এর আগমন ইত্যাদি। (২) কিয়ামত সংঘঠিত হওয়ার সময়কার ঘটনা, যেমন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়, ধোঁয়া বের হওয়া এবং বিশেষ এক ধরনের পশুর আবির্ভাব ইত্যাদি।

কিয়ামতের বড় আলামতগুলো একটার পর একটা খুব দ্রুত গতিতে আসতে থাকবে। এগুলো হলো–

১. দাজ্জালের আবির্ভাব

আদম (আ) থেকে শুরু করে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যতো ফিতনা আসবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো দাজ্জালের ফিতনা বা দাজ্জালের আবির্ভাব। আর এটা হলো, কিয়ামতের একটি বড় ও ভয়ানক আলামত। সে নিজেকে 'রব' দাবি করবে এবং তাকে 'রব' হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য প্রলোভন দেখাবে,

এমনকি বলপ্রয়োগও করবে। বাতাসের চেয়েও দ্রুতগতিতে মাত্র চল্লিশ দিনে সারা পৃথিবী চষে বেড়াবে; শুধু চারটি স্থান ব্যতীত। মিথ্যা নিদর্শন দেখিয়ে মানুষকে সে পথভ্রষ্ট ও ঈমানহারা করবে।

(১) দাজ্জালের অস্বাভাবিক শক্তি ও ফিতনা

সে এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা দেখাবে যা বুদ্ধিমান লোকদেরকে পর্যন্ত হতবুদ্ধি করে দেবে। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তার জান্নাতটি দেখতে জান্নাতের মতো হলেও প্রকৃত পক্ষে সেটি হবে জাহান্নাম। আর বিপরীতে তার জাহান্নামটি হবে প্রকৃত পক্ষে জান্নাত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা তার সাক্ষাত পেলে সে যেটাকে আগুনের নদী দেখাবে, সেটাতে চোখ বন্ধ করে তোমরা নেমে পড়বে এবং এর পানি পান করবে। কেননা, সেটিই হবে আসলে ঠাণ্ডা পানির নদী।

দাজ্জালের উপর ঈমান আনলে তার নির্দেশে বৃষ্টি বর্ষণ হবে, যমীনকে ফসল দিতে আদেশ করলে যমীন ফসল দেবে। তারই নির্দেশে ধন-ভাণ্ডার ও মরুভূমির গুপ্তধন মৌমাছির মতো তার পিছু পিছু ছুটবে, গৃহপালিত পশুর স্তনগুলো দুধে ভরে যাবে, এগুলো মোটা-তাজা ও হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে যাবে। মরুভূমিকে আদেশ করলে এটা তার ভিতরকার ধন-সম্পদ বের করে দেবে।

পক্ষান্তরে, দাজ্জালকে রব হিসেবে বিশ্বাস করতে ও মেনে নিতে অস্বীকার করলে সে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যাবে। অতঃপর সেখানে আর বৃষ্টি হবে না। মানুষের হাতে কোনো সম্পদ থাকবে না। এই দাজ্জাল মানুষকে হত্যা করে আবার তাকে জীবিত করতে পারবে। এমন দৃশ্য দেখার পরও প্রকৃত ঈমানদার লোকেরা তাকে রব হিসেবে মেনে নেবে না। (বুখারী: ৭১৩২, মুসলিম: ২৯৩৪, ২৯৩৭, ২৯৩৮)

দাজ্জালের সবচেয়ে বড় ফিতনা হলো, আল্লাহর প্রতি মানুষের ঈমান-এর বিপরীতে তার প্রতি ঈমান গ্রহণের জঘন্য ষড়যন্ত্র। আর এটা হবে, সে যামানার লোকদের জন্য ঈমান রক্ষার অগ্নি পরীক্ষা।

(২) তার দৈহিক বিবরণ

আকৃতিতে তার চেয়ে বিশাল দেহ বিশিষ্ট আর কোনো সৃষ্টি দুনিয়াতে আসবে না। উচ্চতায় সে হবে খাটো, আকারে হবে মোটা এবং গায়ের রঙ রক্তিম বর্ণের থাকবে। হাঁটার সময় তার পায়ের গোড়ালি পায়ের পাতা থেকে একটু দূরে থাকবে। তার গলা একটু চওড়া এবং কিছুটা বাঁকা। তার মাথার

অগ্রভাগে কোনো চুল থাকবে না। মাথার বাকি অংশে **চুল** যতটুকু থাকবে তা হবে কোঁকড়ানো এবং সেগুলো অনেক ঘন ও পরিমাণে বেশি। অধিকাংশ হাদীসে আছে তার ডান **চোখ** কানা থাকবে। মুসলিমের আরেক হাদীসে আছে, তার বাম চোখ কানা থাকবে। আসলে তার দু'চোখই থাকবে ত্রুটিযুক্ত। আর এক চোখ দিয়ে সে কিছুই দেখবে না। তার কানা চোখটি উঁচুও নয়, অর্থাৎ উপরে উঠানো ভাসা ভাসা নয়, আবার গর্তের ভিতর ঢুকে গেছে এমনও নয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তার ব্যাপারে অস্পষ্টতায় পড়ে গেলে স্মরণ করো যে, আমাদের রব আল্লাহ তাআলা কানা নন। তার দু'চোখের মাঝখানে **কাফের** (ك ف ر) শব্দ লেখা থাকবে। প্রত্যেক মুমিন বান্দা তা পড়তে পারবে, এমনকি সে লেখাপড়া না জানলেও। দাজ্জালের কোনো **সন্তান** হবে না; সে নিঃসন্তান থেকে যাবে। (সূত্র বুখারী: ৩৪৩৯, ৩৪৪১, ৭১৩১; মুসলিম: ১৭১, ২৯৩৩, ২৯৩৪, ২৯৩৭, ২৯৪২, ২৯৪৬; আবূ দাউদ- ১১/৪৪৩; আহমাদ- ১৫/২৮-৩০)

(৩) যে এলাকা থেকে সে বের হবে

দাজ্জাল ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী 'খিল্লাহ' নামক স্থান থেকে বের হবে, অতঃপর সে তার ডানে ও বামে খুব দ্রুত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। (মুসলিম: ২৯৩৭)

অপর দুই বর্ণনায় আছে, সে পূর্ব দিক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। অর্থাৎ খোরাসান শহর তথা ইস্পাহান শহর থেকে বের হয়ে আসবে। (তিরমিযী)
এ শহরটির অবস্থানস্থল ইরানে। (তুহফাহ- ৬/৪৯৫, ফাতহুল বারী- ১৩/৩২৮)

(৪) দাজ্জালের অনুসারী

তার অনুসারী হবে ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদী, যাদের গায়ে এক রকমের বিশেষ চাদর থাকবে। (মুসলিম: ২৯৪৪)

হাদীসে এও আছে যে, দাজ্জালের অনুসারীদের অধিকাংশই হবে গ্রাম্য লোক। কেননা, এদের মধ্যে মূর্খতা বেশি। মহিলারাও অধিকহারে দাজ্জালের অনুসারী হবে। (ইবনে মাজাহ- ২/১৩৫৯-১৩৬৩, আহমাদ: ৫৩৫৩)

(৫) যেসব জায়গায় দাজ্জাল ঢুকতে পারবে না

দাজ্জাল পবিত্র মক্কা ও মদীনা শহরে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী: ১৮৮১)

অন্য বর্ণনায় আছে, সে চারটি মসজিদের কাছে যেতে পারবে না- (১) মসজিদুল হারাম, (২) মসজিদুন নববী, (৩) মসজিদুত তূর ও (৪) মসজিদুল আকসা। (মুস্‌নাদে আহমাদঃ ২৪০৮৫)

(৬) দাজ্জাল কি জীবিত কোথাও আছে?

রাসূলুল্লাহ (স) তার যামানায় ইবনে সাইয়্যেদ (اِبْنُ صَيَّاد) নামের এক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়েছিলো। তিনি একে দাজ্জাল বলে সন্দেহ করেছিলেন এবং একে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। সাহাবারাও তাকে দাজ্জাল বলে সন্দেহ করেছিলেন। খলীফা উমর (রা) কসম করে বলেছিলেন যে, সে-ই দাজ্জাল এবং একে হত্যাও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) অনুমতি দেননি। আসলেই ঐ লোক প্রকৃত দাজ্জাল কি-না বিষয়টির 'হা' বা 'না' কোনোটাই রাসূলুল্লাহ (স) নিশ্চিত করেননি। (সূত্র- বুখারীঃ ৩১৮, ৭৩৫৫, মুসলিমঃ ২৯২৭, ২৯২৯, ২৯৩২, ২৯৪২, আবূ দাউদ- ১১/৪৮৩, আহমাদ- ৫/১৯৭-১৯৮)

সবগুলো হাদীসের বিশ্লেষণে ইবনে হাজার আসকালানী মন্তব্য করেন যে, সে আসলে দাজ্জাল নয়। সে হলো শয়তান, যে দাজ্জালের আকৃতিতে হাজির হয়েছিলো। পরে সে ইস্পাহানে গিয়ে আত্মগোপন করে। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৭) দাজ্জালকে যেভাবে হত্যা করা হবে

দাজ্জালের শেষ দিনগুলোতে আল্লাহর নবী ঈসা (আ) দুনিয়ায় অবতরণ করবেন। তিনি তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে দাজ্জালকে খুঁজে বেড়াবেন। এক সময় দাজ্জাল বায়তুল মাকদাস অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকবে। সে সময় বাবে লুদ্দ অর্থাৎ লুদ্দ গেইটের সামনে দাজ্জালকে পেয়ে যাবেন। দাজ্জাল ঈসা (আ)-কে দেখে ভয়ে ভীত বিহবল হয়ে বিগলিত হয়ে যাবে। আর ঈসা (আ) তখন তার বর্শা দিয়ে দাজ্জালকে সেখানে হত্যা করবেন। উল্লেখ্য যে, 'লুদ্দ' গেইটটি বর্তমানে ইসরাঈল অধিকৃত তেল আবীবে।

এ ঘটনার পর ঈমানদার ব্যক্তিরা দাজ্জালের অনুসারীদের ধাওয়া করবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে। সে সময় কোনো ইহুদী পাথর বা গাছের আড়ালে পালিয়ে থাকলেও এরা বলবে, আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে। এসো, একে হত্যা করো। শুধু গারকাদ নামক এক প্রকার গাছ কথা বলবে না। কারণ, সেটি ইহুদীদের গাছ। (সূত্র- মুসলিমঃ ২৯৪০; তিরমিযীঃ ২২৪৪; আহমাদ- ২৪/৮৫-৮৬, আন-নিহায়াহ- ১/১২৮-১২৯)

(৮) দাজ্জালের ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার উপায়

ক. দৃঢ় ঈমান নিয়ে থাকা, নেক আমল চলমান রাখা।

খ. সালাতে দুরূদ শরীফের পর নিয়মিত এ দু'আটি পড়া।

« اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ - وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ - وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি। আরো আশ্রয় চাই, দুনিয়ার জীবনের ফিতনা ও বিপর্যয় এবং মৃত্যুর যাতনা হতে। আরো আশ্রয় চাই, দাজ্জালের ফিতনা থেকে।" (বুখারীঃ ১৩৭৭)

গ. সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করা এবং তা নিয়মিত পড়া।

ঘ. সম্ভব হলে মক্কা বা মদীনায় বসবাস করা। কারণ, সেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

হে আল্লাহ! এ ভয়ানক ফিতনা থেকে আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন!

২. ঈসা (আ)-এর আগমন

ক. ঈসা (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়া ও পুনঃপ্রেরণ

ইয়াহুদীরা ঈসা (আ) ও তার মা মারিয়াম (আ)-এর নামে নানা রকম অপবাদ, অপপ্রচার করে। সবশেষে ঈসা (আ)-কে হত্যার চক্রান্ত যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায় তখনি মহান আল্লাহ তাকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আকাশে উঠিয়ে নিয়ে ইয়াহুদীদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেন এবং তাদেরই একজনকে হত্যার স্বীকারে পরিণত করেন।

খ. যেভাবে তিনি অবতরণ করবেন

ঈসা (আ) সিরিয়ার পূর্ব দামেস্কে একটি সাদা মিনারার কাছে (আকাশ থেকে দুনিয়ায়) অবতরণ করবেন। দু'জন ফেরেশতার ডানার উপর দুই হাত রেখে তিনি যমীনে নামবেন। তখন তার গায়ে থাকবে লাল ও জাফরান বর্ণের দুটি কাপড়। তখন তিনি তার মাথা নিচু করলে তার মাথা থেকে পানির ফোটা পড়বে, আর তা উঁচু করলে মুক্তার মতো পানি ঝরবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ পেলে কাফের (বা অমুসলিম) হলেই সে মৃত্যুবরণ করবে। ঈসা (আ)-এর

শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ যতটুকু যাবে ততটুকু দূর পর্যন্ত সে দেখতে পাবে। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বেড়াবেন। (বর্তমান ইসরাঈল অধিকৃত তেল আবীব ভূখণ্ডে) লুদ্দ গেইটের কাছে তাকে পাবেন এবং সেখানেই একে হত্যা করবেন। দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত (ঈমানদার লোকেরা) ঈসা (আ)-এর কাছে আসবেন। আর তিনি তখন তাদের চেহারার ধুলোবালি মুছে দেবেন এবং জান্নাতে তাদের অবস্থানসমূহ জানিয়ে দেবেন। (মুসলিম: ২৯৩৭)

তাছাড়া ঐ সাদা মিনারের নিকট অবতীর্ণ হওয়ার পর ঈমানদাররা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে রাখবেন। আর তাদেরকে সাথে নিয়েই তিনি দাজ্জালকে খুঁজবেন। (আন-নিহায়াহ- ১/১২৮-১২৯)

গ. ফজরের সালাত আদায় মুক্তাদি হয়ে

অতঃপর (শেষ রাতে) সাহরীর সময় মানুষকে ডাক দেবেন দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য। লোকেরা তখন চিনে ফেলবে যে, তিনিই হলেন ঈসা (আ)। এ সময় ফজরের সালাতের ইকামাত দেওয়া হবে। লোকেরা তাঁকে ইমামতী করার অনুরোধ করবে। কিন্তু তিনি এতে সম্মত না হয়ে উপস্থিত ইমামের পেছনে মুক্তাদি হয়ে ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করবেন। (সূত্র- আহমাদ- ২৪/৮৫-৮৬)

তাঁকে অনুরোধ করা হবে যে, আপনি আমাদের নামায পড়ান। তিনি বলবেন, না! আমি নামায পড়াবো না, তোমরাই একে অপরের ইমাম। এটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান। (মুসলিম: ১৫৬)

ঘ. এসেই তিনি যা যা করবেন

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক 'ক্রুশ' ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন এবং অমুসলিমদের উপর থেকে জিযিরা কর উঠিয়ে দেবেন। (বুখারী: ৩৪৪৮, মুসলিম: ১৫৫)

ঙ. দৈহিক বিবরণ

ঈসা (আ) সুদর্শন চেহারাধারী রক্ত বর্ণের মানুষ। খুব লম্বাও নন এবং একেবারে খাটোও নন। তার স্বাস্থ্য হৃষ্টপুষ্ট এবং বক্ষ তার প্রশস্ত। তার চুলগুলো বেশ লম্বা যা তার কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে থাকে এবং এগুলো আঁচড়ানো। তাঁর চেহারা (সাহাবী) উরওয়াহ বিন মাসউদ আস-সাকাফী (রা)-র সাথে কিছুটা মিল রয়েছে। (বুখারী: ৩৪৩৭, ৩৪৩৮, ৩৪৪০, মুসলিম: ১৬৯, ১৭২)

চ. যে আইনের ভিত্তিতে তার দেশ শাসন ও বিচার কার্যপরিচালনা হবে

তিনি নতুন কোনো শরী'আত নিয়ে আসবেন না। ইসলামই হবে তার ধর্ম, জীবনবিধান ও আদর্শ। আল্লাহ তাআলা তাকে ইসলামী শরী'আতের সবকিছু শিখিয়ে দেবেন এবং সে অনুযায়ী তিনি দেশ শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। আর মুমিন বান্দারা সকলেই তার বিচারকার্য ও নেতৃত্ব মেনে নেবেন।

ছ. তার শাসন আমলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

সে যুগ হবে শান্তি, নিরাপত্তা, স্বচ্ছলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ। প্রচুর বৃষ্টি হবে, যমীর উর্বরা শক্তি বাড়বে। ফল, ফসল ও সম্পদে দেশ ভরে যাবে। মাত্র ১টি উটের দুধ একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে, ১টি গাভীর দুধ ১টি বড় বংশের লোকজনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং ১টি ছাগলের দুধ ১টি ছোট বংশের সকলে মিলে যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পারবে।

মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-দুশমনী ও হানাহানি থাকবে না। মানুষকে ধন-সম্পদ নিতে ডাকা হলে কেউই তা নিতে আসবে না।

এমনকি প্রাণীকূলের মধ্যেও থাকবে এক অদ্ভূত নিরাপত্তা। উট, সিংহ, গাভী, চিতা বাঘ, ছাগল ও নেকড়ে একই সঙ্গে বিচরণ করবে। এমনকি শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা করবে। অথচ কেউ কারোর ক্ষতি করবে না। সুবহানাআল্লাহ! (মুসলিম: ২৪৩, ২৯৩৭, আহমাদ- ২/৪০৬)

জ. তার শাসনকালের মেয়াদ

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত এরূপ অসাধারণ বরকত ও শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকবে। (কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর মদীনা- ২/১৫৮৯)

ঝ. ঈসা (আ)-এর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থা

তিনি সাত বা আট বছর কাল দুনিয়ায় থাকবেন। অতঃপর তাঁর ইন্তেকাল হবে এবং মুসলিমরা জানাযা পড়বে। এক সময় আল্লাহ তাআলা একটি মনোরম বাতাস প্রবাহিত করবেন। এ বাতাসে প্রত্যেক মুসলিমের বগলের নিচে এক ধরনের রোগ দেখা দেবে এবং এ রোগে সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হবে। বেঁচে থাকবে শুধু অমুসলিম, কাফের ও দুষ্ট লোকেরা। তারা ভূ-পৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মতো খোলাখোলি অপকর্ম করবে। আর এ নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদের উপরই কিয়ামত ঘটবে। (মুসলিম: ২৯৩৭)

৩. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব

কিয়ামতের আরো একটি ভীতিকর আলামত হলো, ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন। এরা এমন এক জাতি, যাদের সাথে যুদ্ধ করা বা যাদের প্রতিহত করার ক্ষমতা কারো নেই। পৃথিবীতে তারা শুধু বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টি করবে। এক পর্যায়ে ঈসা (আ) এদের জন্য বদ দু'আ করলে এরা সকলেই মরে যাবে। এদের আবির্ভাব হবে কিয়ামতের একেবারেই কাছাকাছি সময়ে।

ক. এদের বংশ পরিচয়

ইয়াজুজ-মাজুজ মূলতঃ মানুষ। আদম (আ)-এর ঔরশে এদের জন্ম। তারা নূহ (আ)-এর ছেলে ইয়াফিসের সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴾

"আমি (নূহের) বংশধরদেরকে (দুনিয়ায়) রেখে দিলাম।" (সূত্র- সূরা ৩৭ সাফফাত ৭৭, মুসনাদে আহমাদ, ফতহুল বারী- ১৩/১০৭)

সংখ্যার দিক থেকে তারা দুই বিশাল জাতি। সাধারণ মানব সমাজে তাদেরকে ছেড়ে দিলে এরা শুধু বিশৃঙ্খলা করেই বেড়াবে। তাদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা এক হাজারে না পৌঁছা পর্যন্ত এরা মরে না। এ জন্য এদেরকে প্রাচীর দ্বারা এক অজ্ঞাত স্থানে আটক করে রাখা হয়েছে।

খ. তাদের দৈহিক গঠন ও আকৃতি

দেখতে ইয়াজুজ-মাজূজরা মোঘল তুর্কিদের মতো। তাদের চোখ ছোট, নাকও ছোট এবং চ্যাপটা, চুল লাল-সাদা মিশ্রিত হলুদ বর্ণের, চেহারা প্রশস্ত। (আহমাদ- ৫/২৭১)

গ. মানুষের দিকে যেভাবে তারা ছুটে আসবে

কিয়ামত যখন খুব কাছাকাছি হবে তখন আটকের স্থান থেকে দেয়াল ভেদ করে ইয়াজুজ-মাজূজের দল লোকালয়ে ঢুকে পড়বে অতি দ্রুত গতিতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴾

"(কিয়ামতের আলামত হিসেবে) আমি (আল্লাহ, ইয়াজুজ-মাজূজ)-কে (মানবমণ্ডলীর) মধ্যে ছেড়ে দেবো। তখন এরা দলের পর দল তরঙ্গের মতো

মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরপর শিঙ্গায় ফু' দিয়ে সবাইকে (হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে।" (সূরা ১৮; কাহফ ৯৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾

"ইয়াজূজ-মাজূজকে (এদের আটকাবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পথ) যখন খুলে দেওয়া হবে, তখন প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে তারা দ্রুত গতিতে বেরিয়ে আসতে থাকবে।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৯৬)

ঈসা (আ)-এর আত্মগোপন

ইয়াজূজ-মাজূজদের মুকাবিলা করার শক্তি দুনিয়ার কোনো মানুষের বা কোনো বাহিনীর পক্ষেই সম্ভব হবে না। এ জন্য আল্লাহ তাআলা ঈসা (আ)-কে তার ঈমানদার লোকগুলোসহ তূর পাহাড়ে উঠে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেবেন এবং তারা তা-ই করবেন। আর অন্যান্য মুসলিমরা নিজ নিজ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে।

এরপর আল্লাহ ইয়াজু-মাজূজকে পাঠাবেন। আর তারা উঁচু স্থান থেকে অতি দ্রুত নিচে নেমে আসতে থাকবে। তাদের প্রথম দলটি তবরিয়া নামক এক বুহাইরার (بُحَيْرَة) কাছে আসবে। বুহাইরা হলো, বড় নদী বা দীঘিনালা বা হ্রদ। ইয়াজূজ-মাজূজ সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে এই বিরাট দীঘিনালার সব পানি তারা পান করে ফেলবে। মনে হবে যে, এখানে যেনো কোনো পানিই ছিলো না। এরপর ইয়াজূজ-মাজূজের দ্বিতীয় দল এসে বলবে এখানেতো এক সময় পানি ছিলো, এগুলো গেলো কোথায়? উল্লেখ্য, আলেমগণের অনেকের ধারণা, এ দীঘিনালাটি বর্তমান জর্দানের ভূখণ্ডে।

এ বাহিনী ঈসা (আ)-কে ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে। এটি হবে তাদের জন্য কঠোরতম অবস্থা। প্রত্যেকের সাথেই পানাহার সামগ্রী থাকবে। এগুলোতেও ঘাটতি দেখা দিবে। ফলে খাবার হিসেবে একটি ষাড় গরুর মাথা তখন একশত দীনারের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে হবে।

ইয়াজূজ-মাজূজ যেকোনো নদী-নালার পাশ দিয়ে যাবে এগুলোর সব পানি তারা পান করে শেষ করে দিবে। এতো বিশাল হবে তাদের সংখ্যা। যেকোনো জিনিষের পাশ দিয়ে যাবে তা-ই তারা ধ্বংস করে ফেলবে। তাদেরকে দেখলেই মানুষ পালিয়ে যাবে। মানুষের জান-মালের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটাবে তারা।

এক পর্যায়ে ইয়াজূজ-মাজূজ আকাশেও তীর মারবে। আল্লাহর নির্দেশে ঐ তীর রক্তাক্ত হয়ে আবার ফিরে আসবে। এতে তারা খুশি হয়ে বলবে, দুনিয়াবাসীকে পরাজিত করলাম, এবার আসমানবাসীদের উপরও বিজয়ী হলাম।

যুলকারনাইনের বানানো এক সুদৃঢ় প্রাচীরে এ ভয়ঙ্কর বাহিনী এখন আটকাবস্থায় আছে। (মুসলিম: ২৯৩৭, আহমাদ- ৪/১৮৯-১৯০, হাকেম- ৪/৪৮৮, তিরমিযী- ৮/৫৯৭-৫৯৯, ইবনে মাজাহ- ২/১৩৬৪-১৩৬৫)

ঘ. যুলকারনাইন কে?

আলী (রা)-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন না, ফেরেশতাও ছিলেন না; তিনি ছিলেন মানুষ। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগের যামানার একজন নেক বান্দা ছিলেন। তিনি আল্লাহকে ভালোবাসতেন, আল্লাহও যুলকারনাইনকে ভালোবাসতেন। আল্লাহর হক আদায়ে তিনি খুব সতর্ক থাকতেন। আল্লাহ তাআলা এ বান্দার কল্যাণকামী ছিলেন। (ফতহুল বারী- ৬/৩৮৩)

তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। পূর্ব-পশ্চিমের দেশগুলো তিনি জয় করেছিলেন। কায়েম করেছিলেন, সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব। দেশ বিজয়ের জন্য আল্লাহ তাকে উপায়-উপকরণ ও অসাধারণ শক্তি দিয়েছিলেন।

তাছাড়া আকাশের মেঘকেও তার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন এবং পর্যাপ্ত শক্তি-সামর্থ আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।

মক্কার তদানীন্তন কাফেরেরাও নবী মুহাম্মাদ (স)-কে যুলকারনাইন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নবীকে বলেন,

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ ﴾

"(হে নবী!) এরা তোমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জানতে চায়, তুমি (তাদের) বলে দাও, আমি এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কিছু বর্ণনা করবো। এ যমীনে (যুলকারনাইনকে) আমি (অনেক) ক্ষমতা দান করেছিলাম। তাছাড়া তার কার্যসম্পাদনের জন্য প্রত্যেক কাজের উপযোগী উপায় উপকরণও দিয়েছিলাম।" (সূরা ১৮; কাহ্ফ ৮৩-৮৪)

ইয়াজুজ-মাজূজের লুটতরাজ থেকে মানুষকে নিরাপদে রাখার জন্য এ যুলকারনাইন এক প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। (কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর মদীনা- ২/১৫৮৫)

যুলকারনাইন চাইলে ইয়াজুজ-মাজূজকে হত্যা বা তাদেরকে দাস-দাসীও বানাতে পারতেন। তিনি সদাসর্বদা মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন। আর তারা মেনে না নিলে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন।

ঙ. যুলকারনাইন যে প্রেক্ষাপটে ইয়াজু-মাজূজের প্রাচীর নির্মাণ করেন

ইয়াজূজ-মাজূজের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের জন্য এক সম্প্রদায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে যুলকারনাইন ঐ লৌহ প্রাচীরটি তৈরি করেছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿۹۳﴾ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿۹۴﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿۹۵﴾ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿۹۶﴾ فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿۹۷﴾ ﴾

"(একবার যুলকারনাইন) চলতে চলতে (এক জায়গায়) দুই পাহাড়ের মধ্যখানে গিয়ে পৌঁছলো। তখন সেখানে গিয়ে এ দুই জাতি ছাড়া এমন আরেক জাতিকে পেলেন যারা (যুলকারনাইনের) কথা তেমন বুঝতে পারছিলো না। (ঐ জাতির লোকেরা) তাকে বললো, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ (এ দু'টো দল) যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে। তাই আমরা কি আপনাকে (এ শর্তে) কিছু খরচ দেবো, যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি বাঁধ নির্মাণ করে দিতে পারেন? তিনি বললেন, (খরচ দেওয়া লাগবে না) আমার রব আমাকে যে শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন তা (ধন-দৌলত অপেক্ষা বহু গুণে) উত্তম। অতএব, তোমরা আমাকে (শুধু) শ্রম ও (নির্মাণ সামগ্রী) দিয়ে সাহায্য করতে পারো। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি শক্ত দেয়াল তৈরি করে দেবো (যার ফলে এ প্রাচীর টপকিয়ে এরা আর তোমাদের কাছে আসতে পারবে না)। তোমরা লোহার কিছু পাত নিয়ে আসো। (এরপর এগুলো দিয়ে দেয়াল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেলো)। যখন (দুই পর্বতের) মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটি (লৌহ স্তূপে ভরাট হয়ে) সমান হয়ে গেলো, তখন তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, এবার তোমরা (সকলে এতে) ফুঁ দিতে

থাকো। অতঃপর এটা আগুনে উত্তপ্ত হলো (অর্থাৎ গোটা প্রাচীর আগুনের মতো লাল হয়ে গেলো)। এরপর (যুলকারনাইন) বললেন, এখন তোমরা আমার কাছে গলিত তামা নিয়ে আসো যা এর উপর আমি ঢেলে দিবো। (এভাবে ইয়াজূজ-মাজূজ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেখানে অবিশ্বাস্য রকমের মযবুত ও দৃঢ় একটি বাধ নির্মাণ হয়ে গেলো)। এরপর থেকে (ঐ বিশৃঙ্খলাকারীরা) আর ঐ বাধের উপর উঠতেও পারলো না, (মনুষ্য সমাজে প্রবেশের জন্য) ঐ বাধ ভেদ করে (ছিদ্র করে বাইরে এ পাড়ে) আসতেও পারলো না।" (সূরা ১৮; কাহফ ৯৩-৯৭)

এভাবে সুবিশাল লৌহ প্রাচীরটি তৈরি হওয়ায় ইয়াজূজ-মাজূজ ঐ পাশে আজ পর্যন্ত আটকা পড়ে রইলো, আর এ পাশের লোকেরা এদের অনিষ্ঠতা থেকে রক্ষা পেয়ে গেলো।

চ. ইয়াজূজ-মাজূজ ও সেই প্রাচীরটি এখন কোথায়?

তারা এবং এ প্রাচীর পৃথিবীর কোন্ ভূখণ্ডে, তা কারোরই জানা নেই। তবে আমাদের এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এটা পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে আছে, যা আমরা জানি না। কিয়ামত যখন ঘনিভূত হবে তখন ইয়াজূজ-মাজূজ এ শক্ত প্রাচীরটি ভেঙে চুরমার করে জনসমাজে ঢুকে পড়বে।

ছ. যেভাবে ছিদ্র করবে এ প্রাচীরটি

ইয়াজূজ-মাজূজ প্রত্যেক দিনই এ প্রাচীর খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে প্রাচীরটি এতো (চিকন বা) ছিদ্র হয়ে যায় যার ফলে অপর পাশের আলো দেখা যায়। কিন্তু তারা এ কথা বলে তখন ফেরত চলে যায় যে, বাকিটা আগামী কাল খুঁড়বো। কিন্তু এরা চলে আসার পর আল্লাহ্ এ দেয়ালকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। অর্থাৎ যেমনটি আগে ছিলো তেমনটিই পুরো হয়ে যায়। এভাবে খুঁড়তে খুঁড়তে কিয়ামতের আগে একদিন বলবে, বাকি অংশ ইনশা-আল্লাহ আগামী কাল খুড়বো। সেদিন আল্লাহর নাম নেয়ার কারণে পরের দিন এ ক্ষীণ অবস্থায়ই এ প্রাচীরকে তারা দেখতে পাবে। অতঃপর বাকি অংশ খুঁড়ে ছিদ্র করে অতি সহজেই তারা বের হয়ে যাবে এবং ঢুকে পড়বে মানুষ সমাজে। (তিরমিযী: ৩১৫৩, ইবনে মাজাহ: ৪১৯৯, হাকিম- ৪/৪৮৮, মুসনাদে আহমাদ- ২/৫১০, ৫১১)

ইবনে কাসীর (র) বলেন, এ হাদীসের মর্ম হলো, এদের দেয়াল খুঁড়াখুঁড়ি শুরু হবে কিয়ামত সন্নিকটে এলে। আল্লাহ ভালো জানেন। (কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর মদীনা- ২/১৫৯০)

এক হাদীসে আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর বৃদ্ধাঙ্গলি ও শাহাদাত অঙ্গুলি মিলিয়ে গোলাকার করে দেখিয়ে বলেন যে, ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর এ পরিমাণ ছিদ্র এখনই হয়ে গেছে। (বুখারী: ৩৩৪৬, মুসলিম: ২৮৮০)

জ. এদের সময় মক্কার অবস্থা

ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাবের পরও মক্কায় হজ্জ ও উমরা পালন অব্যাহত থাকবে। (বুখারী: ১৪৯০)

ঝ. ইয়াজূজ-মাজূজের মৃত্যু ও ঈসা (আ)-এর পর্বত থেকে নেমে আসা

ঈসা (আ) ও অন্যান্য মুসলিমরা ইয়াজূজ-মাজূজ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য দু'আ করবে। এ দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন। এরপর আল্লাহ এদের ঘাড়ে এক প্রকার বিষাক্ত পোকা পাঠাবেন।

এতে ইয়াজূজ-মাজূজের গোষ্ঠীর সবাই মারা যাবে। আর তাদের মৃত্যুর পর ঈসা (আ) তার সাথীরা যমীনে নেমে আসবেন।

তূর পর্বত থেকে ঈসা (আ) নিচে এসে দেখবেন, পৃথিবীর সব জায়গায় নিহতদের লাশ পড়ে আছে। এমনকি আধ হাত জায়গাও খালি নেই যেখানে এদের লাশ নেই, (পঁচা মৃতদেহের) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। ঈসা (আ) আবার আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। এ দু'আও কবুল হবে। আল্লাহ বিরাট আকৃতির পাখি পাঠাবেন যেগুলোর ঘাড় উটের ঘাড়ের মতো। এরা এগুলো সরিয়ে ফেলবে। এক বর্ণনায় আছে, লাশগুলো সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে। আরেক রেওয়াতে আছে, পশুরা এদের গোশত খেয়ে মোটা-তাজা হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ পৃথিবীতে সর্বত্র প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর এতে ভূপৃষ্ঠ ধুয়ে-মুছে কাচের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। (মুসলিম: ২৯৩৭, তিরমিযী- ৮/৫৯৭-৫৯৯, ইবনে মাজাহ- ২/১৩৬৪-১৩৬৫, হাকিম- ৪/৪৮৮, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর মদীনা- ২/১৫৮৮)

পরকালে ইয়াজূজ-মাজূজেরা হবে জাহান্নামী

জাহান্নামে প্রতি হাজারে একজন থাকবে সাধারণ মানুষ, আর বাকি ৯৯৯ জন হবে ইয়াজূজ-মাজূজ থেকে। আল্লাহ আদমকে বলবেন, তোমার সন্তানদের থেকে দোযখের আগুনের অংশ বের করে এনে পৃথক করো। আদম (আ) জানতে চাইবেন, আগুনের অংশ কি পরিমাণ? আল্লাহ উত্তরে বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে যাবে। আর সে সময় (ভয়ে) শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। (বুখারী: ৩৩৪৮, ৪৭৪১, ৬৫৩০, মুসলিম- ১/২০১)

এবার নিজেই জিজ্ঞাসা করুন, আপনি কি হাজারে এক জন হওয়ার মতো ভালো মানুষ ও ইবাদতকারী বান্দা?

হে আল্লাহ! সকল ফেতনা ও গজব থেকে আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন।

৪. তিনটি ভূমিধস

কিয়ামতের বড় আলামত হিসেবে বড় ধরনের তিনটি ভূমিধ্বস দেখা দেবে। ভূমিধ্বসগুলো হবে (১) পূর্ব দিকে, (২) পশ্চিম দিকে এবং (৩) আরব উপদ্বীপে। হুযাইফা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

« إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُوْنُ حَتَّى تَكُوْنَ عَشْرُ آيَاتٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ، ودَابَّةُ الْأَرْضِ، وَيَأْجُوْجُ، وَمَأْجُوْجُ، وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَالْعَاشِرَةُ : نَزُوْلُ عِيْسَى اِبْنِ مَرْيَمَ »

"দশটি আলামত দেখা দেওয়ার আগে কিয়ামত হবে না: (১) পূর্বদিকে ভূমিধ্বস, (২) পশ্চিম দিকে ভূমিধ্বস, (৩) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস (অর্থাৎ শুধু এ ভূমিধ্বসই হবে তিন বার তিন জায়গায়), (৪) ধোঁয়া দেখা দেওয়া, (৫) দাজ্জালের আবির্ভাব, (৬) বিশেষ ধরনের এক অলৌকিক পশু বেরিয়ে আসা, (৭) ইয়াজূজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ, (৮) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (৯) ইয়ামেন থেকে আগুন বের হওয়া এবং (১০) ঈসা (আ)-এর আগমন।" (মুসলিম: ২৯০১)

অন্য এক হাদীসে আছে, সাহাবী উম্মে সালামাহ (রা) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বিশ্ব কি ধ্বসে যাবে? অথচ তখনো জগতে কিছু নেককার লোক থাকবে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হ্যাঁ। কেননা, পৃথিবীবাসী তখন অশ্লীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ- ৮/১১)

এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কম-বেশি ভূমিধ্বস হচ্ছে। কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে যে তিনটি ধ্বস আসবে সেগুলো হবে বড় আকারের, অনেক ভয়াবহ এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। (ফতহুলবারী- ১৩/৮৪)

পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় যা কিছু ভূমিধ্বস বর্তমান সময়ে দেখা যায় এগুলো বড় ধ্বস নামার পূর্ব-সংকেত। আর এগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ চাইলেই যেকোনো সময় এ জগত ধ্বংস করে দিতে পারেন। অতএব, আসুন! আমরা সকলেই সতর্ক হই।

৫. ধোঁয়া বের হওয়া

আকাশে এক ধরনের ধোঁয়া বের হবে, আর তা ছেয়ে যাবে সর্বত্র। আর এটা হবে কিয়ামতের আরেক বড় আলামত। এ আলামতটি সম্পর্কে কুরআন কারীমেও বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ ﴾

"অতএব (হে নবী!), তুমি (মুশরিকদের জন্য) অপেক্ষা করো, এমন এক দিনের, যেদিন আকাশ এক স্পষ্ট ধোঁয়ায় (সমস্ত) মানবমণ্ডলীকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। আর এ (ধোঁয়া) হবে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" (সূরা ৪৪; দুখান ১০-১১)

ব্রিটেনের আকাশে কয়েক বছর আগে এক ধোঁয়া বের হতে শুনেছি যার ফলে বিমান উড্ডয়ন-অবতরণও কিছু দিন ব্যাহত হয়েছে। আগুন থেকে ধোঁয়া বের হয়। চোখে লাগলে আর তাকানো যায় না। আর কিয়ামতের বড় আলামত হিসেবে যে ধোঁয়া বের হবে তা হবে এতো ভয়ানক যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ভাষায়ই কঠিন আযাবের বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। তখনকার মানুষেরা এ আযাব থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ঐ ধোঁয়া সরিয়ে দেওয়ায় জন্য আল্লাহর কাছে আকুতি-মিনতি করবে, দু'আ করবে, আর বলবে, (হে আল্লাহ!) এ থেকে আমাদের বাঁচাও, (তাহলে) আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো। (সূরা ৪৪; দুখান ১২)

আবু হোরায়রাহ (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

« بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّجَّالَ أَوِ الدَّابَّةَ أَوِ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ»

"ছয়টি (বড় বড় আলামত প্রকাশ পাওয়ার আগেই) তোমরা তাড়াতাড়ি (নেক আমল) কর, (সেগুলো হচ্ছে) [১] পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, [২] ধোঁয়া (বের হওয়া), [৩] দাজ্জালের (আত্মপ্রকাশ), [৪] বিশেষ এক ধরনের পশু (বের হওয়া), [৫] তোমাদের কারো মৃত্যু অথবা [৬] কিয়ামত।" (মুসলিম: ২৯৪৭)

আবু মালিক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, "তোমাদের রব তোমাদেরকে তিনটি জিনিসের ভয় দেখিয়েছেন। এর মধ্যে একটি হলো (কিয়ামতের পূর্বে) ধোঁয়া বের হওয়া যা মুমিন বান্দাদেরকে সর্দির মতো আক্রান্ত করবে। আর কাফিরদের পেট ফুলে তা কান দিয়ে বের হবে। (তবারী- ২০/১১৪, ইবনে কাসীর- ৭/২৩৫)

৬. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়

অনাদিকাল থেকে সূর্য প্রতিদিনই পূর্ব দিগন্ত থেকে উদিত হচ্ছে, আর অস্তগামী হচ্ছে পশ্চিম গগণে। এখন পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা চলছে এবং চলবে কিয়ামতের পূর্বে এর বড় আলামত হিসেবে সূর্যের এ ঘূর্ণায়মান চক্র উলট-পালট হয়ে যাবে। সেদিন সূর্য পূর্ব থেকে না উঠে উঠবে পশ্চিম দিগন্ত থেকে।

মুফাস্‌সিরে কেরাম নিম্নের এ আয়াতটিকে এ ঘটনার পক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ﴾

"যেদিন তোমার রবের পক্ষ থেকে কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে যাবে (পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে, তখন) যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি, কিংবা যে ব্যক্তি তার ঈমান থাকার পরও (ঈমান অবস্থায়) কোনো ভালো কাজ করেনি তার জন্য এ ঈমান কোনো উপকারে আসবে না।" (সূরা ৬; আনআম ১৫৮)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مُغْرِبِهَا اٰمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَا نِهَا خَيْرًا»

"সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। আর যখন (সূর্য) পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে (এবং মানুষ তা দেখবে) তখন সকল মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে (ঈমান আনবে)। কিন্তু (এ ঘটনা দেখার পর) সেদিন (নতুন করে) ঈমান আনলে তার এ ঈমান কোনো উপকারে আসবে না, যদি না সে ইতিপূর্বে ঈমান না এনে থাকে। অথবা (ইতিপূর্বে) ঈমানদার থাকার পরও যদি কোনো নেক আমল ভালো কাজ না করে থাকে।" (বুখারী: ৪৬৩৫, ৬৫০৬, মুসলিম: ১৫৮)

সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই তাওবা কবুলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, ঈমান আনারও আর কোনো সুযোগ থাকে না। তাছাড়া মৃত্যুর আলামত প্রকাশ অর্থাৎ গড়গড়া শুরু হলেও তাওবা আর কবুল হয় না। (এ বিষয়ে আরো দেখুন, সূরা মুমিন: ৮৪-৮৫, বুখারী: ৭১২০, মুসলিম: ২৯৪১, ২৯৪৭, আহমাদ: ৬৮৮১)

পূর্বোক্ত দু'টো আলামত প্রকাশের আগ পর্যন্ত সদা-সর্বদা তাওবা কবুল হয়। যে কেউ ঈমান আনলে, ইসলাম গ্রহণ করলে তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়। দিবা-রজনী সর্বদাই আল্লাহ তার বান্দার তাওবা কবুল করেন। এক হাদীসে আছে, "দিনের গুনাহের জন্য রাতের বেলা এবং রাতের গুনাহের জন্য আল্লাহ দিনের বেলা পর্যন্ত তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন।" (মুসলিম: ২৭৫৯)

৭. এক অলৌকিক পশুর আগমন

এমন এক যামানা আসবে যখন অপরাধ ও হঠকারিতায় মানুষ সীমা ছাড়িয়ে যাবে, কোনো উপদেশই কেউ শুনবে না, মানুষের অন্তর কুরআন শূন্য হয়ে পড়বে, এমনকি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়াও ভুলে যাবে– এমন সময় এক অদ্ভুত ও অলৌকিক পশু দুনিয়ায় আগমন করবে যার আকার-আকৃতির কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। আর এটা হবে কিয়ামতের একটি বড় আলামত। আরবীতে এ পশুটিকে বলা হয় دَابَّةُ الْأَرْضِ (দা-ব্বাতুল আরদ্)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

« إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَا حِبَتِهَا، فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِ هَا قَرِيْبًا»

"কিয়ামতের সর্বপ্রথম নিদর্শন হচ্ছে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা এবং এক উজ্জ্বল (উত্তপ্ত) সকালে মানুষের মাঝে একটি বিশেষ ধরনের পশু বের হওয়া। এ দু'টো আলামতের যেটিই আগে আসুক না কেন দ্বিতীয়টি তার পিছে পিছেই চলে আসবে।" (মুসলিম: ২৯৪১) এ বিষয়ে আরো দেখুন: মুসলিম: ১৫৮, ২৯০১, ২৯৪৭; আহমাদ- ১৫/৭৯-৮২।

পশুটির বর্ণনা

পশুটির বিশেষ কোনো নাম নেই। এ পশু সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। এটি আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। এর ৬০ দৈর্ঘ্য হাত, চার পা, গায়ে থাকবে পশম এবং হাতীর মতো এর শুঁড় থাকবে। এ প্রাণীটি কয়েক প্রকার জন্তুর মতো হবে এবং আকার হবে বিভিন্ন রকমের ইত্যাদি।

এ পশুর শুঁড়ে এক প্রকার বিষ মিশ্রিত থাকবে, যা দিয়ে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গে স্পর্শ করবে এবং দাগ লাগিয়ে দেবে। এ দাগ নাকে লাগালে কাফিরকে কাফির হিসেবে চিহ্নিত করবে। আর মুমিন হলে তার চেহারা আলোকোদ্ভাসিত করবে। [মুসনাদে আহমাদ- ৫/২৬৮]

পশুটি কথা বলবে

মানুষ কথা বলে; পশুরা নয়। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার কুদরতে এ পশু মানুষের সাথে কথা বলবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴾

"(শেষ যামানায় মানুষের অবাধ্যতার কারণে শাস্তিস্বরূপ আমার ওয়াদাকৃত) আযাবের বাণী কার্যকরের সময় যখন এসে পড়বে, তখন আমি মাটির ভেতর থেকে তাদের জন্য এক (অদ্ভুত) পশু বের করে আনবো, যে পশু (মানুষের সাথে) কথা বলবে। (অথচ এ) মানুষেরা (অনেকেই) আমার আয়াতগুলোকে বিশ্বাস করে না।" (সূরা ২৭; আন নামল ৮২)

পশুটি কোথা থেকে বের হবে?

এ বিষয়ে আলেমগণের মতবিরোধ আছে। পশুটি মক্কা শরীফ থেকে বের হবে। হুযাইফা (রা)-এর এক বর্ণনা থেকে এসেছে, এটি সর্ববৃহৎ এক মসজিদ থেকে হঠাৎ মাটি ফেটে বের হবে (মাজমাউয-যাওয়ায়িদ- ৮/৭-৮)।

পশুটি তিন বার বের হবে। একবার এক মরু এলাকা থেকে বের হয়ে আবার লুকিয়ে যাবে, আবার এক জনবসতি এলাকা থেকে বের হবে এবং সর্বশেষে মসজিদে হারাম থেকে এটি বের হবে।

৮. আগুন ছড়িয়ে পড়া

মাটির ভেতর থেকে বের হয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে আগুন। এটি হবে কিয়ামতের সর্বশেষ এবং বড় আলামত। আগুনটা বের হবে 'ইয়ামেন' থেকে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

« وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ »

"... সর্বশেষে ইয়ামেন (-এর ভূগর্ভ) থেকে আগুন বের হবে; আর এ আগুন মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।" (মুসলিমঃ ২৯০১)

কোনো হাদীসে আছে, 'এডেন' থেকে, আবার কোনো হাদীসে আছে 'হাদরামাউত' থেকে বা হাদরামাউত সাগর থেকে। তবে এডেন ও হাদরামাউত দু'টোই ইয়ামেন দেশে। কাজেই এখানে বৈপরিত্য আছে বলা যায় না। (মুসলিমঃ ২৯০১, আহমাদ- ৭/১৩৩)

আগুনটি ইয়ামেন থেকে বের হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। এ আগুন সারা দুনিয়ার মানুষকে নিজ নিজ জায়গা থেকে তাড়া করে একত্রে সমবেত হওয়ার জন্য সিরিয়ার দিকে নিয়ে যাবে।

তিন ভাবে তিন দলে হাশরের মাঠে যাবে

১. আগে-ভাগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে পোশাক পরে আরোহণের জন্য বাহন নিয়ে লোকেরা প্রস্তুত থাকবে।

২. আরেক দল থাকবে যারা কখনো হাঁটবে এবং কখনো বাহনে চড়ে যাবে। একই উটের পেছনে পালাক্রমে দুইজন, তিনজন, চারজন এমনকি দশজন পর্যন্ত আরোহণ করবে।

৩. আরেকদলকে পেছন থেকে আগুন ধাওয়া করে সামনে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। যারা পেছনে পড়ে থাকবে বা সামনে এগুতে চাইবে না আগুন তাদেরকে গিলে ফেলবে।

আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

«يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ وَاثْنَانِ عَلٰى بَعِيْرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ أَوْ أَرْبَعَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمْ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوْا وَتُمْسِيْ مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا»

"তিনভাবে মানুষকে হাশরের মাঠে সমবেত করানো হবেঃ কিছু লোক যাবে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়, আবার কিছু লোক যাবে আগ্রহের সাথে। (বাহনে চড়ে একদল লোক যাবে), এক এক উটে ২ জন, ৩ জন, ৪ জন, ১০ জন (পর্যন্ত) লোক আরোহণ করে (হাশরের মাঠের দিকে যাবে)। অবশিষ্ট লোকদেরকে আগুন ধাওয়া করে নিয়ে সমবেত করাবে। তারা যেখানে দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম নিবে, আগুনও তাদের সাথে বিশ্রাম নেবে। তারা যেখানে রাত্রিযাপন করবে, আগুনও তাদের সাথে রাত্রি যাপন করবে। তারা সকালে যেখানে থাকবে, আগুনও সেখানে তাদের সাথে থাকবে। তারা সন্ধ্যা বেলায় যেখানে অবস্থান করবে, আগুনও তাদের সাথে সেখানে অবস্থান করবে।" (বুখারীঃ ৬৫২২, মুসলিমঃ ২৮৬১)

অর্থাৎ আগুন সর্বাবস্থায় তাদের পেছনে লেগেই থাকবে। হাশরে সমবেত হওয়ার স্থানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকবে।

এ হলো কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত ঘটনাবহুল ও বিপজ্জনক অবস্থা। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে তোমার রহমত দ্বারা হেফাযত করো।

* * *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিয়ামত সংঘটন

কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা ভাবতেই আঁতকে ওঠি আমরা। মুমিন-মুসলিমের হৃদয়-মন সেই বিভীষিকা কম্পমান। সুদীর্ঘকাল থেকে সদা-প্রস্তুত একজন সম্মানিত ফিরিশতা মহান রবের আদেশের জন্য অপেক্ষমান। শিঙ্গায় ফুৎকারের সাথে সাথেই কাঁপতে শুরু করবে আসমান, খসে পড়বে তারকারাজী, ফেটে যাবে যমীন, চলতে থাকবে পাহাড়, আগুন লেগে যাবে সাগরে, মাটি ছুড়ে ফেলবে তার গর্ভস্থ্য সবকিছু। শেষ ফায়সালার পর্যায়ক্রমিক আনুষ্ঠানিকতা চলতে থাকবে এক-একক-অদ্বিতীয় মহান মালিক রাব্বুল আলামীনের একচ্ছত্র ইচ্ছায়। পাপ-পূণ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব-নিকাশ হবে। আসবে চূড়ান্ত ফায়সালা রহমান-রহিম আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে।

হঠাৎ করেই কিয়ামত এসে যাবে

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যায়, ঝড়-বৃষ্টির আগাম সংবাদ পাওয়া যায়; কিন্তু কিয়ামত কখন, কোন দিন শুরু হবে এ সংবাদ কেউ-ই জানে না, জানবেও না। একদিন সেই কিয়ামত হঠাৎ করে এসে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾

“(মূলতঃ কিয়ামত) তাদের ওপর আসবে হঠাৎ করে, এসেই তা তাদের হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না, আর না তাদের (এ জন্যে) কোনো অবকাশ দেওয়া হবে!” (সূরা ২১; আম্বিয়া ৪০)

এমনকি ঈমান আনার বা ‘তাওবা’ করার সময় সুযোগটুকুও দেওয়া হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾

“এরাতো অপেক্ষায় আছে (কিয়ামতের) এক বিকট শব্দের, যা এদেরকে আঘাত করবে তাদের বাক-বিতণ্ডাকালে। তখন তারা ওসীয়তটি পর্যন্ত করতে

পারবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরেও আসতে পারবে না।" (সূরা ৩৬; ইয়াসীন ৪৯-৫০)

কিয়ামত ধীরে-সুস্থে আসবে এমনটি নয়। বরং মানুষ হঠাৎ দেখবে যে, তার দুনিয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে। আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটবে। হাদীসে আছে, লোকেরা পথ চলবে, বাজারে কেনা-বেচা করবে। আড্ডা মারবে। মজলিসে বসে গল্পগুজব করবে, আলাপ আলোচনা করবে– এমন সময় শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। কেউ কাপড় কিনবে; এটা তখন রাখার সময়ও পাবে না, কেউ তার ছাগল, গরু, মহিষ, উটকে পানি খাওয়ানোর জন্য গামলায় পানি ভরতে যাবে, কেউ খেতে বসবে। কেউ খাবারের লুকমা মুখে উঠাতে যাবে; কিন্তু সে খাবারের সময় পাবে না। শিঙ্গায় ফুৎকারের আওয়াজ পাওয়ার পর আর কোনো কিছুই করতে পারবে না। (দেখুন, বুখারী: ৬৫০৬, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর মদীনা- ২/২২২৬, আহমাদ)

কিয়ামতের সময় যা কিছু ঘটবে

১. শিঙ্গায় ফুৎকার

শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে

ফেরেশতা ইসরাফীল (আ) শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন, অতঃপর কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴾

"(যখন প্রথমবার) শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তার (সব কিছুই) বেহুশ হয়ে যাবে, অবশ্য আল্লাহ তাআলা যা চান (তা আলাদা); অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে যাবে (এবং সে এক বীভৎস দৃশ্য) তারা দেখতে থাকবে।" (সূরা ৩৯; যুমার ৬৮)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, **কিয়ামতের দু'টি পর্যায় রয়েছে–**

প্রথমত: ইস্রাফিল কর্তৃক প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া

ঐ ফুঁক দেওয়া মাত্রই সবকিছু কম্পিত হতে হতে ধ্বংস হয়ে যাবে। সে মহা ধ্বংসের কথা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ইস্রাফিল কর্তৃক দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া।

ঐ ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত সৃষ্টি মহান আল্লাহর সামনে নীত হবে। তখন হাশরের মাঠে সবাই জমায়েত হবে।

কেউ কেউ বলেন, কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে ভূকম্পন হবে এবং এটা কিয়ামতের প্রাথমিক কাজ হিসেবে গণ্য হবে। সে সময় পৃথিবীর পৃষ্ঠে বসবাসকারীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হবে তার চিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অংকন করা হয়েছে। (আরো দেখুন, বুখারীঃ ৩১৭০, মুসলিমঃ ২২২)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, صُوْر (সূর) কী? জবাবে তিনি বললেন, "শিং-এর আকারে কোনো বস্তুকে বলা হয় যাতে ফুঁক দেওয়া হবে।" (তিরমিযীঃ ২৪৩০, আবূ দাউদঃ ৪৭৪২)

দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় গোটা বিশ্ব-জাহান লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার অবস্থা তাদের চোখের সামনে ঘটতে থাকবে।

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পরবর্তী অবস্থা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۗ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴾

"আর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করেন (যে তাদেরকে মৃত্যু দেবেন না) তারা ছাড়া সমগ্র আকাশ জুড়ে ও যমীনে যারা আছে তারা সকলেই বেহুশ হয়ে পড়বে (মরে যাবে)। তারপর (দ্বিতীয় বার) শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তারা (কবর থেকে উঠে) দাঁড়াবে এবং (তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কি করেন সেদিকে) তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা ৩৯; যুমার ৬৮)

এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর যিক্‌র করো, তোমরা আল্লাহর যিকর করো। 'রাজেফাহ' (প্রকম্পণকারী) তো (প্রায়) এসেই গেলো, তার পিছনে আসবে 'রাদেফাহ' (পশ্চাতে আগমনকারী), মৃত্যু তার কাছে যা আছে তা নিয়ে হাজির। সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর বেশি বেশি সালাত (দরূদ) পাঠ করি। এ দুরূদ পাঠের পরিমাণ কেমন হওয়া উচিত? তিনি বললেন, তুমি যতো পারো। আমি বললাম, (আমার যাবতীয় দু'আর) এক

চতুর্থাংশ? তিনি বললেন, তুমি যতো পারো। তবে যদি এর থেকেও বেশি করো, তবে সেটা তোমার জন্য আরো কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, অর্ধেকাংশ? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এর থেকেও বেশি করো, তবে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এর থেকেও বেশি করো, তবে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তাহলে আমি আপনার জন্য আমার সালাতের সবটুকুই নির্ধারণ করবো। (অর্থাৎ আমার যাবতীয় দু'আ হবে আপনার উপর দুরূদ প্রেরণ)। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাহলে এটা তোমার যাবতীয় চিন্তা দূর করে দেবে। (তিরমিযীঃ ২৪৫৭)

৮ নং আয়াতে কিছু লোকের হৃদয়' বলতে কাফের ও নাফরমানদের বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন তারা ভীত ও আতঙ্কিত থাকবে। (মুয়াসসার)

২. আসমানের অবস্থা

(১) আসমান কাঁপতে থাকবে

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। আসমান কাঁপতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾

"আকাশ সেদিন তীব্রভাবে কাঁপাকাঁপি করবে।" (সূরা ৫২; আত্-তূর ৯)

উর্ধ্বজগতের সব ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে, আজকের সুশোভিত নকশা সেদিন বিকৃত হয়ে ভিন্ন চিত্র ধারণ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ﴾

"আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।" (সূরা ৭৩; মুয্যাম্মিল ১৮)

মহাকাশ ও মহাবিশ্বের মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ ও ভারসাম্য থাকবে না। সৌর জগতের সবকিছুই বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। গোটা আকাশে যেনো আগুন লেগে গেছে, এমন লাল হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾

"(কিয়ামতের দিন) আকাশ ফেটে যাবে। অতঃপর তা লাল গোলাপের মতো

লাল চামড়ার বর্ণ ধারণ করবে।" (সূরা ৫৫; আর রাহমান ৩৭)

﴿ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴾

"আসমান ফেটে যাবে, ফলে তা দুর্বল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।" (সূরা ৬৯; আল হা-ক্কাহ ১৬)

﴿ وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴾

"আমাদের মাথার উপর ছাদের মতো বিস্তৃত বর্তমান অবস্থান থেকে আসমানকে সরিয়ে নেওয়া হবে।" (সূরা ৮১; তাকভীর ১১)

(২) আকাশ খুলে দেওয়া হবে

﴿ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴾

"আকাশ খুলে দেওয়া হবে, অতঃপর (সেখানে) অনেকগুলো দরজা হয়ে যাবে।" (সূরা ৭৮; নাবা ১৯) আর সে দরজা দিয়ে ফেরেশতারা নেমে আসবে। (কুরআনু কারীমের বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, মদীনা- ২/২৭৫৭)

(৩) চাঁদ, সূরুজ ও তারকা আলোহীন হয়ে পড়বে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾

"(কিয়ামত যখন শুরু হবে তখন) সূর্যের আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে।" (সূরা ৮১; তাকভীর ১)

মানুষ বাজারে-বন্দরে থাকবে। এমন সময় দেখবে হঠাৎ সূর্যের আলো চলে গেছে, তারকারাজি খসে পড়ছে। মানুষ এতে অবাক হয়ে যাবে। (কুরআনুল কারীমের বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর মদীনা- ২/২৭৭৬)

﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾

"চাদে কোনো আলো থাকবে না।" (সূরা ৭৫; কিয়ামাহ ৮)

﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴾

"(এমনকি কিয়ামতের সময়) তখন তারকারাজির বাতিও নিভিয়ে ফেলা হবে।" (সূরা ৭৭; মুরসালাত ৮)

আজকের আকাশের মতো তারকার মিটি মিটি আলো সেদিন থাকবে না।

(৪) তারকাগুলো খসে পড়বে

যে তারকাগুলোকে আল্লাহ তাআলা আকাশে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন সেগুলো আসমান থেকে সেদিন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴾

"যখন (সকল) নক্ষত্ররাজি (আকাশ থেকে) খসে পড়বে।" (সূরা ৮১; তাকভীর ২)

(৫) আসমান ও যমীনকে আল্লাহ তাঁর হাতের মুঠোতে নিয়ে আসবেন

﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾

"কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবীকে (আল্লাহ) তাঁর হাতের মুঠিতে নিয়ে আসবেন। আর আকাশগুলো থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতের মাঝে।" (সূরা ৩৯; যুমার ৬৭)

মহান আল্লাহ এতেঠ বড়! এতো কুদরতময় ও এতো শক্তিশালী যে, নগণ্য একটি বলের মতো দুনিয়াকে তার হাতের মুঠির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবেন। আর বলবেন, কোথায় আজ পৃথিবীর বাদশাহরা? কোথায় শক্তিমানরা? কোথায় অহংকারীরা? (মুসলিম: ২৭৮৮) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾

"(লিখিত) খাতাপত্রের মতোই (কিয়ামতের) দিন আমি আসমানগুলোকে গুটিয়ে ফেলবো।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ১০৪)

আল্লাহ পৃথিবীকে মুষ্ঠিবদ্ধ করবেন এবং আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে (রুমালের মতো ভাঁজ করে) নিজের ডান হাতে রাখবেন। (বুখারী: ৪৫৪৩) আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ তখন কোথায় থাকবে? তিনি (স) উত্তর দিলেন, "তারা তখন থাকবে জাহান্নামের পুলের উপর।" (মুসলিম: ২৭৯১)

৩. পাহাড়, যমীন ও সাগর

(১) প্রবল কম্পনে পৃথিবী কাঁপতে থাকবে

শিঙ্গায় ফুৎকারের সাথে সাথে পৃথিবী কাপতে শুরু করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ ﴾

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন হবে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা।" (সূরা ২২; হাজ্জ ১)

ভীতি-বিহ্বলতায় সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠাকে زَلْزَلَةٌ বলা হয়। যেমন অন্যত্র রয়েছে,

﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِیْدًا ﴾

"তখন মুমিনদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো এবং (সেই সময়) তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিলো।" (সূরা ৩৩; আহযাব ১১)

﴿ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ﴾

"যমীন তখন প্রকম্পিত হবে প্রবল কম্পনে।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ৪)

﴿ یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧ ﴾

"(কবর থেকে সবাইকে ওঠানোর জন্যে) সাথে সাথে আরেকটি প্রচণ্ড ধাক্কা হবে; সেদিন (মানুষের) অন্তরসমূহ ভয়ে কম্পমান হবে, তাদের সবার দৃষ্টি হবে ভীত-সন্ত্রস্ত।" (সূরা ৭৯; নাযি'আত ৬-৭)

প্রথম প্রকম্পনকারী বলতে এমন প্রকম্পন বুঝানো হয়েছে, যা পৃথিবী ও তার মধ্যকার সমস্ত জিনিস ধ্বংস করে দেবে। আর দ্বিতীয় প্রকম্পন বলতে যে কম্পনে সমস্ত মৃতরা জীবিত হয়ে যমীনের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে তাকে বুঝানো হয়েছে। (মুয়াসসার)
আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾

"এক বিশাল ঝাঁকুনি পৃথিবীকে কাপিয়ে তুলবে।" (সূরা ৯৯; যিলযাল ১)

'যালযালাহ' মানে হচ্ছে, প্রচণ্ডভাবে জোরে জোরে ঝাড়া দেওয়া, ভূকম্পিত হওয়া।

(২) পাহাড় যমীন থেকে আলগা হয়ে চলতে থাকবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴾

"(কিয়ামতের) দিন আমি পাহাড়-পর্বতগুলোকে চলমান করে দেব, অতঃপর তুমি দেখবে এ যমীন (সবুজ-শ্যামল, বৃক্ষ-তরুলতা ও ঘরবাড়ী বিহীন এক ধুধু মরু) প্রান্তর।" (সূরা ১৮; কাহফ ৪৭)

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾

"যে পর্বতমালাগুলোকে তুমি দেখছো, তোমার মনে হচ্ছে, এগুলো (স্থিতিশীল) অচল, অথচ এ (পাহাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে আকাশের) মেঘমালার মতো চলতে থাকবে।" (সূরা ২৭; নামল ৮৮)
অতঃপর এ পৃথিবী এক উন্মুক্ত মাঠে পরিণত হবে।

﴿ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴾

"আর পর্বতগুলো চলতে থাকবে খুব দ্রুতগতিতে।" (সূরা ৫২; আত্-তূর ১০)

﴿ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾

"পর্বতগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তা মরীচিকার মতো হয়ে যাবে।" (সূরা ৭৮; নাবা ২০)

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧ ﴾

"সেদিন ভূকম্পনের এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি হবে। (কবর থেকে সবাইকে ওঠানোর জন্যে) সাথে সাথে আরেকটি ধাক্কা আসবে।" (সূরা ৭৯; নাযিয়াত ৬-৭)

﴿ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾

"পাহাড়গুলোকে চলমান করে দেওয়া হবে।" (সূরা ৮১; তাকভীর ৩)

পাহাড়গুলো বিক্ষিপ্ত বালু কণার মতো হয়ে যাবে, অতঃপর ধুনিত পশমের মতো, সবশেষে উড়ন্ত ধুলিকণা হয়ে কোথায় চলে যাবে, মনে হবে এখানে যেনো কোনো কিছু ছিলোই না।

(৩) পাহাড়গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে

﴿ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝٦ ﴾

"এবং পাহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে, অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলাবালিতে পরিণত হয়ে যাবে।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ৫-৬)

﴿ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴾

"আর ভূ-মণ্ডল ও পাহাড়গুলোকে (বর্তমান অবস্থান থেকে) উঠিয়ে নেওয়া হবে, তারপর এগুলোকে চূর্ণাবিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।" (সূরা ৬৯; আল-হাক্কাহ ১৪)

﴿ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴾

"আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বালুর স্তূপ।" (সূরা ৭৩; মুযাম্মিল ১৪)

এতো শক্ত মযবুত পাহাড়গুলো দুর্বল হয়ে পড়বে, মিহি ও বিক্ষিপ্ত বালুর স্তূপে পরিণত হয়ে যাবে। আর এ মিহি বালুগুলো (আকাশে) উড়ে যাবে (কুরআনু কারীমের বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, মদীনা- ২/২৭১৩)

﴿ كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴾

(শুধু পাহাড়ই নয়, সাথে সাথে) অবশ্য যমীনকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে।" (সূরা ৮৯; ফাজর ২১) ভূমিকম্পের মতো শুরু হয়ে সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

(৪) পাহাড়গুলো উড়তে থাকবে

এমনকি পাথরের পাহাড়ও ধুনিত তূলার মতো আকাশে উড়তে থাকবে। পাহাড় এতো ভারী, তূলা এতো হালকা, আর এতো ভারী জিনিসটি এতো হালকা হয়ে যাবে, যা আকাশে-বাতাসে উড়তে থাকবে।

﴿ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ﴾

"পাহাড়গুলো রঙ-বেরঙের ধূনা তূলার মতো (উড়বে)।" (সূরা ১০১ আল-কারিয়াহ ৫, সূরা ৭০; মাআরিজ ৯)

সমস্ত পাহাড়-পর্বত ধূনা পশমের মতো হয়ে যাবে। যা হালকা বাতাসেই উড়ে যাবে। (কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর, মদীনা- ২/২৮৭৪)

(৫) পৃথিবীর উঁচু-নিচু সমান হয়ে যাবে

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

"সেদিন এ পৃথিবী ভিন্ন আরেক রকম পৃথিবী দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে, (একইভাবে) আসমানগুলোও (বদলে যাবে) এবং সমস্ত মানুষ (তখন হিসাব নিকাশের জন্য) এক মহা ক্ষমতাধর আল্লাহ তাআলার সামনে গিয়ে হাজির হবে।" (সূরা ১৪; ইবরাহীম ৪৮)

কিয়ামতের দিন বর্তমান আসমান ও যমীন উভয়ই পাল্টে যাবে, এ দু'য়ের আকার-আকৃতি ভিন্নরূপ ধারণ করবে।

﴿ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ۝١٠٥ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٠٦ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۝١٠٧ ﴾

"(সে সময়) আমার রব এ (পাহাড়)গুলোকে উড়িয়ে দেবেন। অতঃপর এগুলোকে তিনি মসৃণ ও সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেবেন। (তখন) তুমি এ ভূপৃষ্ঠকে (সেদিন সামান্যতম) অসমতল ও উচু-নিচু দেখতে পাবে না।" (সূরা ২০; ত্ব-হা ১০৫-১০৭)

খালবিল গর্ত ও পাহাড়ের জন্য অনেক রাস্তাঘাটই আঁকাবাঁকা। কিন্তু কিয়ামতের দিন সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। পাহাড়, টিলা, গর্ত, গভীরতা, উঁচু-নিচু, দালানকোঠা, ঘরবাড়ি, গাছ-গাছালি কোনো কিছুই থাকবে না। যমীন একেবারেই সমতল হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির মতো পরিষ্কার ও সাদা (সমতল) পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে। যমীনে (ঘরবাড়ি, বাগান, গাছপালা, পাহাড়, টিলা এসবের) কোনো চিহ্নই থাকবে না। (বুখারী: ৬৫২১, মুসলিম: ২৭৯০) যমীন সমতল হয়ে বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত হবে।

সেদিন মানুষ পুলসিরাতের কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে (মুসলিম: ৩১৫, ২৭৯১) বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে সেদিন অন্যদিকে স্থানান্তরিত করা হবে।

(৬) পৃথিবীকে টেনে লম্বা করে দেওয়া হবে

﴿ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴾

"আর যখন এ ভূমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করা হবে।" (সূরা ৮৪; ইনশিক্বাক ৩)

পৃথিবীর এ বিরাট জনগোষ্ঠীকে এক জায়গায় দাঁড় করানোর জন্য সব সাগর, নদী, জলাশয়, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, মালভূমি, উঁচু-নিচু সবকিছু ভেঙ্গেচূরে ভরাট করে সারা দুনিয়াকে একটি বিস্তৃর্ণ প্রান্তরে পরিণতি করা হবে। (ফাতহুল কাদীর)

হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার মতো টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। তারপর মানুষের জন্য সেখানে কেবলমাত্র তাদের পা রাখার জায়গা থাকবে। (মুস্তাদরাকে হাকেম- ৪/৫৭১)

(৭) সাগরে আগুন লেগে যাবে

যে পানি দিয়ে আগুন নিভানো হয় কিয়ামতের দিন সে পানিতে আগুন লেগে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾

"সাগরগুলোতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।" (সূরা ৮১; তাকভীর ৬)

﴿ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾

"আর যখন সাগরগুলোতে বিস্ফোরিত করা হবে।" (সূরা ৮২; ইনফিতার ৩)

﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴾

"শপথ উত্তাল সাগরের" (সূরা ৫২; আত্-তূর ৬)

অনেক মুফাসসির বলেছেন, এসব শব্দের একটি অর্থ হলো যে, কিয়ামতের দিন সাগরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সাগরের পানি আগুনে পরিণত হবে।

(একবার) আলী (রা) এক ইহুদীকে জিজ্ঞেস করেন, জাহান্নাম কোথায়? উত্তরে ইহুদী বলেছিলো 'সাগরে'। আলী (রা) তখন বলেছিলেন, আমার মনে হয় এ কথা সত্য। (ইবনে কাসীর- ১৮/৭৯)
কেননা, কুরআনের আয়াতগুলোতে এরূপই বুঝা যায়।

উবাই ইবনে কাব (রা) বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে ৬টি নিদর্শন দেখা যাবে। জনগণ বাজারে থাকবে এমতাবস্থায় সূর্যের আলো হঠাৎ হারিয়ে যাবে। তারপর নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়তে থাকবে। এরপর আকস্মিকভাবে পাহাড়-পর্বতগুলো মাটিতে ঢলে পড়বে এবং যমীন ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করবে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা উত্তপ্ত বাতাস প্রেরণ করবেন। ঐ বাতাস সাগরের পানিকে তোলপাড় করে ফেলবে। তারপর তা এক শিখাময় আগুনে পরিণত হবে। আরেক বর্ণনায় আছে, পানি শুকিয়ে দেওয়া হবে। ফলে (নদী ও সাগরে) এক বিন্দু পানিও থাকবে না। (ইবনে কাসীর- ১৮/৭৯)

(৮) সেদিন পৃথিবী কথা বলবে

আজ মানুষ ও জিন কথা বলে। কাল কিয়ামতের দিন পৃথিবীর মাটি কথা বলবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾

"(কিয়ামতের) দিন (পৃথিবীর) মাটি (সব ঘটনা খুলে খুলে বর্ণনা দিয়ে) কথা বলবে।" (সূরা ৯৯; আয্-যিলযাল ৪)

যমীনের উপরে যা কিছু ঘটেছে সবকিছু সে সেদিন বলে দেবে। যমীনে বান্দার কৃত ভালো-মন্দ যাবতীয় কর্মকাণ্ডের রেকর্ড দাখিল করবে। ছোট-বড় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেবে। যমীন বলবে, এই এই কর্ম তুমি এই এই দিন করেছো।

(৯) মাটি তার ভিতরকার সবকিছু বের করে দেবে

তাছাড়া মাটির অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তা বের করে সে শূন্য গর্ভ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ সোনা, রূপা, হীরা, মণি মুক্তা ও অন্যান্য সকল সম্পদ মাটির গৃহীন থেকে বাইরে বের করে দেবে। হে আল্লাহ! ঐ নিদান কালে তুমি আমাদের সকলকে হেফাযত করিও।

আরও এসেছে,

﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾

"আর পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে।" (সূরা ৮৪; ইনশিকাক ৩-৪)

পৃথিবী তার ভিতরকার সব বোঝা বের করে দেবে– এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

(এক) মরা মানুষ মাটির বুকে যেখানে যে অবস্থায় যে আকৃতিতে আছে দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পরে তাদের সবাইকে বের করে এনে সে বাইরে ফেলে দেবে এবং যাবতীয় মৃতকে বের করে হাশরের মাঠের দিকে চালিত করবে। মানুষের শরীরের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলো এক জায়গায় জমা হয়ে নতুন করে আবার সেই পূর্বের একই আকৃতি সহকারে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন সে তার প্রথম জীবনের অবস্থায় ছিলো।

(দুই) এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, কেবলমাত্র মরা মানুষদেরকে সে বাইরে নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হবে না বরং তাদের প্রথম জীবনের সমস্ত কথা ও কাজ এবং যাবতীয় আচার-আচরণের রেকর্ড ও সাক্ষ্য-প্রমাণের যে স্তুপ তার গর্ভে চাপা পড়ে আছে সেগুলোকেও বের করে বাইরে ফেলে দেবে। যমীন তার ওপর যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করবে।

(তিন) কোনো কোনো মুফাসসীর এর তৃতীয় আরো একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, সোনা, রূপা, হীরা, মণি-মাণিক্য এবং অন্যান্য যেসব মূল্যবান সম্পদ ভূ-গর্ভে সঞ্চিত রয়েছে সেগুলোর বিশাল বিশাল স্তুপও সেদিন যমীন বের করে দেবে। (দেখুন, আদ্ওয়াউল বায়ান)

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালাকার স্বর্ণ খণ্ডের আকারে উদ্গীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা করেছিলো, সে তা দেখে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এতোবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলো, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা গিয়েছিলো, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউই এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। (মুসলিম: ১০১৩)

৪. মানুষের অবস্থা

যে মানুষকে আল্লাহ দুর্বল করে বানিয়েছেন, যে মানুষ আজ শক্তির দাপটে বেপরোয়া সে মানুষ কিয়ামতের দিন ডানে বামে সামনে পিছনে দেখতে পাবে শুধু বিপদ আর বিপদ, উৎকণ্ঠা আর অস্থিরতা, আগুন পরিবেষ্টিত এক ভয়াবহ অবস্থা। আরো যা ঘটবে সেদিন তাদের মাঝে–

(১) দুধ পানরত শিশুকে ছুড়ে ফেলে দেবে তার মা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ ۝١ یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰی وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰی وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِیْدٌ ۝٢ ﴾

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, অবশ্যই কিয়ামতের কম্পন (হবে) একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা। সেদিন তোমরা তা নিজেরা দেখতে পাবে।

(দেখবে) বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে এমন প্রতিটি নারী (ভয়াবহ আতঙ্কে) তার দুগ্ধপোষ্য (শিশুকে) ভুলে যাবে। প্রতিটি গর্ভবতী (জন্তু) তার (গর্ভস্থিত বস্তুর) বোঝা ফেলে দেবে। মানুষকে (যখন) তুমি দেখবে (তখন তোমার মনে হবে) তারা নেশাগ্রস্ত, কিন্তু তারা আসলে কেউই নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (এটা এক ধরনের আযাব) আল্লাহ তাআলার আযাব অত্যন্ত ভয়াবহ।" (সূরা ২২; আল হাজ্জ ১-২)

সফর অবস্থায় এ আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চৈঃস্বরে এর তিলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কিরাম তাঁর আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, এই আয়াতে উল্লেখিত কিয়ামতের ভূকম্পন কোন্ দিন হবে তোমরা তা জানো কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে বললেন, যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, এই সময়েই অতিমাত্রায় ত্রাস ও ভীতির কারণে বালকেরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম একথা শুনে ভীত-বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। (তিরমিযী: ৩১৬৯, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৭৩৫৪)।

আবূ সাঈদ (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে, এ কথা শুনে সাহাবীগণের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী- ৮/২৯৫, মুসলিম- ১/২০১) কলিজার টুকরা শিশুকে এমনভাবে ছুড়ে ফেলবে যেদিন, সেদিনের অবস্থা তাহলে কতো ভয়াবহ হবে!

কিয়ামতের কম্পন শুরু হওয়া মাত্র মায়েরা নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে দুধ পান করানো অবস্থা থেকে ফেলে দিয়ে পালাতে থাকবে এবং নিজের কলিজার টুকরার কি হবে, কি হচ্ছে, এতটুকু ভাবনা মায়ের মনে থাকবে না। সুবহান আল্লাহ!

(২) চার দিক থেকে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾

"(হে নবী!) তুমি তাদের আসন্ন (কেয়ামতের) দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, (চারদিক থেকে) দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে; সেদিন যালেমদের (আসলেই) কোনো বন্ধু থাকবে না, থাকবে না এমন কোনো সুপারিশকারী, যার সুপারিশ (তখন) গ্রাহ্য করা হবে।" (সূরা ৪০; মুমিন ১৮)

(৩) ঐ বিপদ না প্রতিরোধ করা যাবে, না কোনো নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র পাওয়া যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ ﴾

"(হে মানুষ!) আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে যে দিনটির (বিপদ) প্রতিরোধকারী কেউই থাকবে না এবং সেদিন (পালাবার) জায়গাও পাওয়া যাবে না।" (সূরা ৪২; আশ শূরা ৪৭)

কিয়ামতের ঐ ময়দানে কেউ তার নিজের অপরাধ অস্বীকার করতে পারবে না, কোথাও আত্মগোপন করতে পারবে না এবং উদ্ধার পাওয়ার জন্য কোনো সাহায্যকারীও পাবে না। এমন চতুর্মূখী বিপদের সম্মুখীন হবে অপরাধী মুসলিম ও অমুসলিমরা।

(৪) প্রতিশোধের জন্য পাকড়াও হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾

"সেদিন আমি কঠোরভাবে এদের পাকড়াও করবো (এবং এদের) আমি প্রতিশোধ নেবো।" (সূরা ৪২; দুখান ১৭)

(৫) আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়া চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴾

“(কিয়ামতের দিন) তোমাদের (মানুষ ও জিন) উভয় সম্প্রদায়ের উপর আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়ার কুণ্ডুলী পাঠানো হবে, (তখন) তোমরা (তা) প্রতিরোধ করতে পারবে না।” (সূরা ৫৫; আর-রাহমান ৩৫)

জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য মানুষ ও জিন যেদিকেই পালাতে চাইবে সেদিক থেকেই আগুনের ফুলকি ধোঁয়া তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। তাই অপরাধী ও পাপিষ্ঠরা কোনোভাবেই বাঁচতে পারবে না।

(৬) মানুষেরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝٤ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ۝٦ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝٧ ﴾

“পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে, পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধুলাবালিতে পরিণত হয়ে যাবে, আর তোমরা (মানুষরা তখন) তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।” (সূরা ৫৬ ওয়াকিয়া ৪-৭)

ইবনে কাসীর বলেন, কিয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

এক দল আরশের ডানপার্শ্বে থাকবে। তারা আদম আলাইহিস সালাম-এর ডানপার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিলো এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী।

দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম (আ)-এর বামপার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিলো এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী।

তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আরশের মালিক আল্লাহর সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণ। তাদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে। (ইবন কাসীর)

মহান আল্লাহ আল কুরআনের আরেক আয়াতে মানুষকে এ তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴾

“অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মাঝে তাদের সে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, আমি যাদের এ কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছি, তারপর তাদের কিছু লোক নিজেই নিজের ওপর যালেম হয়ে বসলো, তাদের মধ্যে কিছু মধ্যপন্থীও ছিলো, তাদের মাঝে আবার এমন কিছু লোক (ছিলো) যারা আল্লাহর মেহেরবানীতে নেক কাজে ছিলো অগ্রগামী; (আসলে) এটাই হচ্ছে (আল্লাহর) সবচেয়ে বড়ো অনুগ্রহ।” (সূরা ৩৫; ফাতির ৩২)

(৭) পতঙ্গের মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴾

“(সেদিন) তারা অবনত দৃষ্টি নিয়ে (একে একে) কবর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসবে, যেনো তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের দল।” (সূরা ৫৪; আল-কামার ৭)

দূরাবস্থার কারণে বিক্ষিপ্ত হয়ে আনা-গোনা করবে, হয়ে যাবে উদ্ভ্রান্তের মতো। মনে হবে, যেনো এ মানুষগুলো সেদিন বিক্ষিপ্ত পতঙ্গ।

﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾

“(এক বিপর্যয় মুহূর্তে) সেদিন মানুষগুলো পতঙ্গের মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।” (সূরা ১০১; আল-কারিয়া ৪)

আগুন জালানোর পর পতঙ্গ যেমন দিক-বিদিক ছুটাছুটি করে। সেদিন মানুষ এরূপ হন্য হয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করবে। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে।

(৮) ভয়ে চক্ষু স্থির হয়ে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾ ﴾

“তাদেরকে (কিয়ামতের) সেদিন আসা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখছেন যেদিন (তাদের) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা আকাশের দিকে চেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় (দৌড়াতে) থাকবে, তাদের নিজেদের প্রতিই নিজেদের কোনো দৃষ্টি

থাকবে না, (ভয়ে) তাদের অন্তর বিকল হয়ে যাবে।" (সূরা ১৪; ইবরাহীম ৪২-৪৩)

﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

"(আল্লাহর) ওয়াদাকৃত (কিয়ামত) যখন সত্যিই এসে পড়বে তখন হঠাৎ করে (অমুসলিম অর্থাৎ) কাফেরদের চক্ষু (ভয়ে) স্থির হয়ে যাবে।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৯৭)

আর তখন তারা শুধু আক্ষেপই করবে, কেনো তারা তাদের দুনিয়ার জীবন শুধরালো না।

ভয়াবহ দৃশ্য দেখামাত্র তাদের চক্ষু ও চোখের মণি স্থির হয়ে যাবে। চোখের পাতা নড়বে না, চোখের পলক পড়বে না। এক দৃষ্টিতে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে। আর তা হবে শুধু ভয়ভীতি অতিরিক্ত হওয়ার কারণে। এ অবস্থা ৩টি কারণে হতে পারে:

(ক) আতঙ্ক তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

(খ) লজ্জা ও অপমানবোধ তাদের চেহারায় ফুটে উঠবে এবং মনকে তা পীড়া দেবে।

(গ) ভয়াবহ দৃশ্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। ফলে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার মতো হুঁশও থাকবে না। (কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর মদীনা-২/২৫১৩)

(৯) ভয়ে কিয়ামতের দিন কিশোরেরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾

"তোমরা যদি (আজ) সেদিনকে অস্বীকার করো তাহলে (আযাব থেকে) কিভাবে তোমরা বাঁচতে পারবে, (অথচ অবস্থার ভয়াবহতা) সেদিন কিশোর বালকদেরও বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে;" (সূরা ৭৩; মুয্যাম্মিল ১৭)

তবে মুমিন বান্দারা থাকবে নিরাপদে

সৎ মুমিন বান্দাদের ওপর এ ভীতি প্রভাব বিস্তার করবে না। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾

"সেই চরম ভীতি ও আতংকের দিনে তারা একটুও পেরেশান হবে না এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে বরং তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। তারা বলতে থাকবে, তোমাদের সাথে এ দিনটিরই ওয়াদা করা হয়েছিলো।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ১০৩) ফেরেশতারা এভাবে সান্তনা দেবে।

(১০) কলিজার টুকরা সন্তানদেরও কোনো খোঁজ-খবর নেবে না

নিজে না খেয়ে হলেও সন্তানকে মানুষ খাওয়ায়। নিজের কাপড় ছেড়া হলেও সন্তানকে ভালো পোশাক দিতে চেষ্টা করে। নিজের জীবন উৎসর্গ করে হলেও সন্তানের সুখ চায়। সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অধিকাংশ লোক হাত খুলে আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাতও করতে পারে না। এতো আদরের ঔরশজাত সন্তানের খবর তখন রাখবে না, জানতেও চাইবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾

"অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন (মানুষ এমনি দিশেহারা হয়ে পড়বে যে) তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন (বলতে কিছুই) থাকবে না, না তারা একজন আরেকজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে!" (সূরা ২৩; মুমিনুন ১০১)

বাপ ছেলের কোনো কাজে লাগবে না এবং ছেলে বাপের কোনো কাজে লাগবে না। প্রত্যেক এমন অবস্থার শিকার হবে যে, একজন অন্যজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করাতো দূরের কথা, কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার মতো চেতনাও থাকবে না। (কুরআন কারীম বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর মদীনা- ২/১৮৪২)

বিপরীতে বরং নিজ স্ত্রী-সন্তানদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে হলেও নিজেকে বাচাঁতে ব্যর্থ চেষ্টা করবে। (নাউযুবিল্লাহ!)। (দেখুন, সূরা ৭০; আল-মা'আরেফের ১১-১৪ নং আয়াতের অনুবাদ ও তাফসীর)

পিতা-মাতা সন্তানের এবং সন্তানের পিতার-মাতা কোনো উপকারে আসবে না। কেউ কাউকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে না, আসলেও কোনো উপকার করতে পারবে না। আর বন্ধু, নেতা ও পীরেরাতো দূরের কথা। প্রত্যেকেই শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে।

তবে যদি পিতা-পুত্র উভয়েই ঈমানদার হয়, তাহলে পদমর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একে-অপরের দ্বারা পরস্পর উপকৃত হবে। (দেখুন, কুরআনুল কারীমের

বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর মদীনা- ২/২১২৭)

তাছাড়া ভাই, মাতা, পিতা, স্ত্রী, সন্তান একে অপরের কাছ থেকে শুধু পালিয়ে বেড়াবে। (দেখুন, সূরা ৮০; আবাসা ৩৪-৩৭)

ডরে-ভয়ে সেদিন মানুষ জিনের কাছে এবং জিন মানুষের কাছে ছুটে আসবে। (কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর মদীনা- ২/২৭৭৬)

এভাবে বিশেষ করে পাপিষ্ঠরা ভীত-বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিচলিত হয়ে পড়বে।

(১১) মানুষের গলার আওয়াজ মৃদু হয়ে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾

"সেদিন সব মানুষ একজন আহ্বানকারীর পেছনে চলতে থাকবে, তার জন্যে কোনো বাঁকা পথ থাকবে না, সেদিন দয়াময় আল্লাহ তাআলার (প্রচণ্ড ক্ষমতার) সামনে অন্য সব শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে, (ভীতবিহ্বল মানুষের ফিসফিস কথা ও পায়ে চলার) মৃদু আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই তুমি শুনতে পাবে না।" (সূরা ২০; ত্বাহা ১০৮)

هَمْسًا শব্দের অর্থ হচ্ছে ফিসফিস কথা-বার্তা এবং মৃদু পদচারণা।

ঘটনাটি কিয়ামতের ময়দানের। সেই দিনের ভীতিকর অবস্থার সাথে এক শব্দকারী একটা শব্দ করবে। সমস্ত সৃষ্টজীব ঐ শব্দের পিছনে পিছনে ছুটবে। যেভাবে যেদিকে দৌড়াতে হুকুম করা হবে, সে অনুযায়ী সেদিকেই দৌড়াতে থাকবে। কেউই এদিক-ওদিক যাবে না এবং কোনো বাকা পথে কেউ চলবে না। সেদিন মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুমের সাথে সাথেই তা পালন করবে। হাশরের মাঠ হবে নীরব নিশ্চুপ অন্ধকার জায়গা। আওয়াজদাতা যখন আওয়াজ করবে তখন সবাই সেখানে দাঁড়িয়ে যাবে। ঐ ময়দানে সকল সৃষ্টজীব একত্রিত হবে। সেদিন দয়াময় আল্লাহ তাআলার সামনে সকল শব্দ স্ত ব্ধ হয়ে যাবে। ফিসফিস কথাবার্তা ও মৃদু পদচারণা ছাড়া আর কোনো শব্দ সেখানে শোনা যাবে না। (ইবনে কাসীর ১৬/২৭৭-২৭৮)

৫. জন্তু-জানোয়ারের অবস্থা

জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখি সব একত্রে মিশে যাবে অর্থাৎ একে অপরের সাথে একত্রিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾

"বন্য পশুরাও তখন একত্রিত হবে।" (সূরা ৮১; আত-তাকউরীর ৫)

বন-জঙ্গলের, প্রাণীদের মতো আকাশে উড়ন্ত পাখিরাও একত্রিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾

"পক্ষীকূলকেও সমবেত করানো হবে।" (সূরা ৩৮; সাদ ১৯)

মানব, দানব ও বন্য পশুরা সবাই পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে। শয়তানের ভয়ে মানুষ এবং মানুষের ভয়ে শয়তান পালাতে থাকবে। গৃহপালিত ও বন্য পশু-পাখি সব জড়ো হয়ে যাবে। যে মানুষকে দেখে পশুরা পালিয়ে যেতো সে মানুষের কাছে এরা নিরাপত্তার জন্য ছুটে আসবে। ... জিনেরা বলবে, চলো যাই। খবর নিয়ে আসি, দেখি কি হচ্ছে। তারা গিয়ে দেখবে যে, সমুদ্রেও আগুন লেগে গেছে। (ইবনে কাসীর- ১৮/৭৭, তাবারী- ২৪/২৩৭)

আখেরাতের অন্যান্য ধাপ ও শেষ ফায়সালা

সকল মানুষ ও জীনকে তাদের মৃত্যুর পর কিছু ঘাটি পাড়ি দিয়ে শেষ ঠিকানা জান্নাত কিংবা জাহান্নামে পৌছতে হবে। ভালো-মন্দ শিশু-বৃদ্ধ নারী-পুরুষ সবাইকে সেই সবগুলো ঘাটিতে হাজির হতে হবে এবং প্রতিটি ঘাটিই ভয়ঙ্কর। একমাত্র আল্লাহ তাআলার রহমত ছাড়া এর কোনো ঘাটিই নিরাপদ নয়; বরং কোনো কোনোটা সীমাহীন ভয়ঙ্কর। কবরের পরের এ ঘাটি বা ধাপগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. পুনরুত্থান

আদম (আ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী সকল মানুষকে আবার জীবিত করা হবে, কবর থেকে উঠানো হবে। যদি মৃতদেহকে সাগরে নিক্ষেপও করা হয় বা আগুনে পুড়ে ফেলা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴾

“অবশ্যই কিয়ামত আসবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এবং যারা কবরে আছে আল্লাহ তাআলা (সেদিন) তাদের পুনরুত্থিত করবেন।” (সূরা ২২; আলহাজ্জ ৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴾

“তারা (হতভম্ব হয়ে) বলবে, হায় (কপাল আমাদের)! কে আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো (ফেরেশতারা বলবে), এ হচ্ছে (সে কিয়ামত), দয়াময় আল্লাহ তাআলা যার ওয়াদা করেছিলেন, আর নবী রাসূলরাও সত্য কথা বলেছেন। (সূরা ৩৬; ইয়াসীন ৫২)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴾

"সেদিন এরা এমন দ্রুতগতিতে (নিজ নিজ) কবর থেকে বের হয়ে আসবে, (দেখে মনে হবে) তারা (সবাই বুঝি) কোনো শিকারের (লক্ষ্যবস্তুর) দিকে ছুটে চলেছে।" (সূরা ৭০; নূহ ৪৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۗ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴾

"যেদিন আল্লাহ তাআলা এদের সবাইকে পুনরায় জীবন দান করবেন তখন তিনি তাদের বলে দেবেন তারা (কে) কি করে এসেছে; আল্লাহ তাআলা সে কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রেখেছেন, অথচ তারা নিজেরা সে কথা ভুলে গেছে; আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন তাদের সব কিছুর ওপর সাক্ষী।" (সূরা ৫৮; মুজাদালা ৬)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝٥ ﴾

"যখন কবরগুলো উপড়ে ফেলা হবে, (তখন) প্রতিটি মানুষই জেনে যাবে, সে (এখানকার জন্যে) কি পাঠিয়েছে এবং কি (এমন) কাজ সে রেখে এসেছিলো, (যার পাপ পুণ্য কিয়ামত পর্যন্ত তার হিসাবে জমা হয়েছে)। (সূরা ৮২; ইনফিতার ৪-৫) অর্থাৎ আখিরাতের জন্য কি কি নেক আমল পাঠিয়েছে আল্লাহ এগুলোর হিসাব রেখেছেন।

بُعْثِرَتْ-এর ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন, কবরসমূহ ফেটে যাবে এবং সেখানে শায়িত লোকেরাও উত্থিত হবে। তারপর সব মানুষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব আমল সম্পর্কে অবহিত হবে। (ইবনে কাসীর)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۝٩ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۝١٠ ﴾

"সে কি (একথা) জানে না যে, কবরের ভেতর যা কিছু আছে তা যখন উত্থিত করা হবে। আর অন্তরে যা কিছু আছে তা ফাস করে দেওয়া হবে।" (সূরা ১০০; আদিয়াত ৯-১০)। দুনিয়ায় পাপ-পুণ্য যাই করেছে সবই তার সামনে তুলে ধরা হবে।

মুমিনরা যখন তাদের কবর হতে উঠবে তখনই ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবেন এবং সুসংবাদ শুনাবেন। সাবিত (রা) এই সূরাটি পড়তে পড়তে যখন... اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ এই আয়াত পর্যন্ত পৌছেন তখন থেমে যান,

অতঃপর বলেন, আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, মুমিন বান্দা যখন কবরো হতে উঠবে তখন ঐ দু'জন ফেরেশতা তার কাছে আসবেন যাঁরা দুনিয়ায় তার সাথে থাকতেন। এসে তাকে বলবেন, "ভয় করো না, হতবুদ্ধি হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তুমি জান্নাতী। তুমি খুশি হয়ে যাও। তোমার সাথে আল্লাহ তাআলার যে প্রতিশ্রুতি ছিলো তা পূর্ণ হবেই।"

কুরআন ও রাসূলের প্রদর্শিত দীন থেকে যারা বিমুখ হবে, কবরেও তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুমিন তার কবরে সবুজ প্রশস্ত উদ্যানে অবস্থান করবে আর তার কবরকে সত্তর গজ প্রশস্ত করা হবে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতো তার কবরকে আলোকিত করা হবে। (অতঃপর প্রশ্ন করলেন) তোমরা কি জানো, আল্লাহর আয়াত ("তাদের জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন") এটা কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে? তোমরা কি জানো, সংকীর্ণ জীবন কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলো কবরে কাফিরের শাস্তি।

আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ। আবূ হোরায়রা (রা)'র সাথীরা জিজ্ঞেস করলো, (সেটা কি) চল্লিশ দিন? আবূ হোরায়রা (রা) বললেন, আমি এটা বলতে অপরাগতা প্রকাশ করছি, তারা বললো, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি এটা বলতে পারছি না। তারা বললো, তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি এটাও বলতে পারছি না। তবে মানুষের সবকিছু পঁচে যায় একমাত্র মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের একটি ছোট হাড় ব্যতীত। এ থেকেই মানুষকে আবার সৃষ্টি করা হবে। (বুখারী: ৪৮১৪; মুসলিম: ২৯৫৫)

২. নশর

দেশে-মহাদেশে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-নগরে, পাহাড়ে-পর্বতে, জলে-স্থলে, কবরস্থানে যেখানেই মানুষ সমাহিত থাকুক না কেনো জীবিত হয়ে সেখান থেকে উঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে এভাবে ছড়িয়ে থাকাকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় নশর।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَ اِلَیْهِ النُّشُوْرُ ﴾

"তিনিই মহান সত্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের জন্য সুগম করে বানিয়েছেন, অতএব, তোমরা (যেভাবে চাও) এর অলিগলির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং এর থেকে (উৎপন্ন) রিযিক তোমরা উপভোগ করো; (অবশেষে) তাঁর দিকেই (হবে সবার) প্রত্যাবর্তন।" (সূরা ৬৭; মুল্‌ক ১৫)

সমতল, সম্প্রসারিত ও সুবিশাল যমীনে মানুষ কবর থেকে উঠে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কিয়ামতের পর যমীনকে আল্লাহ তাআলা সমতল করে দেবেন। তিনি বলেছেন,

﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ ﴾

"যখন এ ভূ-মণ্ডলকে সম্প্রসারিত করা হবে, (মুহূর্তের মধ্যেই) সে তার ভেতরে যা আছে তা ফেলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে।" (সূরা ৮৪; ইনশিক্বাক ৩-৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾

"আবার তিনি যখন চাইবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।" (সূরা ৮০; আবাসা ২২)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾

"(সেদিন) তারা অবনত দৃষ্টি নিয়ে (একে একে) কবর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসবে, যেনো তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের দল।" (সূরা ৫৪; ক্বামার ৭)

তারা কবর থেকে বের হয়ে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো দ্রুত গতিতে হিসাবের মাঠের দিকে চলে যাবে। তাদের কান থাকবে এক আহ্বানকারীর আহ্বানের দিকে এবং তারা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলবে। সেদিন না তারা পারবে বিরুদ্ধাচরণ করতে, না বিলম্ব করার ক্ষমতা রাখবে। ঐ ভয়াবহ কঠিন দিনকে দেখে তারা অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং চিৎকার করে বলবে, এটা তো বড়ই কঠিন দিন! (ইবনে কাসীর)

অতএব, পুনরুজ্জীবন পাওয়া থেকে কেউই বাদ পড়বে না। সকলকেই সেখানে শামিল হতে হবে।

৩. হাশর

কবর থেকে উত্থিত হওয়া মানুষগুলো যেখানে যে দেশেই থাকুক না কেনো তারা সকলেই একত্রিত হবে। সকলের এই একত্রিত হওয়াকে বলা হয় হাশর। হাশরে দাঁড়িয়ে সবারই মনে হবে দুনিয়ার জীবনটা ছিলো সামান্য মুহূর্ত মাত্র।

(১) খুবই সামান্য সময় দুনিয়ায় কাটিয়ে এসেছে বলে মনে হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴾

"তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকবে, তোমরা (দুনিয়ায় বড় জোর) দশ দিন সময় অবস্থান করে এসেছো।" (সূরা ২০; ত্বাহা ১০৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قَٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝١١٢ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ ۝١١٣ قَٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١١٤ ﴾

"তারপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, বলো দেখি, পৃথিবীতে তোমরা কতো বছর ছিলে? তারা বলবে, একদিন বা এক দিনেরও কিছু অংশ আমরা সেখানে ছিলাম। যারা হিসাব করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি অল্প দিনই ছিলে না? হায়! এ কথা যদি তোমরা ঐ সময় জানতে।" (সূরা ২৩; মুমিনূন ১১২-১১৪) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴾

"যেদিন এরা কিয়ামত দেখতে পাবে, সেদিন (এদের মনে হবে) তারা (দুনিয়ায়) এক বিকাল অথবা এক সকাল পরিমাণ সময়ের চাইতে বেশি সময় অবস্থান করেনি।" (সূরা ৭৯; নাযিয়াত ৪৬) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ ﴾

"যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। (সেদিন) তাদের (মনে হবে) যেনো তারা সেখানে পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে দিনের মাত্র একটি ক্ষণই (পৃথিবীতে) কাটিয়ে এসেছে।" (সূরা ১০; ইউনুস ৪৫)

কাফেরেরা হাশরের মাঠে দুনিয়ার সময়টুকুকে অত্যন্ত সামান্য সময় মনে করবে। তাদের কেউ কেউ মনে করবে যে, দুনিয়াতে মাত্র এক ঘণ্টা সময় অবস্থান করেছিলো। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ﴾

“যেদিন সত্যিই তারা সেই আযাব (নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে– যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছিলো, তখন তাদের অবস্থা হবে এমন, যেনো দুনিয়ায় তারা দিনের সামান্য কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত করে এসেছে।” (সূরা ৪৬; আহকাফ ৩৫) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾

“যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধী ব্যক্তিরা কসম খেয়ে বলবে, তারা তো (দুনিয়ায়) মুহূর্তকালের বেশি অবস্থান করেনি; (আসলে) এভাবেই এদের (সত্য-বিমুখ রেখে) দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছিলো।” (সূরা ৩০; রূম ৫৫)

দশ দিন, এক বিকাল বা সন্ধ্যা, অথবা ঘণ্টাখানেক সময় দুনিয়ায় ছিলো বলে মনে হবে।

(২) তারা সেখানে একে-অপরকে চিনবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾

“আর যেদিন (আল্লাহ) এদেরকে একত্রিত করবেন (তখন তাদের মনে হবে) তারা যেনো দিনের বেলার ঘণ্টাখানেক সময় (দুনিয়ায়) কাটিয়ে এসেছে। (হাশরের মাঠে তখন) তারা একে-অপরকে চিনতে পারবে।” (সূরা ১০; ইউনুস ৪৫)

কিয়ামতে যখন মৃতদেহকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে-অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে, দেখা-সাক্ষাত হয়নি তা যেনো খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়।

মাতা-পিতা ছেলেকে চিনবে এবং ছেলে-মেয়েরাও মাতা-পিতাকে চিনবে, আত্মীয়-স্বজন নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারবে যেমন তারা পৃথিবীতে অবস্থানকালে চিনতো। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। (ইবনে কাসীর)

(৩) চিনলেও কেউ কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾

"তারা একে অপরের কাছে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না।" (সূরা ২৮; আল-কাসাস ৬৬)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾

"অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন (বলতে কিছুই) থাকবে না, আর না তারা একজন আরেকজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে!" (সূরা ২৩; মুমিনুন ১০১)

আত্মীয়তার সম্পর্ক, রক্তের বন্ধন সেদিন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যাবে। একজন আরেকজনকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করতেও সক্ষম হবে না, তা সেই ব্যক্তির যদি রক্তের সম্পর্কেরও হয়। (ইবনে কাসীর- ১৫/৫১৭)

সে সময় বাপ ছেলের কোনো কাজে লাগবে না এবং ছেলেও বাপের কোনো কাজে লাগবে না। প্রত্যেকে এমনভাবে নিজের অবস্থার শিকার হবে যে, একজন অন্যজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করাতো দূরের কথা কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার মতো চেতনাও থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾

"(সেদিন) এক বন্ধু আরেক বন্ধুর খবর নেবে না।" (সূরা ৭০; মা'আরিজ ১০)

তবে ক্ষেত্র বিশেষে জিজ্ঞেস করতে আসবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾

"(এক সময়) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে।" (সূরা ৩৭; সাফ্ফাত ২৭)

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবে না। এরপর কোনো অবস্থানকালে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। (দেখুন, বাগভী; ফাতহুল কাদীর)

ক্ষতিপূরণ বাবদ নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন এমনকি সারা দুনিয়ার মানুষকে জাহান্নামে পাঠিয়ে হলেও নিজে বাঁচতে চাইবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ ﴾

"তারা একজন আরেকজনকে দেখতে পাবে, (সেদিন) অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে (নিজেকে) বাঁচাতে মুক্তিপণ হিসেবে তার পুত্র সন্তানদের দিতে পারলেও তা দিতে চাইবে। (দিতে চাইবে) নিজের স্ত্রী এবং নিজের ভাইকেও এবং নিজের পরিবারের এমন আপনজনদেরও, যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো। ভূমণ্ডলের সবকিছুই সে (দিতে চাইবে), তারপরও যাতে এটি তাকে মুক্তি দেয়। (সূরা ৭০; মাআরিজ ১১-১৪) কিন্তু এরকম কোনো সুযোগ সেখানে থাকবে না।

(৪) আপনজন থেকে পালিয়ে বেড়াবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ ﴾

"সেদিন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে পালাতে থাকবে, (পালাতে থাকবে) তার নিজের মায়ের কাছ থেকে। নিজের বাপের কাছ থেকে, তার সহধর্মিনী থেকে, (এমনকি) তার ছেলে-মেয়েদের থেকেও; সেদিন তাদের প্রত্যেকের জন্যেই পরিস্থিতি এমন (ভয়াবহ) হবে যে, তাই তার (ভীতি ও উদ্বেগের) জন্য যথেষ্ট হবে।" (সূরা ৮০; আবাসা ৩৪-৩৭)

(৫) হাশরের ময়দানে সকলকেই সমবেত করানো হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

"তোমরা শুধু আল্লাহ তাআলাকেই ভয় করো এবং জেনে রাখো, একদিন তোমাদের অবশ্যই তাঁর কাছে জড়ো করা হবে।" (সূরা ২; বাকারা ২০৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾

"তুমি বলো, সত্যিকার অর্থে হেদায়াত তো হচ্ছে আল্লাহ তাআলার (পাঠানো), সেটাই হচ্ছে আসল হেদায়াত এবং আমাদের এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেনো আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে আনুগত্যের মাথা নত করি। (আরো আদেশ দেওয়া হয়েছে) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো; তিনি হচ্ছেন এমন (সত্তা), যাঁর সামনে সবাইকে সমবেত করা হবে।" (সূরা ৬; আনআম ৭১-৭২)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾

"(সেদিন) আমি তাদের (মানবকুল)-কে এক জায়গায় জড়ো করবো, তাদের কোনো একজনকেও (সেদিন) আমি বাদ দেবো না।" (সূরা ১৮; কাহাফ ৪৭)

(৬) বিবস্ত্র, খৎনাবিহীন ও খালি পায়ে হাজির করানো হবে

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা (সেদিন) খালি পায়ে, নগ্ন দেহে খৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহর কাছে জমায়েত হবে। এ কথা শুনে তাঁর এক স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলেতো অন্যের লজ্জাস্থানের প্রতি চোখ পড়বে! রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, ঐ মহাপ্রলয়ের দিন সব মানুষ এতো ব্যস্ত থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর সুযোগ কারও থাকবে না। (হাকিম- ২/২৫১, বুখারী: ৬১৬২)

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের সবাইকে খালি পায়ে, বিবস্ত্র শরীর নিয়ে খৎনাবিহীন অবস্থায় কবর থেকে উঠানো হবে। তখন এক মহিলা জানতে চাইলেন, আমরা কি একজন আরেকজনকে নগ্ন দেহে দেখতে পাবো? উত্তরে তিনি বললেন, হে অমুক মহিলা! ঐ দিনের অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা নিয়ে এতো উদ্বিগ্ন থাকবে যে, অন্যের দিকে তাকানোর কোনো খেয়ালই থাকবে না। (তিরমিযী- ৯/২৫১)

(৭) সেদিন সবাইকে সারিবদ্ধভাবে একত্রিত করা হবে

আগের ও পরের সবাই সেখানে থাকবে। যাতে তাদেরকে প্রশ্ন করে তাদের দোষের স্বীকৃতি আদায় করা যায়। [সা'দী]

কোনো কোনো মুফাস্‌সির এ অর্থও করেছেন যে, যারা আগে চলে যাবে তাদেরকে বাধা প্রদান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোক তাদের সাথে মিলে যায়। লোকজনকে ঠেলে বা তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হিসাবের জন্য হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। (কুরতুবী, ইবন কাসীর)

উক্ত আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা একটি গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ; বিশেষতঃ যখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। (ফাতহুল কাদীর)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ﴾

"অতপর তোমার মালিকের শপথ, আমি অবশ্যই এদের একত্রিত করবো, (একত্রিত করবো) শয়তানদেরও। অতপর, এদের (সবাইকে) হাঁটু গাড়া অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে এনে জড়ো করাবো। তারপর আমি অবশ্যই এদের প্রত্যেক দলের মধ্যে থেকে দয়াময় আল্লাহ তাআলার প্রতি যারা সবচাইতে বেশি বিদ্রোহী (ছিলো), তাদের (খুঁজে খুঁজে) বের করে আনবো।" (সূরা ১৯; মারইয়াম ৬৮-৬৯)

হাশরের মাঠে প্রাথমিক অবস্থায় মুমিন, কাফের, ভাগ্যবান হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চারদিকে সমবেত করা হবে। সবাই ভীত-বিহ্বল নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মুমিনগণকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (কুরতুবী)

(৮) ভালো লোকদেরকে ভালো জায়গায় জমায়েত করানো হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴾

"সেদিন আমি তাকওয়া অবলম্বনকারী বান্দাদের সম্মানিত মেহমান হিসেবে দয়াময় আল্লাহ তাআলার কাছে একত্রিত করবো।" (সূরা ১৯; মারইয়াম ৮৫)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানদারদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে মেহমান বানিয়ে তাদের প্রভুর সমীপে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে জান্নাতী ও সম্মানিত করে প্রবেশ করানো হবে। (ফাতহুল কাদীর)

পরবর্তী আয়াতে এর উল্টো চিত্র ফুটে উঠেছে। সেখানে অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করানোর কথা বলা হয়েছে। (ইবনে কাসীর; ফাতহুল কাদীর)

(৯) দুষ্ট লোকদেরকে কঠিন জায়গায় জমায়েত করানো হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴾

"যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের এমন অবস্থায় জমা করবো যে, (ভয়ে) তাদের চোখ নীল (হয়ে যাবে)।" (সূরা ২০; ত্বা-হা ১০২)

ফেরেশ্‌তা শিঙ্গায় ফুঁক দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইস্রাফিল শিঙ্গা মুখে নিয়ে আছেন, তার কপাল তীক্ষ্ণভাবে উৎকর্ণ করে নিচু করে রেখেছেন। অপেক্ষা করছেন, কখন তাকে ফুঁক দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। (তিরমিযী: ২৪৩১, আহমাদ- ৩/৭, ৭৩, হাকেম- ৪/৫৫৯)

(১০) অতিমাত্রায় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে

ভয়ে ও আতংকে তখন তাদের রক্ত শুকিয়ে যাবে এবং তাদের অবস্থা এমন হয়ে যাবে, যেনো তাদের শরীরে এক বিন্দুও রক্ত নেই। অথবা, অত্যধিক ভয়ে তাদের চোখের মণি স্থির হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾

"(সেদিনের কথা ভাবো) যেদিন আমি প্রতিটি উম্মত থেকে এক একটি দলকে এনে জড়ো করবো, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অতপর তাদেরকে ভাগ ভাগ করে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এমনি করে ওরা যখন (আল্লাহ তাআলার সামনে) হাযির হবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহ (শুধু এ কারণেই) অস্বীকার

করেছিলে এবং তোমাদের (সীমিত) জ্ঞান দিয়ে তোমরা সে (আয়াতের মর্ম) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারোনি, (বলো, আমার আয়াতের সাথে) তোমরা (এ) কি আচরণ করছিলে?" (সূরা ২৭; নামল ৮৩-৮৪)

(১১) একজন একজন করে আলাদাভাবে আল্লাহ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন

আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ »

"তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার রব কথা বলবেন; তার ও তাঁর মাঝে কোনো আনুবাদক থাকবে না। (সেখানে) সে তার ডানদিকে তাকাবে। সুতরাং, সেদিকে তা-ই দেখতে পাবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিলো এবং বামদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকেও নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। আর সামনে তাকাবে, সুতরাং তার চেহারার সামনে জাহান্নাম দেখতে পাবে। অতএব, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ করে হয়।" (সহীহ বুখারী ৭৫১২; সহীহ মুসলিম ১০১৬)

(১২) জাহান্নামকে টেনে কিয়ামতের মাঠে নিয়ে আসা হবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا »

"কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমতাবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফিরিশতা থাকবেন। তাঁরা তা টানতে থাকবে।" (সহীহ মুসলিম: ২৮৪২)

(১৩) সূর্য খুবই কাছাকাছি এসে যাবে

মিক্বদাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টজীবের এতো কাছে করে দেওয়া হবে যে, তার মধ্যে এবং সৃষ্টজীবের মধ্যে মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে।" "সুতরাং মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামে ডুবতে থাকবে। তাদের মধ্যে কারো (ঘাম হবে) তার পায়ের গিঁট পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত। (সহীহ মুসলিম: ২৮৬৪)

(১৪) ঘামে ডুবে যাবে মানুষ

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন লোকেরা বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে (এবং তাদের এতো বেশি ঘাম হবে যে) তাদের মধ্যে কেউ তার ঘামে তার অর্ধেক কান পর্যন্ত ডুবে যাবে।" (সহীহ বুখারী: ৪৯৩৮, ৬৫০১; সহীহ মুসলিম: ২৮৬২)

আবূ হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন মানুষের প্রচণ্ড ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত পর্যন্ত নিচে যাবে। আর তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। এমনকি কান পর্যন্তও।" (সহীহ বুখারী: ৬৫৩২; সহীহ মুসলিম: ২৮৬৩)

(১৫) সেদিনের সর্বনিম্ন আযাব

নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "কিয়ামতের দিবসে ঐ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা হাল্কা আযাব হবে, যার দু'পায়ের তলায় জ্বলন্ত দু'টি অঙ্গার রাখা হবে। যার ফলে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। সে মনে করবে না যে, তার চেয়ে কঠিন আযাব অন্য কেউ ভোগ করছে। অথচ তারই আযাব সবার চেয়ে হাল্কা! (সহীহ বুখারী: ৬৫৬১, ৬৫৬২; সহীহ মুসলিম: ২১৩)

(১৬) পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে পা নাড়াতে পারবে না

আবূ বারযাহ নাযলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার পা দু'খানি সরবে না। (অর্থাৎ আল্লাহর সামনে থেকে যাওয়ার জন্য তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না।) যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে; (১) তার বয়স সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে? (২) তার ইলম (বিদ্যা) সম্পর্কে, সে এর দ্বারা কী আমল করেছে? (৩) তার মাল সম্পর্কে, কী উপায়ে তা উপার্জন করেছে এবং (৪) তা কোন্ পথে ব্যয় করেছে? (৫) আর তার দেহ সম্পর্কে, কোন্ কাজে সে তা ক্ষয় করেছে?" (জামে তিরমিযী: ২৪১৭, হাসান সূত্রে)

(১৭) মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হবে

কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদেরকে বলা হবে, হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না, যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস

করেছিলো এবং আত্মসমর্পণ করেছিলো, তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে আজ জান্নাতে প্রবেশ করো।

কিয়ামতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ কবর হতে উত্থিত হবে তখন সবাই অশান্তি ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকবে। তখন আল্লাহ ঘোষণা দেবেন, 'হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং দুঃখিতও হবে না।' এ ঘোষণা শুনে সবাই খুশি হয়ে যাবে। কারণ, তারা এটাকে সাধারণ ঘোষণা মনে করবে (অর্থাৎ তারা মনে করবে যে এ ঘোষণা সবার জন্যে)। এরপর আবার ঘোষণা করা হবে, 'যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলো এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।' এ ঘোষণা শুনে খাঁটি ও পাক্কা মুসলিম ছাড়া অন্যান্য সবাই নিরাশ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীরা (আজ) সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।' (ইবনে কাসীর- ১৬/৫৯৬)

(১৮) জাহান্নাম হাশরের মাঠ থেকে পাপীদেরকে ঝাপটে ধরে ফেলবে

হাশরের মাঠের অবস্থান থেকে জাহান্নাম তাদেরকে খুঁজে খুঁজে নিবে এবং ঝাপটে ধরবে যেমন কোনো পাখি কোনো দানাকে খুঁজে নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٤٠﴾ ﴾

"যদি কাফেররা (সে ক্ষণটির কথা) জানতো! (বিশেষ করে) যখন তারা তাদের সামনে ও পেছন থেকে আসা আগুন কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না, (সে সময়) তাদের (কোনো রকম) সাহায্যও করা হবে না। (মূলত: কিয়ামত) তাদের ওপর আসবে হঠাৎ করে, এসেই তা তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না, আর না তাদের (এ জন্যে) কোনো অবকাশ দেওয়া হবে!" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৩৯-৪০)

(১৯) যাদের পাপ বেশি তাদেরকে আগে জাহান্নামে ঢুকানো হবে

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, যাদের পাপ সর্বাধিক তাদেরকে সবার আগে, এভাবে অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। (ইবন কাসীর)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴾

"(ফেরেশতাদের আদেশ দেওয়া হবে, যাও–) তোমরা যালিমদের এবং তাদের সঙ্গী-সঙ্গিনীদের (ধরে ধরে) জমা করো, (জমা করো) তাদের (দোসরদের)-ও, যারা তাদের গোলামী করতো।" (সূরা ৩৭; সাফফাত ২২)

আনাস রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদেরকে এমন ভাষণ শুনালেন যে, এর মতো (ভাষণ) আগে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন,

« لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا»

"যা আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।" (সহীহ্ বুখারী: ৪৬২১; সহীহ্ মুসলিম: ২৩৫৯)

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের রোল আসতে লাগলো।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহাবীদের কোনো কথা পৌঁছলো। অতঃপর তিনি ভাষণ দিয়ে বললেন, "আমার নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হলো। ফলে আমি আজকের মতো ভালো ও মন্দ (একত্রে) কোনো দিনই দেখিনি। যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে।" সুতরাং, সাহাবীদের জন্য সেদিনকার মতো কঠিনতম দিন আর ছিলো না। তাঁরা তাদের মাথা আবৃত করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আবূ যার রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« اِنِّيْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضَعُ اَرْبَعُ اَصَابِعِ اِلَّا وَمَلَكٌ وَّاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى»

"অবশ্যই আমি দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না। আকাশ কট্‌কট্ ক'রে শব্দ করছে। আর এ শব্দ তার করা সাজে। এতে চার আঙ্গুল পরিমাণ এমন জায়গা

নেই যেখানে কোনো ফিরিশতা আল্লাহর জন্য সিজদায় নিজ কপাল অবনত রাখেননি। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে এবং বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগও করতে না। (বরং) তোমরা আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথে পথে বের হয়ে যেতে।" (তিরমিযী ২৩১২; ইবনে মাজাহ)

৪. আরশে আযীমে ছায়া

হাশরের ময়দানে মানুষ বছরের পর বছর বিচারের প্রতিক্ষায় থাকবে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর পেরেশানিতে দুনিয়ায় পরিচিত কারো সাথে টু শব্দটিও করবে না। এই কঠিন মুসিবতের সময় কিছু মানুষ থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ। মহান আল্লাহ তাদেরকে নিজ করুণায় আরশে আযীমের ছায়ায় স্থান দিবেন।

আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে দিন আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তারা হলেন, ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. এমন যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে, ৩. সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, ৪. এমন ধরনের ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, একত্রিত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং সেই মহব্বতের স্মরণ রেখেই পরস্পর থেকে পৃথক হয়, ৫. এমন ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী (ব্যভিচারের জন্য) আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি', ৬. যে ব্যক্তি এতো গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, ৭. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর যিকর করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে।" (সহীহ বুখারী: ৬৬০)

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পরিশোধে অক্ষম কোনো ঋণগ্রহীতাকে (তার স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত) সময় দেয় বা তাকে ক্ষমা করে দেয়, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনে নিজ আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।" (তিরমিযী: ১৩০৬; ইবনে মাজাহ: ২৪১৭; আহমাদ: ৮৬৯৪)

হে আল্লাহ! আপনার আরশে আযীমে ছায়াপ্রাপ্তদের মধ্যে আমাদেরকেও শামিল করুন!

৫. আমলনামা পেশ

দিনের আলোতে ও রাতের আঁধারে বান্দা কথা, কাজ ও অন্তর দ্বারা ভালো ও মন্দ যাই করেছে, তা যতো ক্ষুদ্র বা বিশালই হোক, তা হুবহু সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ ও নিয়মিত সংরক্ষিত হচ্ছে। আমলনামার এ ফিরিস্তিসহ বান্দাকে কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে।

(১) আমলনামা পেশ হবে পূর্ণ বৃত্তান্তসহকারে

গোপন ও প্রকাশ্য, ছোট ও বড়, ভালো ও মন্দ সবকিছুই আমলনামাতে থাকবে। আর এগুলো পেশ হবে আল্লাহর সামনে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴾

"সেদিন (আল্লাহ তাআলার সামনে) তোমাদেরকে পেশ করা হবে, তোমাদের গোপন কিছুই গোপন থাকবে না।" (সূরা ৬৯; হাক্কাহ ১৮)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে, যিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি প্রকাশমান জিনিস সম্পর্কে যেমন পূর্ণ অবহিত, অনুরূপভাবে গোপনীয় জিনিস সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেন, সেই দিন তোমাদের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, "হে জনমণ্ডলী! তোমাদের হিসাব নেওয়া হবে। এর পূর্বে তোমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব নিয়ে নাও। আর তোমাদের আমলসমূহ ওজন করা হবে। এর পূর্বেই তোমরা তোমাদের আমলসমূহ ওজন করে নাও, যাতে কিয়ামতের দিন তা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়, যেই দিন তোমাদের পুরোপুরি হিসাব নেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে।"

(২) প্রত্যেককে তিনবার আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে

মুসনাদে আহমাদে আবূ মুসা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন লোকদেরকে তিনবার আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হবে। প্রথম দু'বার তো ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক ও ওযর-আপত্তি চলবে। কিন্তু তৃতীয়বারে আমলনামা উড়ানো হবে। ঐ আমলনামা কারো ডান হাতে আসবে এবং কারো বাম হাতে আসবে।" (ইবনে কাসীর- ১৭ / ৬৩৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَ يَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴾

"আল্লাহ তাআলার উপর যে মিথ্যা আরোপ করে, তার চাইতে বড় যালিম আর কে? এ লোকদের যখন কিয়ামতের দিন তাদের রবের সামনে হাযির করানো হবে এবং তাদের (বিপক্ষীয়) সাক্ষীরা যখন বলবে (হে আমাদের রব), এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা তাদের রবের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রচনা করেছিলো, জেনে রেখো, যালিমদের ওপর আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত।" (সূরা ১১; হূদ ১৮)

(৩) নেক বান্দাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে

আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবনের রাত-দিনের প্রতিটি ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ডে, ভালো-মন্দ যাবতীয় কার্যকলাপ সুনিপুণভাবে ফেরেশতা দ্বারা সংরক্ষণ করে যাচ্ছেন; এমনকি তা অনুপরিমাণ হলেও। হাশরে সমস্ত মানবমণ্ডলীর সামনে এ আমলনামা বান্দার হাতে যেভাবে দেওয়া হবে সে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ﴿۶﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ﴿۷﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ﴿۸﴾ وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ؕ﴿۹﴾ وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ﴿۱۰﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا ؕ﴿۱۲﴾ اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ؕ﴿۱۳﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۚۛ﴿۱۴﴾ بَلٰٓى ۚۛ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ؕ﴿۱۵﴾ ﴾

"হে মানুষ, তুমি (এক) কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তোমার সৃষ্টিকর্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, অতঃপর তুমি (সত্যি সত্যিই এক সময়) তাঁর সামনাসামনি হবে। (তোমাদের মধ্যে) যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, অচিরেই একান্ত সহজভাবে তার হিসাব গ্রহণ করা হবে, সে খুশিতে নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাবে। আর যার আমলনামা তার পেছন দিক থেকে দেওয়া হবে, সে তখন মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে, সে জ্বলন্ত আগুনে

প্রবেশ করবে; অবশ্যই সে (লোকটি দুনিয়ার জীবনে) নিজ পরিবার পরিজনের মাঝে আনন্দে আত্মহারা ছিলো; সে ভেবেছিলো, তাকে কখনো (তার রবের কাছে) ফিরে যেতে হবে না, হ্যাঁ, তাই (হলো), তার মালিক তার সব কার্যকলাপ (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে) দেখছিলেন।" (সূরা ৮৪; ইনশিক্বাক ৬-১৫)

তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে এবং সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে। তার হিসেব নেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না, ওমুক ওমুক কাজ তুমি কেনো করেছিলে? ঐসব কাজ করার ব্যাপারে তোমার কাছে কি কি ওযর আছে? নেকীর সাথে সাথে গোনাহও তার আমলনামায় অবশ্যই লেখা থাকবে। কিন্তু গোনাহের তুলনায় নেকীর পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে তার অপরাধগুলো উপেক্ষা করা হবে এবং সেগুলো মাফ করে দেওয়া হবে।

সৎ লোকদের সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে,

﴿ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾

"তারা এমন লোক যাদের সৎকাজগুলো আমি গ্রহণ করে নেবো এবং অসৎকাজগুলো মাফ করে দেবো। এরাই জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদেরকে দেওয়া সত্য ওয়াদা মোতাবেক।" (সূরা ৪৬; আহকাফ ১৬)

অপরদিকে, শেষের আয়াতগুলোতে পাপী বান্দাদের আমলনামা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে লোক আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। এ কথা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রশ্ন করলেন, কুরআনে কি (অর্থাৎ হিসাব সহজ করে নেওয়া হবে) এ কথা কি বলা হয়নি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই আয়াতে যাকে 'সহজ হিসাব' বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয়; বরং কেবল তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে পেশ করা। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেওয়া হবে, সে ব্যক্তি আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। (বুখারী: ৪৯৩৯, মুসলিম: ২৮৭৬)

সূরা ইনশি-ক্কাক-এর ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন, এখানে নিজের লোকজন বলতে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সাথী-সহযোগীদের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেও একইভাবে মাফ করে দেওয়া হবে। কাতাদাহ বলেন, এখানে পরিবার বলে জান্নাতে তার যে পরিবার থাকবে তাদের কথা বোঝানো হয়েছে। (কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর)

(৪) বদকার দুষ্ট লোকদের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾ ﴾

“যার আমলনামা সেদিন তার বাম হাতে দেওয়া হবে, (দুঃখ ও অপমানে) সে বলবে, কতো ভালো হতো যদি (আজ) আমাকে কোনো রকম আমলনামা নাই দেওয়া হতো! আমি যদি আমার হিসাব (-এর খাতাটি) না-ই জানতাম। হায়! (প্রথম) মৃত্যুই যদি আমার জন্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী (বিষয়) হয়ে যেতো! আমার ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য (আজ) কোনো কাজেই লাগলো না। আমার সব কর্তৃত্ব (ও ক্ষমতা আজ) নিঃশেষ হয়ে গেলো।” (সূরা ৬৯; হা-ক্কাহ ২৫-২৯)

কিয়ামতের মাঠে যখন তাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে তখন তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয় ও দুঃখপূর্ণ। তারা ঐ সময় বলবে, ‘হায়! যদি আমাদেরকে আমাদের আমলনামা দেওয়া না হতো তবে কতোইনা ভালো হতো! যদি আমাদেরকে আমাদের হিসাব অবহিত না করা হতো! যদি মৃত্যুই আমাদের সবকিছু শেষ করে দিতো, তবে কতই না আনন্দের হতো! যদি আমরা পরপারের এই দ্বিতীয় জীবনই লাভ না করতাম।’

দুনিয়ায় যে মৃত্যুকে তারা অত্যন্ত ভয় করতো, সেই দিন ঐ মৃত্যুই তারা কামনা করবে। তারা আরো বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতাপ আজ আমাদের কোনো কাজেই আসলো না। অর্থাৎ এগুলো আমাদের উপর থেকে আল্লাহর আযাব সরাতে পারলো না। কোনো সাহায্যকারীও আমাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসলো না। আজ আমরা বাঁচার কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছি না।

পাপী বান্দা, যার আমলনামা তার পিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে, সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আখিরাতের প্রতি উদাসীন হয়ে দুনিয়ায় আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করতো। সে তার রবের কাছে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলো না। হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত হবে এটা বিশ্বাস করতো না। কারণ সে পুনরুত্থান ও আখিরাতে মিথ্যারোপ করতো। (ফাতহুল কাদীর)

ফলে পাপীষ্ঠের আমলনামা তাকে তার পিছনে বাকা করানো বাম হাতে দেওয়া হবে। তখন সে নিজেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করবে। (ইবনে কাসীর-১৮/১১৭)

(৫) প্রতিটি অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করা হবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাব্বুল আলামীনের এতো নিকটে আনা হবে যে, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের কাঁধে হাত রেখে তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়ে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, অমুক গুনাহ জানা আছে কি? মনে আছে কি? ঈমানদার বলবে, হে আমার প্রভু! আমি আমার গুনাহর কথা স্বীকার করছি, এমন এমন গুনাহ অবশ্যই আমার কাছ থেকে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং, এভাবে দু'বার ঈমানদার স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহসমূহ ও অপরাধ গোপন রেখেছি। আর আজ আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। তারপর সৎ কাজসমূহের আমলনামা ভাঁজ করে তাকে দেওয়া হবে।" (বুখারীঃ ৪৬৮৫)

৬. পাল্লা (মীযান) স্থাপন

চাল-ডাল, লোহা-লক্কর যেমন পাল্লা দিয়ে ওজন করা হয়, তেমনি জিন ও মানুষের আমলনামারও ওজন দেওয়া হবে। বান্দা এ দুনিয়াতে যা কিছু ভালো ও মন্দ কাজ করে, সবই তা হাশরে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করা হবে। এক পাল্লায় ভালো কাজ ও অপর পাল্লায় থাকবে মন্দ কাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾

"কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের জন্যে কিছু দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। অতঃপর সেদিন কারো ওপরই কোনো রকম যুলুম করা হবে না; যদি একটি শস্য দানা পরিমাণ কোনো আমলও (তার কোথাও লুকিয়ে) থাকে, (হিসাবের সময়) সেটাকে আমি (হুবহু) এনে হাযির করবো। হিসাব নেওয়ার জন্যে আমি (আল্লাহই) যথেষ্ট।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৪৭)

অধিকাংশ আলেমগণের মতে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। যার থাকবে দু'টি পাল্লা। যে দুটি পাল্লা সবাই দেখতে পাবে, অনুভব করতে পারবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ হয়ত এটাই যে, মীযানের পাল্লাতে যেমনিভাবে বান্দার আমলনামা ওজন করা হবে তেমনিভাবে বান্দাকেও ওজন করা হবে। সে হিসেবে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। (শারহুত তাহাভীয়্যাহ)

(১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ওজন

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে এক লোককে কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে পৃথক করে একান্তে ডেকে এনে তার জন্য নিরানব্বইটি দপ্তর (আমলনামা) বের করবেন যার প্রত্যেকটি (এতো দীর্ঘ যে) চোখ যতদূর যায় ততো লম্বা হবে। তারপর তাকে বলবেন, "তুমি কি এগুলোতে (রেকর্ডকৃত পাপ) অস্বীকার করো? আমার রক্ষণাবেক্ষণকারী লেখক ফেরেশতাগণ কি তোমার উপর অত্যাচার করেছে (কোনো কিছু ভুল লিখেছে?) সে বলবে, না, হে প্রভু! তারপর আল্লাহ বলবেন, তোমার কি কোনো ওজর-আপত্তি বা সৎকর্ম আছে? লোকটি তখন হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলবে, না, হে প্রভু! তখন আল্লাহ বলবেন, অবশ্যই তোমার একটি ভালো কাজ আছে, তোমার উপর আজ কোনো যুলুম করা হবে না। তারপর তার জন্য একটি কার্ড বের করা হবে যাতে আছে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো হক্ক ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" (বিশ্বাসসহকারে তুমি এটা বলেছিলে তারপর আল্লাহ বলবেন, সেটা নিয়ে আসো। তখন লোকটি বলবে, হে প্রভু! ঐ সমস্ত দপ্তরের (নিরানব্বইটি আমলনামার) বিপরীতে এ (ছোট্ট) কার্ড দিয়ে কি হবে? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর সে সমস্ত দপ্তর এক পাল্লায় এবং কার্ডটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। রাসূল (স) বললেন, আর তাতেই সমস্ত দপ্তর (আমলনামা হালকা হয়ে) উপরে উঠে যাবে এবং কার্ডটি ভারী হয়ে যাবে। (কেননা) আল্লাহর নামের বিপরীতে কোনো কিছু ভারী হতে পারে না।" (তিরমিযী: ২৬৩৯, ইবনে মাজাহ: ৪৩০০)

এতো সুবিশাল নিরানব্বইটি আমলনামার তুলনায় ঈমান ও বিশ্বাসসহকারে অর্থ বুঝে কালিমা শাহাদাতের স্বীকৃতির ওজন কতো বিরাট, সুবহানাল্লাহ! হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দু'টি বাক্য আছে এমন, যা দয়াময়ের কাছে প্রিয়, জিহ্বার জন্য হাল্কা, নেকের পাল্লায় ভারী, আর তা হলো, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' 'সুবহানাল্লাহিল 'আজীম' (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে, মহান আল্লাহ কতই না পবিত্র)"। (বুখারী: ৭৫৬৩, মুসলিম: ২৬৯৪)

(২) ঈমান ভঙ্গকারী কিছু করলে ঈমানদার বে-ঈমান হয়ে যায়

শির্ক বা কুফরী করলে কোনো ভালো কাজই বিবেচনায় নেওয়া হবে না; বরং সকল ভালো কাজই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এদের জন্য কোনো পাল্লাই স্থাপন করা হবে না। ভালো কাজ থাকলেও তা ওজনে আসবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ فَلَا نُقِيۡمُ لَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَزۡنًا ﴾

"এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং (অস্বীকার করে) তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়টিও, ফলে ওদের সব কর্মই নিষ্ফল হয়ে যায়, তাই কিয়ামতের দিন আমি তাদের (নাজাতের) জন্যে ওজনের কোনো পাল্লাই স্থাপন করবো না।" (সূরা ১৮; কাহ্ফ ১০৫)

শির্ককারী ও ঈমানহারা লোকদের আমল বাহ্যতঃ বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়িপাল্লায় তার কোনো ওজন হবে না। কেননা, কুফর ও শির্কের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন বড় মোটা তাজা এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, আল্লাহর কাছে তার ওজন মাছির ডানার সমপরিমাণও হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন চাও, তবে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করো। (বুখারী: ৪৭২৯, মুসলিম: ৪৬৭৮)

(৩) যালিম থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে ও ন্যায়-বিচার কায়েম থাকবে

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসে পড়লেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমার দুটি গোলাম (ক্রীতদাসী) রয়েছে যারা মিথ্যা কথা বলে, খিয়ানাত করে এবং আমার অবাধ্যাচরণও করে। আমি তাদেরকে মারধরও করি এবং গাল-

মন্দও করি। এখন বলুন, তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থান কি হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের খিয়ানাত, অবাধ্যাচরণ, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি একত্রিত করা হবে। আর তাদেরকে তোমার মারধর করা, গাল-মন্দ করা ইত্যাদিও জমা করা হবে। অতঃপর তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের সমান হয় তাহলেতো তুমি পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। এতে তোমার শাস্তিও হবে না এবং তুমি পুরস্কারও পাবে না। যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তাহলে তুমি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করবে। কিন্তু যদি তোমার শাস্তি তাদের দোষের তুলনায় বেশি হয়ে যায় তাহলে তোমার ঐ বেশি শাস্তির প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এ কথা শুনে ঐ সাহাবী উচ্চৈস্বরে কাঁদতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার কি হলো, সে কি কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটি পাঠ করেনি,

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾

"এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং, কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করবো। হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৪৭)

সাহাবী তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! এদের থেকে পৃথক হওয়া ছাড়া আমি অন্য কিছুই আর ভালো মনে করছিনা। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি এদেরকে মুক্ত করে দিলাম। (আহমাদ- ৪/২৮০)

(৪) নেকের পাল্লায় নেকী এবং অপর পাল্লায় গোনাহ রাখা হবে

উপরিউক্ত হাদীস থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এক পাল্লায় মানুষের গুনাহ এবং আরেক পাল্লায় নেক আমল রেখে ওজন করা হবে। নেকের পাল্লা ভারী হলে জান্নাত; আর তা হালকা হলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৭. হিসাব-নিকাশ

ভালো-মন্দ যা-ই করি না কেনো, তা হাওয়ায় উড়ে বিলীন হয়ে যায় না। সংরক্ষিত থাকে আমলনামায়। বান্দার আমলকৃত প্রতিটি কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব হবে। স্বয়ং আল্লাহ এর হিসাব নেবেন। কেউই এ থেকে বাদ পড়বে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾

"(হে নবী! তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই,) কেননা; তোমার ওপর দায়িত্ব হচ্ছে (আমার কথা মানুষের কাছে) পৌঁছে দেওয়া, আর আমার কাজ হচ্ছে (সবার কাছ থেকে তার আমলের) হিসাব নেওয়া।" (সূরা ১৩; রা'দ ৪০)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৯৯)

আজ মেশিনে ওজন করা নিমিষের ব্যাপার, কোনো সংখ্যা এক বা একাধিক বা যতো বড়ই হোক না কেনো ক্যালকুলেটরে তা হিসাব করা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। অতএব, আল্লাহ কত সহজে কত তাড়াতাড়ি হিসাব শেষ করবেন তা সহজেই অনুমেয়।

অর্থাৎ, তিনি সত্বর একত্রিতকারী, পরিবেষ্টনকারী এবং গণনাকারী। সকলকে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে। আর হিসাব হবে বালেগ হওয়ার দিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴾

"হে আমাদের রব! যেদিন (চূড়ান্ত) হিসাব-নিকাশ হবে, সেদিন তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল ঈমানদার মানুষকে (তোমার অনুগ্রহ দ্বারা) ক্ষমা করে দিয়ো।" (সূরা ১৪; ইবরাহীম ৪১)

৮. রাসূল (স)-এর শাফায়াত

পরকালে সকল নবী-রাসূল, নেক বান্দা, নেক আমলের সুপারিশের পর সর্বোত্তম শাফায়াতকারী হবেন আমাদের নবী মুহাম্মদ (স)। হাশরের ময়দানে বিচারের প্রতীক্ষায় অবস্থানরত মানুষের জন্য নবীজী আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবেন। এটা হলো সেই প্রশংসিত মর্যাদা, যে ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজেই উল্লেখ করেছেন এবং যে ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জান্নাতের দরোজা খোলার সময় নবী (স)-এর শাফায়াত।

তৃতীয়ত, পাপী মুমিনদের জন্য তাঁর শাফায়াত। তবে এ শেষোক্ত শাফায়াত ফেরেশতা, নবী, রাসূল এবং পুণ্যবানদের জন্যও অর্জিত হবে। যার হৃদয় হতে একনিষ্ঠভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বাণী উচ্চারিত হবে, সেই ব্যক্তিই তাঁর শাফায়াত পেয়ে ধন্য হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴾

"রাতের কিছু সময় কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকো অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামায পড়ো। এটা তোমার জন্য নফল ইবাদত। আশা করা যায়, এতে তোমার রব তোমাকে 'মাকামে মাহমুদে' পৌঁছাবেন।" (সূরা ১৭; ইসরা ৭৯)

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, এ বিশেষ মর্যাদার কারণে গোটা সৃষ্টি ও তাদের সৃষ্টিকর্তা মুহাম্মদ (স)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ শাফায়াত, যা আমাদের নবীজীর সাথে বিশেষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

আনাস (রা) বর্ণিত, হাদীসে নবী (স) ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের কবীরা গুনাহগারদের জন্য আমার শাফাআত নির্ধারিত আছে।"

ওসমান (রা) বর্ণিত, হাদীসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন, "তিন দল লোক কিয়ামাতের দিন শাফাআত করবেন, (১) নবীগণ, (২) আলেমগণ, (৩) শহীদগণ।" (ইবনে মাজাহ, মিশকাত: ৫৩৭০)

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "কিয়ামতের দিন সকল নবীর উম্মত তাঁদের নবীগণের পেছনে পঙ্গপালের মত ছুটতে থাকবে। তারা বলতে থাকবে, কে আছো! আমার জন্য শাফায়াত করো। এভাবে শাফায়াতের ক্রমধারা নবী (স) পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হবে। এভাবেই আল্লাহ্ তাঁকে 'সম্মানিত স্থানে' উপনীত করবেন। (সহীহ বুখারী)

শাফায়াত সংক্রান্ত আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "কিয়ামতের দিন শাফায়াতপ্রাপ্তির জন্য লোকজন নবী-রাসূলদেরকে পীড়াপীড়ি করবে। অবশেষে শাফায়াতের এ ধারা আমাদের নবী (স) পর্যন্ত এসে শেষ হবে।" রাসূল (স) বলেছেন, "সেদিন দলে দলে লোক আমার কাছে আসবে। তখন আমি সুপারিশের জন্য আমার রবের কাছে অনুমতি চাইবো এবং আমাকে অনুমতি দেওয়াও হবে। আমি যখন তাঁকে দেখবো, তখনি সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। তিনিও যতক্ষণ ইচ্ছা, আমাকে এ সিজদা অবস্থায় রেখে দিবেন। এক পর্যায়ে আমাকে আহ্বান করে বলা হবে, সে মুহাম্মদ, মাথা উঠাও,

তোমার সকল কথা শ্রবণ করা হবে, তুমি যা চাইবে, তাই দেওয়া হবে এবং তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এরপর আমি মাথা তুলে আমার রবের শিখানো ভাষায় তাঁর হামদ প্রকাশ করবো। অতপর সুপারিশ করবো এবং আমার জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তখন আমি দোযখ থেকে বের করে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করবো।

অতপর আবারো প্রত্যাবর্তন করবো এবং সিজদায় অবনত হবো। এ অবস্থায় খুশীমত যতক্ষণ ইচ্ছা আল্লাহ্ আমাকে রেখে দিবেন। এরপর আমার উদ্দেশে বলা হবে, 'হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও, বলো! তোমার কথা শোনা হবে। চাও! তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করো! তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

অতপর আমি মাথা উঠাবো এবং আমার রবের শিখিয়ে দেওয়া ভাষা ব্যবহার করে আমি তাঁর প্রশংসা করবো। এরপর আমি সুপারিশ করতে থাকবো। আমার জন্য একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। অতপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে ঢুকিয়ে দিবো।

অতপর আমি বলবো, হে আমার রব! কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে, তারা ব্যতীত দোযখে আর কেউ নেই। অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত যারা দোযখে আছে অনন্ত কাল ধরে দোযখেই তারা থাকবে ।" (মুসলিম: ১৯৩)

আনাস বিন মালিক (রা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (স) বলেছেন,

« أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ »

"আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের সুপারিশকারী।" (মুসলিম: ১৯৬)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে এসেছে রাসূল (স) বলেছেন, "কিয়ামতের দিবসে আমি জান্নাতের দরোজায় এসে পাহারাদারকে দরোজা খুলতে বলবো। তখন সে বলবে, আপনার পরিচয়পত্র পেশ করুন। আমি তখন বলবো, 'আমার নাম মুহাম্মদ'। তখন সে বলবে, আপনার ব্যাপারে আমার উপর বিশেষ নির্দেশ আছে। আপনার পূর্বে কারো জন্য দরজা খুলতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।" (মুসলিম: ১৯৭)

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেন, "আযানের সময় যে ব্যক্তি নিম্নের দুয়া পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে যাবে। দু'আটি হলো,

«اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَه »

হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রভু। তুমি মুহাম্মদকে দান করো ওছীলা এবং মর্যাদা এবং মাকামে মাহমুদে তাঁকে অধিষ্ঠিত করো, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো।" (বুখারী: ৬১৪, আবু দাউদ: ৫২৯, ইবনে মাজাহ: ৭২২, নাসায়ী: ৬৮১, তিরমিযী: ২১১)

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, একবার রাসূল (স) কে প্রশ্ন করা হলো, কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত পেয়ে কে বেশি সৌভাগ্যবান হবে? রাসূল (স) উত্তরে বললেন, "শোন আবূ হোরায়রা, আমার জানাই ছিলো আমাকে এ ব্যাপারে তোমার পূর্বে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারণ, এ ব্যাপারে আমি তোমার মাঝে এক অনন্ত তৃষ্ণা দেখেছি। এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি আমার শাফায়াত পেয়ে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে, যে হৃদয় থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাণীটি অকপটে উচ্চারিত হবে।" (সহীহ বুখারী)

সুতরাং, মুশরিক ও মুনাফিকরা কখনো রাসূল (স)-এর শাফায়াত লাভ করবে না।

৯. নেক বান্দাদের সুপারিশ

কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আমলের প্রতিদান পাবে। আত্মীয়-বন্ধু কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। অনেকের ধারণা, কোনো বিশেষ ব্যক্তির বাতলানো পথ অনুসরণ করলে বা তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে আখিরাতে তিনি সুপারিশ করবেন— এটা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। মহান আল্লাহর একক ইচ্ছায় যাকে অনুমতি দিবেন কেবল সে-ই কথা বলতে পারবে, সুপারিশ করতে পারবে। সুপারিশকারীকেও এমন কথা বলতে হবে, যা ন্যায়সঙ্গত এবং আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। কার জন্য সুপারিশ করা যাবে তাও নির্ধারিত হবে আল্লাহর ইচ্ছায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾

"দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, সে ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না।" (সূরা ২০: ত্বা-হা ১০৯)

কিয়ামতের দিন কারো সুপারিশ করার জন্য স্বতপ্রণোদিত হয়ে মুখ খোলাতো দূরের কথা, টু শব্দটি করারও কারো সাহস হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ﴾

"কে আছে, যে তাঁর (রবের) অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে?" (সূরা ২; বাকারা ২৫৫)

কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿ یَوْمَ یَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ صَفًّا ۙۗ لَّا یَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ﴾

"সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, একটুও কথা বলবে না, শুধুমাত্র সে-ই বলতে পারবে যাকে করুণাময় (আল্লাহ) অনুমতি দেবেন এবং যে ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।" (সূরা ৭৮; নাবা ৩৮)

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَا یَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰی وَهُمْ مِّنْ خَشْیَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴾

"আর তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যই যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং যারা তাঁর (রবের) ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ২৮)

অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿ وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِیْ شَفَاعَتُهُمْ شَیْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ یَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَ یَرْضٰی ﴾

"আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশতা রয়েছে; তাদের সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না; তবে আল্লাহর অনুমতি গ্রহণের পর এবং যার জন্য তিনি সুপারিশ শুনতে চান এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।" (সূরা ৫৩; নাজম ২৬)

(ক) শহীদদের সুপারিশ

আবূ দারদা (রা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (স) বলেন, "একজন শহীদের সুপারিশ তার নিজ পরিবারের সত্তর জনের জন্য গ্রহণ করা হবে।"

মেকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) মুজাহিদদের ফযীলত ও মর্যাদা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, "সত্তরজন আত্মীয়ের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করা হবে।"

(খ) মৃত নাবালেগ সন্তানের সুপারিশ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি তিনটি সন্তান (নিজের পূর্বে আখেরাতে) পাঠিয়ে দেয়, যারা তখনও বালেগ হয়নি, সেই সন্তানরা তাকে (পুরুষ হোক বা মহিলা) জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য কঠিন প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে। একথা শুনে আবূ যার (রা) বলেন, আমি তো মাত্র দুইটি সন্তান আগে পাঠিয়েছি রাসূল (স) ইরশাদ করেন, দুজনের ব্যাপারেও একই কথা। উবাই ইবনে কাব (রা) আরজ করলেন, আমি তো এক সন্তান আগে পাঠিয়েছি? নবী (স) ইরশাদ করেন, একজনের ব্যাপারেও একই কথা।" (মেশকাতুল মাছাবিহ:)

(গ) আমলদার হাফেজে কুরআনের সুপারিশ

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, যে কুরআন পড়েছে, ভালোভাবে মুখস্থ করেছে, কুরআন শরীফ যে সমস্ত জিনিস এবং কাজ হালাল বলেছে, সে সমস্ত বিষয় (কাজে এবং বিশ্বাসে) হালাল রেখেছে। আর যে সমস্ত জিনিস এবং কাজ হারাম করেছে, সে সমস্ত বিষয় (কাজে এবং বিশ্বাসে) হারাম রেখেছে, তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তার পরিবারের এমন দশ জনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে, যাদের জাহান্নামে যাওয়া অবধারিত হয়ে গেছে।

১০. নেক আমলের সুপারিশ

(ক) বিশেষ করে সিয়াম পালন ও কুরআন অধ্যয়ন

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, "রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা আরজ করবে, হে রব! আমি তাকে দিনে পানাহার এবং কামনা-বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি, তার ব্যাপারে আমার শাফাআত কবুল করুন। কুরআনুল কারীম আরজ করবে, হে রব! আমি তাকে রাতের বেলায় বিশ্রাম থেকে বিরত রেখেছি (সে রাতে আমায় তেলাওয়াত করতো), অতএব তার ব্যাপারে আমার শাফাআত কবুল করুন। অবশেষে উভয়ের শাফাআত কবুল করা হবে।" (মেশকাত শরীফ)

আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, "কুরআন কারীম তেলাওয়াত করো। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন তার তেলাওয়াতকারী লোকদের জন্য শাফাআতকারী হিসেবে আগমন করবে।"

রাসূল (স) আরো ইরশাদ করেন, "সূরা বাকারা, সূরা আলে-ইমরান পড়ো, যা খুবই উজ্জ্বল। কিয়ামাদের দিন এ দু'টি সূরা মেঘ খণ্ড হয়ে ছায়া দিবে অথবা দুটি পাখির ঝাঁক হয়ে তার পাঠকদের জন্য জোরালো সুপারিশ করবে।"

১১. হাউজে কাউসার

হাউজ হলো হাশরের মাঠে অবস্থিত পানির একটি উৎস বা জলাশয়, যেখানে পানি আসবে জান্নাতে সৃষ্ট কাউসার নামক ঝরনা থেকে। রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে হাউজ থেকে পানি পান করাবেন। আর দুনিয়াতে যারা বিদ'আত করতো তাদেরকে তিনি বেইজ্জতীর সাথে 'দূর হও' 'দূর হও' বলে বুকফাটা তৃষ্ণার্ত মানুষগুলোকে তাড়িয়ে দেবেন। আর জান্নাতের কাউসার সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছেন,

﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাউসার (নামক ঝরনা) দান করেছি।" (সূরা ১০৮ কাউসার ১)

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেতনতার ভাব দেখা দিলো। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠালেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন, এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ-সহ সূরা আল-কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন, তোমরা জানো, কাউসার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার রব আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউজে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কিছু লোককে ফেরেশতাগণ হাউজ থেকে হটিয়ে দিবে। আমি বলবো, হে রব! সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি জানো না, তোমার (মৃত্যুর) পরে তারা নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিলো।" (মুসলিম: ৪০০, মুসনাদে আহমাদ- ৩/১০২)

অন্য আরেক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসরা ও মিরাজের রাত্রিতে আমাকে এক ঝরনার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, যার দুই তীর ছিলো মুক্তার খালি গম্বুজে পরিপূর্ণ। আমি বললাম, জিব্রীল এটা কি? তিনি বললেন, এটাই কাউসার।" (বুখারী: ৪৯৬৪)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাকে কাউসার দান করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে, প্রবাহিত একটি নহর। যা কোনো খোদাই করা বা ফাটিয়ে বের করা হয়নি। আর তার দুই তীর মুক্তার খালি গম্বুজ। আমি তার মাটিতে আমার দু'হাত মারলাম, দেখলাম তা সুগন্ধি মিস্ক আর তার পাথরকুচি মুক্তোর।" (মুসনাদে আহমাদ- ৩/১৫২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, "কাউসার হচ্ছে এমন একটি নহর যা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন, তার মাটি মিসকের চেয়েও সুগন্ধিময় দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও সুমিষ্ট, এতে এমন এমন পাখি নামবে যেগুলোর ঘাড় উটের ঘাড়ের মতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো তো খুব সুস্বাদু নিশ্চয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা এগুলো খাবে তারা আরও কোমল মানুষ।" তাবারী: ৩৮১৭৪, মুসনাদে আহমাদ- ৩/২২১, তবে মুসনাদে আহমাদে আবু বকরের পরিবর্তে উমরের কথা এসেছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, "তার পেয়ালাগুলোর সংখ্যা আকাশের তারকাদের সংখ্যার সমপরিমাণ।" (বুখারী: ৪৯৬৫)

মোটকথা, হাউজের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কোনো কোনো অভিজ্ঞ আলেম উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসগুলো মুতাওয়াতির। নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ত্রিশ জনের বেশি সাহাবী এ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কাউসারের অবস্থান

তবে এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, কাউসার ও হাউজ একই বস্তু নয়। হাউজের অবস্থান হাশরের মাঠে, যার পানি কাউসার থেকে সরবরাহ করা হবে। আর কাউসারের অবস্থান হলো জান্নাতে। হাশরের ময়দানের হাউজ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের কাউসার ঝর্ণাধারা থেকে পানি এনে হাউজে ঢালা হবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, "জান্নাত থেকে দুটি খাল কেটে এনে তাতে ফেলা হবে এবং এর সাহায্যে সেখান থেকে পানি সরবরাহ হবে।" (মুসলিম: ২৩০০, মুসনাদে আহমাদ)

হাউযের অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য

হাউজ হলো এমন একটি বিরাট পানির ধারা যা আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাশরের মাঠে দান করেছেন। যা দুধের চেয়েও সাদা, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা, মধুর চেয়েও মিষ্টি, মিসকের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণ সম্পন্ন। যা অনেক প্রশস্ত, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান, তার কোণসমূহের প্রত্যেক কোণ এক মাসের রাস্তা, তার পানির মূল উৎস হলো জান্নাত। জান্নাত থেকে এমন দুটি নলের মাধ্যমে তার সরবরাহ কাজ সমাধা হয়ে থাকে যার একটি স্বর্ণের অপরটি রৌপ্যের। তার পেয়ালাসমূহের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির সমান।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার হাউজের আয়তন হচ্ছে 'আইলা' (বায়তুল মুকাদ্দাস) থেকে সান'আ পর্যন্ত, আর সেখানে পেয়ালার সংখ্যা আকাশের তারকার সংখ্যার মতো এতো বেশি।" (বুখারী: ৬৫৮০, মুসলিম: ২৩০৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "আমার হাউজ এক মাসের রাস্তা, তার কোণসমূহ একই সমান, তার পানি দুধের চেয়েও সাদা, তার ঘ্রাণ মিসকের চেয়েও বেশি উত্তম, তার পেয়ালাসমূহ আকাশের তারকার মতো বেশি ও উজ্জ্বল, যে ব্যক্তি তা থেকে পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।" (বুখারী: ৬৫৭৯, মুসলিম: ২২৯২)

আর যে পাপী বান্দা এখানে পানি পান থেকে বঞ্চিত হবে সে আর কোনো জায়গাতেই পানি পাবে না। (ইবনে কাসীর- ১৭/৭৩)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাউসারের মূল উৎস হলো জান্নাতে। তা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাউজে পানি আসবে। সেখানে তার উম্মতকে তিনি পানি পান করাবেন। তাছাড়া সমস্ত নবীর হাউজের পানির উৎসও এ কাউসারই। (কুরআনুল কারীম বাংলা তাফসীর, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মূদ্রণ কমপ্লেক্স)

আবূ ইয়ালায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর সত্তার পরিচিতি প্রদান করবেন। আমি তখন সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তাআলা তাতে খুবই সন্তুষ্ট হবেন। তারপর আমি তাঁর এমন প্রশংসা করবো যে, তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন। এরপর আমাকে শাফাআ'ত করার অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আমার উম্মত জাহান্নামের উপরের পুল অতিক্রম করতে শুরু করবে। কেউ কেউ তো চোখের পলকে

পার হয়ে যাবে। কেউ কেউ তা অতিক্রম করবে দ্রুতগামী ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত গতিতে। এমন কি এক ব্যক্তি হাঁটুর ভরে চলতে চলতে তা অতিক্রম করবে এবং এটা হবে আমল অনুযায়ী। আর জাহান্নাম আরো বেশি চাইতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাতে তাঁর পা রেখে দিবেন। তখন সে সংকুচিত হয়ে যাবে এবং বলবে, 'যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।' আমি হাউজের উপর থাকবো।" সাহাবীগণ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! হাউজ কি? উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! ওর পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্ট, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা এবং মৃগনাভী অপেক্ষাও সুগন্ধময়। তথায় পাত্র থাকবে আকাশের তারকার চেয়েও বেশি। যে ব্যক্তি ওর পানি পেয়ে যাবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি ওর থেকে বঞ্চিত থাকবে সে কোনো জায়গাতেই পানি পাবে না, যার দ্বারা সে পরিতৃপ্ত হতে পারে।"

১২. পুলসিরাত

বাংলা ভাষায় পরিচিত 'পুলসিরাত'টিকে আরবীতে বলা হয় صِرَاط (সিরাত)। সিরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ, স্পষ্ট রাস্তা। আর শরী'আতের পরিভাষায় সিরাত বলতে বুঝায়, এমন এক পুল, যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত, যার উপর দিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে পার হতে হবে, যা হাশরের মাঠের লোকদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের রাস্তা। সিরাতের বাস্তবতার সপক্ষে কুরআনের এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ ﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তিও নেই, যাকে (জাহান্নাম)-এর (পুলসিরাত) ওপর দিয়ে পার হতে হবে না, এটা হচ্ছে তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।" (সূরা ১৯; মারইয়াম ৭১-৭২)

অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে, এখানে 'জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম' দ্বারা তার উপর স্থাপিত সিরাতের অর্থাৎ পুলের উপর দিয়ে পার হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দীর্ঘ

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তারপর পুল নিয়ে আসা হবে এবং তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে।", আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 'পুল' কি? তিনি বললেন, "তা হবে পদস্খলনকারী, পিচ্ছিল, যাতে লোহার হুক ও বর্শি এবং চওড়া ও বাঁকা কাঁটা থাকবে, যা নাজদ এলাকার সা'দান গাছের কাঁটার মতো। মুমিনগণ তার উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া ও অন্যান্য বাহনের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ সালামতে বেঁচে যাবে, আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ জাহান্নামের আগুনে জ্বলসে যাবে। এমন কি সর্বশেষ ব্যক্তি টেনে-হেঁচড়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনোরকমে অতিক্রম করবে।" (বুখারী: ৭৪৩৯)

আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾

"যার মর্ম হলো, তোমাদের প্রত্যেককে জাহান্নামের উপরে পুলের উপর অবশ্যই উঠিয়ে দেওয়া হবে।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ (রা) বলেন, জাহান্নামের উপর অবস্থিত পুল ধারালো তরবারীর চেয়েও তীক্ষ্ণ হবে। প্রথম দল বিদ্যুৎ গতিতে মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দল বায়ুর গতিতে যাবে। তৃতীয় দল যাবে দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে। চতুর্থ দল দ্রুতগামী গাভীর গতিতে পার হবে। অবশিষ্টদের জন্য ফেরেশতারা সব দিক থেকে প্রার্থনা করতে থাকবেন। তারা বলবেন, হে আল্লাহ! এদেরকে বাঁচিয়ে নিন।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, যায়িদ ইবনে হারিসার (রা) স্ত্রী উম্মে মুবাশশার (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হাফসার (রা) ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি বলেন, আমার রবের পবিত্র সত্তার কাছে আমি এই আশা রাখি যে, বদরের যুদ্ধে ও হুদাইবিয়ার ময়দানে যেসব মুমিন শরীক ছিলো তাদের একজনও জাহান্নামে যাবে না।"

তাঁর এ কথা শুনে হাফসা (রা) বলেন, এটা কিরূপে সম্ভব, কুরআনুল কারীমেতো ঘোষিত হয়েছে, وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا তোমাদের ওটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করতে

হবে। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا অতঃপর মুত্তাকীরা তার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। (আহমাদ- ৬/৩৬২)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যার তিনটি সন্তান মারা গেছে তাকে আগুন স্পর্শ করবে না। (ফাতহুল বারী ৩/১৪২, মুসলিম ৪/২০২৮)

আবদুর রাহমান ইবনে যায়িদ ইবনে আসলাম (র) وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, মুসলিমরা পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, আর মুশরিকরা জাহান্নামে পড়ে যাবে। كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا "এটা হচ্ছে তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত" এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেককেই এ পুলসিরাতে উঠিয়ে দেওয়া আল্লাহ তাআলার এক অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا পুলসিরাতের উপর দিয়ে যাওয়ার পর আল্লাহভীরু লোকেরা পার হয়ে যাবে। আর পাপীরা তাদের আমল অনুযায়ী জাহান্নামে গড়িয়ে পড়তে থাকবে। মুমিনরা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী মুক্তি পাবে। যে পরিমাণ ভালো আমল হবে সেই পরিমাণ সেখানে কম বিলম্ব হবে।

ঈমানদার পাপী বান্দারা কোনো এক সময় জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে

তারপর যে সকল মুসলিম কোনো বড় পাপ (কাবিরাহ গুনাহ) এ দুনিয়ায় করেছে তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। ফেরেশতামণ্ডলী, রাসূলগণ এবং মুমিনগণ তাদের জন্য শাফাআত করবেন। এভাবে মুসলিমের একটি বিরাট দল যারা বড় পাপ করেছে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তারা এমন অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের হবে যে, আগুন তাদেরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ করে ফেলবে। শুধু মুখমণ্ডলের সাজদাহর জায়গাটুকু বাকি থাকবে। তারা নিজ নিজ বাকি ঈমানের পরিমাণ হিসাবে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। যাদের অন্তরে দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) পরিমাণ ঈমান থাকবে তারা প্রথমে বের হবে। তারপর বের হবে তাদের চেয়ে কম ঈমানের অধিকারী লোকেরা। এরপর বের হবে ঐ লোকেরা যাদের ঈমান এদের চেয়ে কম হবে। এভাবে বের হয়ে আসতে আসতে যাদের ঈমান হবে অণু পরিমাণ তারা বের হবে। তারপর ঐ ব্যক্তিকে বের করা হবে যে সারা জীবনে একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, যদিও তার সমস্ত জীবনে অন্য কোনো সাওয়াব না'ও থাকে। এরপর

জাহান্নামে শুধু তারাই থাকবে যাদের ভাগ্যে জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থান লিখিত আছে। এ জন্যই তাআলা তাআলা বলেন,

﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴾

"পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।" (সূরা ১৯; মারইয়াম ৭২)

পুলসিরাতের বৈশিষ্ট্য

আয়েশা (রা)-র এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "পুলসিরাত তরবারির ধারের মতো ধার হবে এবং আগুনের অঙ্গারের মতো গরম হবে। মুমিন ব্যক্তি সহজেই তা পার হয়ে যাবে, তার কোনোই ক্ষতি হবে না। আর মুনাফিক সেখানে লটকে যাবে। যখন সে মধ্যভাগে পৌছবে তখন তার পা জড়িয়ে যাবে। সে তার হাত পায়ের কাছে নিয়ে যাবে।" (ইবনে কাসীর-১৭/২২৫)

১৩. কানতারা

সৎ লোকদের মধ্যেও পারস্পারিক ভুল বুঝাবুঝির কারণে দুনিয়ার জীবনে যদি কিছু মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করার সময় তা দূর হয়ে যাবে এবং পরস্পরের পক্ষ থেকে তাদের মন একেবারে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়ার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের কাছে আটকানো হবে। সেখানে দুনিয়াতে তাদের একজন অপরজনের উপর যে সমস্ত যুলুম-অত্যাচার করেছে সেগুলোর কেসাস নেওয়া হবে, বিচার করা হবে। তার প্রতিশোধ তারা একে অপর হতে গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা যখন হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত অন্তরের অধিকারী হয়ে যখন তারা সম্পূর্ণভাবে সাফ ও স্বচ্ছ হয়ে যাবে– তখন তাদেরকে জান্নাতে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, তাদের প্রত্যেকে দুনিয়ায় তাদের অবস্থানস্থলের চেয়েও বেশি ভালোভাবে সহজেই জান্নাতে তাদের থাকার জায়গাটি চিনে ফেলবে।" (বুখারীঃ ৬৫৩৫, মুখতাছারুল ফিকহিল ইসলামী পৃ. ১১২)
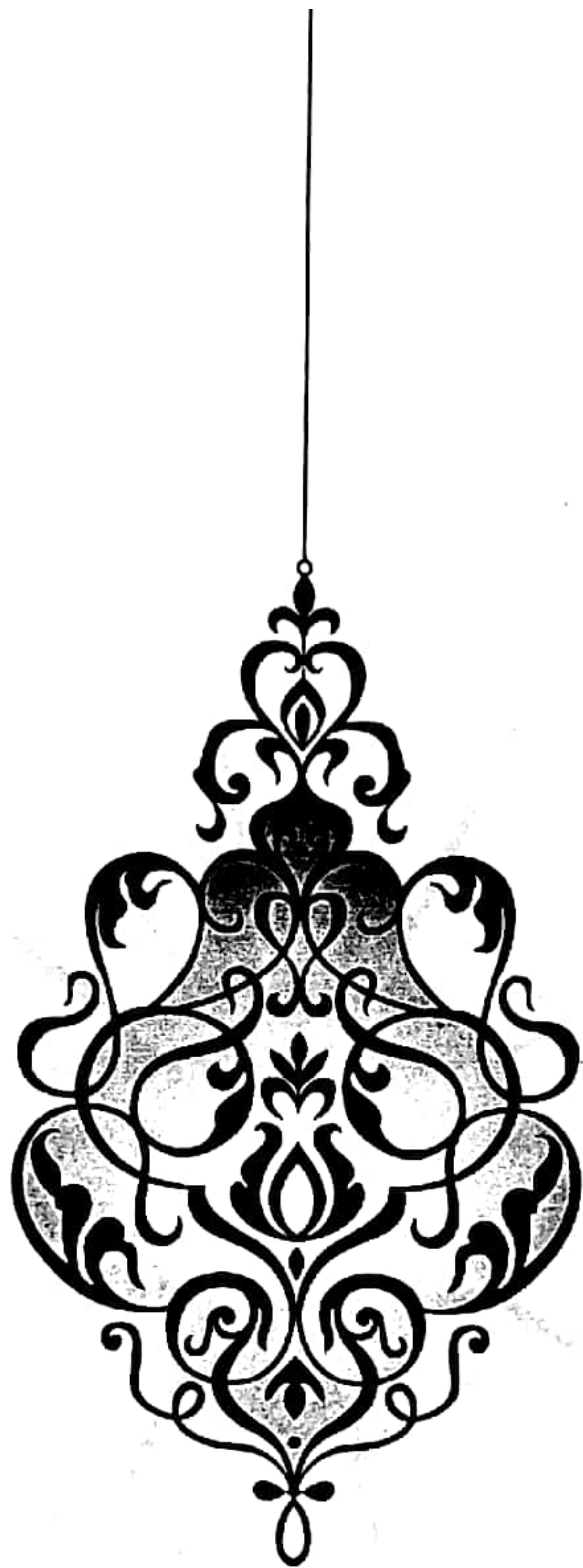
দ্বিতীয় অধ্যায়

জান্নাত ও জাহান্নাম

মানবজীবনের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আবাস স্থল 'জান্নাত' বা 'জাহান্নাম'। দুনিয়ার জীবনের কর্মফলের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে কার চিরস্থায়ী আবাস কোন্‌টি।

জান্নাত হলো এমনই এক স্থান, যেখানে কেবলই সুখ আর শান্তি; শুধু দুঃখেরই অভাব। মহান আল্লাহ সীমাহীন নেয়ামতরাজীতে ভরপুর করে রেখেছেন জান্নাতকে। যেখানে তাঁরই প্রিয়, সফল, নাজাতপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে প্রবেশ করাবেন অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে চিরকালের জন্য। জান্নাতের অনেক নেয়ামতের বিবরণ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়, তবে শেষ কথা হলো হাদীসে কুদসীতে আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস, "মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার সৎ বান্দার জন্য এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছি যা কেউ চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং অন্তরে কল্পনাও করেনি"।

আর জাহান্নাম! নাম শুনতেই প্রতিটি ঈমানদার বান্দার হৃদয়-মন কেঁপে ওঠে ভীষণ আতঙ্কে। না জানি কোন্‌ অপরাধের কারণে আমাকেও নিক্ষেপ করা হতে পারে আযাব-গযব, লাঞ্ছনা-বঞ্জনায় ভরা হতভাগ্যদের আবাসস্থল জাহান্নামে। যেখানে শুধুই করুণ বেদনা-আর্তনাদ, সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট, অবিরত শাস্তি আর শাস্তি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন আর জান্নাতে আপনার নেআমতপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করুন।

১. জান্নাতের নামসমূহ

যেমনটি দুনিয়ার জীবনে রয়েছে মানুষের ঘর-বাড়ি ও জীবন যাত্রার মানের তারতম্য, তেমনি আমল অনুযায়ী জান্নাতেও থাকবে একজনের উপর অন্যজনের প্রাধান্য ও প্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধার সুবিশাল পার্থক্য।

দুনিয়ায় কেউবা কুড়ে ঘরে, কেউ প্রাসাদে, আবার হোটেলেও থাকে তারতম্য– থ্রী স্টার, ফোর স্টার, ফাইভ স্টার, সেভেন স্টার ইত্যাদি। অনুরূপ জান্নাতেও থাকবে মানুষের আমল অনুযায়ী তারতম্য। আর সর্বোচ্চ মানের জান্নাতটি হবে জান্নাতুল ফিরদাউস।

জান্নাতের নামসমূহ হলো, (১) জান্নাতুল ফিরদাউস, (২) জান্নাতুল খুলদ, (৩) জান্নাতুন নাঈম, (৪) জান্নাতু আদ্‌ন, (৫) দারুস সালাম, (৬). দারুল মুকাম ও (৭) দারুল কারার।

এগুলো ছাড়াও কুরআন কারীমে জান্নাতের আরো কিছু নাম পাওয়া যায়, যেমন–

(ক) জান্নাতুল মা'আওয়া (সূরা ৭৯; নাযিআত ৪০-৪১),
(খ) হুসনা (সূরা ৪; নিসা ৯৫),
(গ) তূ-উবা (সূরা ১৩; রা'দ ২৯),
(ঘ) দারুল হাইওয়ান (সূরা ২৯; আন কাবূত ৬৪),
(ঙ) মাকামুন আমীন (সূরা ৪৪; আদ-দুখান ৫১),
(চ) কাদামু সিদ্‌ক্ (সূরা ১০; ইউনুস ২)।

হাদীসে আছে, জান্নাতের ৮টি দরজা রয়েছে। কিন্তু জান্নাতের মোট সংখ্যা কতো তা কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই। তবে সূরা আর রাহমানের ৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য থাকবে দু'টি জান্নাত"।

(১) জান্নাতুল ফিরদাউস

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ ﴾

"(অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তাআলার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে, তাদের মেহমানদারীর জন্যে **'জান্নাতুল ফেরদাউস'** (সাজানো) রয়েছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, তারা সেখান থেকে (অন্য কোথাও যাওয়ার জন্যে) জায়গা বদল করতে চাইবে না।" (সূরা ১৮; কাহ্‌ফ ১০৭-১০৮)

সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতুল ফিরদাউস হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর, জান্নাতের মধ্যমনি এবং সর্বোৎকৃষ্ট।" (তাবারী- ১৮/১৩৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা কর। কেননা, ওটাই সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। ওখান হতেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়।" (ফাতহুল বারী- ১৩/৪১৫)

সেটাই হবে তাদের অতিথিশালা। সেখানে তারা অতিথি হিসেবে চিরকাল অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবে না এবং বের হওয়ার কামনাও তারা করবে না। কেননা, ওর চেয়ে সুখময় স্থান আর নেই। সেখানে সর্বপ্রকার উচ্চ মানের জীবনোপকরণের সুব্যবস্থা রয়েছে। কোনো কিছুরই অভাব নেই। একের পর এক রহমত আসতেই থাকবে।

আবূ হোরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে, সালাত কায়েম করে ও রমাদানের সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তাআলার উপর এ বান্দার হক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে হিজরত করে থাকুক বা বাড়িতে বসেই থাকুক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা অন্যদেরকেও এ হাদীস শুনিয়ে দিবো কি?' তিনি উত্তরে বললেন, 'জান্নাতে একশ'টি শ্রেণী অর্থাৎ স্তর রয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য তৈরি করেছেন। প্রতি দু'শ্রেণীর মাঝে এতোটা দূরত্ব রয়েছে যতোটা দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে। সুতরাং, যখনই তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন **জান্নাতুল ফিরদাউসের** জন্য প্রার্থনা করবে। ওটা সবচেয়ে উঁচু ও সর্বাপেক্ষা উত্তম জান্নাত। জান্নাতসমূহের সমস্ত নহর ওখান থেকেই উৎসারিত হয়। ওর উপরেই রাহমানের (আল্লাহর) আরশ রয়েছে।' (ফাতহুল বারী- ৬/১৪)

আবূ হোরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা আমার উপর দুরুদ পাঠ করবে তখন আল্লাহর কাছে আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! 'ওয়াসীলা' কি?' তিনি উত্তরে বললেন, 'ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চতম শ্রেণী/স্তর, যা একটি মাত্র লোক লাভ করবে। আমি আশা রাখি যে, ঐ লোকটি আমিই।' (আহমাদ- ২/ ২৫৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করলে ফিরদাউস প্রার্থনা করো। এটাই সবচেয়ে উঁচু ও সর্বোত্তম জান্নাত। এ জান্নাতের মধ্য দিয়েই সমস্ত নদী প্রবাহিত হয় এবং ওর ছাদই হচ্ছে পরমদাতা ও দয়ালু আল্লাহর আরশ।' (ফাতহুল বারী- ৬/১৪)

(২) জান্নাতুল খুলূদ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّ مَصِيْرًا ﴾

"(হে নবী,) তুমি বলো, (জাহান্নামের) এ (কঠোর আযাব) উত্তম– না সেই **জান্নাতুল্ খুলূদ** (স্থায়ী জান্নাত) যার ওয়াদা মুত্তাকীদের (আগেই) দিয়ে রাখা হয়েছে; এ (জান্নাতই) হচ্ছে তাদের যথাযথ পুরস্কার ও (চূড়ান্ত) প্রত্যাবর্তনের স্থান!" (সূরা ২৫; ফুরকান ১৫)

কিছু লোককে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় উল্টামুখে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। ঐ সময় তারা শৃঙ্খলিত থাকবে। তারা থাকবে অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে, যেখান থেকে না তারা ছুটতে পারবে, না নড়তে পারবে, আর না পালাতে পারবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর, এটাই কি উত্তম, নাকি স্থায়ী জান্নাত উত্তম, যার প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদেরকে দেওয়া হয়েছে?

(৩) জান্নাতুন্ নাঈম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٩ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠ ﴾

"(অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তাআলার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের রব তাদের (এ) ঈমানের কারণেই তাদের সঠিক পথ দেখাবেন; **জান্নাতুন নাঈম**-এ তাদের তলদেশ দিয়ে (অসংখ্য নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে সুপেয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। (এ সময়) সেখানে তাদের (একটি মাত্র) ধ্বনিই থাকবে, হে আল্লাহ তাআলা, তুমি মহান, তুমি পবিত্র! সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' (এবং) তাদের শেষ ডাক হবে (আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন অর্থাৎ), যাবতীয় প্রশংসা সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তাআলার জন্যে।" (সূরা ১০; ইউনুস ৯-১০)

(৪) জান্নাতু আদ্ন

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জান্নাতের একটি প্রাসাদের নাম 'আদন'। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

"(এ ধরনের) মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের আল্লাহ তাআলা এমন এক সুরম্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, জান্নাতু আদ্ন-এ তাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে; (সেদিনের) সবচাইতে বড় (নিয়ামত) হবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি; এটাই হবে সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।" (সূরা ৯; তাওবা ৭২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দু'টি জান্নাত শুধু সোনার তৈরি ও দু'টির পাত্র এবং ও দু'টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই সোনার তৈরি। আর দু'টি জান্নাত রয়েছে রূপার তৈরি ও দু'টির পাত্র এবং অন্য যা কিছু রয়েছে সবই রূপার তৈরি। ঐসব (জান্নাতবাসীরা) তাদের রবের দিকে এমন অবস্থায় তাকিয়ে থাকবে যে, তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যময় চাদর ছাড়া অন্য কোনো পর্দা থাকবে না। এটা আদন্ নামক জান্নাতের মধ্যে হবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১, মুসলিম ১/১৬৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ﴾ আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নি'আমাত) অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি যা তাদের সমুদয় ভোগ্য বস্তু অপেক্ষা বড় ও মর্যাদাপূর্ণ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মহামহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, ‘হে জান্নাতবাসীরা!’ তখন তারা (সমস্বরে) বলে উঠবে, ‘হে আমাদের রব! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার হাতেই রয়েছে কল্যাণ।’ আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, ‘তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছো কি?’ তারা উত্তরে বলবে, ‘হে আমাদের রব! কেনো আমরা সন্তুষ্ট হবো না? আপনি তো আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টির মধ্যে আর কাউকে দান করেননি।’ আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, ‘এর চেয়ে উত্তম জিনিস কি আমি তোমাদেরকে দান করবো না?’ তারা জবাব দিবে, ‘হে আমাদের রব! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে?’ আল্লাহ তাআলা বলবেন, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে, জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করলাম। আজ থেকে আমি তোমাদের উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।” (ফাতহুল বারী- ১১/৪২৩, মুসলিম- ৪/২১৭৬)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

“আল্লাহ তাআলা (এর ফলে) তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং (শেষ বিচারের দিন) তোমাদের তিনি প্রবেশ করাবেন এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে, (সর্বোপরি) তিনি তোমাদের আরো প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী নিবাসস্থলের সুন্দর ঘরসমূহে; আর এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় সাফল্য।” (সূরা ৬১; সাফ ১২)

আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দু’টি জান্নাত রূপার তৈরি হবে এবং ওর সমস্ত আসবাবপত্রও রূপার হবে। আর দুটো জান্নাত হবে স্বর্ণ নির্মিত। ওর বাসন পেয়ালা এবং ওতে যা কিছু রয়েছে সবই হবে সোনার। ঐ জান্নাতবাসীদের মধ্যে ও আল্লাহর দীদারের (দর্শনের) মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, থাকবে শুধু তাঁর কিবরিয়ার চাদর যা তাঁর চেহারার উপর থাকবে। এটা থাকবে জান্নাতে আদ্‌নে।” (বুখারী)

(৫) দারুস সালাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

"তাদের মালিকের কাছে রয়েছে (তাদের) জন্যে দারুস্ সালাম (শান্তির এক সুন্দর নিবাস), আল্লাহ তাআলাই তাদের অভিভাবক, (দুনিয়ায়) তারা যা করতো এটা হচ্ছে তারই বিনিময়।" (সূরা ৬; আনআম ১২৭)

দুনিয়ায় শান্তির পথে চলার কারণে কিয়ামতের দিনও তারা লাভ করবে শান্তির ঘর যার অর্থ **দারুস সালাম**। স্বয়ং আল্লাহ তাদের রক্ষক, সাহায্যকারী শক্তিদানকারী। কেননা, তারা ভালো আমল করে থাকে। (ইবনে কাসীর-৮/১৮২)

(৬) দারুল্ মুকামা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۭ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُۨ ﴿٣٤﴾ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿٣٥﴾ ﴾

"তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি (আজ) আমাদের কাছ থেকে (যাবতীয় দুঃখ) কষ্ট দূরীভূত করে দিয়েছেন; অবশ্যই আমাদের রব ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী, যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের, **দারুল্ মুকামা** (এতো সুন্দর নিবাসের) ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেখানে আমাদের (আর) কোনো রকম কষ্ট স্পর্শ করবে না, স্পর্শ করবে না আমাদের কোনো রকম ক্লান্তি (ও অবসাদ)! (সূরা ৩৫; ফাতির ৩৪-৩৫)

(৭) দারুল কারার

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۡ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾

"হে আমার জাতি, অবশ্যই তোমাদের এ জীবন মাত্র কয়েকদিনের উপভোগের বস্তু মাত্র। নিঃসন্দেহে আখিরাত হচ্ছে (মুমিনদের) **দারুল্ কারার** (স্থায়ী নিবাস!)" (সূরা ৪০; মুমিন ৩৯)

এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতের শাস্তি ও দুর্ভোগ হবে চিরস্থায়ী। কেউ মন্দ কর্ম করলে সে শুধু তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা ঈমান থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে অপরিমিত জীবনোপকরণ দেওয়া হবে।

২. জাহান্নামের নামসমূহ

অফুরন্ত নিয়ামতে ভরা জান্নাত যারা লাভ করতে পারবে না তাদের ঠিকানা হবে লেলিহান শিখাওয়ালা আগুনের কুণ্ডলী যাকে 'দোযখ' অথবা 'জাহান্নাম' নামে জানি। এতে যে ঢুকবে তার অশান্তি আর আযাব হবে সীমাহীন ও বর্ণনার বাইরে। পাপের মাত্রা অনুযায়ী আযাবের মাত্রায়ও তারতম্য হবে। এসব দোযখের সাতটি নাম রয়েছে।

আযাবের ভয়াবহতা অনুযায়ী এগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো, ১. জাহান্নাম, ২. লাযা, ৩. হুতামা, ৪. সাঈর, ৫. সাকার, ৬. জাহীম ও ৭. হা-ওয়ীয়াহ (হাবিয়া)।

ভয়াবহতার দিক থেকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো সর্বশেষটি অর্থাৎ হা-ওয়ীয়াহ।

(১) জাহান্নাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾

"যখন তাকে বলা হয় (ফিতনা-ফাসাদ না করে) তুমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, তখন (মিথ্যা) অহংকার তাকে গুনাহর প্রতি (আরো বেশি) উৎসাহিত করে, (মূলতঃ) এ (চরিত্রের) লোকের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট; অবশ্যই (জাহান্নাম) হচ্ছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা!" (সূরা ২; বাকারা ২০৬)

কুরআন মাজীদে মোট একাশিটি স্থানে জাহান্নাম শব্দটি এসেছে।

(২) লাযা

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴾

"না (কিছুতেই সেদিন বাঁচা যাবে না); জাহান্নাম হচ্ছে (একটি প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা) লাযা।" (সূরা ৭০; মাআরিজ ১৫)

কুরআনে এটি মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) হুতামাহ্

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كَلَّا لَيُنۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْـِٔدَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍۭ ۝ ﴾

"না! কখনো নয়, অল্পদিনের মধ্যেই সে নির্ঘাত (চূর্ণ-বিচূর্ণকারী আগুন) হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে, তুমি কি জানো, (এই) চূর্ণ বিচূর্ণকারী আগুন কেমন? (এ হচ্ছে সম্পদ লোভীদের জন্যে) আল্লাহ তাআলার প্রজ্জ্বলিত এক আগুন, যা (এর দহন যন্ত্রণাসহ) মানুষের হৃদয়ের গভীরে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে; (অগ্নিকুণ্ডলীর গর্ত বন্ধ করে) তাদের ওপর ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে, (তা গেড়ে) রাখা হবে উঁচু উঁচু থামের মধ্যে।" (সূরা ১০৪; হুমাযা ৪-৯)

এ নামটি উপরিউক্ত দু'টি আয়াত ব্যতীত কুরআনের অন্যত্র পাওয়া যায় না।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (র) বলেন, প্রজ্জ্বলিত আগুন বুকের ভিতরকার সবকিছু ছেয়ে ফেলে এবং কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তারপর ফিরে আসে, আবার সেখানে পৌঁছে। (কুরতুবী ২০/১৮৫)

(৪) সাঈর

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلٰى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾

"যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তাআলা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো, (তখন) তারা বলে, আমরা কেবল সে বস্তুরই অনুসরণ করবো, যার ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি; (কিন্তু) শয়তান যদি তাদের (বাপ-দাদাদের জাহান্নামের) সাঈর'র আযাবের দিকে ডাকতে থাকে (তাহলেও কি এরা তাদের অনুসরণ করবে)?" (সূরা ৩১; লোকমান ২১)

দোযখের এ নামটি কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে আঠারো বার এসেছে।

(৫) সাকার

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾

“অচিরেই আমি তাকে **সাকার**-এ প্রবেশ করাবো।” (সূরা ৭৪; মুদ্দাস্‌সির ২৬)

আল কুরআনের দু'টি সূরায় মোট চারটি আয়াতে এ নামটি উদ্ধৃত হয়েছে।

(৬) জাহীম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴾

“এবং **জাহীম**-কে গুনাহগারদের জন্যে উন্মোচন করে দেওয়া হবে।” (সূরা ২৬; শুআরা ৯১)

এ নামটি কুরআন কারীমে ছাব্বিশ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

(৭) হা-ওয়ীয়াহ বা হাবিয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝ ﴾

“দোযখই হবে তার ঠিকানা” (সূরা ১০১; ক্বারিয়াহ ৯)

কুরআন মাজিদে এ নামটি শুধু এখানেই এসেছে।

হা-ওয়ীয়াহ জাহান্নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, সেটা কি তা তোমার জানা আছে? সেটা এক জ্বলন্ত অগ্নি।

৩. জান্নাতের বিশালতা

জান্নাতের প্রস্থ হলো আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত দূরত্বের সমান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَ سَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾

“তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা পাওয়ার কাজে (একে-অপরের সাথে) প্রতিযোগিতা করো, আর সেই জান্নাতের জন্যেও (প্রতিযোগিতা করো), যার প্রশস্ততা আকাশসমূহ থেকে পৃথিবীর দূরত্বের সমান, এটি মুত্তাকীদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।” (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৩৩)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ سَابِقُوٓا اِلٰی مَغۡفِرَۃٍ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَ جَنَّۃٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ ۙ اُعِدَّتۡ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضۡلُ اللّٰهِ یُؤۡتِیۡهِ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِیۡمِ ﴾

"(এসব অর্থহীন প্রতিযোগিতা পরিহার করে) তোমরা (বরং) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে (প্রতিশ্রুত) ক্ষমা ও চিরন্তন জান্নাত পাওয়ার জন্যে এগিয়ে যাও, (এমন জান্নাত) যার আয়তন আসমান যমীনের সমান প্রশস্ত, তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সেসব মানুষদের জন্যে, যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর (পাঠানো) রাসূলদের ওপর ঈমান এনেছে। (মূলত) এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার এক অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তাকে এ (অনুগ্রহ) প্রদান করেন; আর আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন মহা অনুগ্রহশীল।" (সূরা ৫৭; হাদীদ ২১)

দেখুন! আল্লাহ তাআলার কুদরত কতো সীমাহীন! তিনি তার বিবরণে জান্নাতের প্রস্থের বিবরণ দিয়েছেন। আর প্রস্থই যদি হয় এতো বিশাল তাহলে তার দৈর্ঘ্য হবে কতো? একটি রেল লাইনের প্রস্থ মাত্র ১ মিটার বা তার চেয়ে একটু কমবেশি। কিন্তু এই লাইনটি যদি ঢাকা থেকে মাত্র চট্টগ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘ হয়, তাহলে প্রস্থের তুলনায় এর দৈর্ঘ্য কতোগুণ হবে?

আর যে জান্নাতের প্রস্থ আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত বিস্তৃত, সে জান্নাতের দৈর্ঘ্য কতো হতে পারে? সুবহান আল্লাহ!

কেউ কেউ বলেন যে, জান্নাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। কেননা, জান্নাত গম্বুজের মতো আরশের নিচে রয়েছে এবং যে জিনিস গম্বুজ সদৃশ তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান (ইবনে কাসীর)। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاِذَا رَاَیۡتَ ثَمَّ رَاَیۡتَ نَعِیۡمًا وَّ مُلۡكًا كَبِیۡرًا ﴾

"সেখানে যখন যেদিকে তুমি তাকাবে, দেখবে শুধু নিয়ামতেরই সমারোহ, দেখবে (নিয়ামতে উপচেপড়া) এক বিশাল সাম্রাজ্য।" (সূরা ৭৬; দাহর ২০)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা বলেন, হে নবী! তুমি সেখানে দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। হাদীস শরীফে রয়েছে যে,

সর্বশেষে যাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, তাকে মহান আল্লাহ বলবেন, "তোমার জন্যে রয়েছে দুনিয়া পরিমাণ জিনিস এবং তারও দশগুণ।"

ইবনে উমার (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে বলেন যে, সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর রাজ্য ও রাজত্বের মধ্যে ভ্রমণপথ হবে দু'হাজার বছর (অর্থাৎ দু'হাজার বছর ধরে ভ্রমণ করা যাবে)। দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সব জিনিসই সে এক রকমই দেখবে। এই অবস্থা তো হবে সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর। তাহলে সর্বোচ্চ শ্রেণীর জান্নাতীর মর্যাদা কি হতে পারে তা কল্পনার বাইরে।

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন হাবশি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করে। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বলেন, "তোমার যা কিছু জানবার ও বুঝবার আছে তা আমাকে প্রশ্ন করো।" তখন সে বললো, "হে আল্লাহর রাসূল (স)! রূপে ও রঙে এবং নবুওয়াতের দিক থেকে আপনাকে আমাদের উপর ফযীলত দেওয়া হয়েছে। এখন বলুন তো, যার উপর আপনি ঈমান এনেছেন তার উপর যদি আমিও ঈমান আনি এবং যার উপর আপনি আমল করছেন তার উপর যদি আমিও আমল করি তবে কি আমিও আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে পারি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! কালো বর্ণের লোককে জান্নাতে ঐ সাদা রঙ দেওয়া হবে, যা হাজার বছরের পথের দূরত্ব হতে দেখা যাবে!" তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, *"যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলে তার জন্যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি *'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'* বলে তার জন্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পুণ্য লিখা হয়।" লোকটি তখন বললো, "হে আল্লাহর রাসূল (স)! এরপরেও আমরা কি করে ধ্বংস হতে পারি?" রাসূলুল্লাহ (স) জবাবে বললেন, "একটা লোক এতো বেশি (সৎ) আমল নিয়ে আসবে যে, যদি ওগুলো কোনো পাহাড়ের উপর রেখে দেওয়া হয় তবে ওর উপর অত্যন্ত ভারী বোঝা হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলোর মুকাবিলায় তখন আল্লাহর নিয়ামতরাজি আসবে তখন ঐ সমুদয় আমল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। কিন্তু আল্লাহর দয়া হলে সেটা স্বতন্ত্র কথা।" ঐ সময় هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ হতে। مُلْكًا كَبِيْرًا পর্যন্ত এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়। তখন হাবশি বলে, "হে আল্লাহর রাসূল (স)! জান্নাতে আপনার চক্ষু যা দেখবে তাই আমার চক্ষুও দেখবে কি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।" একথা শুনে লোকটি কাঁদতে লাগলো

এমন কি (কাঁদতে কাঁদতে) তার দেহ হতে প্রাণপাখী উড়ে গেল। ইবনে উমার (রা) বলেন, "আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (স) নিজের হাতে তাকে দাফন করেন।" (ইবনে কাসীর- ১৭/৭৭৬)

৪. জাহান্নামের বিশালতা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক হাদীসে আছে যে, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন লোক জাহান্নামে যাবে। তাদের জন্য রয়েছে প্রকাণ্ড ও বিশাল আকারের দোযখ। এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা আল্লাহই ভালো জানেন। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস নিচে উদ্ধৃত হলো,

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় কোনো একটা বস্তু গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, কিসের এ আওয়াজ কিসের তা কি তোমরা জানো? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, আজ থেকে সত্তর বছর আগে জাহান্নামের আগুনে একটা পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। এতো দীর্ঘ সময় ধরে গড়াতে গড়াতে এখন সেটি দোযখের তলদেশে এসে পতিত হয়েছে; আর এরই শব্দ তোমরা এখন শুনতে পেলে। (মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন- ৪০৪)

ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত, আরেক হাদীসে আছে, আমরা একদিন একটা বিকট শব্দ শুনে রাসূলুল্লাহ (স)-কে এর কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন, এখন থেকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত একটা পাথর দোযখের তলায় এসে পতিত হওয়ার আওয়াজ। (মুসলিম: ২৮৪৪)

এ হাদীস দু'টি দ্বারা বুঝা যায় যে, জাহান্নামের শুধু গভীরতাই কতো সীমাহীন! আর এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কতো হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন!

এ বিশাল ও প্রকাণ্ড জাহান্নামকেও আল্লাহ তার পাপী বান্দাদের দিয়ে ভরপুর করবেন। তিনি বলেছেন,

﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

"(কাফের ও গুনাহ্গার) মানুষ ও জিন দিয়ে এ জাহান্নামটি আমি পরিপূর্ণ করে ফেলবো।" (সূরা ৩২; আস-সাজ্দা ১৩)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴾

"অবশ্যই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে, তুমি সেদিন তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী (খোঁজে) পাবে না।" (সূরা ৪; নিসা ১৪৫)

কারণ, তারা মুসলিম মিল্লাতে জন্মগ্রহণ করেও ইসলামের বিরোধী; যদিও বাহিরে প্রকাশ করে আরেকটা।

মুসনাদে আহমাদে আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "'**অয়েল**' হলো জাহান্নামের একটা উপত্যকার নাম, যার মধ্যে কাফিরকে নিক্ষেপ করা হবে। চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে নিচের দিকে যেতেই থাকবে তবুও ওর তলদেশে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। আর '**সাউদ**' হলো জাহান্নামের একটি অগ্নি পাহাড়ের নাম যার উপর কাফিরকে চড়ানো হবে। সত্তর বছর পর্যন্ত সে উপরে উঠতেই থাকবে। তারপর সেখান থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হবে। সত্তর বছর পর্যন্ত নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তেই থাকবে এবং চিরস্থায়ীভাবে সে এরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।" (ইবনে কাসীর- ১৭/৭২৯, তিরমিযী)

যদি এমনটি ভাবা হয় যে, কোনো এক দুর্বৃত্ত দশতলা ভবনের ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে আপনাকে নিচে ফেলে দিলো বা উড়ন্ত বিমান থেকে মাটিতে বা সাগরে ফেলে দিলো তাহলে ব্যাপারটা কতো ভয়ঙ্কর হবে! এর চেয়েও বহুগুণে ভয়ঙ্কর হবে চল্লিশ বছরের রাস্তার উপর থেকে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেওয়া।

আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকারকারী এবং সকল কাফের-মুশরিকদেরকে এভাবে এতো উঁচুতে উঠিয়ে পরে নিচে ফেলে দেওয়া হবে। এভাবে বার বার চলতে থাকবে নির্মম-নিষ্ঠুর আযাব অনাদিকাল। হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে তুমি তোমরা আযাব থেকে রক্ষা করো।

৫. জান্নাতে পদমর্যাদার স্তর

জান্নাতীদের পদমর্যাদা তাদের আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের সাথে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে জায়গা দেবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদেরকে নবীগণের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দেবেন। নবীদের পরবর্তী স্তরের লোকদেরকে বলা হয়

সিদ্দীকীন। অতঃপর তৃতীয় স্তরের লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন সালেহীনদের সাথে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴾

"যারা আল্লাহ তাআলা ও (তাঁর) রাসূলের আনুগত্য করে, তারা (শেষ বিচারের দিন সেসব) পুণ্যবান মানুষদের সাথে থাকবে, যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা নিয়ামত বর্ষণ করেছেন, তারা (হচ্ছে) সকল নবী, (আর) যারা (নবুওয়াতের) নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালেহীন সত্যতা স্বীকার করেছে, (আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী) শহীদ ও অন্যান্য নেককার মানুষ। সাথী হিসেবে এরা সত্যিই উত্তম!" (সূরা ৪; নিসা ৬৯)

আল্লাহ তাআলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ সে সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, যাঁরা আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "জান্নাতবাসীরা নিজেদের ঘর থেকে জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণীর বা উপরের মর্যাদার লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন পৃথিবীতে তোমরা সুদূর দিগন্তে নক্ষত্রকে দেখতে পাও। এতো বিশাল তারতম্য হবে তাদের মধ্যকার মর্যাদার (অর্থাৎ আমলের) পার্থক্যের কারণে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি শুধু নবী-রাসূলগণই? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই না! (তাদের সাথে) এমন আরো কিছু লোক থাকবে যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং নবী-রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে।" (বুখারীঃ ৩২৫৬, মুসলিমঃ ২৮৩১)

যে যাকে ভালোবাসে তার সাথে হবে জান্নাত

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভে ধন্য হতে চাইবে, তাদেরকে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার মাধ্যমেই লাভ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে, যে লোক কোনো গোষ্ঠীর ভালোবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এ দলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌছতে পারেনি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালোবাসা, তার সাথে

থাকবে।” আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, পৃথিবীতে কোনো কিছুতেই আমি এতোটা আনন্দিত হইনি যতোটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ, এ হাদীসে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাঁদের গভীর ভালোবাসা রয়েছে তাঁরা হাশরের মাঠেও তাঁর সাথে থাকবেন। (বুখারীঃ ৬১৬৭, মুসলিমঃ ২৬৩৯, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স- ১/৪৪৫-৪৪৫) নি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মানুষ তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে সে ভালোবাসতো।” (বুখারী ৬১৬৮, মুসলিম ২৬৪০)

আনাস (রা) বলেন, ‘আল্লাহর শপথ! আমার ভালোবাসা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর (রা) এবং উমারের (রা) সঙ্গে রয়েছে। তাই আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁদের সঙ্গেই উঠাবেন, যদিও আমার আমল তাঁদের মতো নয়।’ (ফাতহুল বারী- ৭/৫১)

মুসনাদ আহমাদে আমর ইবনে মুরারাহ আল-জাহনী (রা) হতে বর্ণিত, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, স্বীয় সম্পদের যাকাত প্রদান করি এবং রমাদানের সিয়াম পালন করি।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করে বলেন, “যে ব্যক্তি এর উপরই মৃত্যুবরণ করবে সে কিয়ামতের দিন এভাবে নবীগণের সঙ্গে, সত্য সাধকদের সঙ্গে এবং শহীদদের সঙ্গে অবস্থান করবে। কিন্তু শর্ত এই যে, সে যেনো পিতা-মাতার অবাধ্য না হয়।” (জা'মি আল মাসানিদ ওয়াস সুন্নাহ- ১০/৭৭, ইবনে কাসীর- ৪/৩৮৭)

জান্নাতে শ্রেষ্ঠত্বের স্তর

আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে আবূ সাঈদ! যে লোক আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট, ইসলামকে দীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট তার জন্য জান্নাত অবধারিত।” আবূ সাঈদ খুদরী এটা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আবার বলুন। রাসূল (স) তাই করলেন। তারপর বললেন, “আরো কিছু কাজ রয়েছে, যার দ্বারা জান্নাতে

বান্দার মর্যাদা উন্নত করা হয়, দুই স্তরের মাঝখানের দূরত্ব আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের মতো।" তিনি বললেন, সে (মর্যাদায় পৌছার উপায়) কি? হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।" (মুসলিম: ১৮৮৪)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের একশত স্তর রয়েছে, দু'স্তরের মাঝখানের দূরত্ব হচ্ছে শত বৎসরের পথ।" (তিরমিযী: ২৫২৯, মুসলিম- ৩/১৫০১)

"জান্নাতের একশ'টি স্তর রয়েছে যেগুলি আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং প্রত্যেক স্তরের মধ্যে এ পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে, যে পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে।" (মুসলিম ৩/১৫০১)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "উপরের লোকদেরকে নিচের লোকেরা এরূপভাবে দেখবে যেমন তোমরা আকাশের তারকারাজি দেখতে পাও।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটা কি নবীগণের মানযিল, যা অন্য কেউ লাভ করবে না?' তিনি উত্তরে বললেন, "কেনো লাভ করবে না? আল্লাহর শপথ! যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদেরকে সত্য জেনেছে তারাও এর অধিকারী হবে।" (ফাতহুল বারী- ৬/৩৬৮, মুসলিম- ৪/২১৭৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতবাসীরা উপরের জান্নাতবাসীদেরকে এরূপ দেখবে যেমন আকাশের উপর তারকারাজি দেখা যায়। আবূ বকর এবং উমর তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তারাও এই মর্যাদা লাভ করবে।" (আহমাদ- ৩/২৭, আবূ দাউদ- ৪/২৮৭, তিরমিযী- ৮/১৪২)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾

"(হে নবী,) তুমি দেখো, কিভাবে আমি (পার্থিব সম্পদে) তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর প্রাধান্য দান করি; অবশ্য মর্যাদার দিক থেকে আখিরাত অনেক বড়ো, তার ফযীলত (ও মর্যাদার পার্থক্য) বহুলাংশে বেশি।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ২১)

ভেবে দেখুন! কিভাবে আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষকে একে-অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ গরীব আবার কেউ মাঝামাঝি। অন্যদিকে কেউ সুন্দর কেউ কুৎসিত, আবার কেউ মাঝামাঝি। কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল। কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ। কেউ আহমক, কেউ বুদ্ধিমান। দুনিয়াতে এ পার্থক্য মানুষের মধ্যে আছেই। এটা আল্লাহই করে দিয়েছেন। এর রহস্য মানুষের বুঝার বাইরে। (ফাতহুল কাদীর)

কিন্তু আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব ঈমানদারদেরই থাকবে। সেখানকার পার্থক্য দুনিয়ার পার্থক্যের চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে দেখা দিবে। সেখানে কেউ থাকবে জাহান্নামের নিচের স্তরে, জাহান্নামের জিঞ্জির ও লোহার বেড়ির মধ্যে আবদ্ধ। আর কেউ থাকবে জান্নাতের উঁচু স্তরে, নিয়ামতের মধ্যে, খুশির মধ্যে। তারপর আবার জাহান্নামের লোকদেরও ভিন্ন ভিন্ন স্তর থাকবে। আর জান্নাতের লোকদের স্তরও বিভিন্ন হবে। তাদের কারও মর্যাদা অপরের মর্যাদার চেয়ে আসমান ও যমীনের মধ্যকার পার্থক্যের মতো হবে সুবিশাল। সর্বোচ্চ স্তরে যে সমস্ত জান্নাতীরা থাকবে তারা ইল্লিয়্যীনবাসীদের দেখবে, যেমন দূরের কোনো নক্ষত্রকে আকাশের প্রান্তে কেউ দেখতে পায়। (ইবনে কাসীর- ১২/৫৯৬, মুসলিম- ৪/২১৭৭)

শ্রেণী বিভাগের দিক দিয়ে আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে অনেক উত্তম। কেউ শৃঙ্খল পরিহিত অবস্থায় জাহান্নামের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করবে, কেউ আল্লাহর করুণা ও দয়ায় জান্নাতে পরম সুখে কালাতিপাত করবে। তারা সেখানে বিরাট অট্টালিকায় নি'আমাত, শান্তিতে আরামের মধ্যে থাকবে। জাহান্নামীদের অনুরূপ জান্নাতীদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এক একটি শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান ও তারতম্য রয়েছে। জান্নাতের মধ্যে একশ'টি শ্রেণী রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যারা সর্বোচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করবে তারা ইল্লীয়িনকে এমনই দেখবে যেমন তোমরা কোনো উজ্জ্বল তারকাকে উচ্চাকাশে দেখে থাকো।" (ফাতহুল বারী- ৬/৩৬৮, মুসলিম- ৪/২১৭৭)

وَ لَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا সুতরাং আখিরাত শ্রেণী ও ফাযীলাতের (পার্থক্যের) দিক থেকে অনেক বড়ো।

কারো কারোর জন্য থাকবে সর্বোচ্চ মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَأُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴾

"অপর দিকে যেসব ব্যক্তি তাঁর কাছে মুমিন হয়ে কোনো নেক কাজ নিয়ে হাযির হবে– তারাই হবে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা।" (সূরা ২০; ত্বা-হা ৭৫)

উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের একশ'টি স্তর রয়েছে, প্রতিটি স্তরের মাঝে ততোটা ব্যবধান রয়েছে যতোটা ব্যবধান রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে। সবচেয়ে উপরের স্তরে রয়েছে **জান্নাতুল ফিরদাউস**। সেখান থেকে চারটি নাহর প্রবাহিত হয়ে থাকে। ওর উপরে রয়েছে রাহমানের (দয়াময় আল্লাহর) আর্‌শ। সুতরাং, তোমরা যখন আল্লাহ তাআলার নিকট জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা করো।" (আহমাদ- ৫/৩১৬, তিরমিযী- ৭/২৩৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, ইল্লিয়্যিনে অবস্থানকারীদের উপরে যারা থাকবে তাদেরকে তারা এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা আকাশের সীমানায় তারাগুলি দেখে থাকো। এটা হবে তাদের আমলের পরিমাণের বিভিন্ন পার্থক্যের কারণে। জনগণ বললো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই উঁচু শ্রেণীগুলি কি নাবীগণের (আ) জন্যই নির্ধারিত হবে? তিনি উত্তরে বললেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তারা হবে ঐসব লোক যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নবীগণকে (আ) সত্যবাদীরূপে স্বীকার করে।" (ফাতহুল বারী- ৬/৩৬৮, মুসলিম- ৪/২১১৭)

সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য দু'আ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَ اجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾ ﴾

"(অতঃপর ইবরাহীম দু'আ করলো,) হে আমার রব! তুমি আমাকে জ্ঞান দান করো এবং আমাকে নেককার মানুষদের সাথে মিলিয়ে রেখো– এবং পরবর্তীদের মাঝে তুমি আমার উত্তম স্মরণ অব্যাহত রেখো, আমাকে তুমি (তোমার) নিয়ামতে ভরা জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে শামিল করে নিয়ো।" (সূরা ২৬; আশ শু'আরা ৮৩-৮৫)

তবে কাফেরদের জন্য কোনো দু'আ কবুল হবে না, এমনকি সে মুমিন বান্দার মাতাপিতা হলেও। কেননা, কাফেরেরা ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন।

আবূ হোরায়রাহ (রা) হতে আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, কিয়ামাত দিবসে ইবরাহীমের (আ) সাথে তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাত হবে। তখন মুখমণ্ডলে কালিমা ও ধূলাবালি মাখানো অবস্থায় আযরকে দেখা যাবে। পিতাকে ঐ অবস্থায় দেখে ইবরাহীম (আ) বলবেন, আমি কি তোমাকে বলেছিলাম না যে, তুমি আমার নাফরমানী করো না? পিতা উত্তরে বলবে, আচ্ছা, আজ আর নাফরমানী করবো না। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট আরয করবেন, হে আমার রব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, এই দিন আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না। কিন্তু আজ এর চেয়ে বড় অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে যে, আমার পিতা আপনার রহমত হতে দূরে রয়েছে। উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তো কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর তিনি বলবেন, হে ইবরাহীম! দেখো তো, তোমার পায়ের নিচে কি? তখন তিনি দেখবেন যে, এক কুৎসিত বেজি মল-মূত্র মাখা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (ফাতহুল বারী- ৬/৪৪৫, নাসাঈ- ৬/৪২২) প্রকৃতপক্ষে ওটাই হবে তাঁর পিতা যাকে ঐরূপ আকৃতি দিয়ে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে।

৬. জান্নাতে যেভাবে নিয়ে যাওয়া হবে

প্রত্যেক নেক বান্দার চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত। যে বান্দা জান্নাতের যে অংশে বসবাস করবে সেখানে সম্মানজনকভাবে নিয়ে যাওয়া হবে।

(১) জান্নাতের দরজাগুলো এমনিতেই খুলে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۝٧٣ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝٧٤ ﴾

"(অপরদিকে) যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদের সবাইকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; এমনি করে যখন সেখানে তারা এসে

হাযির হবে (তখন দেখা যাবে) তার দরজাসমূহ (তাদের অভিবাদনের জন্যে আগেই) খুলে রাখা হয়েছে, (উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে) তার রক্ষী (ফেরেশতা)-রা তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, চিরন্তন জীবন কাটানোর জন্যে তোমরা এখানে দাখিল হয়ে যাও! তারা (সবাই কৃতজ্ঞ চিত্তে) বলবে, সব প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং আমাদের এ ভূমির অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন, এখন আমরা (এ) জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বসবাস করবো, (সৎ) কর্ম সম্পাদনকারীদের পুরস্কার কতোই না উত্তম!" (সূরা ৩৯; আয-যুমার ৭৩-৭৪)

(২) উটের উপর আরোহণ করিয়ে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে

এখানে ভাগ্যবান আল্লাহভীরু ও সৎ লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে উত্তম ও সুন্দর উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়ে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের বিভিন্ন দল থাকবে। প্রথমে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বিশিষ্ট লোকদের দল, তারপর পূণ্যবানদের দল, এরপর তাদের চেয়ে কম মর্যাদাপূর্ণ লোকদের দল এবং এরপর তাদের চেয়েও কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের দল থাকবে। নবীগণ থাকবেন নবীদের দলে, সিদ্দীকগণ থাকবেন তাঁদের সমপর্যায়ের লোকদের দলে, শহীদগণ থাকবেন শহীদদের দলে এবং আলেমগণ থাকবেন আলেমদের দলে। মোট কথা, প্রত্যেকেই তাঁর সমপর্যায়ের লোকের সাথে থাকবেন। যখন তাঁরা জান্নাতের নিকট পৌঁছে যাবেন এবং পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলবেন তখন সেখানে একটি পুলের উপর তাঁদেরকে দাঁড় করানো হবে এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে যুলুম ও উৎপীড়ন ছিলো তার প্রতিশোধ ও বদলা গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হবে। যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাক-সাফ হয়ে যাবেন তখন তাঁদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দান করা হবে।

(৩) প্রথমে যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন

জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে জান্নাতীরা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করবে, দেখা যাক, কাকে প্রথমে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়! অতঃপর তারা ইচ্ছা করবে আদম (আ)-এর, তারপর নূহ (আ)-এর, তারপর ইবরাহীম (আ)-এর, এরপর মূসা (আ)-এর, তারপর ঈসা (আ)-এর এবং এরপর তারা মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ইচ্ছা পোষণ করবে, যেমন হাশরের মাঠে সুপারিশের ক্ষেত্রে করেছিলো। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)

বলেছেন, "জান্নাতে আমিই হবো প্রথম সুপারিশকারী।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমিই হলাম এমন এক ব্যক্তি যে, সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করবো।"

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজা খুলতে চাইলে তথাকার দারোগা আমাকে জিজ্ঞেস করবে, "আপনি কে?" আমি উত্তরে বলবো, আমি হলাম মুহাম্মাদ! সে তখন বলবে, "আমার উপর এই নির্দেশই ছিলো যে, আপনার আগমনের পূর্বে আমি যেনো কারো জন্যে জান্নাতের দরজা না খুলি।"

(৪) চেহারা সুন্দর করে দেওয়া হবে

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল হবে। থুথু, প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি কিছুই সেখানে হবে না। তাদের পানাহারের পাত্রগুলো হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। তাদের অঙ্গার ধাণিকা হতে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হবে। তাদের গায়ের ঘাম হবে মিশ্‌ক আম্বর। তাদের প্রত্যেকের দু'জন স্ত্রী হবে, যাদের পদনালী এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হবে যে, ওর মজ্জা মাংসের পিছন হতে দেখা যাবে। কোনো দু'জন লোকের মধ্যে কোনো মতানৈক্য, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে না। তাদের অন্তরগুলো একটি অন্তরে পরিণত হয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।"

হাফিয আবূ ইয়া'লা (রা)-এর হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল হবে। তাদের পরবর্তী দলটির চেহারা হবে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল। তারপর তাতে প্রায় উপরে বর্ণিত হাদীস-এর বর্ণনার মতোই বর্ণনা রয়েছে এবং এও রয়েছে যে, তাদের দেহ হবে ষাট হাত লম্বা, যেমন আদম (আ)-এর দেহ ছিলো।

আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমার উম্মতের একটি দল, যাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।" একথা শুনে আক্কাশা মুহসিন (রা) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমার জন্যে দু'আ করুন যেনো আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (স) দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! তাকে তাদেরই

অন্তর্ভুক্ত করুন!" অতঃপর একজন আনসারী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমার জন্যে দু'আ করুন যেনো আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।" তখন তিনি তাঁকে বলেন, "আক্কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।" এই সত্তর হাজার লোকের বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা বহু কিতাবে বহু সনদে বহু সাহাবী (রা) হতে বর্ণিত আছে।

সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা এক-অপরকে ধরে থাকবে। তারা একই সাথে জান্নাতে পা রাখবে। তাদের চেহারা হবে চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের মতো (উজ্জ্বল)।" (বুখারী)

আবূ উমামা আল বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, "আমার সাথে আমার প্রতিপালকের ওয়াদা রয়েছে যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক জান্নাতে যাবে এবং প্রতি হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার হবে, তাদের না হিসাব হবে, না শাস্তি হবে। তারা ছাড়া আরো তিন লপ বা অঞ্জলি পূর্ণ লোক (জান্নাতে বিনা হিসেবে যাবে), যাদেরকে আল্লাহর নিজের হাতের অঞ্জলি ভরে জান্নাতে পৌছিয়ে দিবেন। (তাবরানী) যখন এই সৌভাগ্যবান বুযুর্গ ব্যক্তিরা জান্নাতের নিকট পৌছে যাবেন তখন তাঁদের জন্যে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে। সেখানে তাঁদের খুবই ইজ্জত ও সম্মান করা হবে। তথাকার রক্ষক ফেরেশতারা তাঁদেরকে সুসংবাদ প্রদান করবেন, তাঁদের প্রশংসা করবেন এবং সালাম জানাবে। ঐ সময় তাঁরা পূর্ণভাবে খুশি হয়ে যাবেন। তথায় তারা কল্পনাতীত আনন্দ, সুখ-শান্তি আরাম ও আয়েশ লাভ করবেন। তাঁদের সর্বপ্রকারের মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে যাবে।

(৫) প্রবেশের জন্য সবকটা দরজা জান্নাতীদেরকে ডাকাডাকি করবে

তাদেরকে জান্নাতের সবগুলো দরজা হতে ডাক দেওয়া হবে। জান্নাতের কয়েকটি দরজা রয়েছে। নামাযীকে 'বাবুস সালাত' হতে, দাতাকে 'বাবুস সাদাকাহ' হতে, মুজাহিদকে 'বাবুল জিহাদ' হতে এবং রোযাদারকে 'বাবুর রাইয়ান' নামক দরজা হতে ডাক দেওয়া হবে।" জান্নাতীগণ তাদের ইচ্ছামতো যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

(৬) সালাম ও শুভেচ্ছা জানানো হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾

(নেক বান্দাদের অভ্যর্থনা জানানোর) জন্য জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে। "(আর ফেরেশতারা তখন বলবে,) তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছো (এটা আজ তারই বিনিময়), আখিরাতের ঘরটি কতো চমৎকার!" (সূরা ১৩; রা'দ ২৪)

ফিরিশতারা এভাবে তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে, সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছো। (ফাতহুল কাদীর)

এটা আখিরাতের কতই না উত্তম পরিণাম। অর্থাৎ তারা তাদেরকে এ সুখবর দেবে যে, এখন তোমরা এমন জায়গায় এসেছো যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান। এখন তোমরা এখানে সব রকমের আপদ-বিপদ, কষ্ট, কাঠিন্য, কঠোর পরিশ্রম, শঙ্কা ও আতংকমুক্ত।

(৭) আর্থিক বিচারে যারা আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে

তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে (১২/২৬৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা হলেন **দরিদ্র মুহাজিরগণ**। যাদের দ্বারা সীমান্ত পাহারা দেওয়া হবে। খারাপ অবস্থায় তাদের সাহায্য নেওয়া হয়। তাদের অনেকেই এমনভাবে মারা যায় যে, তাদের মনের অনেক বাসনা অপূর্ণই রয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলবেন, তোমরা যাও এবং তাদেরকে সালাম-সম্ভাষণ জানাও। ফেরেশতাগণ বলবেন, আমরা আপনার আসমানের বাসিন্দা, আপনার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্যতম– তারপরও কি আপনি আমাদেরকে তাদের সম্মান জানানোর জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ বলবেন, তারা আমার এমন বান্দা ছিলো যারা কেবলমাত্র আমার ইবাদত করতো। আমার সাথে সামান্য শির্কও করেনি। তাদের দ্বারা সীমান্ত পাহারা দেওয়া হতো এবং বিপজ্জনক সময়ে তাদের সাহায্য নেওয়া হতো। তারা এমনভাবে মারা গেছে যে, তাদের মনের বাসনা মনেই রয়ে গেছে, যা তারা পূরণ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাদের কাছে বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে সাদর-সম্ভাষণ জানাবে। 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কতো ভালো এ পরিণাম।' (মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৬৮)

(৮) অভিবাদন জানানো হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أُولَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا ﴿٧٥﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ ﴾

"এরাই হচ্ছে সেসব লোক, কঠোর ধৈর্যের বিনিময় স্বরূপ সেদিন যাদের (সুরম্য) বালাখানা দেওয়া হবে, (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) তাদের অভিবাদন ও সালাম জানানো হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; কতো উৎকৃষ্ট সে জায়গা আশ্রয় নেওয়ার জন্যে, (কতো সুন্দর সে জায়গা) থাকার জন্যে!" (সূরা ২৫; ফুরকান ৭৫-৭৬)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ ﴾

"(সেদিন তাদের বলা হবে, হাঁ, আজ) তোমরা প্রশান্তির সাথে এতে দাখিল হয়ে যাও; এ হচ্ছে (তোমাদের) অনন্ত যাত্রার দিন। সেখানে তারা যা যা চাইবে তার সবই থাকবে, আমার কাছে তাদের জন্যে আরো থাকবে (অপ্রত্যাশিত পুরস্কার)।" (সূরা ৫০; ক্বাফ ৩৪-৩৫)

৭. জাহান্নামে যেভাবে ঢোকানো হবে

করুণ ও বিভীষিকাময় অবস্থায় যে সুরতে পাপী বান্দাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে সে সম্পর্কে কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(১) শিকল দিয়ে বাধা হবে

﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ ﴾

"(এ সময় জাহান্নামের প্রহরীদের প্রতি আদেশ আসবে, যাও) তোমরা এ (পাপিষ্ঠ)-কে পাকড়াও করো, এরপর তার গলায় শিকল পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামের (জ্বলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাও। তারপর তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো; যা সত্তর গজ (লম্বা)।" (সূরা ৬৯; হা-ক্কাহ ৩০-৩২)

ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে, এই অপরাধীকে ধরো এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকল দিয়ে বেঁধে দাও। এ শিকল সংক্রান্ত এক বর্ণনা হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি এ শিকলের একটি গ্রন্থি আসমান থেকে দুনিয়াতে পাঠানো হয় তবে (অতি ভারী হওয়ার কারণে) রাতের আগেই তা যমীনে এসে পড়বে। যদিও আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ। আর সেটা যদি শিকলের মাথার অংশ হয় (অর্থাৎ আরো বড় ও ভারী হয়) তারপর যদি তা জাহান্নামে ফেলা হয় তবে সেটা তার নিম্নভাগে পৌছাতে চল্লিশ বছর লাগবে।" (তিরমিযী: ২৫৮৮, মুসনাদে আহমাদ- ২/১৯৭)

(২) বেইজ্জতি ও অপমানিত করে নিয়ে যাওয়া হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴾

"নিঃসন্দেহে যারা অহংকারের কারণে আমার ইবাদত থেকে না-ফরমানী করে, অচিরেই তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা ৪০; মুমিন ৬০)

নবী (স) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন অহংকারী লোকদেরকে পিঁপড়ার আকারে একত্রিত করা হবে। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাদের উপর থাকবে। তাদেরকে বুলাস নামক জাহান্নামের একটি জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে। প্রজ্জ্বলিত আগুন তাদের মাথার উপর থাকবে। তাদেরকে অন্য জাহান্নামীদের রক্ত, পূঁজ ও প্রস্রাব-পায়খানা খেতে দেওয়া হবে।" (আহমাদ, ইবনে কাসীর- ১৪/৪৩৩)

(৩) জাহান্নামে ঢোকার আগেই তারা পিপাসার্ত থাকবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ ﴾

"আর না-ফরমানদের জাহান্নামের দিকে পিপাসার্ত (উটের ন্যায়) তাড়িয়ে নিয়ে যাবো। (সেদিন) কোনো মানুষই (আল্লাহ তাআলার দরবারে) সুপারিশ পেশ করার ক্ষমতা রাখবে না, তবে যদি কেউ দয়াময় আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে (কোনো) প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে থাকে (তবে তা ভিন্ন কথা)।" (সূরা ১৯; মারইয়াম ৮৬-৮৭)

এদেরকে শিকলে বেঁধে উল্টোমুখে জন্তুর মতো ধাক্কিয়ে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। এদের জন্য সুপারিশ করার মতো কেউ থাকবে না। অথচ মুমিনেরা একে অপরের জন্য সুপারিশ করবে; কিন্তু দুষ্ট পাপিষ্ঠ এসব হতভাগারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে। ২৬ নং সূরা শু'আরায় আছে যে, অপরাধীরা আক্ষেপ করে নিজেরাই বলবে, "আজ আমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী নেই, কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই।" (আয়াত: ১০০-১০১, ইবনে কাসীর- ১৪/২০৬-২০৭)

(৪) ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যাওয়া হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾ ﴾

"সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; (তাদের বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই (ভয়াবহ) আগুন, (দুনিয়ার জীবনে) যাকে তোমরা অস্বীকার করতে!" (সূরা ৫২; তূর ১৩-১৪)

(৫) টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾

"যেদিন ওদের গলায় (আযাবের) বেড়ি ও শিকল থাকবে, (সেদিন) তাদের টেনে-হেঁচড়ে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে (তাদের নিক্ষেপ করা হবে), অতঃপর তাদের আগুনে পোড়ানো হবে।" (সূরা ৪০; মুমিন ৭১-৭২)

জাহান্নামীরা যখন তীব্র পিপাসায় কাতর হয়ে পানি চাইবে তখন দোযখের কর্মচারীরা তাদেরকে শিকলে বেঁধে টেনে হেঁচড়ে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে, যা থেকে টগবগে গরম পানি বেরিয়ে আসছে। অতঃপর তাদের সেখানে পানি পান করা শেষ হলে আবার তারা পাপীদেরকে টেনে-হেঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে। প্রথমটি হলো 'হামীম' এবং শেষটি হলো 'জাহীম'। (কুরআনুল কারীমের বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর মদীনা- ২/২৩২৫)

(৬) মাথার চুল ধরে টানা এবং পা ধরে হেচঁড়ানো হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَ الْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾ ﴾

"অপরাধীরা তাদের চেহারা দিয়ে সেদিন এমনি চিহ্নিত হয়ে যাবে, (অপরাধের নথি অনুযায়ী) তাদের কপালের চুল ও পা ধরে ধরে (হেঁচড়ে) নেওয়া হবে; অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে! (সেদিন বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধী ব্যক্তিরা মিথ্যা বলতো, (সেদিন) তারা তার ফুটন্ত পানি ও জাহান্নামের মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকবে।" (সূরা ৫৫; রাহমান ৪১-৪৪)

কারও চুলের আগা ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা একসময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। অথবা চুলের আগা ও পা এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে। (কুরতুবী)

চেহারা দেখেই অপরাধীদের সহজে চেনা যাবে। তাদের মুখ হবে কালো, মলিন এবং চোখ হবে নীল বর্ণ বিশিষ্ট। বিপরীতে মুমিন বান্দাদের চেহারা হবে সুন্দর। তাদের ওযূর অঙ্গগুলো চাঁদের মতো চমকাতে থাকবে। বিপরীতে পাপীদেরকে পা ও মাথার ঝুটি ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের গর্দান ও পা একসাথে করে বেধে ফেলা হবে, কোমড় ভেঙ্গে দেওয়া হবে এবং পা ও কপাল একসাথে মিলিয়ে বেধে রাখা হবে। তাদের অবস্থা এমন হবে যে, কখনো তাদের শাস্তি হবে আগুনে আবার কখনো গরম পানি পান করানো হবে যা গলিত তামার মতো শুধু আগুন। আর এতে তাদের নাড়িভূড়ি ফেটে যাবে। পাপিষ্ঠ্যকে তার মাথার ঝুটি ধরে গরম পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। ফলে শরীরের সমস্ত গোশত খসে যাবে ও হাড় পৃথক হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর- ১৭/২২৪-২২৬)

(৭) ঢোকার আগেই তাদের পূর্বে যারা প্রবেশ করেছে তাদের গর্জন ও চিৎকার শুনতে পাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا ﴿١٢﴾ وَ اِذَاۤ اُلْقُوْا مِنْهَا

مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾ قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٥﴾

"তারা যখন দূর থেকে তাদের (জাহান্নামীদের) দেখবে, তখন (স্পষ্টতঃ) তার গর্জন ও চিৎকার তারা শুনতে পাবে। অতঃপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যখন তাদেরকে জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে ফেলে দেওয়া হবে, তখন সেখানে তারা শুধু (মৃত্যুর) ধ্বংসকেই ডাকতে থাকবে; (তখন তাদের বলা হবে) আজ তোমরা ধ্বংস হওয়াকে একবারই শুধু ডেকো না, বরং ডাকো বহুবার– (কিন্তু কোনো ডাকই আজ কাজে আসবে না)। (হে নবী,) তুমি বলো, (জাহান্নামের) এ (আযাব) শ্রেয়– না সেই স্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা মুত্তাকীদের এ (জান্নাতই) হচ্ছে তাদের যথাযথ পুরস্কার ও (প্রত্যাবর্তনের স্থান!) (সূরা ২৫; ফুরকান ১২-১৫)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন,

﴿ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ﴾

"এর মধ্যে যখন তাদের ছুঁড়ে ফেলা হবে তখন (নিক্ষিপ্ত হবার আগেই) তারা শুনতে পাবে, তা ক্ষিপ্ত হয়ে বিকট গর্জন করছে।" (সূরা ৬৭; মুলক ৭)

জাহান্নামের দিকে যাওয়ার পথে এসব লোক দূরে থেকেই তার ক্রোধ ও প্রচণ্ড উত্তেজনার শব্দ শুনতে পাবে। (সূরা ২৫; ফুরকান ১২)

আবার এও হতে পারে যে, জাহান্নাম থেকে এ শব্দ আসতে থাকবে, ইতিমধ্যেই যেসব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকবে।

(৮) প্রবেশের আগে দুঃসংবাদ দেওয়া হবে

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴾

"সুতরাং (এখন) তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে (ভেতরে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, কতো নিকৃষ্ট অহংকারীদের এ আবাসস্থল!" (সূরা ৪০; মুমিন ৭৬)

(৯) জাহান্নাম নিচ থেকে উপরে সাতটি স্তরে বিন্যস্ত আছে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ۗ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ﴿٤٤﴾ ﴾

"অবশ্যই জাহান্নাম হবে (ইবলিশের অনুসারীদের) প্রতিশ্রুত স্থান। তাতে থাকবে (একটির নিচে আরেকটি এরূপ) সাতটি দরজা; এগুলোর প্রতিটি দরজার জন্যে (নির্দিষ্ট) থাকবে এক একটি নির্দিষ্ট অংশ।" (সূরা ১৫; হিজ্‌র ৪৩-৪৪)

এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে, এগুলো অপরাধ অনুসারে শাস্তি দেওয়ার জন্য একই জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জাহান্নামের দরজা সাতটি, সেগুলো একটির উপর আরেকটি। প্রথমটি পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয়টি তারপর তৃতীয়টি, এভাবে সবগুলো পূর্ণ হবে। ইকরিমা বলেন, জাহান্নামের সাত দরজার অর্থ, সাত তলা। ইবনে জুরাইজ বললেন, প্রথমটি জাহান্নাম, দ্বিতীয়টি লাযা, তৃতীয়টি হুতামা, চতুর্থটি সা'য়ীর, পঞ্চমটি সাকার, ষষ্ঠটি জাহীম আর সপ্তমটি হা-ওয়ীয়াহ। (ইবনে কাসীর, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ, বাদশাহ ফাহাদ- কু: মু: ক:)

বিভিন্ন ধরনের গোনাহের পথ পাড়ি দিয়ে মানুষ নিজের জন্য জাহান্নামের পথের দরজা খুলে নেয়। যেমন কেউ নাস্তিক্যবাদের পথ পাড়ি দিয়ে জাহান্নামের দিকে যায়। কেউ যায় শির্কের পথ পাড়ি দিয়ে, কেউ মুনাফিকীর পথ ধরে, কেউ প্রবৃত্তি পূজা, কেউ অশ্লীলতা ও ফাসেকী, কেউ যুলুম, নিপীড়ন, আবার কেউ ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার ও কুফরীর প্রতিষ্ঠা এবং কেউ নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের প্রচারের পথ ধরে জাহান্নামের দিকে যায়। আবার জাহান্নামেও তাদের শাস্তির পর্যায় হবে ভিন্ন ভিন্ন। হাদীসে এসেছে, "তাদের কাউকে কাউকে আগুন পায়ের দু' গোড়ালী পর্যন্ত আক্রমণ করবে। আবার কারো কারো হবে কোমর পর্যন্ত। আর কারো কারো গর্দান পর্যন্ত পাকড়াও করবে।" (মুসলিম: ২৮৪৫)

এভাবে গোনাহের মাত্রা অনুযায়ী দোযখ বণ্টন হবে। তবে কাউকে এ ব্যাপারে পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া হবে না। (ইবনে কাসীর- ১২/৩৯১)

(১০) জাহান্নামের কাছে আসা মাত্র এর দরজারগুলো খুলে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَـٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ ﴾

"যেসব লোক কুফরী করেছে তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে; এমনিভাবে (তাড়া খেতে খেতে) যখন তারা জাহান্নামের (দোরগোড়ায়) পৌঁছাবে, তখন (সাথে সাথেই)-এর দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষী (ফেরেশতা)-রা ওদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রাসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের (কিতাবের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতো এবং তোমাদের এমনি একটি দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতো? ওরা বলবে (হ্যাঁ), অবশ্যই এসেছিলো, কিন্তু কাফিরদের ওপর (আল্লাহ তাআলার) আযাব (সম্পর্কিত) ওয়াদাই (আজ) বাস্তবায়িত হয়ে গেলো। ওদের তখন বলা হবে, যাও, প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে, (তোমরা) সেখানেই চিরদিন থাকবে, ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীদের জন্যে কতো নিকৃষ্ট হবে এ ঠিকানা!" (সূরা ৩৯; আয-যুমার ৭১-৭২)

তাদেরকে বলা হবে, এখন তোমরা জাহান্নামে চলে যাও। সেখানে স্থায়ীভাবে জ্বলতে পুড়তে থাকো। এখান থেকে না তোমরা কখনো ছুটতে পারবে, না তোমাদের মৃত্যু হবে। (ইবনে কাসীর- ১৬/ ৩৬৫)

তাদের অবস্থা হবে এমন যে, তারা সেখানে বোবা, বধির ও অন্ধ হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুখের উপর ভর দিয়ে চলবে। আল্লাহ বলেন, আর কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে।" (সূরা ১৭; ইসরা ৯৭)

(১১) আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

"সুতরাং, (আজ) জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে তোমরা (আগুনে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে, (এখন তোমরা বুঝ) অহংকারীদের আবাসস্থল কতো নিকৃষ্ট!" (সূরা ১৬; নাহল ২৯)

(১২) এরা বুঝে ফেলবে যে, জাহান্নামে ঢোকা থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾

"পাপিষ্ঠ লোকেরা যখন (জাহান্নামের) আগুন দেখতে পাবে তখন তারা বুঝে যাবে, তারা (এক্ষুণি) সেখানে গিয়ে পতিত হচ্ছে, (আর সেখানে পতিত হলে) ওরা তা থেকে পরিত্রাণের পথ পাবে না।" (সূরা ১৮; কাহফ ৫৩)

হাশরের দিন জাহান্নাম দেখার পর তারা স্পষ্ট বুঝতে ও বিশ্বাস করবে যে, তাদের জাহান্নামে পতিত হতেই হচ্ছে। তাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "(হে নবী), যদি তুমি (সে দৃশ্য) দেখতে! যখন অপরাধীরা নিজেদের রবের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে (বলতে) থাকবে, হে আমাদের মালিক, আমরা (তো আজ সবকিছুই) দেখলাম এবং (তোমার সিদ্ধান্তের কথাও) শুনলাম, অতঃপর তুমি আমাদের আরেকবার (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, নিশ্চয়ই আমরা (এখন) পূর্ণ বিশ্বাসী।" (সূরা ৩২; হা-মীম সাজদাহ ১২)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিনের সময় কাফেরের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছর নির্ধারণ করা হবে। আর কাফের চল্লিশ বছরের রাস্তা থেকে জাহান্নাম দেখে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, সে তাতে পতিত হচ্ছে।" (মুসনাদে আহমাদ- ৩/৭৫)

(১৩) জাহান্নামীদের জন্য কোনো অভিবাদন নেই; থাকবে ধিক্কার

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۗ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۭ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴾

"(একদল অনুসারী অপরাধীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই (হচ্ছো) অভিশপ্ত, (আজ এখানে) তোমাদের জন্যে কোনো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আমাদেরকে এ (মহা) বিপদের সম্মুখীন করেছো, কতো নিকৃষ্ট (তাদের) এ আবাসস্থল!" (সূরা ৩৮; সোয়াদ ৬০)

জাহান্নামগামী পাপী বান্দারা পরস্পর একদল অন্য দলের উপর দোষ চাপাবে। যে দলটি প্রথমে জাহান্নামে চলে গেছে ঐ দলটি দ্বিতীয় দলকে জাহান্নামের দারোগার সাথে আসতে দেখে দারোগাকে বলবে, "তোমাদের সাথে যে দলটি রয়েছে তাদের জন্য কোনো অভিনন্দন নেই; তারা তো জাহান্নামে জ্বলবে।" তখন আগমনকারীরা বলবে, তোমাদের জন্যও কোনো অভিনন্দন নেই। কেননা, তোমরাই তো আমাদেরকে পাপের কাজে আহ্বান করতে। যার ফলশ্রুতিতে আজ আমাদের এই করুণ পরিণতি। (ইবনে কাসীর- ১৬/২৮৭-২৮৮)

(১৪) উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۝ وَ جُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۝ ﴾

"অতঃপর এদেরকে জাহান্নামে নিম্নমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে। (নিক্ষেপ করা হবে) ইবলীসের সমুদয় বাহিনীকেও।" (সূরা ২৬; আশ শুআরা ৯৪-৯৫)

এ আয়াতের মধ্যে দু'টি অর্থ নিহিত। (এক) একজনের উপর অন্য একজনকে ধাক্কা দিয়ে নিচের দিকে মুখ করে ফেলে দেওয়া হবে। (দুই) তারা জাহান্নামের গর্তের তলদেশ পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকবে। (দেখুন-কুরতুবী)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴾

"(অপরদিকে) যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদেরকে (সেদিন) উল্টো মুখী করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, (তাদেরকে বলা হবে, দুনিয়ায়); তোমরা যে (পাপ) করতে তার বিনিময় তোমাদের জন্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে?" (সূরা ২৭; নামল ৯০) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ﴾

"যেদিন তাদেরকে উপুড় করে (জাহান্নামের) আগুনের দিকে টেনে নেওয়া হবে (তখন তাদের বলা হবে); এবার তোমরা জাহান্নামের (আযাবের) স্বাদ উপভোগ করো।" সূরা ৫৪; কামার ৪৮) অর্থাৎ পা উপরে ও মাথা নিচে দিয়ে পাপীবান্দাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

(১৫) জাহান্নাম তখন প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়বে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝٨ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝٩ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝١٠ ﴾

"(মনে হবে জাহান্নাম) যেনো (পাপীদের প্রতি) প্রচণ্ড ক্রোধের কারণে ফেটে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; যখনই একদল (নতুন পাপী)-কে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, (এ জায়গার কথা বলার জন্যে) তোমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী কি আসেনি? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কাছে (আল্লাহর) সাবধানকারী (নবী রাসূল) এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকারই করেছি, আমরা তাদের বলেছি, (এ দিন সংক্রান্ত) কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলা নাযিল করেননি; বরং তোমরা নিজেরাই চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছো। তারা বলবে, কতো ভালো হতো (যদি সেদিন) আমরা (নবী রাসূলদের কথা) শুনতাম এবং (তা) অনুধাবন করতাম, (তাহলে আজ) আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে গণ্য হতাম না।" (সূরা ৬৭; আল মুলক ৮-১০)

(১৬) জাহান্নাম হলো এক ভয়ানক ফাঁদ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾

"নিশ্চয়ই জাহান্নাম হচ্ছে ফাঁদ।" (সূরা ৭৮ নাবা ২১)

জাহান্নাম এমন একটি কঠিন ফাঁদ যেখানে এতোটুকু পরিমাণ ঠাণ্ডা কিছু পান করতে দেওয়া হবে না, যার ফলে তাদের কলিজাটা ঠাণ্ডা হতে পারে। বরং দেওয়া হবে ফুটন্ত গরম পানি ও পূঁজ, যার গরমের কোনো সীমা নেই। কুরআনে এগুলোকে বলা হয়েছে হামীম।

৮. জান্নাতে আরাম-আয়েশের জীবনের সার-সংক্ষেপ

(১) জান্নাত হবে সম্মানজনক স্থান

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴾

“যদি তোমরা সে সমস্ত বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের (ছোটো-খাটো) গুনাহ আমি (এমনিই) তোমাদের (হিসাব) থেকে মুছে দেবো এবং অত্যন্ত সম্মানজনক স্থানে আমি তোমাদের প্রবেশ করাবো।” (সূরা ৪; নিসা ৩১)

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এমন প্রত্যেক গোনাহ্ যার পরিণতিতে কুরআন ও হাদীসে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে অথবা আল্লাহর গযবের কথা এসেছে, অথবা লা‘নতের কথা অথবা আযাবের কথা এসেছে, তাই হলো কবীরা গোনাহ। কবীরা গোনাহর সংখ্যা অনেক। কেউ কেউ তার সংখ্যা সাতশ’ পর্যন্ত বলে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী, ইবনে আবী হাতেম)

(২) আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের ভাণ্ডার

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾

“অতঃপর যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনলো এবং তা শক্ত করে আঁকড়ে থাকলো, তিনি তাদেরকে তাঁর অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন এবং তিনি তাদেরকে তার দিকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।” (সূরা ৪; নিসা ১৭৫)

(৩) নিরাপদ আশ্রয়স্থল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾

“(তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলবেন,) তোমরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের আর কোনো ভয় নেই, আর না তোমরা কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবে।” (সূরা ৭; আ'রাফ ৪৯) অর্থাৎ তোমরা এখানে পূর্ণ নিরাপদ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴾

“(তাদের বলা হবে,) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সেখানে প্রবেশ করো।” (সূরা ১৫; হিজর ৪৬)

তোমরা এখন সমস্ত বিপদাপদ থেকে বেঁচে গেছো। তোমরা সর্বপ্রকারের ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছো। এখানে না আছে নিয়ামত নষ্ট হওয়ার কোনো ভয়, আর না আছে এখান থেকে বহিস্কৃত হওয়ার আশঙ্কা এবং না আছে কোনো কিছু কমে যাওয়ার বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। (ইবনে কাসীর- ১২/৩৯২)

(৪) চির সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকার সুসংবাদ প্রদান

হাদীসে আছে, জান্নাতীদের বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না; চিরকাল জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না; অনাদিকাল যুবকই থেকে যাবে, কোনো দিনই বৃদ্ধ হবে না, চিরকাল জান্নাতেই বসবাস করবে, কোনো দিন কখনো এখান থেকে বের হতে হবে না। (মুসলিম- ৪/২১৮২)

সেখানে তারা স্থায়ী হবে; সেখান থেকে স্থানান্তরিত হতে কামনা করবে না। (সূরা ১৮; কাহফ ১০৮)

সময় সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিয়মিত ব্যায়াম, শরীরচর্চা, সকাল বেলার দৌড়াদৌড়ি কিছুই সেখানে দরকার হবে না। আল্লাহর রহমতে এমনিতেই পূর্ণ সুস্থ থাকবে অনাদিকাল পর্যন্ত। যার কোনো শেষ নেই।

(৫) জান্নাত হবে নিয়ামতের ভাণ্ডার

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ ﴾

“নিঃসন্দেহে নেক বান্দারা (সেদিন আল্লাহর) অসীম নিয়ামতে (পরমানন্দে) থাকবে, আর অবশ্যই পাপী-তাপীরা থাকবে জাহান্নামে।” (সূরা ৮২; ইনফিতার ১৩-১৪)

অন্যত্র এসেছে, “(হ্যাঁ), নেককার লোকদের আমলনামা রক্ষিত আছে ইল্লিয়্যীনে; তুমি কি জানতে এ ‘ইল্লিয়্যীন’ (-এ রক্ষিত আমলনামা) কি? (এটা হচ্ছে) একটি সীল করা বই, (আল্লাহ তাআলার) নিকটতম ফেরেশতারাই তা তদারকি করেন; নিঃসন্দেহে নেককার লোকেরা মহা নিয়ামতে থাকবে, এরা সুসজ্জিত আসনে বসে (সব) অবলোকন করবে, এদের চেহারায় নিয়ামতের (তৃপ্তি ও) সজীবতা দেখে তুমি (সহজেই) চিনতে পারবে; ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে এদের সেদিন বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে, (পাত্রজাত করার সময়ই)

কস্তুরীর সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ (করে দেওয়া হয়েছে); এতে (বিজয়ী হবার জন্যে) প্রতিটি প্রতিযোগীই প্রতিযোগিতা করুক; (তাতে) তাসনীমের (ফল্গুধারার) মিশ্রণ থাকবে, (তাসনীম) এমন এক ঝর্ণাধারা, (আল্লাহ তাআলার) নৈকট্য লাভকারীরাই সেদিন ঐ (পানীয়) থেকে পান করবে।" (সূরা ৮৩; মুতাফফিফীন ১৮-২৮)

আর আল্লাহর নেয়ামত এতো বেশি, এতো প্রকার ও এতো ধরনের যা কেউ গুণে শেষ করতে পারবে না।

(৬) জান্নাতের দরজাগুলো থাকবে সদা উন্মুক্ত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ ﴾

"(সে উত্তম আবাস হচ্ছে) চিরস্থায়ী এক জান্নাত, যার দরজা (সর্বদা) তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। সেখানে তারা আসীন থাকবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলমূল ও পানীয় সরবরাহের আদেশ দেবে। তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীরা। (হে ঈমানদাররা), এ হচ্ছে সেসব (নিয়ামত)– বিচার দিনের জন্যে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।" (সূরা ৩৮; ছোয়াদ ৫০-৫৩)

জান্নাতের দরজা খোলার জন্য তাদের কোনো প্রচেষ্টা চালাবার দরকার হবে না এবং শুধুমাত্র তাদের মনে ইচ্ছা জাগার সাথে সাথেই তা খুলে যাবে। তাছাড়া জান্নাতের ব্যবস্থাপনায় যেসব ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত থাকবে তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে দেখামাত্র তাদের জন্য দরজা খুলে দেবে। (ইবন কাসীর, সা'দী, ফাতহুল কাদীর)

তার দরজা সেখানে পৌছার আগে থেকেই খোলা থাকবে। তখন জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে, "সালামুন আলাইকুম, শুভ আগমন চিরকালের জন্য এর মধ্যে প্রবেশ করুন।" (সূরা ৩৯; যুমার ৭৩)

জান্নাতের মধ্যে আফন নামক একটি প্রাসাদ রয়েছে; যার আশেপাশে মিনার রয়েছে। এর পাঁচ হাজার দরজা রয়েছে এবং প্রত্যেক দরজার উপর পাঁচ হাজার রয়েছে। সেখানে শুধু নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও ন্যায়পরায়ণ শাসকবর্গ অবস্থান করবেন। (ইবনে আবি হাতিম, ইবনে কাসীর- ১৬/২৮৪)

৯. জাহান্নামের লাঞ্ছনা, কষ্ট ও যাতনার বিবরণ

পৃথিবীর সকল মানুষের একমাত্র চাওয়া হলো, একটুখানি শান্তি, একটুখানি স্বস্তি। কিন্তু অপরাধী ও পাপিষ্ঠরা জাহান্নামে এসবের নাম গন্ধও পাবে না। এক ভয়ঙ্কর ও হরেক রকমের আযাব, কষ্ট ও বিপদ তাদেরকে গ্রাস করে রাখবে। সামান্যতম সময়ও একটুখানি বিরাম পাবে না। এদের মধ্যে রয়েছে কাফের, মুশরিক, মুনাফিক এবং গোনাহ্গার মুসলমান। যে ধরনের বিপদ তাদেরকে গ্রাস করবে তা হলো–

(১) তারা সেখানে অন্ধ বোবা ও বধির হয়ে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴾

"যে ব্যক্তি (জেনে বুঝে) এখানে (সত্য থেকে) অন্ধ হয়ে থেকেছে, পরকালেও সে (আল্লাহর নিয়ামত থেকে) অন্ধ থেকে যাবে এবং সে হবে অধিক পরিমাণে পথহারা!" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৭২)

এখানে অন্ধ বলে বাহ্যিক অন্ধদের বুঝানো হয়নি। বরং যাদের অন্তর হক্ক বুঝা থেকে দূরে, আল্লাহর কুদরত ও নিদর্শনাবলি দেখেও দেখে না, হক্ক মানতে চায় না– এমন লোকদেরকে এখানে অন্ধ বলা হয়েছে।

হক প্রত্যাখ্যানকারী এসব লোকেরা আখিরাতে অন্ধ থাকবে। আখিরাতে তাদের অন্ধত্বের ধরন সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে। (এক) তারা বাস্তবিকই শারীরিকভাবে অন্ধ হিসেবে হাশরের মাঠে উঠবে। (দুই) তারা কিয়ামতের দিন তাদের দুনিয়ার জীবনে যে সমস্ত দলীল-প্রমাণাদি ব্যবহার করে হক্ক পথ থেকে দূরে থাকে, সেসব থেকে তাদেরকে অন্ধ করে উঠানো হবে। (ইবনে কাসীর)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴾

"যাকে আল্লাহ তাআলা হেদায়াত দান করেন সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর যাকে তিনি গোমরাহ্ করেন তাদের (হেদায়াত দানের) জন্যে (হে নবী,) তুমি

তাঁকে ছাড়া আর অন্য কাউকেই সাহায্যকারী পাবে না; সব (গোমরাহ) লোকদের আমি কিয়ামতের দিন মুখের ওপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করবো, এরা তখন হবে অন্ধ, বোবা ও বধির; এদের সবার ঠিকানা হবে জাহান্নাম; যতোবার (এ আগুন) স্তিমিত হয়ে আসবে ততোবার আমি তাদের জন্যে (প্রজ্জ্বলিত করে উত্তাপ) আরো বাড়িয়ে দেবো।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৯৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴿١٢٦﴾ ﴾

"(হ্যাঁ,) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে থাকবে তার জীবন সংকুচিত হয়ে যাবে, (সর্বোপরি) তাকে আমি কিয়ামতের দিন অন্ধ বানিয়ে হাশরে উঠাবো। সে তখন বলবে, হে আমার রব, তুমি (আজ) আমাকে কেনো অন্ধ বানিয়ে উঠালে? (অথচ দুনিয়াতে তো) আমি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ছিলাম! আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলবেন, (দুনিয়াতে) আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিলো, অতঃপর তুমি তা চর্চা করনি বরং তা ভুলে গিয়েছিলে, এ কারণে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হলো।" (সূরা ২০; ত্বা-হা ১২৪-১২৬)

কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন, কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় হাশর করার কয়েকটি অর্থ হতে পারে– (এক) বাস্তবিকই সে অন্ধ হয়ে উঠবে। (দুই) সে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। (তিন) সে তার পক্ষে পেশ করার মতো কোনো যুক্তি দেখানো থেকে অন্ধ হয়ে যাবে। কোনো প্রকার প্রমাণাদি পেশ করা থেকে অন্ধ হয়ে থাকবে। (দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর)

(২) মুখের উপর ভর দিয়ে তারা জাহান্নামে জড়ো হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾

"এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদেরকে (কিয়ামতের দিন) মুখের ওপর ভর দিয়ে জাহান্নামের সামনে জড়ো করা হবে, ওদের সে স্থানটি হবে অতি নিকৃষ্ট, আর ওরা নিজেরাও হবে অতিশয় পথভ্রষ্ট।" (সূরা ২৫; ফুরকান ৩৪)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! মুখের উপর ভর দিয়ে একজন কাফের (কিভাবে চলবে?) কিভাবে একত্রে জড়ো হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "যে আল্লাহ পায়ের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম সে আল্লাহ মুখের উপর ভর দিয়েও চালাতে সক্ষম।" (আহমাদ- ৩/২২৯)

(৩) মাথার উপর গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾ ﴾

"তাদের মাথার ওপর সেদিন প্রচণ্ড পরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে, তার ফলে যা কিছু তাদের পেটের ভেতর আছে তা সব এবং চামড়াগুলো গলে যাবে;" (সূরা ২২; হাজ্জ ১৯-২০) এরপর তার দেহ আবার পুনর্গঠিত হবে।

ফেরেশতা গরম পানির বালতি ও কড়া দুটি ধরে আনবেন এবং জাহান্নামীদের মুখে ঢেলে দিতে চাইবেন। তখন সেই জাহান্নামী বান্দা হতবুদ্ধি হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ফেরেশতা তখন তার মাথার উপর লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করবেন। ফলে তার মাথা ফেটে যাবে এবং মগজ বেরিয়ে আসবে। এরপর তার মগজ আবার লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখান দিয়ে ফেরেশতা ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দেবেন। আর সে পানি সরাসরি তার পেটের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করবে। (দুর্‌রুল মানসূর ৬/২১)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ঐ হাতুড়ির আঘাত লাগা মাত্রই জাহান্নামীদের দেহের একটি অঙ্গ খসে পড়বে এবং সে তখন হায়! হায়! বলে চিৎকার করবে। (তবারী- ১৮/৫৯৩)

(৪) ফুটন্ত পানিতে বান্দা ঘুরপাক খেতে থাকবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾ ﴾

“জাহান্নামের মধ্যে বার বার পিপাসার্ত হয়ে দৌড়িয়ে পানির কাছে যাবে। কিন্তু গিয়ে দেখবে সেখানে টগবগে গরম পানি, যা পান করলে পিপাসা মিটবে না।” (সূরা ৫৫; আর-রাহমান ৪৩-৪৪)

(৫) জাহান্নামের লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ۖۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِیْنَ ﴾

“আর (কুরআনের সূরার মতো একটি সূরা তৈরি) তোমরা যদি করতে না পারো এবং (তাহলে জেনে রাখ) তোমরা তা (ভবিষ্যতেও) কখনো করতে পারবে না, অতএব, তোমরা (জাহান্নামের) সেই কঠিন আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। এটা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্যে যারা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে।” (সূরা ২; বাকারা ২৪)

একবার রাসূলুল্লাহ (স) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ঐ সময় তাঁর খিদমতে কয়েকজন সাহাবী হাজির ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোক জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! জাহান্নামের পাথরকি দুনিয়ার পাথরের মতো? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, জাহান্নামের একটি পাথর দুনিয়ার সমস্ত পাথর হতে বড়।” একথা শুনে বৃদ্ধ লোকটি হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ (স) লোকটির বুকে হাত দিয়ে দেখলেন যে লোকটি বেঁচে আছেন। তখন তাকে ডাক দিয়ে বললেন, “হে বৃদ্ধ! আপনি বলুন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। বৃদ্ধ লোকটি তা বললো। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) লোকটিকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। সাহাবীগণ তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্য থেকে শুধু কি তাকেই এ সুসংবাদ দিলেন? উত্তরে তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন,

﴿ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِیْ وَخَافَ وَعِیْدِ ﴾

“এ (সুসংবাদ) এমন প্রত্যেকের জন্য যে ব্যক্তি আমার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং (আমার) শাস্তিকেও ভয় করে।” (সূরা ১৪; ইবরাহীম ১৪)

এমন সকলের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। (ইবনে কাসীর- ১৭/৫৭০-৫৭১)

(৬) দুনিয়ার আগুনের চেয়ে তা হবে সত্তর গুণ তীব্র

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾

"(তাবুক যুদ্ধে না যাওয়া কয়েকজন লোক পরস্পর একে-অপরকে) বলেছিলো, (এ ভীষণ) গরমে তোমরা (জিহাদে) যেও না; (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলে দাও, জাহান্নামের আগুনতো এর চাইতেও বেশি গরম; (কতো ভালো হতো) তারা যদি তা বুঝতে পারতো!" (সূরা ৯; তাওবা ৮১)

তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিলো, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিলো। এ জন্য কিছু লোক জিহাদে যায়নি। আর জাহান্নামের উত্তাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ।" বলা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! এতোটুকুই তো যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ আগুনের চেয়েও সেটা উনসত্তর গুণ বেশি, প্রতিটির উত্তাপই এর মতো।" (বুখারী: ৩২৬৫; মুসলিম: ২৮৪৩)

অন্য আরেক হাদীসে আছে, 'সবচেয়ে হাল্কা আযাব কিয়ামতের দিন যার হবে, তার আগুনের দু'টি জুতা ও ফিতা থাকবে, এর উত্তাপে তার মগজ এমনভাবে টগবগ করতে থাকবে যেমন পাতিল চুলার তাপে টগবগ করে। সে মনে করবে তার চেয়ে ভয়ানক আযাব বোধ হয় আর কাউকে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ এটা হলো সবচেয়ে হাল্কা আযাবপ্রাপ্ত।" (বুখারী: ৬৫৬২; মুসলিম: ২১৩)

(৭) জাহান্নামীরা কান্নাকাটি করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

"অতএব (এ দুনিয়ায়) তারা যেনো কম হাসে, (অন্যথায় কিয়ামতের দিন) তাদেরকে বেশি কাঁদতে হবে, তারা যা কিছুই অর্জন করেছে তাই হবে তাদের সেদিনের যথার্থ বিনিময়।" (সূরা ৯; তাওবা ৮২)

দুনিয়ায় পাপী বান্দাদের আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এরপর আখিরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। (বাগভী; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর)

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, দুনিয়া সামান্য কয়েক দিনের অবস্থানস্থল, এতে যতো ইচ্ছা হেসে নাও। তারপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে, যা আর শেষ হবে না।" (ইবনে কাসীর)

(৮) মুখে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾

"ওদের পোশাক হবে আলকাতরার (মতো ঘন কালো), আর আগুন তাদের মুখমণ্ডল ছেয়ে ফেলবে।" (সূরা ১৪; ইবরাহীম ৫০)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ ﴾

"(জাহান্নামের) আগুন তাদের মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে দেবে, তাতে (তাদের) চেহারা (জ্বলে) বীভৎস হয়ে যাবে। (তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে,) এমন অবস্থা কি হয়নি যে, আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে পড়ে শোনানো হয়েছিলো অথচ তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে!" (সূরা ২৩; মুমিনুন ১০৪-১০৫)

আগুনে পুড়ে তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে, দাঁত বের হয়ে থাকবে। ঠোঁট উপরের দিকে উঠে যাবে এবং অধর নীচের দিকে নেমে থাকবে। (ইবনে কাসীর ১৫/৮৯)

(৯) পিঠেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

"যদি কাফেররা (সে সময়টির কথা) জানতো! (বিশেষ করে) যখন তাদের সামনে ও পেছন থেকে আসা আগুন কিছুতেই তারা প্রতিরোধ করতে পারবে না, (সে সময়) তাদেরকে (কোনো রকম) সাহায্যও করা হবে না।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৩৯)

(১০) মাথার উপর এবং পায়ের তলায়ও আগুন লেগে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوۡمَ يَغۡشٰهُمُ الۡعَذَابُ مِنۡ فَوۡقِهِمۡ وَ مِنۡ تَحۡتِ اَرۡجُلِهِمۡ وَ يَقُوۡلُ ذُوۡقُوۡا مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴾

"যেদিন তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে আযাব তাদের গ্রাস করবে, (সেদিন) আল্লাহ তাআলা (তাদের) বলবেন, (দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু করেছো (এখন তার) স্বাদ উপভোগ করো।" (সূরা ২৯; আনকাবুত ৫৫)

(১১) আগুনের মেঘমালা বইতে থাকবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَهُمۡ مِّنۡ فَوۡقِهِمۡ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنۡ تَحۡتِهِمۡ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوۡنِ ﴾

"তাদের জন্যে তাদের ওপর থেকে (ছায়াদানকারী) আগুনের মেঘমালা থাকবে, তাদের নিচের দিক থেকেও থাকবে আগুনেরই বিছানা; এ হচ্ছে সে (বীভৎস) আযাব, যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ভয় দেখাচ্ছেন; (এরপর আল্লাহ বলেন, অতএব) হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে ভয় করো।" (সূরা ৩৯; যুমার ১৬)

মাথার উপরে যেমন থাকবে আগুনের ছাউনী তেমনই পায়ের নিচেও থাকবে আগুন। নাউযুবিল্লাহ!

ইয়ালা ইবনে মুনাব্বাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "মহিমান্বিত আল্লাহ জাহান্নামীদের জন্য কালো মেঘমালা তৈরি করবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, হে জাহান্নামবাসী! তোমরা (এ মেঘ থেকে) কি চাও?" তারা এটাকে দুনিয়ার মেঘের মতো মনে করে বলবে, "আমরা চাই এ মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হোক। তখন ঐ মেঘ হতে বেড়ী, শৃঙ্খল ও আগুনের অঙ্গার বর্ষিত হতে শুরু করবে, যার শিখা তাদেরকে জ্বালাতে-পুড়াতে থাকবে এবং তাদের গলায় যে বেড়ি ও শিকল থাকবে ঐগুলোর সাথে এগুলোও যুক্ত করে দেওয়া হবে।" (ইবনে আবি হাতিম, ইবনে কাসীর- ১৬/৪৪২)

(১২) উত্তপ্ত বাতাস ও কালো ধুঁয়া উড়তে থাকবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فِيْ سَمُوْمٍ وَّ حَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾ وَّ ظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّ لَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَ كَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾ وَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾ ﴾

"(তাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের) উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানিতে এবং (ঘন) কালো রঙের ধোঁয়ার ছায়ায়, (সে ছায়া যেমন) শীতল নয়, (তেমনি তা কোনো রকম) আরামদায়কও নয়। নিঃসন্দেহে এরা (সেসব লোক যারা) এর আগে (দুনিয়ায়) অত্যন্ত সুখ সম্পদে কাটাতো, এরা বার বার বড়ো বড়ো পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তো, এরা বলতো, আমরা যখন মরে যাবো, আমরা যখন মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাবে তখনও কি আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে?" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ৪২-৪৭) অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনে তারা অবিশ্বাস করতো।

(১৩) লেলিহান শিখা জ্বলতে থাকবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ﴿١٦﴾ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَ تَوَلّٰى ﴿١٧﴾ وَ جَمَعَ فَاَوْعٰى ﴿١٨﴾ ﴾

"না (কিছুতেই সেদিন বাঁচা যাবে না); জাহান্নাম হচ্ছে একটি প্রজ্জ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা। যা চামড়া ও তার আভ্যন্তরীণ মাংসগুলোকে খসিয়ে দেবে। (সেদিন) ঐ (আগুন) এমন সব লোকদের ডাকবে, যারা (দুনিয়ার জীবনে হক থেকে) ফিরে গিয়েছিলো এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলো। (যারা বিপুল) ধনরাশি জমা করে তা আগলে রেখেছিলো।" (সূরা ৭০; মাআরিজ ১৫-১৮)

জাহান্নামের আগুন এমন একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা, যা মাথার মগজ বা হাত পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে। (ইবনে কাসীর, মুয়াসসার)

এই আগুন নিজে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, হককে অস্বীকার করে; কুরআনের আদেশ-নিষেধ কাজে পরিণত করা থেকে

বিরত থাকে এবং ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে তা জমা করে রাখে। জমা করার এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ হলো, ধন-সম্পদের ফরয ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। (ইবনে কাসীর) অর্থাৎ যাকাত দেয় না; দান-খয়রাত করে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۝٣٠ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ۝٣١ اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝٣٢ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۝٣٣ ﴾

"যাও তিন শাখা বিশিষ্ট আগুনের ছায়ায়, যা আসলে ছায়াদানকারী নয়, এটা (তাকে) জাহান্নামের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচাতে পারবে না; (বরং) তা (তার ওপর) বৃহৎ প্রাসাদতুল্য আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করতে থাকবে, (মনে হবে) তা যেনো হলুদ বর্ণের (কতিপয়) উটের পাল।" (সূরা ৭৭; মুরসালাত ৩০-৩৩)

জাহান্নামের প্রত্যেকটি স্ফূলিঙ্গ প্রাসাদের মতো বড়ো হবে। আর যখন এসব বড়ো বড়ো স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে এবং চারদিকে উড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেনো কালো ও কিছুটা হলুদ বর্ণের উটসমূহ লম্ফ-ঝম্ফ করছে। (মুয়াসসার)

মেঘের মতো উড়ে যেতে দেখা জিনিসগুলো আসলে মেঘ নয়; বরং এগুলোও এক প্রকার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নি স্ফুলিঙ্গগুলো এক একটা দূর্গের মতো এবং বড়ো বড়ো গাছের লম্বা চওড়া কাণ্ডের মতো। দেখলে এগুলোকে মনে হয় কালো রঙের উট বা নৌকার রজ্জু অথবা তামার টুকরা। (ইবনে কাসীর-১৭/৭৮৮)

(১৪) আগুন দিয়ে তাদের ঢেকে দেওয়া হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴾

"(যেখানে) তাদের উপরী ঘেরাও করা আগুনের ঢাকনা থাকবে।" (সূরা ৯০; বালাদ ২০)

কাতাদা (র) বলেছেন, (এমনভাবে তাকে ঢেকে ফেলা হবে যে) এর মধ্যে কোনো জানালা থাকবে না, ছিদ্র থাকবে না, কোনো আলোও থাকবে না এবং সেখান থেকে বের হওয়াও সম্ভব হবে না। (তাবারী ২৪/ ৪৪৭, ইবনে কাসীর ১৮/১৮৫)

(১৫) গায়ের চামড়া পুড়ে যাবে এবং বার বার তা লাগানো হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

"যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে আমি তাদের জাহান্নামের আগুনে পোড়াবো, অতঃপর যখনি তাদের দেহের চামড়া গলে যাবে তখনি আমি তাদের নতুন চামড়া লাগিয়ে দেবো, যাতে করে তারা (বিরতিহীনভাবে) আযাব ভোগ করতে থাকে, অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কুশলী।" (সূরা ৪; নিসা ৫৬)

জাহান্নামীদের গায়ের চামড়ার রঙ হবে সাদা

চামড়া পুড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আবার নতুন করে চামড়া লাগিয়ে দেওয়া হবে। তাদের চামড়া হবে কাগজের মতো সাদা। (তাবারী- ৮/৪৮৪)

চামড়া প্রতিদিন বহুবার পুড়বে ও লাগানো হবে

মুয়ায (রা) বলেছেন, চামড়া এতো **দ্রুত পুড়বে** এবং আবার লাগবে যা **এক মুহূর্তে একশত বার** ঘটবে। শরীর পুড়ে এর মাংস যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন বলা হবে, 'আবার পূর্বের আকার ধারণ করো।' সঙ্গে সঙ্গে তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। (তাবারী ৮/৪৮৫)।

হাসান বসরী (র) বলেছেন, আগুন তাদের চামড়াকে দৈনিক সত্তর হাজার বার পুড়ে ছাই করবে। (ইবনে কাসীর ৪/৩৬৮)

তাপ কমে এলে আবার বাড়িয়ে দেওয়া হবে

অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾

"যতোবার আগুনের উত্তাপ হালকা হয়ে আসবে ততোবার আমি (আগুনের উত্তাপ) তাদের জন্যে আবারো বাড়িয়ে দেবো।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৯৭)

জাহান্নামের আগুন যখনই কিছুটা স্তিমিত হবে তখনই আগুনের নতুন মাত্রা যোগ করা হবে। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন,

এখানে উদ্দেশ্য হলো, যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে তখনই তাদের নতুন চামড়া লাগিয়ে দেওয়া হবে যাতে শাস্তি ভোগ করতে পারে। (তাবারী)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴾

"বরং, তা মানুষদের গায়ের চামড়া জ্বালিয়ে দেবে।" (সূরা ৭৪; মুদ্দাস্‌সির ২৯)

(১৬) আগুনের উত্তাপ অন্তর পর্যন্ত ঢুকে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝ ﴾

"(সেটা হলো) আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। যার তাপ অন্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। নিশ্চয়ই এ (আগুনকে) তাদের উপর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হবে। উঁচু খুঁটিতে (তাদেরকে শিকল দিয়ে বেধে রাখা হবে।)" (সূরা ১০৪; হুমাযাহ ৬-৯)

এখানে مُّوْقَدَةٌ অর্থ অত্যন্ত লেলিহান শিখাযুক্ত প্রজ্জ্বলিত আগুন। (মুয়াসসার) এখানে আল্লাহর আগুন বলতে এর প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা বুঝানো হচ্ছে। (রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর)

জাহান্নামের এই আগুন অন্তর পর্যন্ত গ্রাস করবে। হৃদয় পর্যন্ত এই আগুন পৌঁছাবার একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, এই আগুন এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে মানুষের অসৎ চিন্তা, ভুল আকীদা-বিশ্বাস, অপবিত্র ও অসৎ ইচ্ছা, বাসনা, প্রবৃত্তি এবং দুষ্ট সংকল্প ও নিয়তের কেন্দ্র। (ফাতহুল কাদীর)

এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এই আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো অন্ধ হবে না। সে দোষী ও নির্দোষ সবাইকে জ্বালিয়ে দেবে না। বরং, প্রত্যেক অপরাধীর হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে সে তার অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে এবং প্রত্যেককে তার দোষ ও অপরাধ অনুযায়ী আযাব দেবে।

এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার আগুন মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মৃত্যু হয়ে যাবে। কিন্তু জাহান্নামে মৃত্যু হবে না। কাজেই

জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত আগুন পৌঁছে যাবে এবং হৃদয়দহনের তীব্র কষ্ট জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে। (কুরতুবী)

উক্ত আয়াতে 'ফি আমাদিম মুমাদ্দাদাহ' এর একাধিক অর্থ হতে পারে। যেমন,

এর একটি অর্থ হচ্ছে, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর উঁচু উঁচু থাম গেঁড়ে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই অপরাধীরা উঁচু উঁচু থামের গায়ে বাঁধা থাকবে।

তৃতীয় অর্থ হলো, এরূপ স্তম্ভসমূহ বা থাম দিয়ে জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদান করা হবে। (তাবারী, ইবনে কাসীর)

(১৭) শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾

"সেদিন তুমি অপরাধীদের সবাইকে শিকল দিয়ে বাধা অবস্থায় (তাঁর সামনে) দেখতে পাবে।" (সূরা ১৪; ইবরাহীম ৪৯)

বেধে রাখার পদ্ধতি নিয়ে তাফসীরে এসেছে,

১. সমমনা কাফেরদেরকে একসাথে বেধে রাখা হবে (ইবনে কাসীর)।
২. পাপিষ্ঠরা নিজেদের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে (কুরতুবী)।
৩. কাফের ও তাদের সহযোগী শয়তানগুলোকে একসাথে করে বেঁধে দেওয়া হবে (বাগভী, কুরতুবী)।

আবার উক্ত প্রকারের সব ধরনের পদ্ধতিই প্রয়োগ হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ ﴾

"অবশ্যই আমার কাছে (এদের পাকড়াও করার জন্যে) শিকল আছে, আছে (আযাব দেওয়ার জন্যে) জাহান্নাম। (আরো রয়েছে) গলায় আটকে যাবে এমন খাবার এবং যন্ত্রণা দেবে এমন ধরনের আযাব।" (সূরা ৭৩; মুয্যাম্মিল ১২-১৩)

(১৮) লোহার হাঁতুড়ি দিয়ে পিটানো হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴾

"তাদের (পিটানোর) জন্যে সেখানে আরো থাকবে লোহার (বড়ো বড়ো) হাতুড়ি।" (সূরা ২২; হাজ্জ ২১)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ঐ হাঁতুড়ির আঘাত লাগামাত্রই জাহান্নামবাসীর শরীরের এক একটি অঙ্গ খসে পড়বে এবং সে তখন হায়! হায়! বলে চিৎকার করবে। (তাবারী- ১৮/৫৯৩, ইবনে কাসীর- ১৪/৪২৩)

(১৯) আগুন থেকে বের হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়বে; কিন্তু পথ খুঁজে পাবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾

"যখনই তারা (দোযখের) তীব্র যন্ত্রণায় (অস্থির হয়ে) তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদের পুনরায় (ধাক্কা দিয়ে) তাতে ঠেলে (ঢুকিয়ে) দেওয়া হবে, (বলা হবে), আজ তোমরা আগুনের প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করো।" (সূরা ২২; হাজ্জ ২২)

আগুনের রঙ জাহান্নামের আগুন হবে অত্যন্ত কালো ও ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। (ইবনে কাসীর- ১৪/ ৪২৩)

(২০) চিৎকার করতে থাকবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۭ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۭ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴾

"(আগুনে পুড়ে আযাবের কষ্টে) তারা সেখানে আর্তনাদ করবে। আর বলবে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে এ (আযাব থেকে) বের করে (দুনিয়ায় পাঠিয়ে) দাও, (সেখানে গিয়ে এবার) আমরা ভালো কাজ করবো, (আগে যা

পাপ) করতাম (এবার) তার বদলে (ভিন্ন ভালো কিছু করবো); (আল্লাহ তাআলা বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়ায় এক দীর্ঘ জীবন দান করিনি? সাবধান হতে চাইলে কেউ কি সেখানে সাবধান হতে পারতো না? (তাছাড়া) তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী (নবী)-ও এসেছিলো; সুতরাং (এখন) তোমরা আযাবের মজা ভোগ করো, (মূলতঃ) যালিমদের (সেখানে) কোনোই সাহায্যকারী নেই।" (সূরা ৩৫; ফাতির ৩৭)

ওজর-আপত্তি পেশ করার সর্বাধিক বয়সসীমা

অর্থাৎ জাহান্নামে যখন জাহান্নামীরা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ আযাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা এখন থেকে সৎকর্ম করবো এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেবো। তখন জওয়াব দেওয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? আলী ইবনে হুসাইন যয়নুল আবেদীন রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। কাতাদাহ আঠার বছর বয়স বলেছেন। (ইবনে কাসীর)

অর্থাৎ আল্লাহকে চেনার জন্য, হক ও বাতিল বুঝার জন্য ১৭/১৮ বছর বয়সই যথেষ্ট।

এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য সম্ভবত এই যে, কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠারো বছরে সাবালক হতে পারে। শরী'আতে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভালো-মন্দ বোঝার জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়। এ বয়সে মানুষ সত্য ও মিথ্যা এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে ফারাক করতে চাইলে করতে পারে এবং গোমরাহী ত্যাগ করে হিদায়াতের পথে পাড়ি দিতে চাইলেও তা পারে। যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও নবী-রাসূলগণের কথাবার্তা শুনে সত্যের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে আরো অধিক ধিক্কারযোগ্য হবে। (দেখুন ইবনে কাসীর, বাগভী)

এ কথাটিই একটি হাদীসে এসেছে এভাবে, 'যে ব্যক্তি কম বয়স পাবে তার জন্য তো ওজরের সুযোগ থাকে; কিন্তু ৬০ বছর এবং এর বেশি বয়সের অধিকারীদের জন্য কোনো ওযর নেই।' (বুখারী: ৬৪১৯)

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ যে বয়সে গোনাহগার বান্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। ইবনে আব্বাস (রা)ও এক বর্ণনায় চল্লিশ,

আর অন্য বর্ণনায় ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে পৌঁছেও আল্লাহর ইবাদত না করার পক্ষে মানুষের জন্যে কোনো ওজর-আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। কারণ, ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওজর-আপত্তি করার কোনো অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। (দেখুন, ইবনে মাজাহ: ৪২৩৬)

জাহান্নামে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন (আমরা তো আর সইতে পারছি না), এবার আমাদেরকে দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিন। এবার দুনিয়ায় গিয়ে আমরা সৎ কর্ম করবো এবং পূর্বে যা করতাম তা আর করবো না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুব ভালোই জানেন যে, তারা দুনিয়ায় ফিরে গেলে আবার অবাধ্য আচরণই করবে। সুতরাং, তাদের মনের ঐ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হবে না।

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আরো বলবেন, তোমরা দুনিয়ায় বেশ দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলে। তোমরা এ দীর্ঘ সময়ে বহু কিছু করতে পারতে। যেমন কেউ সতেরো বছরের জীবন লাভ করলো। এই সতেরো বছরে সে বহু কিছু করতে পারে। কাতাদা (র) বলেন, জেনে রেখো যে, দীর্ঘ জীবন আল্লাহর পক্ষ হতে দলীল হয়ে যায়। সুতরাং, দীর্ঘ জীবন হতে আমাদের আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন কোনো কোনো লোকের বয়স শুধু আঠারো বছর ছিলো।

ওহাব ইবনে মুনাব্বহ (র) বলেন যে,

﴿ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ ﴾

"আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়ায় এক দীর্ঘ জীবন দান করিনি? সাবধান হতে চাইলে কেউ কি সেখানে সাবধান হতে পারতো না?" (সূরা ৩৫; ফাতির ৩৭)

আল্লাহ তাআলার এই উক্তি দ্বারা **বিশ** বছর বয়স বুঝানো হয়েছে। হাসান (র) বলেছেন, **চল্লিশ** বছর। মাসরূক (র) বলেন যে, চল্লিশ বছর বয়সে মানুষের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে, চল্লিশ বছর বয়স হলে আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার ওজর পেশ করার সুযোগ থাকে না। তাঁর থেকে **ষাট** বছরেরও কথাও বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রা) হতেও ষাট বছরই বর্ণিত আছে।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন একটি ঘোষণা এও হবে যে, 'ষাট বছরে পদার্পণ করেছে এরূপ লোক কোথায়?' এটা ঐ বয়স যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে?" (ইবনে আবি হাতিম)

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা যে বান্দাকে এতোদিন জীবিত রেখেছেন যে, তার বয়স **ষাট** অথবা **সত্তর** বছরে পৌছে গেছে, আল্লাহর কাছে তার কোনো ওজর চলবে না।" (আহমাদ) এ কথা তিনি তিনবার বলেন।

অর্থাৎ, দীর্ঘ ষাট বছর পর্যন্ত বয়স পেয়েও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো না, আল্লাহর ইবাদত করলো না, সে লোকটি কিয়ামতের দিন ওজর-আপত্তি পেশ করার কোনো যুক্তি তুলে ধরতে পারবে না।

সহীহ বুখারীর কিতাবুর রিকাকে আছে যে, ঐ ব্যক্তির ওজর আল্লাহ কেটে দিয়েছেন যাকে তিনি দুনিয়ায় **ষাট বছর** পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ডাক্তারদের মতে, মানুষের স্বাভাবিক বয়সের সীমা হলো একশ' বিশ বছর। ষাট বছর পর্যন্ত তো মানুষ যুবক রূপেই থাকে। তারপর তার রক্তের গরম কমতে থাকে এবং শেষে অচল ও বৃদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং, আয়াতের এই বয়স উদ্দেশ্য হওয়াই সমীচীন। এ উম্মতের অধিকাংশের বয়স এটাই। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমার উম্মতের বয়স **ষাট** হতে **সত্তর** বছর। এর চেয়ে বয়স বেশি হয় এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম।" (তিরমিযী)

একটি দুর্বল হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে **সত্তর বছরের** লোকও খুব হবে।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর উম্মতের বয়স সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "তাদের বয়স **পঞ্চাশ** হতে **ষাট** বছর পর্যন্ত হবে।" আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "সত্তর বছর বয়স কারো হবে কি?" তিনি জবাবে বলেন, "এটা খুব কম হবে। আল্লাহ তাদের উপর ও **আশি** বছর বয়সের লোকের উপর দয়া করুন!" (বায্যার) সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স **তেষট্টি** বছর ছিলো।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিলো। অর্থাৎ, তোমাদের চুলে সাদা রং দেখা দিয়েছিলো। (ইবনে কাসীর- ১৬/১০১-১০৩) এরপরও তোমরা সাবধান কেনো হওনি!

(২১) লম্বা লম্বা শ্বাস টানতে থাকবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ ۝١٠٦ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝١٠٧ ﴾

"অতঃপর যারা গুনাহ করেছে, তারা থাকবে (জাহান্নামের) আগুনে, সেখানে তাদের জন্যে থাকবে (আযাবের ভয়াবহ) চিৎকার ও (যন্ত্রণার ভয়াল) আর্তনাদ। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল– যতোক্ষণ পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন বিদ্যমান থাকবে। তবে হ্যাঁ, তাদের কথা আলাদা, যাদের ব্যাপারে তোমার রব ভিন্ন কিছু চান; তোমার রব যখন যা চান তা বাস্তবায়নে তিনি একক ক্ষমতাবান।" (সূরা ১১ হূদ ১০৬-১০৭)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন,

﴿ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ هُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴾

"এদের জন্যে সেখানে শুধু শাস্তির ভয়াবহ আর্তনাদই (শুধু অবশিষ্ট) থাকবে, (এ চিৎকার ছাড়া) তারা সেখানে (অন্য) কিছুই শুনতে পাবে না।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ১০০)

ভয়ংকর গরম ও ক্লান্তিকর অবস্থায় মানুষ যখন লম্বা শ্বাস বের করে সেটাকে বলা হয় 'যাফীর এবং ঐ শ্বাস টানাকে বলা হয় 'শাহীক'।

(২২) একটু খানি রেহাই দেওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝٤٩ قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ۝٥٠ ﴾

"(তারপর) যারা জাহান্নামে (পড়ে) থাকবে তারা (এখানকার) প্রহরীদের বলবে, তোমরা (আমাদের জন্যে) তোমাদের মালিকের কাছে দু'আ করো, তিনি যেনো আমাদের থেকে একদিনের আযাব কম করে দেন। তারা বলবে, এমনটি হয়নি যে, তোমাদের কাছে তোমাদের নবীরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে

এসেছিলো, তারা বলবে, হ্যাঁ (এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি), তারা বলবে, তাহলে (তোমাদের) দু'আ তোমরা নিজেরাই করো, (আর সত্য কথা হচ্ছে), কাফেরদের দু'আ ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়!" (সূরা ৪০; মুমিন ৪৯-৫০)

অন্ততঃ একদিনের জন্য তাদের আযাবটা একটু কমিয়ে দেওয়ার জন্য ফেরেশতাদেরকে অনুরোধ করবে আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্য। কিন্তু ফেরেশতারাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় তারা এতে রাজী হবে না। তারা বলবে, তোমাদের দু'আ তোমরাই করো। তবে তোমাদের দু'আও কবুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴾

"(মুহূর্তের জন্যেও) তাদের থেকে (শাস্তি) লঘু করা হবে না এবং (একান্ত) হতাশ হয়েই তারা সেখানে পড়ে থাকবে।" (সূরা ৪৩; যুখরুফ ৭৫)

অতঃপর তারা নিরাশ হয়ে পড়বে। তারা নিজেদের মৃত্যু চাইবে; কিন্তু সেটাও হবে না।

(২৩) মুক্তিপণের সুযোগ থাকলে পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ দিয়ে হলেও রাজী হয়ে যেতো

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۗ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾

"যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয় তাদের জন্যে মহা কল্যাণ রয়েছে; আর যারা তাঁর (রবের ডাকে) সাড়া দেয় না (কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা এমন হবে) যে, তাদের পৃথিবীতে যতো (সম্পদ) আছে তা সব যদি তাদের নিজেদের (অধিকারে) থাকতো, তার সাথে যদি থাকতো আরো সমপরিমাণ (ধন সম্পদ), তাহলে (আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) তারা (ঐসব সম্পদ) মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতো। এরাই হবে সেসব (হতভাগ্য) মানুষ যাদের হিসাব হবে কঠিন, জাহান্নামই হবে ওদের নিবাস; কতো নিকৃষ্ট সে নিবাস!" (সূরা ১৩; রা'দ ১৮)

যারা তাদের প্রভুর কথা মানেনি, নবী-রাসূলদের কথা শুনেনি, তাদের উপর সে সময় এমন বিপদ আসবে যার ফলে তারা নিজেদের জান বাঁচাবার জন্য দুনিয়া পরিমাণ সম্পদ থাকলেও তা আল্লাহকে দিয়ে দিতে রাজী হয়ে যেতো। কিন্তু সেদিন নিজের নেক আমল ছাড়া আর কোনো সম্পদ সেখানে থাকবে না।

(২৪) পরিত্রাণের জন্য সবশেষে মৃত্যু কামনা করবে

মৃত্যুবরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝٧٥ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ۝٧٦ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ۝٧٧ لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ۝٧٨ ﴾

"(এক মুহূর্তের জন্যেও) তাদের থেকে (শাস্তি) লঘু করা হবে না এবং (একান্ত) হতাশ হয়েই তারা সেখানে পড়ে থাকবে, (আযাব দিয়ে) আমি তাদের ওপর মোটেই যুলুম করিনি, বরং (বিদ্রোহ করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। ওরা (জাহান্নামের প্রহরীকে) ডেকে বলবে, ওহে প্রহরী, (আজ) তোমার রব (যদি মৃত্যুর মাধ্যমে) আমাদের শেষ করে দিতেন (তাহলেই ভালো হতো); সে (প্রহরী) বলবে, (না,) তোমরা (এখানে) চিরকাল পড়ে থাকবে। (নবীরা বলবে), আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে সত্য (দীন) নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দ করেছে।" (সূরা ৪৩; যুখরুফ ৭৫-৭৮) মালেক হলো জাহান্নামের ফেরেশতার নাম।

আযাব থেকে পরিত্রাণের জন্য মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু পরকালে যাওয়ার পর সেখানে আর কোনো মৃত্যু নেই। (ইবনে কাসীর)

সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতে مَكْث মাক্‌স্ শব্দের অর্থ হলো, এক হাজার বছর। জাহান্নামীদেরকে বলা হবে, তোমরা আজ নিজেরা নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা করো এবং নিজেদের উপরই দুঃখ-আফসোস করো। কিন্তু সেদিনের আফসোসে কোনো উপকার হবে না। (ইবনে কাসীর ১৬/৬০১)

অন্তত: একদিনের জন্য আযাব হালকা করে দেওয়ার অনুরোধ করবে, কিন্তু তাও মঞ্জুর হবে না।

(২৬) সেখানে তারা মরবে না; আযাবও হালকা করা হবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴾

"অতঃপর সেখানে সে মরবে না, (বাঁচার মতো করে) সে বাঁচবেও না; ।" (সূরা ৮৭; আল-আ'লা ১৩)

আযাব হালকা করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হবে

এতো অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও পাপিষ্ঠ জালিম গোনাহগার ও কাফির মুশরিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴾

"যখন যালিমরা আযাব দেখতে পাবে (তখন কিন্তু কোনো কিছুতেই) তাদের ওপর থেকে সে আযাব লঘু করা হবে না, আর না তাদের কোনো অবকাশ দেওয়া হবে।" (সূরা ১৬; নাহল ৮৫)

(আগুনে) তাদেরকে দ্রুত গ্রাস করবে। হাশরের মাঠ থেকে পাকড়াও করে হিসাব শেষে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর)

(২৬) জাহান্নামে বসে জান্নাতে তার ঘরটি দেখতে পাবে, যা সে হারিয়েছে

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার জাহান্নাম ও জান্নাতের বাসস্থান দেখতে থাকবে। ঐ দিন হবে দুঃখ ও আফসোস করার দিন। জাহান্নামী তার জান্নাতী ঘরটি দেখতে থাকবে এবং (তখন) তাকে বলা হবে, যদি তুমি ভালো আমল করতে তাহলে ঐ ঘরটি লাভ করতে। তখন সে দুঃখ ও আফসোস করবে।

পক্ষান্তরে, জান্নাতীদেরকে তাদের জাহান্নামের ঘরটি দেখানো হবে এবং বলা হবে, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ না হতো তাহলে তোমরা এই ঘরে যেতে। (ইবনে কাসীর- ১৪/১৬২) অর্থাৎ আল্লাহর দয়ায় তোমরা জাহান্নামের ঘরটি থেকে বেঁচে গেছো।

(২৭) পাপী মানুষ ও জিন দ্বারা জাহান্নাম ভরপুর হয়ে যাবে

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴾

"বহু সংখ্যক মানুষ ও জিন (আছে, যাদের) আমি জাহান্নামের জন্যে পয়দা করেছি, তাদের কাছে যদিও (বুঝার মতো) দিল আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা করে না, তাদের কাছে (দেখার মতো) চোখ থাকলেও তারা তা দিয়ে (সত্যকে সত্য হিসেবে) দেখে না, আবার তাদের কাছে (শোনার মতো) কান আছে, কিন্তু তারা সে কান দিয়ে (সত্য কথা) শোনে না; (আসলে) এরা হচ্ছে জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) এগুলোর চাইতেও এরা বেশি পথভ্রষ্ট; এসব লোকেরাই হচ্ছে উদাসীন।" (সূরা ৭; আ'রাফ ১৭৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَاَمۡلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجۡمَعِيۡنَ ﴾

"আমি মানুষ ও জিন উভয় শ্রেণি থেকে নিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো।" (সূরা ৩২; সাজদা ১৩)

হে রাসূল! তুমি তোমার কাউমকে জানিয়ে দাও- এ মর্মে নির্দেশ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوۡمَ نَقُوۡلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امۡتَلَـٔۡتِ وَتَقُوۡلُ هَلۡ مِنۡ مَّزِيۡدٍ ﴾

"সেদিন আমি (আল্লাহ) জাহান্নামকে (লক্ষ্য করে বলবো), তুমি কি সত্যি সত্যিই পূর্ণ হয়ে গেছো? জাহান্নাম বলবে, (হে রব, এখানে আসার মতো) আরো কেউ আছে কি?" (সূরা ৫০; কাফ ৩০)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নামে নিক্ষেপ শেষ হলে জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর পা জাহান্নামে রাখবেন, তখন জাহান্নাম বলবে, ক্বাত্ব, ক্বাত্ব (অর্থাৎ আর না, আর না)। (বুখারী: ৪৮৪৮, ৭৪৪৯; মুসলিম: ২৪৬)

(২৮) জাহান্নামের নিঃশ্বাস

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করল, 'হে আমার প্রতিপালক। আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলেছে।' আল্লাহ তাআলা তখন তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি দিলেন। একটি শীতকালে এবং অন্যটি গ্রীষ্মকালে। শীতকালে তোমরা যে প্রচণ্ড শীত অনুভব করো তা

হলো জাহান্নামের শীতল নিঃশ্বাস, আর গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড গরম তোমরা অনুভব করো সেটা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়া।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ১/৪৩১)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, 'গরমের তীব্রতা যখন প্রখর হয় তখন কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়ার পর সালাত আদায় করো। কেননা, গরমের প্রখরতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী- ২/২০, মুসলিম- ১/৪৩০)

(২৯) জাহান্নাম হলো এক চিরস্থায়ী কারাগার

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴾

আর আমি তো কাফেরদের জন্যে জাহান্নামকে (তাদের) কারাগারে পরিণত করেই রেখেছি।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮)

১০. জান্নাতীদের পোশাক ও বিছানা

পরিধেয় বস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি অন্যতম উপাদান। এটি জান্নাতেও থাকবে, যেমনটি দুনিয়ায় আছে। তবে, জান্নাতের পোশাক অপূর্ব, অতুলনীয় ও অকল্পনীয়। তবু দুনিয়াবী দ্রব্যের দৃষ্টান্তের আলোকেই কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা এগুলোর উপমা তুলে ধরেছেন।

(১) জান্নাতীদের পোশাক হবে রেশমের

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾

"এদের জন্যে রয়েছে এক স্থায়ী জান্নাত, তাদের পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তাদের সেখানে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে। তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের পোশাক, (উপরন্তু) তারা সমাসীন হবে (এক) সুসজ্জিত আসনে, কতো সুন্দর (তাদের এ) বিনিময়; কতো চমৎকার (তাদের) আশ্রয়ের স্থানটি।" (সূরা ১৮; কাহফ ৩১)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾

"যারা (আল্লাহ তাআলার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদেরকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তাদের সোনার কাঁকন ও মুক্তা (দিয়ে বানানো গহনা) দ্বারা অলংকৃত করা হবে; উপরন্তু সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।" (সূরা ২২; হাজ্জ ২৩)

মাথার মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পূর্বকালের রাজা-বাদশাহদের একটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ছিলো। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এ আয়াতে এবং সূরা ফাতির-এ বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে, কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেন, জান্নাতীদের হাতে তিন রকমের কংকন পরানো হবে- স্বর্ণ, রৌপ্য ও মোতি নির্মিত। (কুরতুবী)

জান্নাতীদের কংকন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "মুমিনের কংকন ততটুকু থাকবে, যতোটুকু পর্যন্ত তার ওযূর পানি পৌঁছবে।" (মুসলিম: ২৫০)

জান্নাতীদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি হবে রেশমের। (কুরতুবী)

বলাবাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোনো অবস্থাতেই সমান হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পাবে না।" (বুখারী: ৫৮৩৩)

আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে লোক আখিরাতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তাদের পোশাক হবে রেশমী কাপড়।" (ইবনে কাসীর) রেশমী কাপড় পরিয়েই আল্লাহ তার নেক বান্দাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

۝٣٤ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ۝٣٥

"(সেদিন) তারা এক চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তাদের সোনায় বাঁধানো ও মুক্তাখচিত কাঁকন পরানো হবে, সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি (আজ) আমাদের কাছ থেকে (যাবতীয় দুঃখ) কষ্ট দূরীভূত করে দিয়েছেন; অবশ্যই আমাদের রব ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী, যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের (এতো সুন্দর) নিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেখানে আমাদের (আর) কোনো রকম কষ্ট স্পর্শ করবে না, স্পর্শ করবে না আমাদের কোনো রকম ক্লান্তি (ও অবসাদ)!" (সূরা ৩৫; ফাতির ৩৩-৩৫)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যার মর্ম হলো, কাফিরদের জন্য দুনিয়ায় এবং মুসলিমদের জন্য থাকবে আখিরাতে। তিনি (স) আরো বলেছেন, জান্নাতবাসীদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার পরানো হবে। সেগুলো মণি-মুক্তা দ্বারা জড়ানো হবে। তাদের (মাথার) উপর রাজা-বাদশাহদের মুকুটের মতো মুকুট থাকবে যা মণি-মুক্তা দ্বারা নির্মিত হবে। (ইবনে আবি হাতেম, ইবনে কাসীর ১৬/৯৮)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝٥٣ كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝٥٤ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝٥٥ ﴾

"মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এরা (একে অপরের) সামনাসামনি হয়ে বসবে, এমনি হবে (তাদের উপরন্তু) তাদের আমি দেবো আয়তলোচনা (পরমা সুন্দরী) হুর; তারা সেখানে প্রশান্ত মনে সব ধরনের ফল-ফলাদির অর্ডার দিতে থাকবে।" (সূরা ৪৪; দুখান ৫৩-৫৫)

জান্নাতবাসী মিহি ও পুরু রেশমী কাপড় পরিধান করে সেখানে তারা বসবে একে অপরের মুখোমুখী হয়ে। কারো দিকে কারোর পিঠ দিয়ে নয়; থাকবে মুখোমুখী অবস্থায়। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۝٢٠ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۫ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝٢١ ﴾

"সেখানে যখন যেদিকে তুমি তাকাবে, দেখবে শুধু নিয়ামতেরই সমারোহ, দেখবে (নিয়ামত উপচেপড়া) এক বিশাল সাম্রাজ্য। বেহেশতবাসীদের পরনের কাপড় হবে অতি সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও মোটা মখমল, তাদের পরানো হবে রূপার কংকন, তাদের মালিক সেদিন তাদের 'শরাবান তহুরা' (পবিত্র ও উৎকৃষ্ট পানীয়) পান করাবেন।" (সূরা ৭৬; দাহর ২০-২১)

জান্নাতবাসীদের দেহের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশমের। আরবীতে **ছুন্‌দুছ** হলো উন্নত মানের রেশম যা খাঁটি ও নরম এবং যা শরীরের সাথে লেগে থাকবে। আর **ইছ্‌তাব্‌রাক** অর্থ হলো উত্তম ও অতি মূল্যবান রেশম যাতে ঔজ্জ্বল্য থাকবে এবং যা উপরে পরিধান করানো হবে। সাথে সাথে রূপার কংকন থাকবে। (ইবনে কাসীর- ১৭/৭৭৭)

তারা কখনো রূপার, কখনো স্বর্ণের কংকন ব্যবহার করবে। আবার নিজের ইচ্ছামতো কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের কংকন ব্যবহার করবে। (ফতহুল কাদীর)

(২) নারীদের পোশাক

জান্নাতে নারীদের পরনে থাকবে সাদা, সবুজ, হলদে ও সোনালী বর্ণের পোশাক এবং মণিমুক্তার অলংকার। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৬৭)

(৩) জান্নাতে কেউই বিবস্ত্র থাকবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾ ﴾

"নিঃসন্দেহে তোমার অবস্থা এমন হবে যে, সেখানে তুমি ক্ষুধার্ত হবে না– না তুমি কখনো পোশাকবিহীন হবে! তুমি সেখানে (কখনো) পিপাসার্ত হবে না, কখনো রোদেও কষ্ট পাবে না! (সূরা ২০; ত্বাহা ১১৮-১১৯)

জান্নাতে অন্ন, বস্ত্র, পানীয় ও বাসস্থান এ চারটি মৌলিক নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু মানুষকে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। (ফাতহুল কাদীর)

(৪) কাপড় পুরাতন হবে না

দুনিয়াতে নতুন কাপড় পুরাতন হয়; ছিঁড়ে যায়। কিন্তু বেহেশতে তা হবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জান্নাতে তার কাপড় পুরনো হবে না। (মুসলিমঃ ২৮৩৬)

(৫) জান্নাতে প্রবেশের সাথে সাথেই কাপড় পরিয়ে দেওয়া হবে

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, জান্নাতে প্রবেশের পরেই তাদেরকে জান্নাতের একটি গাছের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তাদেরকে কাপড় পরানো হবে। তাদের কাপড় না পচবে, না পুরানা হবে এবং না ময়লাযুক্ত হবে। আর তাদের যৌবনে কখনো ভাটা পড়বে না (ইবনে কাসীরঃ ১৭/২৭০)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, জান্নাতের খেজুর গাছের পাতা হবে জান্নাতীদের পোশাক। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৩৭)

১১. জাহান্নামীদের পোশাক ও বিছানা

পোশাকের বর্ণনা

মৃত্যুর পর থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত কি ধরনের ভয়াবহ বিছানা আল্লাহ তার অবাধ্য বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এর খানিকটা বিবরণ এখানে লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ﴾

"অতঃপর এদের মধ্যে যারা (আল্লাহ তাআলাকে) অস্বীকার করে তাদের (গায়ে পরিধান করানোর) জন্যে আগুনের পোশাক কেটে রাখা হয়েছে।" (সূরা ২২; হাজ্জ ১৯)

তাদের জন্য আগুনের টুকরা দিয়ে কাপড়ের মতো করে তৈরি করে দেওয়া হবে। (ইবন কাসীর)

সা'য়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, সেখানে জামাগুলো হবে তামার, যা গরম হলে সবচেয়ে বেশি তাপ সৃষ্টি হয়। (ইবন কাসীর)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴾

"ওদের পোশাক হবে আলকাতরার (মতো ঘন কালো), আগুন তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে।" (সূরা ১৪; ইবরাহীম ৫০)

'কাতেরান' শব্দটি আলকাতরা অর্থে ব্যবহার হয়েছে, যেগুলোতে সাধারণত আগুন বেশি প্রজ্জ্বলিত হয়।

আবু মালিক আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন চারটি কাজ রয়েছে যা তারা পরিত্যাগ করবে না;

(১) আভিজাত্যের গৌরব করা,
(২) অন্যের বংশকে বিদ্রূপ করা,
(৩) নক্ষত্রের মাধ্যমে পানি চাওয়া,
(৪) মৃতের জন্য বিলাপ করা।

জেনে রেখো যে, মৃতের জন্য বিলাপকারিণী মহিলা যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে আল কাত্‌রার জামা ও খোস-পাঁচড়ার দোপাট্টা পরিয়ে দেওয়া হবে। (মুসলিম- ২/৬৪৪, ইবনে কাসীর- ১২/৩৬৭)

বিছানার বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ۝ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ۝ ﴾

"অবশ্যই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহ করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্য কখনো (রহমত ভরা) আসমানের দুয়ার খুলে দেওয়া হবে না, না এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে- যতোক্ষণ পর্যন্ত একটি সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে একটি উট প্রবেশ করতে পারবে, আমি এভাবেই অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সেদিন) তাদের জন্য বিছানা থাকবে জাহান্নামের (আগুনের, আবার এই আগুনই হবে) তাদের ওপরের চাদর, এভাবেই আমি যালিমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৪০-৪১)

বিদ্যুৎ না থাকলে গরমে অসহ্য হয়ে পড়ি। গায়ে গেঞ্জিটা পর্যন্ত রাখতে পারি না। গরমে ঘামে কখনো শরীরটা ভিজে যায়। অপেক্ষা করি– কখন বিদ্যুৎ আসবে আর সে সময় যদি জোরপূর্বক কোনো আসামীকে বা আপনাকে গায়ে লেপ জড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে ভেবে দেখুন ব্যাপারটা কত ভয়াবহ হতে পারে!

এবার আরো একটু এগিয়ে গিয়ে ভাবুন! কবরে ও পরকালে পাপী বান্দাকে আগুনের তৈরি লেপ দিয়ে ঢেকে থাকতে বাধ্য করা হবে। হে আল্লাহ! এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিও।

১২. জান্নাতের খাট-পালঙ্ক

যেমন দরকার মানুষের বাসস্থানের তেমনি দরকার খাট-পালঙ্ক ও আসবাব পত্রের। বান্দার এ মৌলিক চাহিদা আল্লাহ জান্নাতেও পূরণ করবেন তার অনুগতদের মাঝে। যা হবে অতুলনীয় ও অকল্পনীয়।

(১) একে-অপরের সামনাসামনি হয়ে যাবে

আল্লাহ তাআলা তার নিজ ভাষায় বলেন,

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴾

"তাদের অন্তরের ঈর্ষা-বিদ্বেষ আমি দূর করে দেবো, তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে সেখানে অবস্থান করবে।" (সূরা ১৫; হিজর ৪৭)

আয়াতে বলা হচ্ছে যে, জান্নাতবাসীগণ সামনাসামনি হয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে বসবে আনন্দিত অবস্থায়।

(২) হেলান দিয়ে বসবে

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾

"তারা হেলান দিয়ে বসবে (এক) সুসজ্জিত আসনে, কতো সুন্দর (তাদের এ) বিনিময়; কতো চমৎকার (তাদের) আশ্রয়ের স্থানটি!" (সূরা ১৮; কাহাফ ৩১)

আরবী ভাষায় 'আরীকাহ' এমন ধরনের আসনকে বলা হয় যার উপর ছত্র খাটানো আছে। (ইবনে কাসীর; ফাতহুল কাদীর) অর্থাৎ, সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী রাজকীয় সিংহাসনে অবস্থান করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿۵۵﴾ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿۵۶﴾ ﴾

"অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসীরা সেদিন এক মহা আনন্দে থাকবে, তারা এবং তাদের সঙ্গী-সঙ্গিনীরা (আরশের) সুশীতল ছায়ায় (সুসজ্জিত) আসনের ওপর হেলান দিয়ে বসবে।" (সূরা ৩৬; ইয়াসীন ৫৫-৫৬)

(৩) বিছানা ও বালিশ থাকবে রেশমী বস্ত্রের

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴾

“এ (সব জান্নাতী) ব্যক্তিরা সুন্দর গালিচার বিছানা ও সবুজ চাদরের উপর হেলান দিয়ে বসবে।” (সূরা ৫৫; রাহমান ৭৬)

رَفْرَفٍ শব্দের অর্থ সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্র। এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী তৈরি করা হয়। এমনকি এর উপর গাছ ও ফুলের কারুকার্যও করা হয়। আর عَبْقَرِيٍّ অর্থ সুশ্রী ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র। (কুরতুবী; ইবনে কাসীর) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝١٥ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝١٦ ﴾

“(তারা) স্বর্ণখচিত আসনের ওপর (বসে থাকবে), তার ওপর তারা (একে অপরের) মুখোমুখি হয়ে (আসনে) হেলান দিয়ে (বসবে)।” (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ১৫-১৬)

“জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ ও বসার জায়গা কতো চিত্তাকর্ষকভাবে সাজানো হয়েছে পবিত্র কুরআনের বিভিন্নস্থানে এর বিবরণ এসেছে। এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, “স্বর্ণ-খচিত আসনে, ওরা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।”

(৪) খাট-পালঙ্কগুলো হবে উঁচু উঁচু

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۝٣٤ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۝٣٥ ﴾

“(জান্নাতে) থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা; আমি তাদের (সাথী হুরদের ঠিক) বানানোর মতো (করেই) বানিয়েছি।” (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ৩৪-৩৫)

প্রথমত: উচ্চস্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জান্নাতে শয্যা সমুন্নত হবে।

দ্বিতীয়তঃ এই বিছানা মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে।

তৃতীয়তঃ স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারও কারও মতে, এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা, নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। (ইবনে কাসীর; কুরতুবী; বাগভী)

এই বিছানা হবে খুবই নরম ও আরামদায়ক

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এ (বিছানার) উচ্চতা হবে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। (নাসাঈ, ইবনে কাসীর- ১৭/২৬৫)

(৫) সাজানো থাকবে গ্লাস, গালিচা, কার্পেট এবং পাশে বসা থাকবে সুন্দরী হুরেরা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ ﴾

"তাতে থাকবে (সুসজ্জিত) উঁচু উঁচু আসন, (সাজানো থাকবে সেখানে) নানা ধরনের গ্লাস, (থাকবে) সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ, (আরো থাকবে) উৎকৃষ্ট কার্পেটের বিছানা।" (সূরা ৮৮; গাশিয়া ১৩-১৬)

জান্নাতে উঁচু উঁচু খাট-পালঙ্ক আরামদায়ক বিছানা তোষক থাকবে। সেই বিছানার পাশে সুন্দরী হুরগণ বসে থাকবে। ঐ বিছানাগুলো উঁচু উঁচু গদিবিশিষ্ট হলেও যখনই আল্লাহর বান্দারা বসতে ইচ্ছা করবে তখন ওগুলো নুইয়ে পড়বে। (ইবনে কাসীর- ১৮/১৫৫)

১৩. জান্নাতে বিয়ে-শাদী

দাম্পত্য জীবন হলো অনাবিল সুখ-শান্তির আধার। আল্লাহ তাআলার অগণিত ও অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে একটি হলো একজন স্ত্রী তার স্বামী এবং স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে সুখের রাজ্যে জীবন কাটায়। এ অবস্থাটি দুনিয়ায় যেমন অত্যাবশ্যক তেমনই আখিরাতেও এ বন্ধন বিরাজমান থাকবে। জান্নাতীদের মাঝে এ জন্য জান্নাতে থাকবে বিবাহ বন্ধন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক ও মধুর মিলন। এ বিষয়ে দেখুন আল্লাহর বাণী ও রাসূলের (স) কথা।

(১) সেখানে বিয়ে পড়ানো হবে

﴿ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ ﴾

"এমনি হবে (তাদের পুরস্কার, উপরন্তু) তাদের আমি দেবো ডাগর নয়না (পরমা সুন্দরী) হুর; তারা সেখানে প্রশান্ত মনে সব ধরনের ফল-ফলাদির আদেশ দিতে থাকবে। প্রথম মৃত্যু ছাড়া (যা দুনিয়াতেই এসে গেছে), সেখানে

(তাদের আর) মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে না, (তাদের রব) তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। (হে নবী, এ হচ্ছে মুমিনদের প্রতি) তোমার রবের দয়া অনুগ্রহ; এটাই হচ্ছে (সেদিনের) মহাসাফল্য।" (সূরা ৪৪; দুখান ৫৪-৫৭)

যে হুরদের সাথে জান্নাতে বিয়ে হবে তাদের সম্পর্কে আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, "যদি এই হুরদের মধ্যে কোনো একজন সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে থুথু ফেলে তবে ওর সমস্ত পানি মিষ্ট হয়ে যাবে।' (ইবনে আবি হাতিম, ইবনে কাসীর ১৬/৬৩৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾

"তারা সারিবদ্ধভাবে পাতা আসনে হেলান দেওয়া অবস্থায় সমাসীন হবে, আর আমি সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হুরের সাথে তাদের বিয়ে পড়িয়ে দেবো।" (সূরা ৫২; তূর ২০)

মহান আল্লাহ তাদের জন্যে রাখবেন উত্তম সঙ্গিনী ও সুন্দরী স্ত্রী, যারা হবে বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের মধ্য হতে। মুজাহিদ (র) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলো, আল্লাহ সুন্দর চক্ষুওয়ালী হুরদের সাথে তাদের বিয়ে দিয়ে দিবেন। (ইবনে কাসীর ১৭/ ১১৯)

(২) স্বামী-স্ত্রী আমোদ-আহ্লাদে মগ্ন থাকবে

জান্নাতীরা কিয়ামতের ময়দান হতে মুক্ত হয়ে সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানকার নিয়ামতরাজী ও শান্তির মধ্যে এমনভাবে মগ্ন থাকবে যে, অন্য কোনো দিকে না তারা ভ্রূক্ষেপ করবে, না তাদের অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল থাকবে। তারা জাহান্নাম হতে ও জাহান্নামবাসীদের থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত থাকবে। তারা নিজেদের ভোগ্য জিনিসের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন থাকবে যে, অন্য কোনো জিনিসের খবর তারা রাখবে না। তারা অত্যন্ত আনন্দ মুখর থাকবে। কুমারী হুর তারা লাভ করবে। তাদের সাথে তারা আমোদ-আহ্লাদে লিপ্ত থাকবে। মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের সুর দ্বারা তাদেরকে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত করা হবে। এই আমোদ-আহ্লাদ ও আনন্দের মধ্যে তাদের স্ত্রীরা এবং হূরেরাও শামিল থাকবে। জান্নাতী ফলমূল বিশিষ্ট গাছ-পালার সুশীতল ছায়ায় তারা আরামে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে তাদেরকে আপ্যায়ন করা হবে। (ইবনে কাসীর ১৬/১৪৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَحُورٌ عِينٌ ۝٢٢ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۝٢٣ ﴾

"(তাদের জন্যে মজুদ থাকবে) সুন্দরী সুনয়না সাথীরা, তারা যেনো (সযত্নে) ঢেকে রাখা এক একটি মুক্তা।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ২২-২৩)

(৩) জান্নাতী নারীর স্বামী হবে কে?

জান্নাতী নারীর দুনিয়ার স্বামীও যদি জান্নাতে যায় তাহলে জান্নাতেও তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই থাকবে। দেখুন (সূরা ১৩; রা'দ ২৩)

তারা জান্নাতে পরস্পর আনন্দে বসবাস করবে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, "তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনিগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা ৪৩; যুখরুখ ৭০)

(৪) একাধিক স্বামীওয়ালা নারী কাকে জান্নাতে স্বামী হিসেবে পাবে?

দুনিয়াতে যে মহিলা পরপর কয়েকজনের স্ত্রী ছিলো, আর যদি সে সমস্ত পুরুষেরা সবাই জান্নাতে যায় এবং সবাই মহিলার জন্য সমপর্যায়ের হয়, তবে সে মহিলা তাদের মধ্যকার সর্বশেষ স্বামীর স্ত্রী হবে। মহিলা তার সর্বশেষ যে স্বামীর সাথে ঘর করা অবস্থায় মারা গেছে তার সাথে সে জান্নাতে থাকবে। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো।

(ক) রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যে মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পরে অন্য স্বামী গ্রহণ করেছে, সে তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে।" (তাবরানীঃ আল-আওসাত- ৩/২৭৫, নং ৩১৩০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৪/২৭০)

(খ) অন্য বর্ণনায় এসেছে, আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর ব্যবহার করতেন। আসমা তার পিতা আবু বকরের কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, বেটি! সবর করো, কোনো মহিলা যদি তার স্বামীর সাথে থাকা অবস্থায় মারা যায় তারপর (স্বামী-স্ত্রী) দু'জনই জান্নাতে যায়, তবে আল্লাহ তাদের দু'জনকে জান্নাতেও এক সাথে রাখবেন। উল্লেখ্য, উক্ত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত একজন মানুষ] (তারিখে ইবনে আসাকির- ১৯/১৯৩)

(গ) অনুরূপ অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার স্ত্রীকে মৃত্যুর সময় বলেন যে, তুমি যদি আখিরাতে আমার স্ত্রী হতে চাও তবে

আমার পরে আর কারো সাথে বিয়ে করবে না। কারণ, একজন মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর সাথেই জান্নাতে থাকবে। আর এজন্যই আল্লাহ তাঁর নবীর স্ত্রীদেরকে নবীর পরে (অন্য কোনো পুরুষকে) বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। (বাইহাকী: আস-সুনাননুল কুবরা- ৭/৬৯-৭০, খতিব বাগদাদী)

(ঘ) একই ধরনের আরেক হাদীসে এসেছে যে, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মৃত্যুর পরে মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি এই বলে ফেরত দিলেন যে, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে বলেছেন যে, একজন মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর সাথেই জান্নাতে থাকবে। আমি আবুদ্দারদার পরিবর্তে অন্য কাউকে (স্বামী হিসেবে) চাই না। (বুসীরা: ইতহাফুল খিয়ারাতুল মাহারাহ- ৪/৩৭ নং ৩২৬৪, ইবনে হাজার, আলমাতালিবুল আলিয়া- ২/১১০)

(ঙ) আর যদি মহিলা কারও স্ত্রী হিসেবে সর্বশেষে ছিলো না (ছিলো তালাকপ্রাপ্তা), তখন সে তাদের মধ্যে যারা তার সাথে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি সুন্দর ব্যবহার করেছে তার সাথে থাকবে। অথবা, যে কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার এখতিয়ার তাকে দেওয়া হবে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এ ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা পাওয়া যায় (যদিও বর্ণনাগুলো দুর্বল)।

(চ) এক বর্ণনায় এসেছে, উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমাদের মহিলাদের কেউ কেউ দু'টি বা তিনটি স্বামীর ঘর করেছে। উক্ত মহিলা সে জান্নাতে কার সাথে থাকবে? তিনি (স) উত্তরে বললেন, যার ব্যবহার-চরিত্র ছিলো সবচেয়ে ভালো। (তাবরানী: মু'জামুল কাবীর: ২৩/২২২)

(ছ) কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, এ প্রশ্নটি উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা করেছিলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তাকে এ মর্মে সুযোগ দেওয়া হবে যে, যাকে ইচ্ছে তাকে বাছাই করে নাও। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উম্মে সালামাহ! উত্তম আচার-আচরণ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে ভরপুর করে দিলো। (তাবরানী: মু'জামুল কাবীর ২৩/৩৬৭)

(৫) একজন মুমিনের ক'জন স্ত্রী থাকবে?

প্রত্যেক মুমিন বান্দার দু'জন স্ত্রী থাকবে। আরেক হাদীসে আছে, সর্বনিম্ন জান্নাতীর বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে।

আয়তলোচনা চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের মধ্য হতে তার বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে এবং দুনিয়ার স্ত্রীও এতোদসঙ্গে থাকবে। তাদের মধ্যে এক একজন এক এক মাইল জায়গার মধ্যে বসে থাকবে।" (আহমাদ কাসীর- ১৬/৫৯৮)

উল্লেখ্য যে, জান্নাতে কোনো ব্যক্তিই অবিবাহিত থাকবেন না।

কোনো ব্যক্তিই আল্লাহর রহমত ছাড়া শুধু নিজের কর্মের প্রতিদানে জান্নাতে যেতে পারবে না। হ্যাঁ, তবে অবশ্যই জান্নাতের যে শ্রেণীভেদ হবে তা নেক আমলের পার্থক্যের কারণেই হবে।

(ক) একজন মুমিনের জন্য কতজন হুর থাকবে তা সহীহ হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায় না। এটা আল্লাহর রহমত ও বান্দার আমলের উপর নির্ভরশীল। তবে শহীদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের জন্য নিজের স্ত্রী ছাড়াও সত্তরজনের বেশি হুর থাকবে। (দেখুন, তিরমিযী: ১৬৬৩, মুসনাদে আহমাদ- ৪/১৩১)

(খ) শিঙ্গাবিষয়ক বিখ্যাত সুদীর্ঘ এক হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) সমস্ত মুসলিমকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, "আমি তোমার সুপারিশ কবুল করলাম এবং তাদেরকে জান্নাতে পৌছিয়ে দেওয়ার অনুমতি দিলাম।" রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আমি তখন তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবো। আল্লাহর শপথ! যেমন তোমরা তোমাদের ঘরবাড়ী ও স্ত্রী-পরিজনকে চিনো, জান্নাতবাসীরা তাদের বাসস্থান ও স্ত্রীদেরকে এর চেয়েও বেশি স্পষ্ট করে চিনে ফেলবে। **একজন জান্নাতীর বাহাত্তরজন করে স্ত্রী হবে**, যারা হবে আল্লাহর নতুন সৃষ্ট। **আর দু'জন করে স্ত্রী হবে আদম সন্তানের মধ্য হতে**। এদেরকে এদের ইবাদতের কারণে ঐ সমস্ত স্ত্রীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হবে। জান্নাতী ব্যক্তি ঐ স্ত্রীদের এক একজনের কাছে যাবে। প্রত্যেকে এমন প্রাসাদে অবস্থান করবে যা হবে পদ্মরাগ নির্মিত। আর এমন পালঙ্কের উপর থাকবে যা সোনার তার দিয়ে বানানো এবং তাতে মণি-মুক্তা বসানো থাকবে। প্রত্যেকে মিহিন রেশম ও পুরু রেশমের সত্তর জোড়া কাপড় পরিধান করে থাকবে। এই স্ত্রী এমন নমনীয়া ও উজ্জ্বল হবে যে, স্বামী তার কোমরে হাত রেখে বৃক্ষের দিকে তাকালে সবই দেখতে পাবে। কাপড়, গোশত, অস্থি ইত্যাদি কোনো জিনিসই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। তার পদনালীর মজ্জা পর্যন্ত সে দেখতে পাবে। অনুরূপভাবে জান্নাতী পুরুষেরও দেহ হবে জ্যোতির্ময়। মোটকথা, এ তার দর্পণ হবে এবং সে এর দর্পণ হবে। (ইবনে কাসীর ১৭/২৬৭-২৬৮)

(৬) কোনো পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের স্বামী কে হবে?

দুনিয়াতে যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে। তারপর তারা সবাই জান্নাতে যায় তবে তারা সবাই সে লোকেরই স্ত্রী হিসেবে থাকবে।

(৭) স্বামী জান্নাতী না হলে তার স্ত্রীর কি অবস্থা হবে?

যদি কারও স্বামী জান্নাতী না হয়, আর স্ত্রী জান্নাতী হয় তাহলে তখন তাকে আল্লাহ যার সাথে পছন্দ করেন তার সাথে ঐ নারীকে বিয়ে পড়িয়ে দেবেন।

যদি দুনিয়ার কোনো নেককার পুরুষের স্ত্রী নেককার মহিলা না হয় তাহলে আখিরাতে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ নেককার পুরুষটিকে অন্য কোনো নেককার স্ত্রী দান করা হবে। আর যদি দুনিয়ায় কোনো স্ত্রী হয় নেককার এবং তার স্বামী হয় অসৎ, তাহলে আখিরাতে ঐ অসৎ স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো সৎ পুরুষকে তার স্বামী হিসেবে দেওয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ায় কোনো স্বামী-স্ত্রী দু'জনই সৎকর্মশীল হয়, তাহলে আখিরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হবে। (বাদশাহ ফাহাদ কু: কমপ্লেক্স অনুবাদ- ১/৫২)

(৮) জান্নাতে স্ত্রী সহবাস থাকবে

একবার আবূ হোরাইয়া (রা) জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স)! জান্নাতে জান্নাতী পুরুষেরা কি স্ত্রী সহবাস করবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে সেই আল্লাহর শপথ! সত্যি জান্নাতবাসী জান্নাতে স্ত্রী সঙ্গম করবে এবং খুব ভালোভাবে উত্তম পন্থাতেই করবে। যখন তারা পৃথক হবে তখনই স্ত্রী আবার এমনই পাক-সাফ কুমারী হয়ে যাবে যে, তাকে যেনো কেউ স্পর্শই করেনি।"

জান্নাতী স্বামী তার স্ত্রীর সাথে শান্তিময় মিলনে মশগুল হয়ে পড়বে। সহবাসে স্বামী-স্ত্রী কেউই ক্লান্ত হবে না। কেউই কারো প্রতি বিরক্ত হবে না। স্বামী যখনই স্ত্রীকে কাছে নিয়ে আসবে তখনই তাকে কুমারী পাবে। তার অঙ্গ অবসন্ন হবে না এবং তার কাছে কিছুই কঠিন ঠেকবে না। সেখানে বিশেষ পানি (শুক্র) থাকবে না যাতে ঘৃণা আসে। তারা দু'জন এভাবে সহবাসে লিপ্ত থাকবে। এমতাবস্থায় জান্নাতী ব্যক্তির কানে শব্দ আসবে, "এটা তো আমাদের খুব ভালোই জানা আছে যে, আপনাদের কারো মনের আকাঙ্ক্ষা মিটবে না, কিন্তু আপনার অন্যান্য স্ত্রীরাও তো আছে?" তখন ঐ জান্নাতী ব্যক্তি বের হয়ে আসবে এবং আর একজনের কাছে যাবে। যার কাছে যাবে সেই তাকে দেখে বলে উঠবে, "আল্লাহর কসম! জান্নাতে আমার জন্যে আপনার চেয়ে ভালো জিনিস আর কিছুই নেই।"

(৯) জিন নারী-পুরুষের বিয়ে

যমরাহ ইবনে হাবীব (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, "মুমিন জ্বিনও কি জান্নাতে যাবে?" উত্তরে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, মহিলা জ্বিনদের সাথে তাদের বিয়ে হবে যেমন মানুষ নারীর সাথে মানুষ পুরুষের বিয়ে হবে।।" অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন।

﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴾

"সেখানকার (অগণিত নিয়ামতের) মধ্যে থাকবে আয়তনয়না হুর, যাদের (জান্নাতের) এ (অধিবাসী)-দের আগে কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন কখনো স্পর্শ করেনি।" (সূরা ৫৫; আর রাহমান ৫৬)

একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতীর জন্য আশি হাজার খাদেম এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৩৮)

(১০) জান্নাতে যৌন শক্তি

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "জান্নাতে একজন মুমিনকে এতো এতো স্ত্রীদের কাছে যাওয়ার শক্তি দান করা হবে।" আনাস (রা) তখন জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স)! এতো ক্ষমতা সে রাখবে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "(দুনিয়ার) একশ'জন লোকের (সহবাসের) সমান শক্তি তাকে দান করা হবে।"

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হয়, "হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হবো?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "প্রতিদিন একজন লোক একশজন কুমারীর সাথে মিলিত হবে।" (তাবরানী) অর্থাৎ সহবাস করবে। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৬৮-২৬৯)

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ইয়াহূদী এসে বললো, হে আবুল কাশেম! আপনি কি মনে করেন যে, জান্নাতবাসীগণ খানাপিনা করবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হ্যাঁ অবশ্যই, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ করে বলছি! সেখানে জান্নাতবাসীদের প্রত্যেককে খানাপিনা ও কামবাসনার ক্ষেত্রে দুনিয়ার একশত জনের সমান ক্ষমতা দেওয়া হবে।" লোকটি বলল, যার খানাপিনা আছে তার তো আবার টয়লেটে ধোয়া-মোছার প্রয়োজন পড়বে। অথচ জান্নাতে কোনো ময়লা-আবর্জনা বা কষ্টের কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাদের সে প্রয়োজনটুকু শুধুমাত্র একটু ঘামের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে। যে ঘামের সুগন্ধ হবে মিস্‌কের গন্ধের মতো। আর এতেই তাদের পেট হালকা হয়ে যাবে।" (মুসনাদে আহমাদ- ৪/৩৬৭)

জান্নাতী নারীকে স্বামী বাছাইয়ের সুযোগ দিলে কোন্ ধরনের পুরুষকে সে অগ্রাধিকার দেবে?

যার আচার-আচরণ ব্যবহার ছিলো উত্তম। উম্মে সালমা (রা) প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স)! কোন কোন স্ত্রীলোকের দুটি, তিনটি এবং চারটিও স্বামী হয়ে যায়, এরপর তার মৃত্যু এসে যায়। মৃত্যুর পর যদি এই স্ত্রী লোকটি জান্নাতে যায় এবং তার সব স্বামীও জান্নাতী হয় তবে কার সাথে মিলিত হবে (এ নারী কোনো পুরুষের স্ত্রী হবে)?" রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বললেন, "তাকে অধিকার দেওয়া হবে, সে যার সাথে ইচ্ছা মিলিত হতে পারে। সুতরাং সে তার ঐ স্বামীগুলোর মধ্যে তার সাথে মিলিত হওয়া পছন্দ করবে যে দুনিয়ায় তার সাথে ভালো ব্যবহার করতো। সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! (আমার এই স্বামী) আমার সাথে উত্তমরূপে জীবন যাপন করতো। সুতরাং এরই সাথে (আজ) আমার বিয়ে দিন!" হে উম্মে সালমা (রা)! উত্তম চরিত্র দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দ্বারা ভরপুর করে দিয়েছে। (তাবরানী, ইবনে কাসীর- ১৭/২৬৭)

১৪. জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চেহারা

চেহারার সৌন্দর্য দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে অতিমাত্রার এক লোভনীয় বস্তু। নিজেকে সুন্দর করা, সুন্দর চেহারার মানুষ পাওয়া, সুন্দর বর-কনে লাভ করার জন্য মানুষ কি না করে! সৌন্দর্যের পেছনে ঘুরে জীবনের অনেক কিছুই কুরবানী করে। অনেকের জীবন ধ্বংস করে একটি সুন্দর চেহারা পাওয়ার লোভে। কোটি কোটি টাকার কসমেটিক উৎপাদন শুধু সৌন্দর্যের জন্য। এ আকর্ষণীয় বস্তুটিকে আখিরাতের সম্পদও আল্লাহ বানিয়ে রেখেছেন। যারা জান্নাতে যাবেন সেসব নারী-পুরুষেরা অকল্পনীয় সৌন্দর্য ও চেহারার অধিকারী হবে। আর চেহারার রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্য এমন এক নিয়ামত যা সারাক্ষণ তার সাথে থাকে, টাকার মতো ঘরে বা ব্যাংকে গচ্ছিত নয়। চেহারার এ অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা কুরআন ও সুন্নাহ উভয় সূত্রেই আছে। বিপরীতে পাপিষ্ঠদের চেহারা হবে কুশ্রী, বিশ্রী ও বদশ্রী। ভালো লোকদের চেহারা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴾

"(কিয়ামতের) সে দিন কিছু সংখ্যক (মুমিনের) চেহারা সাদা সমুজ্জ্বল হয়ে যাবে, (আবার) কিছু সংখ্যক (মানুষের) চেহারা কালো (কুশ্রী) হয়ে পড়বে। যাদের মুখ কালো হয়ে যাবে (জাহান্নামের প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে), ঈমানের (নিয়ামত পাওয়ার) পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? অতঃএব (আজ) তোমরা নিজেদের কুফরীর প্রতিফল (হিসেবে এ) আযাব ভোগ করতে থাকো!" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১০৬)

বিদ'আতী ও মুনাফিকদের চেহারাও হবে কুশ্রী, বিশ্রী ও কালো

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুখমণ্ডল শুভ্র সাদা বর্ণ ও আলোকোজ্জ্বল হবে এবং আহলে বিদ'আতের মুখমণ্ডল হবে কালো বর্ণের (ইবনে আবী হাতিম ২/৪৬৪)।

হাসান বাসরী (র) বলেন যে, এ কালো বর্ণ বিশিষ্ট লোকেরা হলো মুনাফিকের দল। (ইবনে আবী হাতিম- ২/৪৬৫)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ﴾

"(দোযখ ও বেহেশতবাসী:) তাদের উভয়ের মাঝে একটি দেয়াল থাকবে, (এ দেয়ালের) উঁচু স্থানের ওপর থাকবে কিছু লোক, যারা (সেখানকার) প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের নিজ নিজ (চেহারার) চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৪৬)

অর্থাৎ চেহারার সৌন্দর্য ও কদর্যতা দেখেই বুঝা যাবে কে ভালো, কে মন্দ লোক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

"যারা ভালো কাজ করেছে, কল্যাণ তো (থাকবে) তাদের জন্যে এবং (থাকবে আরো) বেশি; সেদিন তাদের চেহারা কোনো কালিমা ও হীনতা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবে না; তারাই (হবে) জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।" (সূরা ১০; ইউনুস ২৬)

জান্নাতবাসীদের মুখমণ্ডল মলিন ও কালিমাময় হবে না। পক্ষান্তরে কাফির (ও পাপী বান্দাদের) চেহারা হবে ধূলিমলিন ও কালিমাযুক্ত। জান্নাতীরা

কোনোক্রমেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে না, প্রকাশ্যেও না, গোপনেও না। (ইবনে কাসীর- ৮/৮২০)

উক্ত আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'হুসনা' শব্দের অর্থ এখানে 'জান্নাত' এবং 'যিয়াদা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত প্রাপ্তি। হাদীসে আছে, ব্যক্তি বিশেষে (ও তার ইখলাছ ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে) কারো কারোর ইবাদত ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর এটাই হলো যিয়াদাহ। (দেখুন, কুরআনুল কারীমের বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর মদীনা- ১/১০৬০)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ ﴾

"সেদিন কিছু সংখ্যক (মানুষের) চেহারা উজ্জ্বল আলোতে ভরে উঠবে, এ (ভাগ্যবান) ব্যক্তিরা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে, আবার এদিন কিছু (মানুষের) চেহারা হয়ে যাবে বিবর্ণ-বিষণ্ন, তারা ভাবতে থাকবে, (এক্ষুণি বুঝি) তাদের সাথে কোমর বিচূর্ণকারী (আযাবের) আচরণ (শুরু) করা হবে;" (সূরা ৭৫; কিয়ামাহ ২২-২৫)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾ ﴾

"তুমি এদের চেহারায় নিয়ামতের ঔজ্জ্বলতা দেখতে পারবে; ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে এদের (সেদিন) বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে, কস্তুরীর সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ (করে দেওয়া হয়েছে); অতএব (এ নেয়ামত লাভের) জন্যে সকল প্রতিযোগিতাকারীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত;" (সূরা ৮৩; মুতাফফিফীন ২৪-২৬)

সেখানে লোকদের দু'টি দল হবে। এক দলের চেহারা আনন্দে চমকাতে থাকবে। তাদের মন নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত থাকবে। তাদের মুখমণ্ডল সুদর্শন এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তারা হবে জান্নাতী। আর একটি দল হবে জাহান্নামীদের। তাদের চেহারা কালিমাময় ও মলিন থাকবে। (দুররুল মানসুর ৮/৪২৪, ইবনে কাসীর ১৮/৭৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ﴾

"আল্লাহ তাআলা আজ তাদের সেদিনের (ভয়ঙ্কর আযাব ও) অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, তিনি তাদের (চেহারায়) সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন।" (সূরা ৭৬; দাহর ১১)

নাদ্‌রাহ ও **সুরুর** অর্থ চেহারার সজীবতা ও মনের আনন্দ। কিয়ামতের দিনের সমস্ত কঠোরতা ও ভয়াবহতা শুধু কাফের ও বদকার লোকদের জন্যই থাকবে। নেককার লোকেরা সেদিন কিয়ামতের সব রকম দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আনন্দিত ও উৎফুল্ল থাকবে।

আলী ইবনে আবী তালিব (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন জান্নাতীরা জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে তখন তারা দু'টি নহর দেখতে পাবে, যার খেয়াল যেনো তাদের মনে জেগেছিলো। একটির পানি তারা পান করবে। ফলে তাদের অন্তরের কালিমা সবই দূরীভূত হয়ে যাবে। অন্যটিতে তারা গোসল করবে। ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় সৌন্দর্যই তারা পুরো মাত্রায় লাভ করবে। এখানে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝٣٨ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝٣٩ ﴾

"সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল, হাসি-খুশি ও সন্তুষ্ট-প্রফুল্ল থাকবে।" (সূরা ৮০; আবাসা ৩৮-৩৯)

এক হাদীসে এসেছে, 'প্রথম দলটি যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের রূপ হবে চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল। সেখানে তারা থুথু ফেলবে না। সর্দি-কাশি ফেলবে না, পায়খানা-প্রস্রাব করবে না। তাদের প্লেট হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের সুগন্ধি কাঠ হবে ভারতীয় উদ কাঠের, তাদের ঘাম হবে মিশ্‌কের। তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে দু'জন করে স্ত্রী, যাদের সৌন্দর্য এমন হবে যে, গোশ্‌তের ভিতর থেকেও হাঁড়ের ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকবে না, থাকবে না ঝগড়া-হিংসা, হানাহানি, তাদের সবার অন্তর একই রকম হবে। সকাল-বিকাল তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে।" (বুখারী: ৩২৪৫)

জাহান্নামবাসীদের চেহারা বীভৎস হয়ে যাবে

নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ ও নফসের খায়েশের পেছনে চলে যারা হালাল হারাম তোয়াক্কা করে না, ঐসব পাপী বান্দারা তাদের চেহারা সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়া থেকে যেমন বঞ্চিত হবে, তেমন বিপরীতে তারা হবে কুৎসিৎ ও কদর্য চেহারাওয়ালা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۢ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴾

"যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের কাজ যে পরিমাণ মন্দ সে হিসেবেই বদলা পাবে এবং অপমান তাদের উপর চেপে বসবে। কেউ তাদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচাতে পারবে না। তাদের চেহারা এমন অন্ধকারেই ছেয়ে থাকবে, যেনো রাতের কালো পর্দা তাদের উপরে পড়ে আছে। এরা দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" (সূরা ১০; ইউনুস ২৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴾

"ঐ দিন যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে তখন আমি অপরাধীদেরকে এমন অবস্থায় ঘেরাও করে আনবো যে, (ভয়ে তাদের চোখ) নীল হয়ে যাবে।" (সূরা ২০; ত্বা-হা ১০২)

পূর্বেই বলা হয়েছে, রূপ-লাবণ্য ও চেহারা মানুষের দেহের সাথে সম্পর্ক; এ মহা রূপ-লাবণ্য সদা সাথে নিয়ে মানুষ চলে। এতো সুন্দর উপহারটি দুষ্ট পাপিষ্ঠরা পাবে না।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, জাহান্নামীদের চেনা যাবে তাদের কালো চেহারা দ্বারা আর জান্নাতীদের চেনা যাবে তাদের চেহারার সৌন্দর্য দ্বারা (তাবারী)

কাফির, মুশরিক, জালিম, বেনামাযী, সুদখোর; হারামখোর ও গোনাহগারদের চেহারা একেতো থাকবে কুৎসিৎ, এর উপর আবার আগুনের উত্তাপে তা আরো বীভৎস হয়ে যাবে। এদের চেহারা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴾

"(জাহান্নামের) আগুন তাদের মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে দেবে, তাতে (তাদের) চেহারা (জ্বলে) বীভৎস হয়ে যাবে।" (সূরা ২৩; মুমিনুন ১০৪)

তারা বীভৎস চেহারা বিশিষ্ট থাকবে । অবশ্য অভিধানে كَالِحٌ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার দুই ঠোঁট তার মুখের দাঁতগুলোকে ঢেকে রাখে না । এক ঠোঁট উপরে উঠে থাকে এবং অপর ঠোঁট নিচে ঝুলে থাকে । ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে । এটা খুবই বীভৎস দৃশ্য হবে । জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির দুই ঠোঁট এরূপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকবে । (দেখুন, তাফসীরে কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর, তাবারী ১৯/৭৪)

জাহান্নামী ব্যক্তি চেনার বড় আলামত হলো তার বদশ্রী, কুৎসিৎ চেহারা, এমনকি সে দুনিয়ায় সুপুরুষ হলেও । আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴾

"অপরাধীরা তাদের চেহারা দিয়ে (সেদিন এমনিই) চিহ্নিত হয়ে যাবে, (অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী) তাদের কপালের চুল ও পা ধরে ধরে টেনে (হেঁচড়ে) (জাহান্নামে) নিয়ে যাওয়া হবে ।" (সূরা ৫৫; আর-রাহমান ৪১)

কারও চুলের আগা ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা একসময় একভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে । অথবা চুলের আগা ও পা এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে । (কুরতুবী)

পাপীদের চেহারা ধূলাবালির ময়লাযুক্ত ও মলিন হয়ে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾ ﴾

"সেদিন কিছুসংখ্যক (লোকের) চেহারা (কুৎসিত) হয়ে যাবে, তার ওপর ধূলাবালি পড়ে থাকবে, মলিনতায় তা ছেয়ে যাবে ।" (সূরা ৮০; আবাসা ৪০-৪২)

উল্লেখ্য, যারা নিয়মিত সালাত আদায় করবে, তাদের ওযূর পানি লাগার জায়গাগুলো সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্যতায় ঝকমক করবে । এ দৃশ্য দেখে নবী (স) তার উম্মত হিসেবে চিনে তার জন্য শাফায়াত করবেন । (দেখুন, রিয়াদুস সালেহীন, ওযূ অধ্যায়)

১৫. জান্নাতে পুরুষদের বিবরণ

নিজে সুন্দর হওয়ার পাগলপারা মন । সুন্দর কাউকে পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরা । কসমেটিক্সের দোকানে সাজনীর বহুপদী উপাদান, শহরে-গ্রামে বিউটি পার্লারের রমরমা ব্যবসা, চুল-দাড়িতে কালো কলব দিয়ে যৌবন প্রদর্শন, দীর্ঘ

ও সুঠাম দেহ, এসবই শুধু সুন্দর হই, সুন্দর চাই– এ জন্যে। যদিও তা ক্ষণিকের; শেষ হয়ে যায় নিমিষে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য জান্নাতে অঙ্গসজ্জায় দৈহিক অপরূপে কি করে রেখেছেন তা বর্ণনার ভাষা, কল্পনার অনুভূতি আমাদের নেই। এটা আমার আপনার জন্য মঞ্জুর হতে পারে যদি আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, তার আদেশ-নিষেধগুলো ভালোবাসার সাথে আমলে নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لِّأَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ۝٣٨ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۝٣٩ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ ۝٤٠ ﴾

"(এসব হচ্ছে প্রথম দলের) ডান পাশের লোকদের জন্যে; (এ ডান পাশের লোকদের) এক বিরাট অংশই হবে আগের লোকদের মাঝ থেকে, (আবার) অনেকে হবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকেও।" (সূরা ৫৬; আল-ওয়াকিয়া ৩৮-৪০)

তাফসীরে ইবনে কাসীর থেকে (১৭/২৭০-২৭১) এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পয়েন্ট আকারে নিম্নে পেশ করা হলো।

(১) চেহারার বিবরণ

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল হবে। তাদের পরবর্তী দলের চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হবে। তারা পায়খানা, প্রস্রাব, থুথু এবং নাকের সর্দি হতে পবিত্র হবে। তাদের কংকন হবে স্বর্ণনির্মিত। তাদের শরীরের ঘাম মৃগনাভীর মতো সুগন্ধময় হবে। তাদের আংটিগুলো হবে মুক্তা নির্মিত। বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা হুরেরা হবে তাদের স্ত্রী। তাদের সবারই চরিত্র হবে একই ব্যক্তির মতো।" (ইবনে কাসীর- ১৭/২৭০-২৭১)

জান্নাতে কেউ অবিবাহিত থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারার লাবণ্য হবে পূর্ণিমার রাত্রির চাঁদের চেয়েও বেশি। তারা থুথু ফেলবে না, তাদের সর্দি-কাশি হবে না, তারা পায়খানা-প্রস্রাব করবে না, তাদের পেয়ালা হবে স্বর্ণের, চিরুনি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের আগরকাঠ হবে উন্নতমানের উদকাঠ, ঘাম হবে মিসক, তাদের প্রত্যেকের থাকবে দু'জন করে স্ত্রী, যাদের সৌন্দর্য এতো ফুটে উঠবে যে, তাদের হাঁড়ের ভিতরের মজ্জা গোশত ভেদ করে দেখা যাবে। (বুখারী: ৩০০৬, মুসলিম: ২৮৪৩)

(২) দেহের দৈর্ঘ্য

প্রত্যেক জান্নাতী আমাদের আদি পিতা আদম (আ)-এর আকৃতিতে ষাট হাত দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট হবে।" (ইবনে কাসীর- ১৭/২৭১)

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাদের দেহ ফেরেশতাদের হাতের মাপে ষাট হাত লম্বা হবে।

(৩) চুল-দাড়ি ও রঙের বর্ণনা

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জান্নাতবাসী লোকেরা চুলবিহীন, দাড়িবিহীন, গৌরবর্ণের ও উত্তম চরিত্র বিশিষ্ট, সুন্দর, কাজল কালো চক্ষু বিশিষ্ট, তেত্রিশ বছর বয়স্ক, ষাট হাত দীর্ঘ ও সাত হাত চওড়া, মযবুত দেহ বিশিষ্ট হবে।" (তাবরানী, ইবনে কাসীর- ১৭/২৭১)

(৪) চোখের বর্ণনা

"জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের শরীরে কোনো পশম থাকবে না, দাড়ি থাকবে না। ফর্সা সাদা বর্ণের হবে। কুঞ্চিত কেশ হবে। কাজল কাল চোখ হবে এবং সবার বয়স তেত্রিশ বছর হবে।" (তিরমিযী- ২৫৪৫, মুসনাদে আহমাদ- ২/২৯৫)

(৫) বয়স

যেকোনো বয়সে মারা যাক না কেনো, জান্নাতে প্রবেশের সময় সে তেত্রিশ বছর বয়স্ক হবে এবং ঐ বয়সেই সদা-সর্বদা থাকবে। জাহান্নামীদের অবস্থাও অনুরূপ হবে।" (তিরমিযী)

অর্থাৎ তারা কখনো বৃদ্ধ হবে না। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৭১)

(৬) সৌন্দর্য ও ভাষা

আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে এমন অবস্থায় যে, তখন তাদের দেহ হবে আদম (আ)-এর মতো, সৌন্দর্য হবে ইউসুফ (আ)-এর মতো, বয়স হবে ঈসা (আ)-এর মতো অর্থাৎ তেত্রিশ বছর এবং ভাষা হবে মুহাম্মাদ (স)-এর মতো অর্থাৎ আরবী। তারা হবে চুলবিহীন এবং কাজল কালো চক্ষুবিশিষ্ট।" (ইবনে আবিদ্ দুনিয়া, ইবনে কাসীর ১৭/২৭১)

(৭) থাকবে চির যুবক

জান্নাতে যখন প্রবেশ করবে তখন যৌবন নিয়ে প্রবেশ করবে। তার যৌবন নষ্ট হবে না, অনন্তকাল যুবকই থেকে যাবে। (মুসলিমঃ ২৮৩৫)

তার নিয়ামতরাজির অন্যতম হলো জান্নাতীরা যৌবন নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা হবে নব্য যুবক। তাদের দাড়ি-গোঁফ গজাবে না। তাদের চোখে সুরমা দেওয়া থাকবে। (দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসীর- ১৬/৯৮)

১৬. জান্নাতে নারীদের বিবরণ

(১) দৈহিক সৌন্দর্য

তাদের সৌন্দর্য হবে চিত্তাকর্ষক ও অপূর্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি জান্নাতী কোনো মহিলা যমীনের অধিবাসীদের দিকে তাকাতো তবে আসমান ও যমীনের মাঝের অংশ আলোতে ভরপুর হয়ে যেতো, সুগন্ধিতে ভরে দিতো। এমনকি তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম।" (বুখারীঃ ২৬৪৩, ২৭৯৬)

হুর নারীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যে এমন, যেমন ইয়াকুত (প্রবাল) এবং মারজান (পদ্মরাগ)। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে ইয়াকুতের সাথে এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে মারজানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং, এখানে মারজান দ্বারা মুক্তাকে বুঝানো হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) বলেছেন, "জান্নাতীদের স্ত্রীদের প্রত্যেকে এমনই যে, তার পদনালীর শুভ্রতা সত্তরটি রেশমের হুল্লার (এক প্রকার পোশাক) মধ্য হতেও দেখা যাবে, এমন কি ভিতরের মজ্জাও দৃষ্টিগোচর হবে।" অতঃপর তিনি كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, "দেখো, ইয়াকুত একটি পাথর বটে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওতে স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য এতোই দান করেছেন যে, যদি ওর মধ্যে সূতা পরিয়ে দেওয়া হয় তবে বাহির হতে তা দেখা যাবে।" (ইবনে আবি হাতেম)

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) বলেছেন, "প্রত্যেক জান্নাতবাসীর দু'টি করে স্ত্রী এই গুণ বিশিষ্ট হবে যে, তারা সত্তরটি করে হুল্লা পরিধান করে থাকা সত্ত্বেও তাদের পদনালীর ঝলক বা ঔজ্জ্বল্য বাইরে

প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং অধিক স্বচ্ছতার কারণে ওর ভিতরের মজ্জাও দেখতে পাওয়া যাবে।" (আহমাদ)

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আবুল কাসেম (স) বলেছেন, "প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে। তাদের পরবর্তী দলটি হবে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় চেহারা বিশিষ্ট। তাদের প্রত্যেকেরই এমন দুটি করে স্ত্রী হবে যাদের পদনালীর মজ্জা গোশত ভেদ করে দৃষ্টিগোচর হবে। আর জান্নাতে কেউই স্ত্রীবিহীন থাকবে না।" (মুসলিম, ইবনে কাসীর- ১৭/২৩২)

আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। জান্নাতে যে জায়গা তোমরা লাভ করবে ওর মধ্যে একটি কামান বা একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। যদি জান্নাতের স্ত্রীলোকদের মধ্যে কোনো একজন স্ত্রীলোক দুনিয়ায় উঁকি মারে তবে যমীন ও আসমান আলোকিত হয়ে উঠবে এবং তার সুগন্ধিতে সারা জগত সুগন্ধময় হয়ে উঠবে। তাদের হালকা ও ছোট দোপাট্টাও দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম।" (বুখারী, ইবনে কাসীর- ১৭/২৩৩)

(২) তাদের রং হবে অত্যন্ত সাদা ফর্সা

আর এজন্যই তাদের নাম হয়েছে 'হুর'। কেননা, হুর শব্দ দ্বারা ঐ সমস্ত নারীদেরকে বোঝায় যাদের চোখের সাদা অংশ অত্যন্ত ফর্সা, কোনো প্রকার খাদ নেই। আর যাদের চোখের কালো অংশ একেবারে কালো। তারা হবে প্রশস্ত চোখ বিশিষ্ট। তাদের এ দু'টি গুণ সূরা ওয়াকিয়ার ২২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) চোখের বিবরণ

জান্নাতে নারীদের চোখ বড় বড় হবে। কেননা, মেয়েদের চোখ বড় হলে বেশি সুন্দর দেখায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾ ﴾

"তাদের সাথে (আরো) থাকবে লাজুক, নম্র ও বড় চক্ষুবিশিষ্ট তরুণীরা, তারা যেনো (সযত্নে) লুকিয়ে রাখা ডিমের মতো উজ্জ্বল গৌর বর্ণের (সুন্দরী)।" (সূরা ৩৭; সাফফাত ৪৮-৪৯)

উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর বর্ণনায় ডাগর চোখা হুর-এর ভাবার্থ বুঝিয়ে দিন! রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বললেন, "এর ভাবার্থ হলো, বড় চক্ষু ও কালো পলক বিশিষ্ট হুর।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! লুকিয়ে রাখা ডিম-এর ভাবার্থ কি? তিনি উত্তর দিলেন, "ডিমের মধ্যস্থিত সাদা ঝিল্লীর মতো তাদের দেহ।" (তাবারী)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝٥٦ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٧ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۝٥٨ ﴾

"সেখানে (আরো) থাকবে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুর, যাদেরকে এর আগে কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন কখনো স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে, (জান্নাতী হুর) এরা যেনো এক একটি প্রবাল ও পদ্মরাগ।" (সূরা ৫৫; রাহমান ৫৬-৫৮)

কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও আরবীতে 'তমাস' طَمَثَ বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের আরো দু'টি অর্থ হতে পারে।

(ক) যেসব নারী মানুষের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোনো মানুষ এবং যেসব নারী জ্বিনদের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোনো জ্বিন স্পর্শ করেনি।

(খ) দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জ্বিন ভর করে বসে, জান্নাতে এরূপ কোনো সম্ভাবনা নেই। (কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর, ইবনে কাসীর)

সূরা দু'খানের ৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে,

﴿ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾

"আমি (আমার নেক বান্দারকে) বড় বড় চোখ বিশিষ্ট হুরদের সাথে বিয়ে দেবো। আর হুর নারীদেরকে আল্লাহ জান্নাতেই সৃষ্টি করেছেন।"

জান্নাতীদের সাথে ফরাশের উপর আয়তনয়না হুরেরা থাকবে যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। তারা তাদের জান্নাতী স্বামীদের ছাড়া আর কারো দিকে তাকাবে না এবং তাদের জান্নাতী স্বামীরাও তাদের প্রতি চরমভাবে আসক্ত থাকবে। এই জান্নাতী হুরেরাও তাদের এই মুমিন স্বামীদের অপেক্ষা উত্তম আর কাউকেও পাবে না। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই হুরেরা তাদের জান্নাতী স্বামীদেরকে বলবে, "আল্লাহর শপথ! সারা জান্নাতের মধ্যে আপনাদের চেয়ে আমাদের জন্যে উত্তম আর কিছুই নেই। আল্লাহ জানেন যে, আমাদের অন্তরে জান্নাতের কোনো জিনিসের প্রতি চাহিদা ও ভালোবাসা তেমন নেই যেমন আপনাদের প্রতি রয়েছে।" তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জান্নাতী স্বামীকে বলবে, "আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আপনাকে আমার অংশে ফেলেছেন এবং আমাকে আপনার খিদমত করার সুযোগ দিয়ে গৌরবের অধিকারিণী করেছেন।" (ইবনে কাসীর-১৭/২৩১)

(৪) তারা হবে চির কুমারী, হবে স্বামী সোহাগিনী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ ﴾

"আমি তাদের (সাথী হূরদের) বানিয়েছি (-ঠিক) বানানোর মতো (করেই), (তাদের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো,) আমি তাদের চির কুমারী করে রেখেছি। তারা (হবে) সমবয়সী প্রেম সোহাগিনী।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ৩৫-৩৭)

আমি জান্নাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। (কুরতুবী) জান্নাতী হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজননক্রিয়া ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী, কালো অথবা বৃদ্ধ ছিলো; জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী, লাবণ্যময়ী ও যুবতী করে দেওয়া হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি এই স্ত্রীদেরকে করেছি কুমারী।' ইতিপূর্বে তারা ছিলো একেবারে থুড়থুড়ে বুড়ী। আমি এদেরকে করেছি তরুণী ও কুমারী। তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা, কমনীয়তা, সৌন্দর্য, সচ্চরিত্রতা এবং মিষ্টি আচরণ ও

দেহের কারণে তাদের স্বামীদের নিকট খুবই প্রিয় পাত্রী হবে। কেউ কেউ বলেন যে, عُرُبًا বলা হয় প্রেমের ছলনাকারিণী এবং মনোহর ভঙ্গি প্রদর্শনকারিণীকে। হাদীসে আছে যে, এরা ঐসব মহিলা যারা দুনিয়ায় বৃদ্ধা ছিলো, এখন জান্নাতে গিয়ে নব যুবতীর রূপ ধারণ করেছে। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, দুনিয়ায় তারা কুমারী অবস্থায় থাকুক অথবা বৃদ্ধা অবস্থায়ই থাকুক, জান্নাতে কিন্তু সবাই কুমারীর রূপ ধারণ করবে এবং যুবতী হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৬৫-২৬৬)

জান্নাতের নারীদেরকে কুমারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে কেউ কখনো স্পর্শ করেনি। অথবা, তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক বার সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে। (কুরতুবী)

عُرُبٌ 'উরুব্' শব্দটির অর্থ স্বামী সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী। আরবী ভাষায় এ শব্দটি মেয়েদের সর্বোত্তম মেয়েসুলভ গুণাবলি বুঝাতে বলা হয়। এ শব্দ দ্বারা এমন মেয়েদের বুঝানো হয় যারা কমনীয় স্বভাব ও বিনীত আচরণের অধিকারিণী, সদালাপী, নারীসুলভ আবেগ অনুভূতি সমৃদ্ধ, মনে প্রাণে স্বামীর প্রতি ভক্ত এবং স্বামীও যার প্রতি অনুরাগী। (কুরতুবী; ইবনে কাসীর)

তাদের দেখলে মনে হবে যেনো মনি-মুক্তা। আল্লাহ বলেন, "তারা সুরক্ষিত মুক্তার মতো"। (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ২৩)

জান্নাতের নারীরা আপন স্বামী ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকায় না। আরও বলা হয়েছে, "তারা হুর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা।" (সূরা ৫৫; রাহমান ৭১)

তাদের সৌন্দর্য এমন যে, তা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সার্বিকভাবে ফুটে উঠবে।

আরবীতে أَتْرَاب 'আতরাব' শব্দের বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তারা তাদের স্বামীদের সমবয়সী হবে। অন্য অর্থটি হচ্ছে, তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। অর্থাৎ জান্নাতের সমস্ত মেয়েদের একই বয়স হবে এবং চিরদিন সেই বয়সেরই থাকবে। (ইবনে কাসীর)

উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাকে حُوْرٌ عِيْنٌ 'হুরুন্ আইন্' সম্পর্কে কিছু বলুন" তিনি (স) বলেন, حُوْرٌ عِيْنٌ 'হুরুন্ আইন্' হলো, গৌরবর্ণের বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা নারী, অত্যন্ত কালো ও বড় বড় চুল বিশিষ্টা, চুলগুলো যেনো গৃহিনীর পালক (জান্নাতের এই ধরনের মহিলা)।"

উম্মে সালমা (রা) বললেন, لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ 'লুলু মাক্নূন' সম্পর্কে কিছু বলুন!" রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "এই জান্নাতী নারীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ঔজ্জ্বল্য ঐ মুক্তার মতো যা ঝিনুক হতে সবেমাত্র বের হয়েছে, যাতে কারো হাত পড়েনি।" তিনি বললেন, خَيْرَاتٌ حِسَانٌ -এর তাফসীর কি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "চরিত্রবতী ও সুন্দরী সুশ্রী মহিলা।" তিনি প্রশ্ন করলেন, بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ 'বাইদুন্ মাকনূন্' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? জবাবে নবী (স) বললেন, "তাদের সৌন্দর্য ও নমনীয়তা ডিমের ঐ ঝিল্লীর মতো, যা ডিমের ভিতরে থাকে" (এরূপ বুঝানো হয়েছে)।

উম্মে সালমা (রা) عُرُبًا أَتْرَابًا 'উরুবান আতরাবান'-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলেন, "এর দ্বারা দুনিয়ার ঐ মুসলিম জান্নাতী নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা থুড়থুড়ে বুড়ী ছিলো। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং করেছেন সম্পূর্ণরূপে কুমারী ও নব্য যুবতী, যাদের প্রতি তাদের স্বামীরা পূর্ণমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।"

(৫) তারা হবে পূর্ণ যৌবনা ও সমবয়সী তরুণী

দুনিয়াতে যারা বৃদ্ধা ছিলো তারাও যৌবনকাল ফিরে পাবে। আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার ঘরে) আগমন করলেন। তখন এক বৃদ্ধা মহিলা আমার কাছে বসা ছিলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কে?" আমি বললাম, তিনি সম্পর্কে আমার খালা হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসিকতা করে বললেন, "জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা নারী প্রবেশ করবে না।" একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ন হয়ে গেলো। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, সে কাঁদতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং এ উক্তির অর্থ এই যে, "বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে।" (শামায়েলে তিরমিযী: ২৪০)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক বৃদ্ধা নারী নবী (স)-এর নিকট এসে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমার জন্যে দু'আ করুন যেনো আল্লাহ তাআলা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "হে অমুকের মা! কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না।" বৃদ্ধা মহিলাটি তখন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "(হে আমার সাহাবীগণ!) তোমরা তাকে খবর

দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় কেউ জান্নাতে যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে, তাদেরকে করেছি কুমারী।" (শামায়েলে তিরমিযী, ইবনে কাসীর- ১৭/২৬৬)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ ﴾

"তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না, সমবয়স্কা তরুণীরা। (হে ঈমানদাররা,) এ হচ্ছে সেসব (নিয়ামত)- বিচার দিনের জন্যে তোমাদের যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।" (সূরা ৩৮; ছোয়াদ ৫২-৫৩)

তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। (মুয়াসসার, সা'দী)

জান্নাতের এসব তরুণীরা হবে অতি পবিত্র। তারা চক্ষু নিচু করে থাকবে এবং জান্নাতীদের প্রতি তারা চরমভাবে আসক্তা থাকবে। তাদের চক্ষু কখনো অন্যের দিকে উঠবে না এবং উঠতে পারে না।

(৬) উঁচু ও স্ফীত বক্ষের অধিকারিণী হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ ﴾

"আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে রয়েছে (পরম) সাফল্য, (সুসজ্জিত) বাগবাগিচা ও আঙ্গুর (ফলের সমারোহ), (আরো রয়েছে) পূর্ণ যৌবনা সমবয়সী সুন্দরী তরুণী।" (সূরা ৭৮; নাবা ৩১-৩৩)

পুণ্যবান ও পরহেযগার লোকেরা আয়তলোচনা, ভরা যৌবনা তরুণী অর্থাৎ হুর লাভ করবে, যারা হবে উঁচু ও স্ফীত বক্ষের অধিকারিণী এবং সমবয়স্কা। (তাবারী- ২৪/১৭০)

তারা পবিত্র শরাবের উপচে পড়া পেয়ালা একটির পর একটি লাভ করবে। তাতে এমন কোনো নেশা হবে না যে, অশ্লীল ও অর্থহীন কথা তাদের মুখ দিয়ে বের হয়ে যাবে যা অন্য কেউ শুনতে পাবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে,

﴿ لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴾

"কেউ কোনো অসার কথা সেখানে বলবে না এবং কোনো অসৎ কাজেও লিপ্ত হবে না।" (সূরা ৫২; তূর ২৩)

অর্থাৎ জান্নাতে কোনো অর্থহীন বাজে কথা এবং অশ্লীল ও পাপের কথা প্রকাশ পাবে না। সেটা হলো দারুস সালাম বা শান্তির ঘর। যেখানে কোনো দোষণীয় বা মন্দ কথা কেউ বলবেও না, শুনবেও না। (ইবনে কাসীর- ১৮/৪২)

(৭) তারা হবে পবিত্রা ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী

জান্নাতী এ সমস্ত নারীরা তাদের দুনিয়ার অবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হবে। তারা হবে সবদিক থেকে পবিত্রা। তারা হায়েয, নিফাস, থুথু, কাশি, প্রস্রাব, পায়খানা– এসব থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴾

“যারা (এ কিতাবের ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (হে নবী) তাদেরকে তুমি এ সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে রয়েছে এমন এক জান্নাত যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকবে; যখনি তাদেরকে (জান্নাতের) কোনো একটি ফল দেওয়া হবে তখনি তারা বলবে, এ ধরনের (ফল) তো ইতিপূর্বেও আমাদের দেওয়া হয়েছিলো, তাদের (মূলত) এ ধরনের জিনিসই সেখানে দেওয়া হবে; তাদের জন্যে (আরো) সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মিনী এবং তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে।” (সূরা ২; বাকারা ২৫)

জান্নাতের হুর নারীরা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রস্রাব-পায়খানা, হায়েয-নিফাস ইত্যাদি যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়ের ঊর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা ও অবাধ্যতাজনিত অভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

তারা অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। (তাবারী- ১/২৯৫) মুজাহিদ (র) বলেন, মাসিক (ঋতুস্রাব), প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়া, প্রস্রাব, বীর্য, থুথু এবং গর্ভধারণ থেকে থাকবে পবিত্র। (তাবারী- ১/৩৯৬, ইবনে কাসীর- ১/১৭০)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

"(হে নবী,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের এগুলোর চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো বস্তুর কথা বলবো? (হ্যাঁ, সে উৎকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে) তাদের জন্যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে রয়েছে (মনোরম) জান্নাত, যার পাদদেশে দিয়ে প্রবাহমান থাকবে (অগণিত) ঝর্ণাধারা এবং তারা সেখানে অনাদিকাল থাকবে, আরো থাকবে (তাদের) পূতঃপবিত্র সঙ্গী ও সঙ্গীনীরা। থাকবে আল্লাহ তাআলার (অনাবিল) সন্তুষ্টি; আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের (কার্যকলাপের) ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৫)

জান্নাতের হুর নারীরা ময়লা, অপবিত্রতা, ঋতু-রক্তক্ষরণ ইত্যাদি ও সকল নাপাকি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রকারের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বিরাজ করবে।

(৮) তাদের আচরণ ও স্বভাব হবে অমায়িক

দাম্পত্য কলহ-বিবাদে লাখো কোটি পরিবারে আজ বিরাজ করছে অশান্তির আগুন; কিন্তু জান্নাতে স্ত্রীদের সাথে থাকবে মধুময় সম্পর্ক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾

"সেখানে থাকবে সৎ স্বভাবের সুন্দরী রমণীরা।" (সূরা ৫৫; রাহমান ৭০)

خَيْرَاتٌ -এর অর্থ চারিত্রিক দিক দিয়ে সুশীলা এবং حِسَانٌ এর অর্থ দৈহিক দিক দিয়ে সুন্দরী। উভয় উদ্যানের নারীগণ সমভাবে এই বিশেষণে বিশেষায়িত হবে। (ইবনে কাসীর; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ ﴾

"তাদের সাথে (আরো) থাকবে লাজুক, নম্র ও ডাগর চোখের তরুণীরা, তারা যেনো (সযত্নে) লুকিয়ে রাখা ডিমের মতো উজ্জ্বল গৌর বর্ণের (সুন্দরী নারী)।" (সূরা ৩৭; সাফফাত ৪৮-৪৯)

আয়াত দুটোতে জান্নাতের হুরদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে প্রথমে তাদের গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হবে 'আনতনয়না'। যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ তাআলা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোনো ভিন্ন পুরুষের প্রতি তাকাবেই না। কোনো কোনো মুফাসসির এর অর্থ করেছেন, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেরা এমন 'অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা' হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই জাগবে না (দেখুন, তাবারী; আদওয়াউল বায়ান)। আর বিপরীতে হুরেরা নিজেদের স্বামী ছাড়া আর কারো চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করবে না।

এখানে জান্নাতের হুরগণের দ্বিতীয় আরেকটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে সুরক্ষিত ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছ এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত ছিলো। যে ডিম পাখার নিচে লুকানো থাকে, তা এমনই সুরক্ষিত থাকে যে, এর উপর বাইরের ধুলিকণার কোনো প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর রঙ সাদা হলুদাভ হয়ে থাকে; যা আরবদের কাছে মহিলাদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসেবে গণ্য হতো। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। (দেখুন, তাবারী; আদওয়াউল বায়ান)

(৯) থাকবে পতিভক্ত

স্বামীর পরকীয়া, স্ত্রীর বয় ফ্রেন্ড, অবৈধ প্রেমপ্রীতি– এরূপ কোনো ঘটনার লেশমাত্র সেখানে থাকবে না। থাকবে পারস্পরিক মধুময় সম্পর্ক। ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতে عُرُبًا -এর তাফসীরে বলেন যে, জান্নাতে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি আসক্তা হবে এবং স্বামীও তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে।

ইকরামা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, উরুবান অর্থ হলো, মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিকারিণী। এক সনদে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হলো, কমনীয় ভাব প্রদর্শনকারিণী। তামীম ইবনে হাযলাম (র) বলেন, عُرُبًا ঐ স্ত্রীলোককে বলা হয়, যে তার স্বামীর মন তার মুঠোর মধ্যে রাখে। যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এর অর্থ হলো উত্তম ও মধুর বচন। এমনি বচনে স্ত্রী তার স্বামীর অন্তর মোহিত করে দেয়। যখন কিছু বলে তখন মনে হয় যেনো ফুল ঝরে পড়ছে এবং নূর বা জ্যোতি বর্ষিত হচ্ছে। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৬৯)

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, তাদেরকে عُرُبً 'উরুব' বলার কারণ এই যে, জান্নাতে তাদের কথাবার্তা আরবী ভাষায় হবে।

اَتْرَابً এর অর্থ হলো, সমবয়স্কা অর্থাৎ সবাই ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছর বয়স্কা। এও অর্থ হয় যে, স্বামী এবং তার স্ত্রীদের স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ একই রকম হবে। স্বামী যা পছন্দ করে স্ত্রীও তাই পছন্দ করে এবং স্বামী যা অপছন্দ করে স্ত্রীও তাই অপছন্দ করে। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৬৯)

এ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে না। তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে, যাতে অকৃত্রিমভাবে একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে এবং খেলা-ধুলা ও লাফালাফি করতে পারে। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৬৯)

(১০) তারা গান গাইবে

আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "হুরেরা একটা চমৎকার বাগানে একত্রিত হয়ে এমন মধুর সুরে গান গায় যে, এরূপ মিষ্টি সুরের গান সৃষ্টজীব কখনো শুনেনি।" (তিরমিযী, ইবনে কাসীর- ১৭/২৭০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "জান্নাতীদের স্ত্রীগণ (সাথে হুরগণও) এমন সুন্দর স্বরে গান ধরবে যা কোনোদিন কেউ শুনেনি। তারা যা বলবে, 'আমরা অনিন্দ্য সুন্দরী, সুশীলা, সম্মানিত লোকের স্ত্রী, যারা আমাদের দিকে চক্ষু শীতল করার জন্য তাকায়' তারা আরও বলবে, 'আমরা চিরস্থায়ী সুতরাং আমরা কখনো মরবো না, আমরা নিরাপদ। সুতরাং আমাদের ভয় নেই, আমরা স্থায়ী অধিবাসী সুতরাং আমরা চলে যাবো না।" (তাবরানী: মু'জামুস সাগীর- ২/৩৫, নং: ৭৩৪, মাজমাউয যাওয়ায়িদ- ১০/৪১৯)

আবূ সুলাইমান দারানী (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের পর দু'আ করতে শুরু করি। ঠাণ্ডা খুব কঠিন ছিলো এবং খুব কুয়াশা পড়েছিলো বলে আমি দু'হাত উঠাতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি এক হাতেই দু'আ করতে থাকি। দু'আর অবস্থাতেই আমাকে নিদ্রায় চেপে ধরে। স্বপ্নে আমি একটি হুরকে দেখতে পাই, যার মতো সুন্দরী ও নূরানী চেহারার মহিলা ইতিপূর্বে কখনো আমার চোখে পড়েনি। সে আমাকে বলেন,

"হে আবূ সুলাইমান! আপনি এক হাতে দু'আ করছেন? অথচ আপনার এটা ধারণা নেই যে, পাঁচশ বছর হতে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার জন্যে তাঁর খাস নিয়ামতের দ্বারা লালন-পালন করছেন।" (ইবনে কাসীর- ১৭/২৭০)

(১১) কোনো নারী তার স্বামীকে কষ্ট দিলে

দুনিয়াতে কোনো জান্নাতী পুরুষকে তার স্ত্রী কষ্ট দিলে জান্নাতে হুরেরা সে জন্য কষ্ট অনুভব করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোনো মহিলা যখনই কোনো জান্নাতী পুরুষকে (অর্থাৎ তার স্বামীকে) দুনিয়াতে কষ্ট দেয় তখনি তার জান্নাতী হুর স্ত্রী বলতে থাকে, 'তোমার ধ্বংস হোক, তুমি তাকে কষ্ট দিও না, সে তো তোমার কাছে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান করছে, অচিরেই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে'।" (তিরমিযী: ১১৭৪, ইবনে মাজাহ: ২০১৪)

(১২) দাম্পত্য জীবন হবে চিরস্থায়ী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اُدۡخُلُوا الۡجَنَّۃَ اَنۡتُمۡ وَاَزۡوَاجُکُمۡ تُحۡبَرُوۡنَ ﴾

"(জান্নাতীদের বলা হবে,) তোমরা এবং তোমাদের সঙ্গী-সঙ্গীনীরা জান্নাতে প্রবেশ করো, সেখানে তোমাদের (সম্মানজনক) মেহমানদারি করা হবে!" (সূরা ৪৩; যুখরুফ ৭০)

ঈমানদার পুরুষদের ঈমানদার স্ত্রীরা এবং তাদের মুমিন বন্ধুরাও জান্নাতে একত্রে পাশাপাশি তাদের সাথে থাকবে। (আদ্‌উয়াউল বায়ান)

(১৩) কার মর্যাদা অধিক? দুনিয়ার নারী, নাকি হুরদের?

উম্মে সালমা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! দুনিয়ার নারীদের মর্যাদা বেশি, না হুরদের মর্যাদা বেশি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "হুরদের চেয়ে দুনিয়ার নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বেশি। যেমন (ফরাশের) আস্তর অপেক্ষা বাহিরের অংশ উত্তম হয়ে থাকে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই মর্যাদার কারণ কি? নবী (স) উত্তরে বললেন, "নামায, রোযা এবং আল্লাহ তাআলার অন্যান্য ইবাদত (তাদের এ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছে)। আল্লাহ তাআলা তাদের চেহারাকে নূর বা জ্যোতি দ্বারা এবং তাদের

দেহকে রেশম দ্বারা সজ্জিত করেছেন। তাদের পরিধানে থাকবে সাদা, সবুজ, হলদে ও সোনালী বর্ণের পোশাক এবং মণি-মুক্তার অলংকার। তারা বলতে থাকবে, আমরা সদা বিদ্যমান থাকবো, কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। আমরা নায ও নিয়ামত এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারিণী, কখনো আমরা দরিদ্র ও নিয়ামত শূন্য হবো না। আমরা নিজেদের বাসস্থানে সদা অবস্থানকারিণী, কখনো আমরা সফরে গমন করবো না। আমরা সর্বদা আমাদের স্বামীদের উপর সন্তুষ্ট থাকবো, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না, ভাগ্যবান তারাই যাদের জন্যে আমরা হবো এবং আমাদের জন্যে তারা হবে'।" (ইবনে কাসীর- ১৭/২৬৭)

১৭. জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মেহমানদারি

জান্নাতের মেহমানদারি

জামাই শ্বশুর বাড়িতে, নাতি-নাতনীরা নানার বাড়িতে এবং ভাইপো-ভাইঝিরা খালা-ফুফুর বাড়িতে অতি আদরের মেহ্মান হয়। আর জান্নাতে নেকবান্দারা হবে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার মেহমান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کَانَتۡ لَهُمۡ جَنّٰتُ الۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ﴿۱۰۷﴾ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا لَا یَبۡغُوۡنَ عَنۡهَا حِوَلًا ﴿۱۰۸﴾ ﴾

"যারা (আল্লাহ তাআলার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্যে 'জান্নাতুল ফেরদাউস' (সাজানো) রয়েছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, তারা সেখান থেকে (অন্য কোথাও যাওয়ার জন্যে) জায়গা বদল করতে চাইবে না।" (সূরা ১৮; কাহফ ১০৭-১০৮)

জান্নাতুল ফিরদাউস দিয়ে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের মেহমানদারি করবেন। উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'ফেরদাউস' (فِرۡدَوۡس) এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করো, তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য দু'আ করো। কেননা, এটা জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আল্লাহর আরশ এবং সেখান থেকেই জান্নাতের সব নহর (নদী ও ঝর্ণাধারা) প্রবাহিত হয়েছে।' (বুখারী: ২৭৯০, ৭৪২৩, বাদশাহ ফাহাদ কুঃ মুঃ কঃ অনুবাদ- ২/১৫৯৫)

সর্বোত্তম বান্দাকে সর্বোত্তম মেহমানদারি করবেন 'জান্নাতুল ফিরদাউস' দিয়ে। জান্নাতের এ জায়গাটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে আর কখনো বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশঙ্কা ছিলো এই যে, সাধারণতঃ এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে তাই স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নিয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। তাই জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোনো সময় তার মনে জাগবে না। অর্থাৎ এর চেয়ে আরামদায়ক কোনো পরিবেশ কোথাও থাকবে না। (দেখুন, ইবনে কাসীর; ফাতহুল কাদীর, বাদশাহ ফাহদ- ২/১৫৯৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾

"কোনো মানুষই জানে না, কি ধরনের চোখ জুড়ানো (বিনিময়) তাদের জন্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, (মূলতঃ) তাই হবে তাদের কাজের (যথার্থ) পুরস্কার।" (সূরা ৩২; সাজদা ১৭)

হাদীসে কুদসীতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ বলেন, আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য আমি এমন সব জিনিস তৈরি করে রেখেছি যা কখনো কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষ কোনোদিন তা কল্পনাও করতে পারে না।" (বুখারী: ৪৭৭৯; মুসলিম: ১৮৯, ২৩২৪)

সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাতী ব্যক্তির অবস্থান ও মেহমানদারি

হাদীসে আরো এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বললেন, জান্নাতে কার অবস্থানগত মর্যাদা সবচেয়ে সামান্য হবে? তিনি বললেন, সে এমন এক ব্যক্তি, যাকে সমস্ত জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পরে সবার শেষে জান্নাতের নিকট নিয়ে আসা হবে। তাকে বলা হবে, তুমি এখন জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে, হে রব! সবাই তো বেহেশ্‌তে তাদের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। তারা তাদের যা নেবার তা নিয়ে গেছে। আমার জন্য কি কোনো জায়গা আর ফাঁকা আছে? তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি সন্তুষ্ট হবে, যদি তোমাকে দুনিয়ার বাদশাদের

রাজত্বের মতো সমপরিমাণ রাজত্ব দেওয়া হয়? সে বলবে, হে রব! আমি সন্তুষ্ট। তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্য সেই পরিমাণ দেওয়া হলো, এরূপ আরো, আরো এ পরিমাণ, আরো এ পরিমাণ।

পঞ্চম বারে আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি কি সন্তুষ্ট হয়েছো? সে বলবে, হে রব! আমি (অবশ্যই) সন্তুষ্ট। তখন তিনি বলবেন, এটা তোমার জন্য, তাছাড়া এ রকম আরো দশগুণ। আর তোমার জন্য এখানে থাকবে যা তোমার মন চায়, যা তোমার চোখ শান্তি করে, সে বলবে, হে রব! আমি (অত্যন্ত) সন্তুষ্ট। সে বলবে, হে রব! (এই যদি হয় আমার অবস্থা) তাহলে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ? তিনি বলবেন, তাদের জন্য আমি নিজ হাতে তাদের সম্মানের বীজ বপন করেছি, আর তাতে আমার মোহর মেরে দিয়েছি। সুতরাং (এমন অপূর্ব নিয়ামত) কোনো চোখ কোনো দিন দেখেনি, কোনে কান কখনো শুনেনি, আর কোনো মানুষের মনে তা কক্ষনো উদিতও হয়নি। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (মুসলিম: ১৮৯)

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾

যেহেতু মুমিন বান্দারা গোপনে ইবাদত করতো সেহেতু আমিও গোপনে তাদের জন্য তাদের নয়নপ্রীতির নি'আমাতরাজি মওজুদ করে রেখেছি যা কেউ না চোখে দেখেছে, না কানে শুনেছে, আর না কল্পনা করেছে। হাসান বাসরী (র) বলেন, মানুষ যদি গোপনে ভালো আমল করে তাহলে এর প্রতিদান হিসেবে আল্লাহও তার জন্য উত্তম প্রতিদান জমা রাখবেন যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো মন কখনো কল্পনাও করেনি। (ইবনে কাসীর ১৫/৬৯৬)

আবূ হোরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছি যা কেউ চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং অন্তরে কল্পনাও করেনি।" (ফাতহুল বারী- ৮/৩৭৫, মুসলিম- ৫৪/২১৭৪, তিরমিযী- ৯/৫৬)

আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে যে নি'আমাত দেওয়া হবে তা কখনো কেড়ে নেওয়া হবে না। তার কাপড় পুরাতন হবে না, তার যৌবনে ভাটা পড়বে না।" (মুসলিম- ৪/২১৮১, ইবনে কাসীর- ১৫/৬৯৭)

জাহান্নামের মেহমানদারি

পক্ষান্তরে, দুষ্ট, পাপিষ্ঠ ও শয়তানদের জন্যও রয়েছে মেহমানদারি। আর তা হবে আযাব, অপমান ও শাস্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴾

"(বলো আল্লাহর বান্দাদের জন্যে জান্নাতের নিয়ামতরাজির) এ মেহমানদারি ভালো– না (আযাবের) যাককুম গাছ (ভালো)?" (সূরা ৩৭; আস সাফফাত ৬২)

দুনিয়ার জীবনে মানুষ ও প্রাণীকূলের ক্ষুধা লাগে, আখিরাতেও ক্ষুধা লাগবে। আর জাহান্নামবাসীরা সেখানে ক্ষুধার জ্বালায় খাবে তীব্র বিষাক্ত যাক্কুম গাছ, যার উৎপাদন জাহান্নামে। সে এক ভয়ঙ্কর অধ্যায়। নাউযুবিল্লাহ! এ বিষয়ে পরে বর্ণনা রয়েছে।

১৮. জান্নাতীদের খাবার ও পানীয়

দুনিয়ার জীবনে মানুষের একটা বড় চাহিদা হলো খাবারের প্রতি। এ নিয়ামতটি অপূর্বভাবে আল্লাহ তাআলা দেবেন জান্নাতেও।

থাকবে সেখানে খেজুর, আঙ্গুর, ডালিমসহ সকল প্রকার পাখির গোশত এবং পানি, দুধ, মধু ও আদা মিশ্রিত শরবত। তাছাড়া মন যা চায় এবং যা আদেশ করা হবে তা সবই সেখানে পাওয়া যাবে। কুরআন-হাদীসে জান্নাতীদের খাবার ও পানীয় সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ।

(১) ফল-ফলাদি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴾

"যারা (এ কিতাবের ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (হে নবী) তাদের তুমি সুসংবাদ দাও, তাদের জন্যে রয়েছে এমন এক জান্নাত যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকবে; যখনি তাদের (জান্নাতের) কোনো একটি ফল দেওয়া হবে তখনি তারা বলবে, এ ধরনের (ফল)তো ইতিপূর্বেও আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো, তাদের (মূলত) এ ধরনের জিনিসই সেখানে

দেওয়া হবে; তাদের জন্যে (আরো) সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মিনী এবং তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে।" (সূরা ২; বাকারা ২৫)

কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে, ফলমূল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ জান্নাতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই হবে। সেগুলো যখন জান্নাতবাসীদের মধ্যে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, এরূপ ফল তো আমরা দুনিয়াতেও পেতাম। কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। অপর কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে, ফলমূল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ, জান্নাতে পরিবেশিত ফল-মূলাদি দেখে জান্নাতিগণ বলবে যে, এটা তো গতকালও আমাদের দেওয়া হয়েছে। তখন জান্নাতের খাদেমগণ তাদের বলবে যে, দেখতে একই রকম হলেও এর স্বাদ ভিন্ন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দুনিয়ার ফলের সঙ্গে আখিরাতের ফল-মূলের কোনো তুলনাই চলবে না, শুধু নামের মিল থাকবে। (ইবনে কাসীর)

ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর (র) বলেন যে, জান্নাতের ঘাস হচ্ছে জাফরান এবং পাহাড়গুলো হচ্ছে মুশকের। ছোট ছোট সুন্দর চেহারাধারী ছেলেরা ফল এনে হাযির করবে এবং তারা খাবে। আবার আনলে তারা বলবে, ওটা এখনই তো খেলাম। তারা উত্তর দিবে, জনাব! রং ও রূপ তো এক, কিন্তু স্বাদ ভিন্ন; খেয়ে দেখুন। (ইবনে আবী হাতিম ১/৯০) খেয়েই তারা আরও সুস্বাদু অনুভব করবে। ইকরিমাহ (র) বলেন, দুনিয়ার ফলের সঙ্গে এবং নামে ও আকারে সাদৃশ্য থাকবে, কিন্তু স্বাদ হবে পৃথক। (তাবারী- ১/৩৯১)

(২) খেজুর ও ডালিম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴾

"সেখানে থাকবে (রং বেরংয়ের) ফল-ফলাদি খেজুর ও আনার।" (সূরা ৫৫; রাহমান ৬৮)

খেজুর ও আনারকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, অন্যান্য ফলের উপর এ দুটোর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

উমার ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, হে মুহাম্মাদ (স)!

জান্নাতে ফল আছে কি? তিনি উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ, তথায় রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার।" তারা আবার প্রশ্ন করে, (জান্নাতীরা) কি সেখানে দুনিয়ার মতো পানাহার করবে? জবাবে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, বরং বহুগুণ বেশি করবে।" তারা পুনরায় প্রশ্ন করে, তারা কি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরন করবে (অর্থাৎ সেখানে তাদের পায়খানা প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে কি? তিনি উত্তর দেন, "না! বরং শরীর থেকে ঘাম বেরোবে, এতেই সব হযম হয়ে যাবে।" (ইবনে কাসীর ১৭/২৩৬)

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতের খেজুর গাছের পাতা হবে জান্নাতীদের পোশাক। এটা লাল রঙয়ের হবে, এর কাণ্ড হবে সবুজ পান্না। এর ফল হবে মধুর চেয়েও মিষ্ট এবং মাখনের চেয়েও নরম। এতে বিচি মোটেই থাকবে না। (ইবনে আবি হাতিম, ইবনে কাসীর ১৭/২৩৭)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখি যে, ওর একটি আনার যেনো শিবিকাসহ উট (অর্থাৎ উটের মতো বিরাট)।" (ইবনে কাসীর ১৭/২৩৭)

(৩) আঙ্গুর

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَأَعْنَٰبًا ﴿٣٢﴾ ﴾

"আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে রয়েছে (পরম) সাফল্য, (সুসজ্জিত) বাগ-বাগিচা ও আঙ্গুর (ফলের সমারোহ)।" (সূরা ৭৮; নাবা ৩১-৩২)

(৪) বরই ও কলা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ ﴾

"(তারা অবস্থান করবে এমন এক বাগানে), যেখানে থাকবে কাঁটাবিহীন বরই গাছ, (থাকবে) কাঁদি কাঁদি কলা।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ২৮-২৯)

জান্নাতের নিয়ামতসমূহ অসংখ্য, অপূর্ব ও কল্পনাতীত। এক বেদুঈনের এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "জান্নাতের বরই গাছ হবে কাঁটাহীন। প্রতিটি কাঁটার জায়গায় একটি করে ফল থাকবে। এটা শুধু ফলই উৎপাদন করবে। ফলের সাথে বাহাত্তরটি বাহারী রং থাকবে যার এক রং অন্য রংয়ের সাথে সাদৃশ্য রাখবে না।" (মুস্তাদরাকে হাকিম : ২/৪৭৬)

ফল গাছগুলো থাকবে কাঁটামুক্ত

জান্নাতে বরই গাছ রয়েছে, কিন্তু এই বরই গাছগুলোর ফল হবে অধিক পরিমাণে ও উন্নতমানের। দুনিয়ার কুলবৃক্ষগুলো হয় কাঁটাযুক্ত এবং কম ফলবিশিষ্ট। পক্ষান্তরে, জান্নাতের কুলবৃক্ষগুলো হবে অধিক ফলবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে কাঁটাবিহীন। ফলের ভারে ডালাপালাগুলো নুয়ে পড়বে।

একই ফলে হরেক রকম স্বাদ

আল্লাহ তাআলা ঐ গাছের কাঁটা দূর করে দিয়েছেন এবং এর পরিবর্তে দিয়েছেন অধিক ফল। প্রত্যেক কুলের বাহাত্তর প্রকারের স্বাদ থাকবে, যেগুলোর রঙ ও স্বাদ হবে পৃথক। (ইবনে কাসীর ১৭/২৬০)

ফলগুলোতে থাকবে রুচিপূর্ণ স্বাদ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴾

"যেখানে প্রতিটি ফল থাকবে দু'প্রকারের।" (সূরা ৫৫; রাহমান ৫২)

প্রত্যেক ফলের দু'টি করে প্রকার হবে, শুষ্ক ও আর্দ্র। অথবা, সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদযুক্ত। অথবা, উভয় বাগানের ফলই হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এক বাগানে গেলে গাছের শাখা-প্রশাখায় প্রচুর ফল দেখতে পাবে। অপর বাগানে গেলে সেখানকার ফলের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখতে পাবে। অথবা, এর প্রতিটি বাগানের এক প্রকারের ফল হবে তার পরিচিত। যার সাথে সে দুনিয়াতেও পরিচিত ছিলো– যদিও তা স্বাদে দুনিয়ার ফল থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ হবে। আর আরেক প্রকার ফল হবে বিরল ও অভিনব জাতের, দুনিয়ায় যা সে কোনো সময় কল্পনাও করতে পারেনি। (দেখুন, ইবনে কাসীর; কুরতুবী)

(৫) পছন্দসই অন্যান্য ফল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾

"(সেখানে আরো থাকবে) তাদের নিজ নিজ পছন্দমতো ফল-মূল।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ২০)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَ اَصۡحٰبُ الۡیَمِیۡنِ ۬ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡیَمِیۡنِ ﴿۲۷﴾ فِیۡ سِدۡرٍ مَّخۡضُوۡدٍ ﴿۲۸﴾ وَّ طَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍ ﴿۲۹﴾ وَّ ظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ ﴿۳۰﴾ وَّ مَآءٍ مَّسۡکُوۡبٍ ﴿۳۱﴾ وَّ فَاکِهَۃٍ کَثِیۡرَۃٍ ﴿۳۲﴾ ﴾

"(অতঃপর আসবে) ডান পাশের লোক, আর কারা (এ) ডান পাশের লোক; (তারা অবস্থান করবে এমন এক উদ্যানে,) যেখানে থাকবে (শুধু) কাঁটাবিহীন বরই গাছ, (থাকবে) কাঁদি কাঁদি কলা, (শান্তিদায়িনী) ছায়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে, আর থাকবে প্রবাহমান (ঝর্ণাধারার) পানি, পর্যাপ্ত (পরিমাণ) ফল-মূল, (এমন সব ফল) যার সরবরাহ কখনো শেষ হবে না এবং (যার ব্যবহার কখনো) নিষিদ্ধও করা হবেন।" (সূরা ৫৬; আল-ওয়াকিয়া ২৭-৩৩)

জান্নাতের ফল-ফলাদির প্রাচুর্যের কারণে সেখানকার অধিবাসীরা যা ইচ্ছে তা দাবি করে নিবে, আর যা ইচ্ছে তা পছন্দ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مُتَّکِـِٕیۡنَ فِیۡهَا یَدۡعُوۡنَ فِیۡهَا بِفَاکِهَۃٍ کَثِیۡرَۃٍ وَّ شَرَابٍ ﴾

"সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে। প্রচুর ফল-মূল ও পানীয়ের ফরমায়েশ দিতে থাকবে।" (সূরা ৩৮; সোয়াদ ৫১)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ الۡمُتَّقِیۡنَ فِیۡ ظِلٰلٍ وَّ عُیُوۡنٍ ﴿۴۱﴾ وَّ فَوَاکِهَ مِمَّا یَشۡتَهُوۡنَ ﴿۴۲﴾ ﴾

"নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা আজ ছায়া ও ঝর্ণার মধ্যে আছে এবং তারা যেমন পছন্দ করে তেমন ফল (তাদের সামনে হাজির আছে)।" (সূরা : ৭৭ মুরসালাত ৪১-৪২)

মোটকথা জান্নাতে সবধরনের ও যাবতীয় স্বাদের ফল-ফলাদি থাকবে যা তাদের আনন্দ দিবে ও যা তাদের মন চাইবে।

সকল মওসুমেই থাকবে ফলের সমাহার

তাছাড়া জান্নাতের গাছসমূহের আরেকটি গুণ হলো যে, সেগুলো কখনো ফল-ফলাদি শূন্য হবে না। সবসময় সব ঋতুতে তাতে ফল থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَثَلُ الۡجَنَّۃِ الَّتِیۡ وُعِدَ الۡمُتَّقُوۡنَ ؕ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ اُکُلُهَا دَآئِمٌ وَّ ظِلُّهَا ؕ تِلۡکَ عُقۡبَی الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا ٭ۖ وَّ عُقۡبَی الۡکٰفِرِیۡنَ النَّارُ ﴾

"মুত্তাকী লোকদের জন্য যে বেহেশতের ওয়াদা করা হয়েছে এর পরিচয় এই যে, নিচে ঝর্ণাধারা বয়ে যাচ্ছে, এর ফল ও ছায়া চিরস্থায়ী। এটাই মুত্তাকীদের পরিণাম। আর কাফিরদের শেষ ফল হলো আগুন।" (সূরা ১৩; রা'দ ৩৫)

জান্নাতের গাছগুলো শাখা, কাণ্ডবিশিষ্ট ও বর্ধনশীল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ ﴾

"কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ঘন সবুজ এ উদ্যান দু'টি। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সূরা ৫৫; রাহমান ৬৩-৬৫)

হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে এসব ফল

এ সমস্ত গাছের ফল-ফলাদির আরো একটি গুণ হচ্ছে এই যে, এগুলো হাতের নাগালের মধ্যেই থাকবে, যাতে জান্নাতীদের তা নাগাল পেতে কষ্ট না হয়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

"অতএব, তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?" (সূরা ৫৫; রাহমান ৫৫)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴾

"বেহেশতের (গাছের) ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে ছায়া দিতে থাকবে এবং এর ফলগুলো (সব সময়) তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে (যাতে যেমন খুশি পেড়ে নিতে পারে।" (সূরা ৭৬; ইনসান ১৪)

এক হাদীসে এসেছে যে, "জান্নাতের কোনো কোনো গাছ এমন হবে যে, যার নিচে দিয়ে একজন সফরকারী তার সর্বশক্তি দিয়ে সফর করলেও তা অতিক্রম করতে একশত বছর লাগবে, তারপরও সে তা শেষ করতে পারবে না।" (বুখারী: ৩২৫১, মুসলিম: ২৮২৮)

ফলগুলো পেড়ে খেতে কোনো কষ্ট নেই

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ ﴾

"উঁচু মানের বেহেশতে। যার ফলগুলোর গুচ্ছ ঝুঁকে থাকবে। (তাদেরকে বলা হবে,) যা তোমরা অতীত দিনগুলোতে করেছো, এর বদলায় তোমরা মজা করে খাও ও পান করো।" (সূরা ৬৯; আল হা-ক্কাহ ২২-২৪)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ﴿١٥﴾ قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾ ﴾

"তাদের ওপর (জান্নাতে) তার গাছের ছায়া ঝুঁকে থাকবে, তার ফল-ফলাদি তাদের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হবে। তাদের (সামনে খাবার) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য নির্মিত পাত্রে ও কাঁচের পেয়ালায়, তা হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, আর তা রূপালী স্ফটিক পাত্র, (যার সবটুকুই) পরিবেশনকারীরা যথাযথভাবে পূর্ণ করে রাখবে।" (সূরা ৭৬; দাহর ১৪-১৬)

জান্নাতী গাছের ডালগুলো ঝুঁকে ঝুঁকে তাদের উপর ছায়া দিবে। গাছের ফলগুলো তাদের খুবই নিকটে থাকবে। ইচ্ছা করলে তারা শুয়ে শুয়েই ভেঙ্গে খেতে পারবে, ইচ্ছা করলে বসে বসে পেড়ে খেতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ভেঙ্গে খেতে পারবে। কষ্ট করে গাছে উঠার কোনো প্রয়োজনই হবে না। মাথার উপর ফলের ছড়া বা কাঁদি লটকে থাকবে। পাড়বে ও খাবে। দাঁড়ালে দেখবে যে, ডাল ঐ পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে, বসলে দেখতে পাবে যে, ডাল কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে এবং শুয়ে গেলে দেখবে যে, ফলসহ ডাল আরো নিকটে এসে গেছে। পেড়ে খাওয়ার না কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে, না দূরে থাকার কোনো ঝামেলা রয়েছে। (ইবনে কাসীর- ১৭/৭৭৪-৭৭৫)

সাওবান (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জান্নাতী ব্যক্তি যেই ফল জান্নাতের গাছ হতে ভেঙ্গে আনবে, সাথে সাথে ঠিক ঐরূপই আর একটি ফল গাছে এসে লেগে যাবে।" (তাবরানী, ইবনে কাসীর- ১৭/২৫৬)

ফলমূল কখনো ফুরাবে না, শেষও হবে না

জান্নাতের নিয়ামতসমূহ সর্বদা চলমান থাকবে, তাতে কোনো সময়ই অভাব বা কমতি পরিলক্ষিত হবে না। অন্যত্র বলা হয়েছে,

﴿ وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ ﴾

"থাকবে পর্যাপ্ত ফলমূল। (জান্নাতের নিয়ামত এতো বেশি ও সীমাহীন) যার সরবরাহ কখনো শেষ হবে না এবং (যার ব্যবহার কখনো নিষিদ্ধ করা হবে না।" (সূরা ৫৬ ওয়াকিয়া ৩২-৩৩)

দুনিয়ার ফলের অবস্থা এই যে, মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। যেমন শীতকালের কোনো ফল গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায় না এবং গ্রীষ্মকালীন কোনো ফল শীতকালে এর নাম-নিশানাও থাকে না। কিন্তু জান্নাতের ফল হবে চিরস্থায়ী। এগুলো কোনো মওসুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সব ধরনের ফল সকল মওসুমে হবে চিরস্থায়ী। চাইলেই পাওয়া যাবে। আল্লাহর ক্ষমতা বলে সদা-সর্বদা ওটা মওজুদ থাকবে। ফল পাড়তে কোনো কষ্টই হবে না। এদিকে একটি ফল ভাঙ্গবে আর ওদিকে আর একটি ফল এসে ঐ স্থান পূরণ করে দিবে। তাছাড়া দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে। কিন্তু জান্নাতের ফল ছিঁড়তে কোনো বাধা থাকবে না। (ইবনে কাসীর-১৭/২৬৩) কেউ নিষেধও করবে না

এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সালাত আদায়ের সময় একটু এগিয়ে গিয়ে কিছু একটা নিতে চাচ্ছিলেন, তারপর আবার ফিরে আসলেন। এ দৃশ্যটি দেখে সাহাবায়ে কিরাম সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি তখন জান্নাত দেখতে ছিলাম এবং সেখান থেকে আঙ্গুরের একটি থোকা নিতে চাচ্ছিলাম। যদি তা নিয়ে নিতে পারতাম তবে যতোদিন দুনিয়া থাকত ততোদিন তোমরা তা থেকে খেতে পারতে।" (বুখারীঃ ১০৫২, মুসলিমঃ ৯০৭)

(৬) পাখির গোশত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴾

"(থাকবে) তাদের মনের চাহিদা মোতাবেক (হরেক রকম) পাখির গোশত।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ২১)

অর্থাৎ রুচিসম্মত পাখির গোশত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাউসার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "এটা এমন এক নহর যা আমাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে দান করেছেন। যার মাটি মিসকের, যার পানি দুধের চেয়েও সাদা, আর যা মধু থেকেও সুমিষ্ট। সেখানে এমন এমন উঁচু ঘাড়বিশিষ্ট পাখিসমূহ থাকবে যেগুলো দেখতে উটের ঘাড়ের মতো।" তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ 'আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো তো অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে। তিনি বললেন, "যারা সেগুলো খাবে তারা এদের থেকেও আকর্ষণীয়।" (মুসনাদে আহমাদ- ৩/২৩৬, তিরমিযী: ২৫৪২)

জান্নাতে পাখির বিবরণ

আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাওসার' সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি (স) বলেন, "এটা হলো জান্নাতী নহর, যা মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। এর ধারে বড়ো বড়ো উটের সমান পাখি রয়েছে।" তখন উমার (রা) বলেন, তাহলে তো এ পাখিগুলো বড়ই নিয়ামত উপভোগ করছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এগুলোকে ভক্ষণকারীরা এগুলো অপেক্ষাও বেশি নিয়ামতের অধিকারী হবে।" (তিরমিযী)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জান্নাতে একটি পাখি রয়েছে যার সত্তর হাজার পাখা আছে। পাখিটি জান্নাতীর দস্তরখানে আসবে। প্রত্যেক পাখা হতে এক প্রকার রঙ বের হবে। যা দুধের চেয়েও সাদা, মাখনের চেয়েও নরম এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। তারপর দ্বিতীয় পাখা হতে দ্বিতীয় প্রকারের রঙ বের হবে। এভাবে প্রত্যেক পাখা হতে পৃথক পৃথক রঙ বের হয়ে আসবে। তারপর ঐ পাখিটি আবার উড়ে চলে যাবে।" (এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে খুবই গরীব, ইবনে কাসীর- ১৭/২৫৮)

কা'ব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জান্নাতী পাখি বড়ো বড়ো উটের মতো, যেগুলো জান্নাতের ফল খায় এবং জান্নাতের নহরের পানি পান করে। জান্নাতী যে পাখির গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করবে ঐ পাখি তার সামনে চলে আসবে। সে যতো চাইবে, যে বাহুর গোশত পছন্দ করবে, খাবে। তারপর ঐ পাখি আবার উড়ে যাবে এবং যেমন ছিলো তেমনই হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৫৮)

(৭) অন্যান্য গোশ্‌ত ও শরাব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاَمۡدَدۡنٰهُمۡ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحۡمٍ مِّمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ﴿۲۲﴾ يَتَنَازَعُوۡنَ فِيۡهَا كَاۡسًا لَّا لَغۡوٌ فِيۡهَا وَلَا تَاۡثِيۡمٌ ﴿۲۳﴾ ﴾

"(সেখানে) আমি তাদের এমন (সব) ফল-মূল ও গোশত পরিবেশন করবো যা তারা পেতে চাইবে। সেখানে তারা একে-অপরের কাছ থেকে পেয়ালা ভরে ভরে পানীয় নিতে থাকবে, সেখানে কোনো অর্থহীন কিছু থাকবে না এবং থাকবে না কোনো রকম গুনাহের বিষয়ও।" (সূরা ৫২; তূর ২২-২৩)

সেই শরাব নেশা সৃষ্টিকারী হবে না। তাই তা পান করে কেউ মাতাল হবে না, বেহুদা কথা ও আবোল-তাবোল বকবে না, গালি-গালাজ করবে না, কিংবা দুনিয়ার শরাব পানকারীদের মতো অশ্লীল ও অশালীন আচরণ করবে না। (আদওয়াউল বায়ান, বাদশাহ ফাহদ- ২/২৪৮৭)

সেখানে তারা একে-অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না। এটা পানে তারা অজ্ঞান হবে না। এতে তারা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করবে। বিপরীতে দুনিয়ার মদের অবস্থা এই যে, যারা এটা পান করে তাদের মাথায় চক্কর দেয়, বিবেক বোধ লোপ পায় এবং বকবক করে বকতে থাকে। তাদের মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয় এবং চেহারার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। কিন্তু জান্নাতের মদ এসব বদ বৈশিষ্ট্য হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। এর রঙ সাদা ও পরিষ্কার। এটা সুপেয়। এটা পানে কেউ অজ্ঞানও হবে না এবং বাজে কথাও বকবে না। এতে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনাই নেই। (ইবনে কাসীর- ১৭/১২২)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَطُوۡفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَانٌ مُّخَلَّدُوۡنَ ﴿۱۷﴾ بِاَكۡوَابٍ وَّاَبَارِيۡقَ ۙ وَكَاۡسٍ مِّنۡ مَّعِيۡنٍ ﴿۱۸﴾ لَّا يُصَدَّعُوۡنَ عَنۡهَا وَلَا يُنۡزِفُوۡنَ ﴿۱۹﴾ ﴾

"তাদের চারপাশে (তাদের সেবার জন্যে) চির কিশোরদের একটি দল ঘুরতে থাকবে। পানপাত্র ও প্রবাহমান সূরা ভর্তি পেয়ালা দিয়ে (এরা প্রস্তুত থাকবে),

সেই (সূরা পান করার) কারণে তাদের কোনো মাথা ব্যথা হবে না, আর না তারা (কোনো রকম) নেশাগ্রস্ত হবে।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ১৭-১৯)

এ গ্লাস ও পাত্রগুলো সুরার প্রবাহমান ঝর্ণা থেকে ভর্তি করা থাকবে, যে সুরা কখনো শেষ হবে না। কেননা, ওর ঝর্ণা সদা-সর্বদা জারী থাকবে। এই চির-কিশোররা সুরাপূর্ণ এই গ্লাস ও পেয়ালাগুলো তাদের নরম হাতে নিয়ে ঐ জান্নাতীদের সেবায় এদিক-ওদিক ঘোরাফিরা করতে থাকবে। সেই সুরা পানে তাদের মাথা ব্যথাও হবে না এবং তারা জ্ঞানহারাও হবে না। সুতরাং, পূর্ণমাত্রায় তারা এ সুরার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। দুনিয়ার মদের মধ্যে চারটি বিশেষণ রয়েছে, (এক) নেশা, (দুই) মাথাব্যথা, (তিন) বমি এবং (চার) প্রস্রাব। মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা জান্নাতের সুরা বা মদের বর্ণনা দিয়ে ওকে এই চারটি দোষ হতে মুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৫৪)

দুনিয়ার মদ পান করলে পেটেও অসুখ হয়, কিন্তু জান্নাতের সুরার মধ্যে মন্দ গুণ বলতে কিছুই নেই। এর রঙ সুদৃশ্য এবং স্বাদে সুস্বাদু। এর উল্টো হচ্ছে দুনিয়ার মদ। তাতে দুর্গন্ধ বিদ্যমান (ইবনে কাসীর- ১৬/১৮৫) এবং রঙ দেখতেও ঘৃণাবোধ হয়।

(বেহেশতে) মাতলামী, মাথা ব্যথা, বমি এবং মূত্র দোষ, (যেমন থাকবে না, তেমনি) কোনো অর্থহীন বাজে কথা এবং অশ্লীল ও পাপের কথা (কারো মুখ থেকেই) প্রকাশ পাবে না। কেননা, সেটা হলো দারুস সালাম বা শান্তির ঘর (অর্থাৎ বেহেশত), যেখানে কোনো দোষণীয় বা মন্দ কথাই প্রকাশ পাবে না। (ইবনে কাসীর- ১৮/৪২)

(৮) পানি, দুধ, মধু ও সকল প্রকার ফল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۖ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴾

"যারা (আল্লাহ তাআলাকে) ভয় করে তাদের যে জান্নাতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে; সেখানে রয়েছে নির্মল পানির ফোয়ারা, রয়েছে দুধের এমন কিছু ঝর্ণাধারা যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হয় না, পানকারীদের জন্যে রয়েছে সুধার (সুপেয়) নহরসমূহ, রয়েছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্ণাধারা, (আরো) রয়েছে সব ধরনের ফল-মূল (দিয়ে সাজানো সুরম্য বাগিচা, সর্বোপরি), সেখানে রয়েছে তাদের মালিকের কাছ থেকে (পাওয়া) ক্ষমা; এ ব্যক্তি কি তার মতো, যে ব্যক্তি অনন্তকাল ধরে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে থাকবে এবং সেখানে তাদের এমন ধরনের ফুটন্ত (গরম) পানি পান করানো হবে, যা তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি কেটে (ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে) দেবে।" (সূরা ৪৭; মুহাম্মদ ১৫)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, "জান্নাতে রয়েছে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর এবং মদের সাগর। তারপর সেগুলো থেকে আরো নালাসমূহ প্রবাহিত করা হবে।" (তিরমিযী: ২৫৭১)

সূরা ৪৭ মুহাম্মাদের ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীরে এ পানির যে বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে, তা হলো–

পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধময়

জান্নাতে পানির (এমন) ঝর্ণাধারা রয়েছে, যা কখনো নষ্ট হয় না এবং তাতে কোনো পরিবর্তনও আসে না। এ পানি কখনো পঁচে না, দুর্গন্ধ হয় না। এটা অত্যন্ত নির্মল পানি। মুক্তার মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এতে কোনো খড়কুটা পড়ে না।

আছে সাদা ও সুমিষ্ট পানি এবং দুধের নদী

আবদুল্লাহ (রা) বলেন, জান্নাতী নদীগুলো মেশক বা মৃগনাভির পাহাড় হতে প্রবাহিত হয়। জান্নাতে পানি ছাড়া দুধের নদীও রয়েছে, যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হয় না। খুবই সাদা ও খুবই মিষ্ট। অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, এটা জন্তুর স্তনের দুধ নয়, বরং কুদরতী দুধ। আর তাতে রয়েছে সুস্বাদু সুরার নদী। এটা পান করলে মনে তৃপ্তি আসে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়। এ সুরা দুর্গন্ধময়ও নয় এবং তিক্তও নয়। এটা দেখতেও খারাপ নয়। বরং অত্যন্ত সুন্দর। এটা পানেও সুস্বাদু এবং অতি সুগন্ধময়। এটা পানে জ্ঞানও লোপ পাবে না এবং মস্তিষ্ক বিকৃতও হবে না।

অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ ﴾

"সাদা উজ্জ্বল যা হবে পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু।" (সূরা ৩৭; সাফফাত ৪৬)

হাদীসে এসেছে যে, ঐ সুরা মানুষের হাতের নিংড়ানো নির্যাস নয়, বরং ওটা আল্লাহর হুকুমে তৈরি। ওটা সুস্বাদু ও সুদৃশ্য।

আছে মধুর নদী

জান্নাতে আরো আছে পরিশোধিত মধুর নদী, যা সুগন্ধময় ও অতি সুস্বাদু। হাদীসে এসেছে যে, এটা মধুমক্ষিকার পেট হতে বহির্ভূত নয়।

হাকীম ইবনে মুআবিয়া (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা রাসূলুলাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, "জান্নাতে দুধ, পানি, মধু ও সুরার সমুদ্র রয়েছে। এগুলো হতে এসবের নদী ও ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। (আহমাদ ও তিরমিযী)

আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুলাহ (স) বলেছেন, "এই নদীগুলো 'জান্নাতে আদন' (নামক বেহেশ্ত) হতে বের হয়, তারপর একটি হাউযে আসে এবং সেখান হতে অন্যান্য নদীর মাধ্যমে সমস্ত জান্নাতে যায়।"

সহীহ হাদীসে রয়েছে, "তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করলে ফিরদাউস জান্নাত পাওয়ার জন্যে দু'আ করো। এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ওটা হতেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং ওর উপর রহমানের (আল্লাহর) আরশ রয়েছে।"

লাকীত ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুলাহ (স)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! জান্নাতে কি কি আছে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "জান্নাতে আছে পরিষ্কার ও পরিশোধিত মধুর নহর, মাথা ব্যথা হবে না ও জ্ঞান লোপ পাবে না এমন সুরার নহর, অপরিবর্তনীয় স্বাদ বিশিষ্ট দুধের নহর, নির্মল পানির নহর, বিবিধ ফলমূল এবং পবিত্র সহধর্মিণী।" লাকীত ইবনে আমির পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! সেখানে আমাদের জন্যে কি সতী স্ত্রীরাও রয়েছে? জবাবে তিনি বলেন, "সৎ পুরুষরা সতী নারী লাভ করবে। দুনিয়ার উপভোগের মতো সেখানে তারা তাদেরকে উপভোগ করবে, তবে সেখানে ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে না।" (তাবরানী)

নদী ও ঝর্ণাগুলো খননকৃত নয়

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, "তোমরা হয়তো ধারণা করছো যে, জান্নাতের নহরগুলো পৃথিবীর নহরের মতো খননকৃত যমীনে বা গর্তে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু তা নয়। আল্লাহর কসম! ওগুলো পরিষ্কার সমতল ভূমির উপর প্রবাহিত হচ্ছে। ওগুলোর ধারে ধারে মণি-মুক্তার তাঁবু রয়েছে এবং ওর মাটি হলো খাঁটি মৃগনাভি।" (ইবনে কাসীর ১৬/৭৩৬-৭৩৮)

ইকরামা (রা)-এর মতে 'সালসাবীল' হলো জান্নাতের (আরো) একটি ঝর্ণার নাম। কেননা, ওটা পর্যায়ক্রমে দ্রুতবেগে প্রবাহিত রয়েছে। ওর পানি অত্যন্ত হালকা, খুবই মিষ্টি, সুস্বাদু এবং সুগন্ধময়। ওটা অতি সহজেই পান করা যাবে। (ইবনে কাসীর ১৭/৭৭৬)

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝٦ ﴾

"নিঃসন্দেহে যারা সৎকর্মশীল তারা (জান্নাতে) এমন সুরা পান করবে, যার সাথে (সুগন্ধযুক্ত) কর্পূর মেশানো থাকবে, এ পানি হবে প্রবাহমান (এক) ঝর্ণা, যার (প্রবাহ) থেকে আল্লাহর নেক বান্দারা সদা পানীয় গ্রহণ করবে, তারা (যেদিকে যখন ইচ্ছা) এ (ঝর্ণাধারা)-টা প্রবাহিত করে নেবে।" (সূরা ৭৬' দাহর ৫-৬)

কর্পূরের মিশ্রণযুক্ত পানীয়

জান্নাতীদের জন্য এ আয়াতে সর্বপ্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেওয়া হবে, যাতে কর্পূরের মিশ্রণ থাকবে। অর্থাৎ তা হবে এমন একটি প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার পানি হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন এবং শীতল, আর তার খুশবু হবে অনেকটা কর্পূরের মতো। কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, কাফুর জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম। (দেখুন, কুরতুবী; ইবনে কাসীর)

তাছাড়া জান্নাতের মধ্যে যেখানেই তারা চাইবে সেখানেই এ ঝর্ণা বইতে থাকবে। এ জন্য তাদের নির্দেশ বা ইঙ্গিতই যথেষ্ট হবে। (বাদশাহ ফাহদ-২/২৭৩৯)

তাসনীম নামক পানীয় ও ঝর্ণা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۝٢٥ خِتَامُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ۝٢٦ وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ۝٢٧ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۝٢٨ ﴾

"ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে তাদের (সেদিন) বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে। কস্তুরীর সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ (করে দেওয়া হয়েছে); অতএব এর জন্যে সকল উৎসাহীর উৎসাহী হওয়া উচিত; (তাতে) তাসনীমের (ফল্গুধারার) মিশ্রণ থাকবে। (তাসনীম) এমন একটি ঝর্ণাধারা- (আল্লাহ তাআলার) নৈকট্য লাভকারীরাই সেদিন এ (পানীয়)টা পান করবে।" (সূরা ৮৩; মুতাফফিফন ২৫-২৮)

যেসব পাত্রে এই শরাব রাখা হবে তার ওপর মাটি বা মোমের পরিবর্তে মিশকের মোহর লাগানো থাকবে। এটি হবে উন্নত পর্যায়ের পরিচ্ছন্ন শরাব। এই শরাব যখন পানকারীদের গলা থেকে নামবে তখন শেষের দিকে তারা মিশ্‌কের খুশ্‌বু পাবে। (ফাতহুল কাদীর)

তাসনীম মানে উন্নত ও উঁচু। কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন, কোনো ঝর্ণাকে তাসনীম বলার মানে হচ্ছে এই যে, তা উঁচু থেকে প্রবাহিত হয়ে নিচের দিকে আসে। (ফাতহুল কাদীর)

রাহীক নামক শরাব

রাহীক رَحِيق হলো জান্নাতের এক প্রকারের শরাব অর্থাৎ পানীয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, خِتَامُهُ مِسكٌ এর অর্থ হচ্ছে ওর মিশ্রণ হবে মিশ্‌ক বা কস্তুরী। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য শরাবকে পবিত্র করবেন এবং মিশ্‌কের মোহর লাগিয়ে দিবেন। (তাবারী ২৪/২৯৭)

এই অর্থও হতে পারে যে, সেই শরাবের সর্বশেষ মিশ্রণ হবে মিশক অর্থাৎ তাতে কোনো প্রকার দুর্গন্ধ নেই এবং মিশকের সুগন্ধি থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمِزَاجُهُ مِن تَسنِيم এখানে যে মদের কথা বলা হয়েছে তাতে মিশ্রিত রয়েছে তাসনিম নামক উপাদান, যা একমাত্র জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হবে, যার স্বাদ অপূর্ব এবং যা পৃথিবীর কোনো পানীয়ের সাথে তা তুলনা করার নয়। (ইবনে কাসীর- ১৮/১০৯-১১০)

(৯) থাকবে আদা মিশ্রিত শরবত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ ﴾

"সেখানে তাদেরকে এমন এক (অপূর্ব) সুরা পান করানো হবে, যার সাথে মেশানো থাকবে 'যানজাবীল' (অর্থাৎ আদা মিশ্রিত শরবত), তাতে রয়েছে (জান্নাতের) আরো এক (অমিয়) ঝর্ণা, যার নাম রাখা হয়েছে, 'সাল্‌সাবীল' ।" (সূরা ৭৬; দাহর ১৭-১৮)

যানজাবিল অর্থ শুকনা আদা। আরবরা শরাবে আদার মিশ্রণ পছন্দ করতো। তাই জান্নাতেও তা রয়েছে। মূলতঃ জান্নাতের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন; বৈশিষ্ট্যে রয়েছে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার আদার আলোকে জান্নাতের আদাকে বোঝার উপায় নেই। তবে মুজাহিদ বলেন, এখানে যানজাবিল বলে একটি ঝর্ণাধারাকেই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে পানীয় পান করবে নৈকট্যবান ব্যক্তিগণ। (ফাতহুল কাদীর)

(১০) মাছের কলিজা, ষাঁড় ও সালসাবিলের পানি

একটা প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার নাম হবে 'সালসাবীল'। এক হাদীসে এসেছে, জনৈক ইয়াহূদী রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, যখন এ যমীন ও আসমান অন্য কোনো যমীন ও আসমান দিয়ে পরিবর্তিত হবে তখন মানুষ কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তারা পুলসিরাতের নিকটে অন্ধকারে থাকবে।" ইয়াহূদী আবার বললো, কারা সর্বপ্রথম পার হবে? রাসূল (স) বললেন, "দরিদ্র মুহাজিরগণ"। ইয়াহূদী বললো, জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের উপঢৌকন কি? রাসূল (স) বললেন, "মাছের পেটের কলিজা"। ইয়াহূদী বললো, এরপর কি কি খাওয়ানো হবে? রাসূল (স) বললেন, "জান্নাতের একটি ষাঁড় তাদের জন্য জবাই করা হবে, তারা এর অংশ থেকে খাবে।" ইয়াহূদী বললো, তাদের পানীয় কি হবে? রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন, "একটি ঝর্ণাধারা থেকে– যার নাম হবে সালসাবীল।" (মুসলিম: ৩১৫)

খাবে তৃপ্তি-সহকারে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

“(তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যেমন আমল করতে তার বিনিময়ে (তৃপ্তির সাথে আজ) পানাহার করতে থাকো।” (সূরা ৫২; তূর ১৯)

‘তৃপ্তির সাথে’ বা মজা করে কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। মানুষ জান্নাতে যা কিছু লাভ করবে কোনো প্রকার কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়াই তা লাভ করবে। বরং তা হুবহু তার আকাঙ্ক্ষা ও মনের পছন্দ মতো হবে। যতো চাইবে এবং যখনই চাইবে এবং যা কিছু চাইবে তা তখনই তার সামনে এনে হাজির করা হবে। সে যতো নিয়ামত লাভ করবে তা তার অতীত কাজের প্রতিদান হিসেবে এবং নিজের বিগত দিনের উপার্জনের ফল হিসেবে লাভ করবে। (দেখুন, সা'দী)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٤١﴾ وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ ﴾

“(আল্লাহকে) যারা ভয় করেছে (সেদিন) তারা (সুনিবিড়) ছায়ার নিচে এবং (প্রবাহমান) ঝর্ণাধারার মাঝে অবস্থান করবে, তাদের জন্যে ফলফলাদির ব্যবস্থা থাকবে, যা চাইবে তারা তাই (সেখানে) পাবে; (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা করে এসেছো এর পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা তৃপ্তির সাথে এসব খাও এবং পান করো।” (সূরা ৭৭; মুরসালাত ৪১-৪৩)

পাপী ও অপরাধীরা কালো ও দুর্গন্ধময় ধুঁয়ার মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকবে সেখানে পুণ্যবানরা জান্নাতের ঘন, ঠাণ্ডা ও পরিপূর্ণ ছায়ায় আরামে শুয়ে থাকবে। তাদের সামনে দিয়ে নির্মল ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফলাদি ও তরি-তরকারী বিদ্যমান থাকবে– যেটা খেতে মন চাইবে তা খেতে পারবে। কোনো বাধা-প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। না কমে যাবার ভয় থাকবে, না ধ্বংস, না শেষ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকবে। তারপর উৎসাহ বাড়াবার জন্যে ও মনের খুশি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বার বার বলবেন, হে আমার প্রিয় বান্দারা! হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা মনের আনন্দে তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাকো। (ইবনে কাসীর- ১৭/৭৯১)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ ۚ وَ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴾

"স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে রয়েছে সমস্ত কিছু, যা অন্তর চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।" (সূরা ৪৩; যুখরুফ ৭১)

মাতলামি, মাথা ব্যথা, বমি বা প্রস্রাব কিছুই করবে না

জান্নাতে এমন কোনো খাবার বা পানীয় নেই যা খেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴾

"সেই (সুরা পান করার) কারণে তাদের কোনো মাথা ব্যথা হবে না, না তারা (কোনো রকম) নেশাগ্রস্ত হবে।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ১৯)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾ ﴾

"শরাবের ঝর্ণা থেকে পেয়ালা ভরে ভরে তাদের মাঝে পরিবেশন করা হবে। চমকদার শরাব, যারা পান করবে তাদের জন্য মজাদার হবে। (এমন শরাব, যার কারণে) তাদের দেহের কোনো ক্ষতি হবে না এবং তাদের আকল-বুদ্ধিও নষ্ট হবে না।" (সূরা ৩৭; সাফ্ফাত ৪৫-৪৭)

কখনো ক্ষুধার্ত বা পিপাসার্ত থাকতে হবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾ ﴾

"নিঃসন্দেহে তোমার অবস্থা এমন যে, (জান্নাতে) তুমি ক্ষুধার্ত হবে না, না তুমি কখনো পোশাকবিহীন হবে! তুমি সেখানে (কখনো) পিপাসার্ত হবে না, কখনো রোদেও কষ্ট পাবে না।" (সূরা ২০; ত্বা-হা ১১৮-১১৯)

অর্থাৎ জান্নাতে মানুষ বিনা পরিশ্রমে ও বিনা কষ্টে জীবিকা পাবে। সেখানে ক্ষুধার্ত এবং নগ্ন থাকা অসম্ভব। এখানে ক্ষুধা এবং নগ্নপনাকে একই বাক্যে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বিড়ম্বনা এবং অপরটি হচ্ছে বাহ্যিক বিড়ম্বনা। তাই ভিতরের ও বাইরের উভয় প্রকার কষ্ট হতে জান্নাতীদেরকে আল্লাহ হেফাযতে রাখবেন।

শহীদদের বারযাখী জীবন

মৃত্যুর পর থেকে হাশরের মাঠে উঠার পূর্ব পর্যন্ত কবরের জীবনকে বলা হয় বারযাখী জীবন।

হাদীসে এসেছে, "(বারযাখী) শহীদগণ জান্নাতের দরজায় নালাসমূহের উৎপত্তিস্থলে সবুজ গম্বুজে অবস্থানরতঃ রয়েছে, তাদের নিকট জান্নাত থেকে সকাল-বিকাল খাবার যায়।" (মুসনাদে আহমাদ- ১/২৬৬)

সূরা ত্বা-হার وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ -১১৯ নং এ আয়াতের অর্থ, আর এখানে না তোমরা অভ্যন্তরীণ পিপাসার তীব্রতার শাস্তি পাচ্ছো, না বাহ্যিকভাবে রোদের প্রখরতার কষ্ট পাচ্ছ। (ইবনে কাসীর ১৪/২৮৭)

সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা নেই

খানা-পিনা গ্রহণ করলেই মানুষকে টয়লেটে যেতে হয়। দু'টোই মানুষের জৈবিক চাহিদা। কিন্তু জান্নাতের ব্যাপারটি ভিন্ন। দুনিয়ার তুলনায় শতগুণ খানা ও পানীয় গ্রহণ করার পরও কারো পায়খানা বা প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে না।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতবাসী খাবে এবং পান করবে, কিন্তু তাদের থুথু আসবে না, নাকে সর্দি আসবে না এবং প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তারা যে ঢেঁকুর তুলবে তা হবে মিশ্‌ক আম্বরের মতো সুগন্ধময় এবং তাতেই খাদ্য হজম হয়ে যাবে। আর যেমনভাবে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, তেমনিভাবে তাদের হৃদয় থেকে আল্লাহ তাআলার (তাসবীহ) পাঠ হতে থাকবে।" (মুসলিমঃ ২৮৩৫)

ঢেঁকুর ও ঘামের মাধ্যমে খাবার হজম হয়ে যাবে

হুমামাহ ইবনে উকবাহ (র) বলেন যে, তিনি যায়িদ ইবনে আরকাম (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আহলে কিতাবের একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে আবুল কাসিম! আপনি কি

বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতবাসী খাবে ও পান করবে? তিনি (স) উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! এখানকার (দুনিয়ার) একশ' জন লোকের পানাহার ও সহবাসের শক্তি সেখানকার (জান্নাতের) একজন লোককে দেওয়া হবে।" সে তখন বলে, নিশ্চয়ই যে খাবে ও পান করবে তার তো পায়খানা ও প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে, অথচ জান্নাতে তো আবর্জনা ও ময়লা থাকতে পারে না? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "না, বরং শরীর থেকে এক ধরনের ঘাম বের হবে যার মাধ্যমে সমস্ত কিছু হজম হয়ে পাকস্থলী খালি হয়ে যাবে এবং ঐ ঘামের সুগন্ধ হবে মিশ্‌ক আম্বরের মতো।" (আহমাদ- ৪/৩৬৭, নাসাঈ ১১৭৮)

হজমের জন্য শরীর থেকে নির্গত হওয়া ঢেঁকুর ও ঘাম দুর্গন্ধের বদলে সুগন্ধময় হয়ে যাবে।

১৯. জাহান্নামীদের খাবার ও পানীয়

জাহান্নামীদের খাবার হবে যাক্কুম গাছ, কাঁটাযুক্ত গাছ, গরম পানি, গরম পূঁজ, গলিত সীসা ইত্যাদি।

জাহান্নামীদের ক্ষুধা ও পিপাসা লাগবে, তাই খাবার ও পানি চাইবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنَادٰٓى اَصۡحٰبُ النَّارِ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ اَنۡ اَفِيۡضُوۡا عَلَيۡنَا مِنَ الۡمَآءِ اَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ﴾

"জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতের লোকদের ডেকে বলবে, আমাদের ওপর সামান্য কিছু পানি (অন্তত) তোমরা ঢেলে দাও। অথবা, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দান করেছেন তার থেকে কিছু (আমাদের দাও); তারা উত্তর দেবে, আল্লাহ তাআলা (আজ) এ দু'টি জিনিস কাফিরদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৫০)

এমনকি পুত্র পিতার কাছে এবং ভাই ভাইয়ের কাছে সেদিন অনুনয় বিনয় করে বলবে আমি জ্বলে পুড়ে পিপাসায় অস্থির হয়ে পড়েছি। আমাকে একটু পানি দাও, একটুখানি খাবার দাও। জবাবে তারা বলবে, এ দু'টো জিনিস আল্লাহ কাফেরদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। (ইবনে কাসীর ৮/৩১৮)

(১) যাক্কুম গাছ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾ ﴾

"নিঃসন্দেহে (জাহান্নামে) যাক্কুম (নামের একটি) গাছ থাকবে, (তা হবে) পাপীদের (জন্যে সেখানকার) খাদ্য, গলিত তামার মতো তা পেটের ভেতর ফুটতে থাকবে, (তা হবে) ফুটন্ত গরম পানির মতো! (ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হবে,) তাকে ধরো, অতঃপর তাকে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাও, তারপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও; (তাকে বলা হবে, এখন আযাবের) স্বাদ আস্বাদন করো, (দুনিয়ায়) তুমি ছিলে শক্তিশালী অভিজাত মানুষ! এ (শাস্তি) সম্পর্কে তোমরা (অভিজাত লোকগুলো) ছিলে বেশি সন্দিহান!" (সূরা ৪৪; দুখান ৪৩-৫০)

যারা কিয়ামতকে অবিশ্বাস করেঃ দুনিয়ায় সদা পাপকার্যে লিপ্ত থাকতো, তাদেরকে কিয়ামতের দিন যাক্কুম গাছ খেতে দেওয়া হবে।

(ক) যাক্কুম গাছের বিষাক্ততা

মুজাহিদ (র) বলেন যে, এই যাক্কুমের একটা বিন্দু যদি এই যমীনের উপর পড়ে তবে দুনিয়াবাসীর সমস্ত জীবিকা নষ্ট হয়ে যাবে।

(খ) এটা হবে গলিত তামার মতো

এটা তার পেটে ফুটন্ত পানির মতো ফুটতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾ ﴾

"তাদের মাথার উপর ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে, ফলে তার পেটের সমুদয় জিনিস এবং চামড়া দগ্ধ হয়ে যাবে।" (সূরা ২২; হাজ্জ ১৯-১২০)

(গ) পেটের নাড়ি-ভুড়ি ছিঁড়ে যাওয়া

তাছাড়া ফেরেশতারা তাদেরকে হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করবে, ফলে তাদের মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর উপর হতে তাদের মাথার উপর গরম পানি

ঢেলে দেওয়া হবে। এ পানি যেখানে যেখানে পৌঁছবে, হাড়কে চামড়া হতে পৃথক করে দিবে, এমনকি তাদের নাড়িভূড়ি কেটে পায়ের গোছা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (ইবনে কাসীর- ১৬/৬৩৫-৩৬)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কঠিন এ আযাব থেকে রক্ষা করুন, আমিন!

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ۙ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾

"কুরআনে (বর্ণিত) অভিশপ্ত গাছটিকেও আমি পরীক্ষার কারণ বানিয়েছি, (এভাবেই) আমি তাদের ভয় দেখাই, (অথচ) আমার ভয় দেখানোটা তাদের গোমরাহী আরো বাড়িয়ে দেয়!" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৬০) অভিশপ্ত এ গাছটি হলো **'যাক্কুম'** গাছ।

এ গাছটি আগুন থেকে উৎপন্ন এবং এর অবস্থান জাহান্নামের তলায়

এ সম্পর্কে কুরআনে খবর দেওয়া হয়েছে, যে এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশে উৎপন্ন হবে এবং জাহান্নামীদের তা খেতে দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٦٧﴾ ﴾

"(বলো, আল্লাহর বান্দাদের জন্যে বেহেশতের) মেহমানদারি ভালো, না (দোযখের) এ যাক্কুম গাছ (ভালো)? যালিমদের জন্যে আমি (এ গাছকে) বিপদস্বরূপ বানিয়ে রেখেছি। (মূলতঃ) এ হচ্ছে এমন একটি গাছ, যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উৎপন্ন হয়, এর ফলগুলো এমন (বিশ্রী), (দেখলে) মনে হবে যে তা বুঝি (একেকটা) শয়তানের মাথা; (যারা জাহান্নামের অধিবাসী) তারা অবশ্যই এ (গাছ) থেকেই ভক্ষণ করবে, খাদ্য হিসেবে খাবে এবং এটা দিয়েই তারা তাদের পেট ভর্তি করবে; (পান করার জন্যে) তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি (ও পুঁজ) মিলিয়ে দেওয়া হবে।" (সূরা ৩৭; সাফফাত ৬২-৬৭)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, 'আমি এটা যালিমদের জন্যে সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ।' কাতাদা (র) বলেন যে, যাক্কুম গাছের বর্ণনা বিভ্রান্তদের জন্যে ফিৎনার কারণ হয়ে গেছে। এরা বলে, 'আরে দেখো, দেখো! এ নবী বলে কি শুনো! আগুনে নাকি গাছ হবে? আগুনতো গাছকে জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং, এটা কোন্ ধরনের কথা?" তাদের একথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই এ (গাছ) উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশে।' হ্যাঁ, এই গাছ আগুন থেকেই জন্মে এবং আগুনই এর খাদ্য। মুজাহিদ (রা) বলেন যে, অভিশপ্ত আবূ জেহেল এ কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়তো এবং বলতো, "আমি তো মজা করে খেজুর ও মাখন (মিশিয়ে) এটা খাবো এবং এরই নাম যাক্কুম।" মোটকথা এটাও একটা পরীক্ষা। ভালো লোকেরা এতে ভয়ে আঁৎকে উঠে, আর মন্দ লোকেরা একে হেঁসে উড়িয়ে দেয়, এ নিয়ে ঠাট্টা করে।

রাসূলুল্লাহ (স) একবার খবর দেন, কুরআন কারীমের আয়াত নাযিল হয়েছে যে, জাহান্নামীদের যাক্কুম গাছ খাওয়ানো হবে, আর তিনি (স) স্বয়ং ঐ গাছ (মিরাজে) দেখে এসেছেন। তখন আবু জাহল ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছলে বলছিলো, খেজুর ও মাখন নিয়ে এসো। তারপর ঐ দু'টো মিশ্রিত করে খাই, আর বলছিলো, এ দু'টো মিশিয়ে তোমরা খেয়ে নাও। এটাই যাক্কুম। এভাবে তারা যাক্কুম গাছকে নিয়ে বিদ্রূপ করতো। (ইবনে কাসীর- ১৩/৬৪৩)

(৬) যাক্কুম গাছ হবে অত্যন্ত বিশ্রী

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ۗ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾

"(মিরাজের রাতে) আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটি শুধু মানুষকে পরীক্ষার জন্যে (নির্ধারণ করেছি)। এভাবে আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু এ ভীতি প্রদর্শন তাদের অবাধ্যতা আরো বাড়িয়ে দেয়।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৬০)

সূরা সাফ-ফাতে ৬৫ নং আয়াতে আছে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ওর মোচা যেনো শয়তানের মাথা।' এ কথা দ্বারা এ গাছের কদর্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (র) বলেন যে, শয়তানের মস্তক আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এ

গাছের মোচাকে শয়তানের মস্তকের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, যদিও কেউ কখনো শয়তানকে দেখেনি, তবুও তার নাম শুনামাত্রই তার জঘন্য রূপের ছবি মানুষের মানসপটে ভেসে ওঠে। উক্ত গাছেরও অবস্থা এইরূপ। এর ভিতর ও বাহির উভয়ই খারাপ।

(চ) এ গাছ জোর করে খাওয়ানো হবে

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা এ যাক্কুম ভক্ষণ করবে এবং পেট ভরবে এর দ্বারা।' সেই দুর্গন্ধময় তীব্র তিক্ত গাছ জোরপূর্বক তাদেরকে খাওয়ানো হবে। আর এটা তারা খেতেও বাধ্য হবে।

(ছ) এ গাছের রস হবে তীব্র বিষাক্ত

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ এআয়াতটি পাঠ করে বলেন, "যদি যাক্কুম গাছের এক ফোঁটা রস দুনিয়ার সমুদ্রে পতিত হয় তবে সারা বিশ্ববাসীর সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে যার খাদ্য হবে এ গাছ তার কি অবস্থা হবে?' (ইবনে আবি হাতিম, ইবনে কাসীর ১৬/১৯৮)

(জ) গরম পানি, রক্ত ও পূঁজের সাথে মিশিয়ে এ গাছ খাওয়ানো হবে

এরপর মহাপরাক্রমশীল আল্লাহ বলেন, 'তদুপরি তাদের জন্যে থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।' এর ভাবার্থ হচ্ছে, ঐ জাহান্নামী গাছকে জাহান্নামী পানির সাথে মিশিয়ে জাহান্নামীদেরকে পান করানো হবে। আর এই গরম পানি ওটাই হবে যা জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি আকারে বের হয়ে আসবে এবং তাদের চক্ষু হতে ও গুপ্তাঙ্গ হতে বেরিয়ে আসবে।

(২) কাঁটাযুক্ত গাছ

আরেকটি খাবার থাকবে যা হলো কাঁটাযুক্ত গাছ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّ جَحِيْمًا ﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾ ﴾

"অবশ্যই আমার কাছে (এদের পাকড়াও করার জন্যে) শিকল আছে, আছে (আযাব দেওয়ার জন্যে) জাহান্নাম, (আরো রয়েছে) গলায় আটকে যাবে এমন কাঁটাযুক্ত খাবার ও যন্ত্রণা দেবে এমন ধরনের আযাব।" (সূরা ৭৩; মুয্যাম্মিল ১২-১৩)

এ আয়াতে আখিরাতের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে أَنْكَالَ (আনকাল) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা বলা হয়েছে। وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ এর অর্থ হলো এমন খাদ্য, যে খাদ্য গিলার সময় গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, ফলে গিলতেও পারা যায় না এবং বমি করে ফেলেও দেওয়া যায় না।

অর্থাৎ তাদেরকে দেওয়া খাদ্যটাই হবে এমন যা কণ্ঠনালীতে আটকে যাবে। নিচেও নামবে না এবং উপরেও উঠবে না। আরো নানা প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হবে। (ইবনে কাসীর- ১৭/৭১৪)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তাতে আগুনের কাঁটা থাকবে; যা গলায় আটকে যাবে। (কুরতুবী)

ফুটন্ত পানির কূয়া থেকে পানি পান করানো ও কাঁটাযুক্ত গাছ খাঁওয়ানো হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ۝٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝٦ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝٧ ﴾

"ফুটন্ত পানির (কুয়া) থেকে এদেরকে পানি পান করানো হবে; খাবার হিসেবে তাদের জন্যে কাঁটাবিশিষ্ট গাছ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, এ (খাবার)-টি (যেমন) তাদের পুষ্ট করবে না, তেমনি (তা দ্বারা) তাদের ক্ষুধাও মিটবে না;" (সূরা ৮৮; গাশিয়া ৫-৭)

কাঁটাযুক্ত এ খাবারে না হবে ক্ষুধা নিবারণ, না থাকবে পুষ্টি

ضَرِيْعٌ শব্দের অর্থ হলো, কাঁটাযুক্ত গাছ-গাছড়া। অর্থাৎ জাহান্নামীরা কাঁটাওয়ালা গাছ ছাড়া সেখানে আর কোনো খাদ্য পাবে না। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত গাছ থাকলে জন্তু-জানোয়ার এর ধারে কাছেও যায় না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত যে, ضَرِيْعٌ (দরীঅ') হচ্ছে জাহান্নামের একটি গাছ। যা খেয়ে না কেউ মোটা তাজা হবে এবং না এতে ক্ষুধা থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে। (ফাতহুল কাদীর)

এটা হবে আগুনের বৃক্ষ, জাহান্নামের পাথর। এতে বিষাক্ত কাঁটাবিশিষ্ট ফল ধরে থাকবে। এটা হবে দুর্গন্ধময় খাদ্য ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট আহার্য। এটা খাওয়ায়

দেহও পুষ্ট হবে না, ক্ষুধাও নিবৃত্ত হবে না এবং অবস্থারও কোনো পরিবর্তন হবে না। (ইবনে কাসীর- ১৮/১৫৩)

লক্ষণীয় যে, কুরআন মাজীদে কোথাও বলা হয়েছে, জাহান্নামের অধিবাসীদের খাবারের জন্য 'যাক্কুম' দেওয়া হবে। কোথাও বলা হয়েছে, 'গিসলীন' (ক্ষতস্থান থেকে ঝড়ে পড়া তরল পদার্থ) ছাড়া তাদের আর কোনো খাবার থাকবে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, তারা খাবার জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে মূলতঃ কোনো বৈপরীত্য নেই। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, জাহান্নামের অনেকগুলো পর্যায় থাকবে। বিভিন্ন অপরাধীকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী সেই সব পর্যায়ে রাখা হবে। তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আযাব দেওয়া হবে। আবার এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা 'যাক্কুম' খেতে না চাইলে 'গিসলীন' (অর্থাৎ গরম রক্ত-পুঁজ) পাবে এবং তা খেতে অস্বীকার করলে কাঁটাওয়ালা ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। মোটকথা, তারা মনের মতো (বা রুচিকর) কোনো খাবার পাবে না। (কুরতুবী, বাদশাহ ফাহদ- ২/২৮১৭)

(৩) ফুটন্ত গরম পানি

জাহান্নামীদের খাবার সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানকার বর্ণনা হচ্ছে তাদের পানীয় কি হবে? একটু ঠাণ্ডা ও আরামের জন্য মানুষ পান করে ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি, পেপসি বা সেভেন আপ। বিপরীতে চায়ের পানি একটু বেশি গরম হলে যে মানুষ তা খেতে পারে না, সে মানুষকে তার পাপের কারণে ফুটন্ত টগবগ করা গরম পানি পান করানো হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

"এরাই হচ্ছে সে মানুষ, যাদেরকে নিজেদের (গুনাহের) কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হবে, (আল্লাহ তাআলাকে) অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্যে (থাকবে) ফুটন্ত গরম পানি ও মর্মান্তক শাস্তি।" (সূরা ৬; আনআম ৭০)

তারা এমনই লোক যে, তারা তাদের নিজেদের কর্মদোষে (দোযখে) আটকা পড়ে গেছে, তাই তাদের জন্য সেখানে রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (ইবনে কাসীর- ৮/৯৬)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴾

"আর যারা কুফরীর পথে চলেছে, সত্যকে অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্য রয়েছে বলকানো গরম পানি ও কঠোর আযাব।" (সূরা ১০ ইউনুস ৪)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝٥٤ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝٥٥ ﴾

"তারপর তোমরা পিপাসাকাতর উটের মতো উপর থেকে আসা টগবগে ফুটন্ত পানি পান করবে।" (সূরা ৫৬; ওয়াকি'আহ্ ৫৪-৫৫)

ঠাণ্ডা উপভোগ করার কোনো সুযোগ থাকবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝٢٤ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۝٢٥ ﴾

"যেখানে তারা গরম পানি ও পূঁজ ছাড়া কোনো রকম ঠাণ্ডা ও পান করার মতো কোনো কিছুরই স্বাদ পাবে না।" (সূরা ৭৮; ২৪-২৫)

পানির গরমে পেটের নাড়িভূড়ি ছিঁড়েফেঁড়ে যাবে

ঐ তাপের মাত্রা এত প্রচণ্ড হবে যে, এতে সবকিছু গলিয়ে ফেলবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴾

"এ ব্যক্তি কি তার মতো, যে ব্যক্তি অনন্তকাল ধরে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে থাকবে এবং সেখানে তাদের এমন ধরনের ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি কেটে (ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে) দেবে।" (সূরা ৪৭; মুহাম্মদ ১৫)

আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে ফুটন্ত পানি পান করতে দেওয়া হবে। পানি তাদের পেটের মধ্যে যাওয়া মাত্রই তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন-বিছিন্ন করে দেবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন! এই জাহান্নামীরা এবং ঐ জান্নাতীরা কি কখনো সমান হতে পারে? কখনো নয়!

কোথায় জান্নাতী আর কোথায় জাহান্নামী! কোথায় নিয়ামত এবং কোথায় রহ্মত! (ইবনে কাসীর- ১৬/৭৩৮-৭৩৯) আর কোথায় আযাবের বিভীষিকা!

আবূ উমামা বাহিলী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "যখন এই পানি তাদের সামনে ধরা হবে তখন তা তাদের নিকট অপছন্দনীয় হবে। আর যখন তা তাদের চেহারার সামনে তুলে ধরা হবে তখন এর তাপে তাদের চেহারা ঝলসে যাবে। আর যখন তারা ওটা পান করবে তখন তাদের নাড়িভূড়ী কেটে নিম্ন রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে।" (ইবনে আবি হাতিম, ইবনে কাসীর- ১৬/১৯৮)

সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা) বলেন যে, জাহান্নামীরা যখন ক্ষুধার কথা বলবে তখন তাদেরকে যাক্কুম খাওয়ানো হবে। ফলে তাদের মুখের চামড়া সম্পূর্ণ খসে পড়বে। এমনকি কোনো পরিচিত ব্যক্তি সেই মুখের চামড়া দেখেই তাদেরকে চিনে ফেলতে পারবে। তারপর পিপাসায় ছটফট করে যখন পানি চাইবে তখন গলিত তামার মতো গরম পানি তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। ওটা চেহারার সামনে আসামাত্রই চেহারার গোশত ঝলসিয়ে যাবে এবং সমস্ত গোশত খসে পড়বে। আর পেটে গিয়ে ওটা নাড়িভূড়ি বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং উপর থেকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করা হবে। ফলে দেহের এক একটি অংশ পৃথক পৃথক হয়ে যাবে। তখন তারা মৃত্যু কামনা করতে থাকবে। (ইবনে কাসীর-১৬/১৯৮)

এরপরও ক্ষুধার জ্বালায় এ ঘৃণ্য খাবার ও পানীয়গুলো খাবে পিপাসার্ত উটের মতো–

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ ﴾

"অতঃপর (বলা হবে,) ওহে পথভ্রষ্ট ও মিথ্যারোপকারীরা, (আজ) তোমরা খানা খাবে 'যাক্কুম' গাছ থেকে, তা দিয়েই তোমরা (আজ তোমাদের) পেট ভর্তি করবে,

তার ওপর তোমরা পান করবে (জাহান্নামের) ফুটন্ত গরম পানি, তাও আবার পান করতে থাকবে (মরুভূমির) তৃষ্ণার্ত উটের মতো করে; এই হবে (সেদিন) তোমাদের (উপযুক্ত) মেহমানদারি!" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ৫১-৫৬)

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কুরআনের আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায়, যাক্কুম কাফিরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। (ফাতহুল কাদীর) কেননা, এখানে মানুষকে খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৭৬)

(৪) পূঁজ

আরেকটি ঘৃণ্যতম পানীয় হবে মানুষের শরীর থেকে নির্গত হওয়া পূঁজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾ ﴾

"এর সামনে রয়েছে জাহান্নাম, (সেখানে) তাকে গলিত পূঁজ (জাতীয়) পানি পান করানো হবে, সে অতি কষ্টে তা গিল্‌তে চাইবে, কিন্তু গিলা তার পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব হবে না, (উপরন্তু) চারদিক থেকেই তার ওপর মৃত্যু আসবে, কিন্তু সে কোনো মতেই মরবে না; বরং তার পেছনে থাকবে (আরো) কঠোর আযাব।" (সূরা ১৪; ইবরাহীম ১৬-১৭)

গলিত পূঁজের সাথে থাকবে অসম্ভব রকমের ঠাণ্ডা পানীয়

কাফেরদের চামড়া ও গোশত থেকে যা গলে বের হবে, পূঁজ ও রক্তের সাথে তাদের পেট থেকে যা বের হবে তা জাহান্নামবাসীদেরকে পান করানো হবে।

মোটকথা, এটা এমন তিক্ত পানীয় যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ বলেন, জাহান্নামবাসীদের পানীয় দু'ধরনের, হামীম অথবা গাসসাক, তন্মধ্যে হামীম হলো সবচেয়ে গরম। আর গাস্‌সাক হলো সবচেয়ে ঠাণ্ডা ও ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত গলিত পানীয়। (বাদশাহ ফাহদ- ১/১৩১৯)

গলিত পূঁজগুলো তারা গিলতে চেষ্টা করলেও সেটার দুর্গন্ধ, তিক্ততা, ময়লা আবর্জনা ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা প্রচণ্ড গরম হওয়ার কারণে সহজে গিলতে সমর্থ হবে না। এভাবে তার শাস্তি চলতেই থাকবে, তার সমস্ত শরীরে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ

করবে কিন্তু মৃত্যু আসবে না। তার অগ্র-পশ্চাৎ, উপর বা নিচ– সবদিক থেকে তার শাস্তি এমন হবে যে, এর সবগুলিই তার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তার মৃত্যু হবে না।

ইব্‌রাহীম আত-তাইমী বলেন, সবদিক থেকে মৃত্যু আসার অর্থ, শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে মৃত্যুর কষ্ট আসতে থাকবে। (তাবারী, বাদশাহ ফাহদ-১/১৩১৯)

এভাবেই তারা কখনো যাক্কুম গাছ থেকে খাবে, আবার কখনো তারা ফুটন্ত পানি পান করবে যা তাদের পেটের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। কখনো আগুনে পোড়ানো, কখনো পুঁজ পান করানো, আবার কখনো তাদেরকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির দিকে ফেরত পাঠানো হবে। এভাবে চক্রাকারে বিভিন্ন প্রকার মর্মান্তিক শাস্তি তাদের চলতে থাকবে। (ইবনে কাসীর ১২/৩২০)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴾

“এ হচ্ছে (পাপীদের পরিণাম), অতএব, তারা তা (এখন) আস্বাদন করুক, (আস্বাদন করুক) ফুটন্ত পানি ও পূঁজ।” (সূরা ৩৮; ছোয়াদ ৫৭)

উপরোক্ত আয়াতে আভিধানিকগণ غَسَّاق (গাছ্ছাক) শব্দের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এর একটি অর্থ হচ্ছে, শরীর থেকে বের হয়ে আসা রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি জাতীয় নোংরা তরল পদার্থ এবং চোখের পানিও এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, চরম ঠাণ্ডা জিনিস। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, চরম দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা জিনিস। কিন্তু উক্ত আয়াতে প্রথম অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও বাকি দু'টি অর্থও আভিধানিক দিক দিয়ে নির্ভুল। (তাবারী)

حَمِيْم (হামীম) ঐ পানিকে বলা হয়, যার উষ্ণতা ও তাপ শেষ সীমায় পৌছে গেছে। আর غَسَّاق (গাছ্ছাক) হলো এর বিপরীত। অর্থাৎ যার শীতলতা চরমে পৌছে গেছে। সুতরাং, একদিকে আগুনের তাপের শাস্তি এবং অন্যাদিকে শীতলতার শাস্তি! এ ধরনের নানা প্রকারের জোড়া জোড়া শাস্তি তারা ভোগ করবে যা একে অপরের বিপরীত হবে।

আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যদি এক বালতি 'গাছছাক' দুনিয়ায় বইয়ে দেওয়া হয় তবে সমস্ত দুনিয়াবাসী দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে।" (আহমাদ)

বিষাক্ত, গরম ও তরল এক নদীতে চুবানো হবে

কা'ব আহবার (রা) বলেন যে, জাহান্নামে 'গাছছাক' নামক একটি নদী রয়েছে– যাতে সাপ ও বিচ্ছু ইত্যাদির বিষ জমা হয় এবং ওগুলো গরম করা হয়। ওর মধ্যে জাহান্নামীদের ডুব দেয়ানো হবে। ফলে তাদের দেহের সমস্ত চামড়া ও গোশত হাড় থেকে খসে পড়বে এবং পায়ের নালী পর্যন্ত লটকে যাবে। তারা তাদের ঐ চামড়া ও গোশতগুলোকে এমনভাবে ছেঁচড়িয়ে টানতে থাকবে যেমনভাবে কেউ তার কাপড়কে ছেঁচড়িয়ে টেনে থাকে। (ইবনে আবি হাতিম)

মোটকথা, ঠাণ্ডার শাস্তি আলাদাভাবে হবে এবং গরমের শাস্তি আলাদাভাবে হবে। কখনো গরম পানি পান করানো হবে এবং কখনো যাক্কুম গাছ ভক্ষণ করানো হবে। কখনো আগুনের পাহাড়ের উপর চড়ানো হবে, আবার কখনো আগুনের গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হবে। (ইবনে কাসীর- ১৬/২৮৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝٣٥ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝٣٦ لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ۝٣٧ ﴾

"আজকের এ দিনে তার কোনো বন্ধু নেই, (ক্ষতনিসৃত) পুঁজ ছাড়া (আজ তার জন্যে দ্বিতীয়) কোনো খাবারও এখানে থাকবে না, আর অপরাধীরা ছাড়া অন্য কেউই (আজ) তা খাবে না।" (সূরা ৬৯; হাক্কাহ ৩৫-৩৭)

(৫) গলিত শিশা

আরেকটি ভয়ানক পানীয় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো গলিত সীসা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ ۗ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾

"যখন তারা (পানির জন্য) ফরিয়াদ করতে থাকবে তখন এমন এক গলিত ধাতুর মতো পানীয় তাদের দেওয়া হবে, যা তাদের সমগ্র মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, কী ভীষণ (হবে সে) পানীয়; আর কী নিকৃষ্ট হবে তাদের আশ্রয়ের স্থানটি!" (সূরা ১৮; কাহাফ ২৯)

তারা পানি চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর মতো পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে দেবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'মাহ্‌ল' হলো ঘন/পুরু পানীয় যা তেলের গাদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। (তাবারী- ১৮/১৩) ইকরিমাহ (র) বলেন, তা হলো সর্বোচ্চ তাপ মাত্রার পানীয়। অন্যান্যরা বলেন, এটা সমস্ত কিছুর গলিত পদার্থ। (তাবারী- ১৮/১২)

(৬) জাহান্নাম কালো, জাহান্নামীও কালো এবং এর পানিও হবে কালো রঙের

দাহ্‌হাক (র) বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) একবার সোনা গলিয়ে দেন। যখন ওটা পানির মতো তরল হয়ে যায় ও ফুটতে থাকে এবং উপরে ফেনা ভাসতে থাকে তখন তিনি বলেন, এটাকে এখন مُهْل (মুহ্‌ল) এর সাথে তুলনা করা যায়। (তাবারী- ১৮/১৩)।

দাহ্‌হাক (র) বলেন, জাহান্নামের পানিও কালো, জাহান্নাম নিজে কালো এবং জাহান্নামীও কালো। (তাবারী- ১৮/১৩)

مُهْل (মুহ্‌ল) হলো কালো রং বিশিষ্ট, দুর্গন্ধময়, ঘন, মালিন্য ও কঠিন গরম জিনিস। ঐ পানির কাছে মুখ মুখমণ্ডল নেওয়া মাত্রই চেহারা জালিয়ে-দেয়, মুখ পুড়িয়ে দিবে।

সাঈদ ইবনে যুবাইর (র) বলেন, জাহান্নামীরা তাদের ক্ষুধার কথা জানালে তাদেরকে যাক্কুম গাছ খেতে দেওয়া হবে। আর পিপাসা মিটানোর জন্য পানি চাইলে তাদেরকে কঠিন গরম উত্তপ্ত পানি مُهْل (মুহ্‌ল) পান করতে দেওয়া হবে এবং তাদের মুখের কাছে পৌছা মাত্রই চামড়া খসে পড়ার কারণে মুখমণ্ডলের যে গোশত বের হয়ে যাবে তা আবার পুড়িয়ে/ভেজে দিবে। (তাবারী ১৮/১৪) হায়! কি জঘন্য পানি! হে আল্লাহ! এ আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।

২০. জান্নাতের বাসনপত্র

আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ ۚ وَ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴾

"সোনার থালা ও পানপাত্রসমূহ তাদের চারপাশে সাজানো থাকবে। সেখানে এমন সব জিনিস থাকবে, যা মনের চাহিদা মেটাবে এবং চোখ জুড়াবে। আর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে।" (সূরা ৪৩; যুখরুফ ৭১)। এ থেকে জানা গেলো যে, যেখানে কোনো সময় স্বর্ণের পাত্র এবং কোনো সময় রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করা হবে।

দুনিয়ার রৌপ্যপাত্র গাঢ় ও মোটা হয়ে থাকে কিন্তু আয়নার মতো স্বচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে, কাঁচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মতো শুভ্র হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কিন্তু জান্নাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মতো স্বচ্ছ হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, জান্নাতের সব বস্তুর নজীর দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নির্মিত গ্লাস ও পাত্র জান্নাতের পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ নয়। (ইবনে কাসীর)

প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চাহিদা অনুপাতে পাত্রগুলো ভরে ভরে দেওয়া হবে। তা তাদের চাহিদার চেয়ে কম হবে না, আবার বেশিও হবে না। অন্য কথায়, জান্নাতের খাদেমরা এতো সতর্ক এবং সুবিবেচক হবে যে, যাকে তারা পানপাত্র পরিবেশন করবে সে কি পরিমাণ শরাব পান করতে চায় সে সম্পর্কে তারা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারবে। অথবা জান্নাতীরা নিজেরাই তাদের ইচ্ছানুসারে যথাযথ পরিমাণ নির্ধারণ করে নেবে। (বাদশাহ ফাহদ- ২/২৭৪২-২৭৪৩)

থালাবাসন ও তৈজসপত্র থাকবে অপূর্ব সৌন্দর্যের

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ ۙ وَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴾

"পানপাত্র ও প্রবাহমান সুরা ভর্তি পেয়ালা নিয়ে (এরা প্রস্তুত থাকবে)।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ১৮)

জান্নাতের পানপাত্র, কুজা, পেয়ালা এ সবই সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হবে। নামে এক হলেও গুণাগুণে হবে আলাদা। তাদের এ সমস্ত সরঞ্জামাদি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ﴾

"তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানপাত্র্যেরজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।" (সূরা ৭৬; ইনসান ১৫)

হাদীসেও এ সমস্ত পাত্রের বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মুমিনের জন্য জান্নাতে একটি তাঁবু থাকবে, যা এমন মুক্তা দিয়ে তৈরি যে মুক্তার মাঝখানে খালি করা হয়েছে।... আর রৌপ্যের দু'টি জান্নাত থাকবে সেগুলোর পেয়ালা ও অন্যান্য প্রসাধনী সবই হবে রৌপ্যের। অনুরূপভাবে দু'টি স্বর্ণ নির্মিত জান্নাত থাকবে, যার পেয়ালা ও অন্যান্য প্রসাধনী সবই হবে স্বর্ণের।" (বুখারী: ৪৮৭৮, মুসলিম: ১৮০)

সেখানে একদিকে দেখবে যে, সুশ্রী সুদর্শন ও কোমলমতি অনুগত কিশোর বালকরা নানা প্রকারের খাদ্য রৌপ্যপাত্রে সাজিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং অপরদিকে দেখতে পাবে যে, বিশুদ্ধ পানীয় পূর্ণ রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্র হাতে নিয়ে খাদেমরা আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। ঐ পানপাত্রগুলো পরিষ্কার ও স্বচ্ছতার দিক দিয়ে কাঁচের মতো এবং সাদার দিক দিয়ে রৌপ্যের মতো। ভিতরের জিনিস বাহির থেকে দেখা যাবে। জান্নাতের সমস্ত জিনিস শুধু বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার জিনিসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। কিন্তু আসলে ঐ রৌপ্য ও কাঁচের পানপাত্রগুলোর কোনো তুলনা দুনিয়ায় নেই।

পরিবেশনকারী বালকেরা পানপাত্রগুলো যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে। অর্থাৎ পানকারীরা যে পরিমাণ পান করতে পারবে সেই পরিমাণ পানীয় দ্বারাই ঐ পানপাত্রগুলো পূর্ণ করা হবে। ঐ পানীয় পান করার পর কিছু অতিরিক্ত থাকবে না, আবার তৃপ্তি সহকারে পান করতে গিয়ে ঘাটতিও হবে না। জান্নাতীরা এসব পাত্রে এরূপ যে সুস্বাদু, আনন্দদায়ক নেশাবিহীন সুরা পাবে ওগুলো সালসাবীল নামক নদীর পানি দ্বারা মিশিয়ে তাদেরকে প্রদান করা হবে। যেমন, আগের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, পানি দ্বারা মিশ্রিত করে দেওয়া হবে।

২১. জান্নাতে প্রতিবেশী

আল্লাহ্ তাআলা তার অপার অসীম করুণায় মানুষকে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে তার প্রিয় বান্দাদেরকে আখিরাতেও তার আপনজনদেরকে নিয়ে একত্রে এক সাথে বসবাস করার সুযোগ করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

"(সে শুভ পরিণাম হচ্ছে) এক চিরস্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা নিজেরা (যেমনি) প্রবেশ করবে, (তেমনি) তাদের পিতা-মাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও (প্রবেশ করবে), জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের (অভ্যর্থনা জানানোর) জন্যে ফেরেশতারাও তাদের সাথে ভেতরে প্রবেশ করবে, (আর ফেরেশতারা তখন জান্নাতীদেরকে বলবে,) তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছো (এ জান্নাত তারই বিনিময়), আখিরাতের ঘরটি কতো উৎকৃষ্ট!" (সূরা ১৩; রা'দ ২৩-২৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴾

"আর যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও এ ঈমানের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি (জান্নাতে) তাদের সন্তান-সন্ততিদের তাদের (নিজ নিজ পিতা-মাতার) সাথে একত্র করে দেবো, আর এ জন্যে আমি তাদের (পিতা মাতার) প্রাপ্তি থেকে সামান্য অংশও কমাবো না, (বস্তুত) প্রত্যেক ব্যক্তিই (দুনিয়ায় কৃত শুধু) তার নিজের (বদ) আমলের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।" (সূরা ৫২; তূর ২১) একজনের পাপের বোঝা অন্য কারোর উপর চাপানো হবে না।

পিতা-মাতা দাদা-দাদী, পূর্ব-পুরুষ এবং নিজের সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন আপনজন যদি নেককার হয়, জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত হয়– তাহলে জান্নাতে তাদের সবাইকে একত্রে একসাথে থাকার ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তারা একে-অপরের সাথে মিলিত হয়ে তাদের চক্ষু জুড়াতে পারে, একে-অপরের সান্নিধ্য পেয়ে শান্তি পায়। তবে এজন্য নিম্নতম শর্ত হলো– ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করা, শির্ক না করা, কুফরী না করা এবং ঈমান ছুটে যায় এমন কোনো পাপ কাজ না করা। উক্ত অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে দেখুন, তাফসীরে ইবনে কাসীর (১২/২৬৫, ১৭/১২০-১২৩) এবং অন্যান্য তাফসীর।

(১) নিম্নস্তরের জান্নাতীকে তার আপনজনের খাতিরে উপরে প্রমোশন দেওয়া হবে

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের নেককার সন্তান-সন্ততিকেও তাদের সম্মানিত পিতৃপুরুষদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা আমলের দিক দিয়ে সেই মর্যাদার যোগ্য না হয়– যাতে সম্মানিত মুরব্বিদের চক্ষু শীতল হয়।

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের রাহেমাহুল্লাহ বলেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার স্তর পর্যন্ত মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরয করবে, হে রব! দুনিয়াতে নিজের জন্য ও তাদের সবার জন্যে আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ হবে, তাদেরকেও জান্নাতের এক স্তরে একসাথে রাখা হোক।

(২) একে-অপরের দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি

আখিরাতের সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের পজিশন বা মর্যাদা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।

অপরদিকে, সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতা-মাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো নেকবান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে, হে রব! আমাকে এই

মর্তবা কিরূপে দেওয়া হলো? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিলো না। উত্তর হবে, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। এটা তারই ফল। (মুসনাদে আহমাদ- ২/৫০৯)

(৩) কারো মর্যাদা কমানো হবে না

সন্তান-সন্ততিকে তাদের সম্মানিত পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্যে এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, সম্মানিত পিতৃপুরুষদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে বা পিতৃপুরুষদের পদাবনতির মাধ্যমে সমান করা হবে। বরং আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় তাদেরকে সমান করে দেবেন। (ইবনে কাসীর)

কারো পাপের দায় অন্যের ঘাঁড়ে চাপানো হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ আমলের জন্যে দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না।

(৪) জান্নাতে মর্যাদা বাড়বে; কমবে না

নেককার পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একজনের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না। (ইবনে কাসীর)

আল্লাহ তবারাকা ওয়াতাআলা তার ফযল ও করম এবং স্নেহ ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যেসব মুমিনের সন্তানরা ঈমানের ব্যাপারে বাপ-দাদাদের অনুসারী হয়, কিন্তু সৎ কর্মের ব্যাপারে তাদের পিতৃপুরুষদের সমতুল্য হয় না, আল্লাহ তাআলা তাদের সৎ আমলকে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের সমপর্যায়ে পৌছিয়ে দিবেন, যাতে পূর্বপুরুষরা তাদের উত্তরসূরীদেরকে তাদের পার্শ্বে দেখে শান্তি লাভ করতে পারে। আর উত্তরসূরীরাও যেনো পূর্বসূরীদের পার্শ্বে থাকতে পেরে সুখী হতে পারে। মুমিনদের আমল কমিয়ে দিয়ে যে তাদের সন্তানদের আমল বাড়িয়ে দেওয়া হবে তা নয়, বরং অনুগ্রহশীল ও দয়ালু আল্লাহ তাআলা তাঁর পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হতে তা দান করবেন।

(৫) নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সন্তানদেরকেও সাথে দেওয়া হবে

এও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের যেসব সন্তান ঈমান আনয়ন করেছে তাদেরকে তাদের আপনজনের সাথে মিলিত করা হবেই, এমনকি তাদের

যেসব সন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকেও তাদের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া হবে।

আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, খাদীজা (রা) নবী (স)-কে তাঁর দুই সন্তানের অবস্থানস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যারা জাহেলিয়াতের যুগে মারা গিয়েছিলো। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তারা দু'জন জাহান্নামে রয়েছে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাকে দুঃখিত হতে দেখে বলেন, "তুমি যদি তাঁদের বাসস্থান দেখতে তবে অবশ্যই তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে।" খাদীজা (রা) পুনরায় বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আপনার মাধ্যমে আমার যে সন্তান হয়েছে তার স্থান কোথায়? জবাবে তিনি (স) বলেন, "জান্নাতে।" তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "নিশ্চয়ই মুমিনরা ও তাদের সন্তানরা জান্নাতে যাবে এবং মুশরিকরা ও তাদের সন্তানরা জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সূরা তূরের ২১নং আয়াতটি পাঠ করেন। (আহমাদ)

﴿ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴾

"যেসব মানুষ (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও এ ঈমানের ব্যাপারে তাদের অনুবর্তন করেছে, আমি (সেদিন জান্নাতে) তাদের সন্তান-সন্ততিদের তাদের (নিজ নিজ পিতামাতার) সাথে মিলিয়ে দেবো, আর এ জন্যে আমি তাদের (পিতামাতার) পাওনার কিছুই হ্রাস করবো না, (বস্তুত) প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ কৃতকর্মের দায়িত্বে আবদ্ধ।"

এতো হলো পিতা-মাতাদের আমলের বরকতে সন্তান-সন্ততিদের মর্যাদার বর্ণনা।

(৬) সন্তানদের দু'আয় মাতাপিতার মর্যাদা বৃদ্ধি

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "হঠাৎ করে আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ! আমাদের মর্যাদা এভাবে হঠাৎ করে বাড়িয়ে দেওয়ার কারণ কি? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলবেন, তোমাদের সন্তানরা তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাই আমি তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি।"

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যখন আদম সন্তান মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি আমলের সওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পেতে থাকে, জারী থাকে। (এক) সদকায়ে জারিয়াহ। (দুই) দীনী ইল্‌ম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়। (তিন) সৎ সন্তান, যে তার মৃত মা-বাবার জন্যে দু'আ করতে থাকে।" (মুসলিম)

(৭) মুমিন বান্দারা পরস্পর দেখা-সাক্ষাত করবে

আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জান্নাতী বান্দা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন সে তার (মুমিন) ভাইদের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা করবে, আর ওদিকে তার বন্ধুর মনেও তার সাথে মিলিত হবার বাসনা জাগবে। অতঃপর দু'দিক হতে দু'জনের আসন উড়বে এবং পথে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটবে। তারা উভয়ে নিজ নিজ আসনে আরামে বসে থাকবে এবং পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে। তারা তাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা বলবে। তারা একে অপরকে বলবে, অমুক দিন অমুক জায়গায় আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলাম এবং আল্লাহ্ তাআলা তা কবুল করেছেন।" (বাযযার, সনদ দুর্বল, ইবনে কাসীর- ১৭/১২৩)

২২. জান্নাতবাসীদের পারস্পরিক আচরণ

এ দুনিয়ার জীবনে দেশে-দেশে, গোত্রে-পরিবারে-সমাজে-প্রতিষ্ঠানে ঝগড়া, বিবাদ-বিসম্বাদ, মতানৈক্য, মতবিরোধ সারাক্ষণ কমবেশি লেগেই থাকে। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা, যা জান্নাতে থাকবে না। বরং সেখানে থাকবে পারস্পরিক অপূর্ব মধুর সম্পর্ক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۗ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴾

"(দুনিয়ায়) তাদের মনের ভেতর (পরস্পরের বিরুদ্ধে) যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিলো, তা আমি (সেদিন) বের করে ফেলে দেবো, তাদের (জন্যে নির্দিষ্ট জান্নাতের) তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, (এসব দেখে) তারা বলবে, 'আল হামদুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যে), যিনি আমাদের এ (স্থান)-টির পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের পথ না দেখালে

আমরা নিজেরা কিছুতেই পথ পেতাম না, আমাদের রবের (পক্ষ থেকে) রাসূলরা সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলেন; (এ সময় জান্নাতবাসীদের জন্যে) ঘোষণা দেওয়া হবে, এ হচ্ছে সে জান্নাত, আজ তোমাদের যার উত্তরাধিকারী করে দেওয়া হলো, (আর এটা হচ্ছে সেসব কাজের প্রতিফল) যা তোমরা (দুনিয়ায়) করেছিলে।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৪৩)

এ আয়াতে জান্নাতীদের বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোনো মালিন্য থাকে, তবে আমরা তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেবো।"

অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূরীকরণ প্রসঙ্গে

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুমিনরা যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটা পুলের উপর আটক করা হবে। অতঃপর তাদের ঐসব অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যা দুনিয়ায় তাদের পরস্পরের মধ্যে করা হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত ঐ অত্যাচার ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে যখন তাদের অন্তরকে পাক-সাফ করা হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা হবে। আল্লাহর শপথ! তাদের কাছে জান্নাতের ঘরটি দুনিয়ার তাদের ঘর থেকেও বেশি পরিচিত মনে হবে (বুখারী: ২৪৪০, ফাতহুল বারী- ৫/১১৫)

সুদ্দী (র) বর্ণনা করেন, জান্নাতবাসীকে যখন জান্নাতের দিকে প্রেরণ করা হবে তখন তারা জান্নাতের পাশে একটা গাছ পাবে যার নিম্নদেশ দিয়ে দু'টি নির্ঝরিণী প্রবাহিত হতে থাকবে। একটা থেকে যখন তারা পানি পান করবে তখন তাদের অন্তরে যা কিছু হিংসা বিদ্বেষ ছিলো সব ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে শরাবে তহুর বা পবিত্র মদ। আর অন্য ঝর্ণায় তারা গোসল করবে। তখন জান্নাতের সজীবতা ও প্রফুল্লতা তাদের চেহারায় ফুটে উঠবে। এরপর না তাদের মাথার চুল এলোমেলো হবে, না চোখে সুরমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে।' (তাবারী- ১২/৪৩৯, ইবনে কাসীর- ৮/৩১১)

প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিপরীত ঠিকানাও দেখতে পারবে

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তি জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখতে

পাবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন না করতেন তাহলে আমার ঠিকানা ওটাই হতো। এ জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর প্রত্যেক জাহান্নামী ব্যক্তি জান্নাতে তার ঠিকানা দেখতে পাবে। সে বলবে, হায়! যদি আল্লাহ আমাকেও সুপথ প্রদর্শন করতেন তাহলে ওটাই আমার ঠিকানা হতো। এভাবে দুঃখ ও আফসোস তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।" (নাসাঈ- ৬/৪৪৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾

"তাদের অন্তরের ঈর্ষা-বিদ্বেষ আমি দূর করে দেবো, ফলে তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে সেখানে অবস্থান করবে।" (সূরা ১৫; হিজর ৪৭)

বিপরীতে মুমিন বান্দারা হবে একে-অপরের শুভাকাঙ্ক্ষী-

আলী (রা) বলেন, দুই জন মুমিন যারা দুনিয়ায় পরস্পর বন্ধু হয়, যখন তাদের একজনের মৃত্যু হয় এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সে জান্নাতের সুসংবাদ পায় তখন সে তার ঐ দুনিয়ার বন্ধুকে স্মরণ করে এবং বলে, "হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। সে আমাকে আপনার এবং আপনার রাসূল (স)-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিতো। আমাকে সে ভালো কাজের আদেশ করতো এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখতো। আমাকে সে বিশ্বাস করাতো যে, একদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। সুতরাং, হে আল্লাহ! তাকে আপনি সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং শেষে তাকে ওটাই দেখিয়ে দিবেন যা আমাকে দেখিয়েছেন এবং তার উপর ঐরূপই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন যেমন সন্তুষ্ট আমার উপর হয়েছেন।" তখন আল্লাহ তাআলা তাকে জবাবে বলেন, "তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে চলে যাও। আমি তার জন্যে যা কিছু প্রস্তুত রেখেছি তা যদি তুমি দেখতে তবে খুব হাসতে এবং মোটেই দুঃখিত হতে না।" অতঃপর যখন তার ঐ বন্ধু মারা যায় এবং দুই বন্ধুর রূহ মিলিত হয় তখন তাদেরকে বলা হয়, "তোমরা তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা দাও।" তখন একজন অপরজনকে বলে, "তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলে ও অত্যন্ত সৎ সঙ্গী ছিলে এবং ছিলে অতি উত্তম দোস্ত।"

২৩. জাহান্নামের প্রতিবেশী ও তাদের পারস্পরিক আচরণ

আজকে যারা দুনিয়ায় অন্যায় ও অসৎ কাজে পরস্পর একে-অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করছে, তারা কাল কিয়ামতেও জাহান্নামের আগুনে একত্রে থাকবে। আজকে তাদের বন্ধুত্বে মধুরতা থাকলেও কাল তারা থাকবে পরস্পর দুশমন হয়ে, করবে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ। এভাবে এক অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে তারা কাটাবে সেখানে সীমাহীন কাল।

(১) একজন আরেকজনকে যেভাবে দোষারোপ করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

“কাফেররা বলে, আমরা কোনোদিনই এ কুরআনের ওপর ঈমান আনবো না এবং আগের কিতাব (তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর) এগুলোর ওপরও (ঈমান আনবো না, (হে নবী, হিসাব-নিকাশের দিন সেই ভয়াবহ দৃশ্য) যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালিমদেরকে তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা একজন আরেকজনের ওপর (দোষ) চাপাতে থাকবে– যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো তারা অহংকারীদের বলবে, যদি তোমরা না থাকতে তাহলে অবশ্যই আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! (এ কথার জবাবে) অহংকারী

লোকেরা- যাদেরকে দুর্বল রাখা হয়েছিলো তাদের বলবে, (বিশেষ করে) যখন হেদায়াত তোমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো তখন আমরা কি তোমাদেরকে হেদায়াতের (পথে চলা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে বাধ্য করেছিলাম? আসলে তোমরা নিজেরাই ছিলে অপরাধী। আর যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো, তারা এবার অহংকারী নেতাদের বলবে, (তোমাদের) রাত-দিনের চক্রান্ত আমাদেরকে (অপরাধ করতে) বাধ্য করেছিলো, (বিশেষ করে) যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিতে, যেন আমরা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করি এবং অন্যদের তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাই; (এভাবে একে অপরকে তারা অভিযুক্ত করতে করতে) যখন তারা (ভয়াবহ) আযাব দেখতে পাবে; তখন তারা মনে মনে ভীষণ অনুতাপ করতে থাকবে; (সেদিন) যারা (আমাকে) অস্বীকার করেছে আমি তাদের গলায় শিকল পরিয়ে দেবো। (তুমিই বলো,) নিজের কৃতকর্মের জন্যে এদেরকে (এর চাইতে উপযুক্ত আর) বিনিময় দেওয়া যাবে?" (সূরা ৩৪; সাবা ৩১-৩৩)

আল্লাহর সামনে জাহান্নামের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোটরা বড়দেরকে এবং বড়রা ছোটদেকে দোষারোপ করবে। প্রত্যেকেই অপরকে দোষী বলবে। অনুসারীরা তাদের নেতাদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা ঈমান আনতাম। নেতারা তখন অনুসারীদেরকে আবার বলবে, তোমাদের কাছে সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে বারণ করেছিলাম? আমরা তোমাদেরকে যে কথা বলেছিলাম তোমরা জানতে যে, ওটার কোনো দলীল ছিলো না। অন্যদিক হতে দলীলগুলো তোমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান ছিলো। অতঃপর তোমরা ঐগুলোর অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কথা কেনো মেনে নিয়েছিলে? সুতরাং, তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।

অনুসারীরা আবার তাদের নেতাদের জবাবে বলবে, প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে। তোমরা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলে যে, তোমাদের আকীদা ও কাজ-কারবার ঠিক আছে। তোমরা বার বার আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যে, আমরা যেনো আল্লাহকে অমান্য করি এবং শির্ক করি। আমরা যেনো আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং কুফরী ও শির্ক পরিত্যাগ না করি। আল্লাহর প্রতি আমাদের ঈমান

আনা থেকে বিরত থাকার এটাই ছিলো কারণ। ইসলাম থেকে তোমরাই আমাদেরকে ফিরিয়ে রেখেছিলে।

এভাবে একদল অপর দলকে দোষারোপ করতে থাকবে এবং প্রত্যেক দলই নিজেকে দোষমুক্ত বলে দাবি করবে। অতঃপর যখন তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিন্তু পারস্পরিক এ দোষারোপ তাদের কোনো কাজেই আসবে না।

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জাহান্নামীদের যখন জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নামের একটি মাত্র লেলিহান শিখায় তাদের দেহ ঝলসে যাবে। দেহ ঝলসানোর পর ঐ অগ্নিশিখা তাদের পায়ের উপর এসে পড়বে।" (এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (র) বর্ণনা করেছেন)

হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া খুশানী (র) বলেন যে, জাহান্নামের প্রত্যেক কয়েদখানায়, প্রত্যেক গর্তে, প্রত্যেক শিকলে জাহান্নামীদের নাম লিখিত থাকবে। সুলাইয়ামন দারানী (র)-এর সামনে এটা বর্ণিত হলে তিনি খুব ক্রন্দন করেন। অতঃপর বলেন, "হায়! হায়! ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি হবে যার উপর সমস্ত শাস্তি একত্রিত হবে! পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়া ও গলায় তওক থাকবে। অতঃপর ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে! হে আল্লাহ! আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন!" (ইবনে কাসীর- ১৬/৪৭-৪৮)

(২) একে অপরকে অভিশাপ দেবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰۤؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۬ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَ قَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿۳۹﴾ ﴾

"আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমাদের আগে যেসব মানুষের দল, জ্বিনের দল গত হয়ে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও আজ সবাই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করো। এমনি করে যখন এক একটি দল (জাহান্নামে) প্রবেশ করতে থাকবে, তখন তারা তাদের পূর্বের দলকে অভিশাপ দিতে থাকবে, এভাবে (অভিশাপ দিতে দিতে) যখন সবাই সেখানে গিয়ে একত্রিত হবে, তখন তাদের শেষের দলটি পূর্ববর্তী দলের ব্যাপারে বলবে, হে আমাদের রব, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আমাদের গোমরাহ করেছিলো, তুমি এদের আগুনের শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও। আল্লাহ তাআলা বলবেন, (আজ) তোমাদের সবার জন্যই দ্বিগুণ, কিন্তু কি ভয়াবহ আযাব যে হবে তোমরা সে (বিষয়টি) জানো না। তাদের প্রথম দলটি তাদের শেষের দলটিকে বলবে, তোমাদেরও আমাদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো না, (এ সময় আল্লাহর ঘোষণা আসবে), তোমরা (আজ) নিজ নিজ অপরাধের জন্যে আযাবের স্বাদ ভোগ করতে থাকো।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৩৮-৩৯)

যখনই কোনো ধর্মাবলম্বী জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখনই সে তার ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আগে যারা প্রবেশ করেছে তাদেরকে অভিসম্পাত দিতে থাকবে। সুতরাং, মুশরিকরা মুশরিকদেরকে, ইয়াহূদীরা ইয়াহূদীদেরকে, নাসারারা নাসারাদেরকে, সাবেয়ীরা সাবেয়ীদেরকে, অগ্নিউপাসকরা অগ্নিউপাসকদেরকে লা'নত দিতে থাকবে। তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অভিশাপ দিবে। (তাবারী)

এ আয়াতে তাদেরকে কি কারণে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়েছিলো তা উল্লেখ করা হয়নি। সূরা আহযাবের ৬৭ নং আয়াতে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা ছিলো তাদের নেতা গোছের লোক। তাদের নেতৃত্বের প্রভাবেই অনুসারীরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এ থেকে জানা গেলো যে, যে ব্যক্তি বা দল কোনো ভুল চিন্তা বা কর্মনীতির ভিত রচনা করে সে কেবল নিজের ভুলের ও গোনাহের জন্য দায়ী হয় না বরং দুনিয়ায় যতগুলো লোক তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে অনুসরণ করে তাদের সবার গোনাহের মোট পরিমাণ তার আমলনামায় যোগ হতে থাকে। এ বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অসৎ নেতাদের অনুসরণ, আক্ষেপ ও বদ-দু'আ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾ ﴾

"(সেদিনের) ভয়াবহ শাস্তি দেখে (হতভাগ্য) লোকেরা (দুনিয়ায়) যাদের তারা মেনে চলতো তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলবে, এদের সাথে তাদের সব সম্পর্ক (সেদিন) ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসরণকারীরা (সেদিন) বলবে, আবার যদি একবার আমাদের জন্যে (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার (সুযোগ) থাকতো, তাহলে আজ যেমনি করে (তারা) আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, আমরা (সেখানে গিয়ে) তাদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করে আসতাম, আক্ষেপের জন্যই কেবল আল্লাহ তাআলা তাদের (পাপ) কাজগুলো দেখাবেন; এরা (কখনো) জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।" (সূরা ২; বাকারা ১৬৬-১৬৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ ﴾

"সেদিন তাদের (চেহারাসমূহ) ওলট-পালট করে (প্রজ্বলিত) আগুনে রাখা হবে। সেদিন তারা বলবে, হায়, (কতো ভালো হতো) আমাদের! যদি আমরা আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের আনুগত্য করতাম! তারা বলবে, হে আমাদের রব, (দুনিয়ার জীবনে) আমরা আমাদের নেতা ও বড়োদের কথাই মেনে চলেছি, তারাই আমাদের তোমার পথ থেকে গোমরাহ করে দিয়েছে। হে আমাদের রব! ওদের তুমি (আজ) দ্বিগুণ পরিমাণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর বড়ো রকমের অভিশাপ পাঠাও।" (সূরা ৩৩; আহযাব ৬৬-৬৮)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴾

"যারা নিজেরা কুফরী করেছে এবং (অন্য মানুষদেরও) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমি (সেদিন) তাদের আযাবের ওপর আযাব বাড়িয়ে দেবো। কারণ, তারা ফাসাদ সৃষ্টি করতো।" (সূরা ১৬; নাহল ৮৮)

নেতারা অনুসারীদের পাপের বোঝাও বহন করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لِيَحْمِلُوْۤا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَ مِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴾

"ফলে শেষ বিচারের দিন এরা নিজেদের (পাপের) বোঝা পূর্ণমাত্রায় বহনতো করবেই; এতদসঙ্গে যাদেরকে তারা অজ্ঞতাস্বরূপ পথভ্রষ্ট করে, তাদের পাপের বোঝাও পুরা মাত্রা সেদিন এরা বহন করবে। (সেদিন) ওরা যে (পাপ) বহন করবে তা কতো নিকৃষ্ট!" (সূরা ১৬; নাহল ২৫)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۫ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴾

"(কিয়ামতের দিন) এরা অবশ্যই তাদের নিজেদের) গুনাহের বোঝা বহন করবে এবং (যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছিলো সাথে) তাদের বোঝাও বহন করবে, আর (দুনিয়ার জীবনে) যতো মিথ্যা কথা তারা উদ্ভাবন করতো, অবশ্যই সে ব্যাপারে তাদের সেদিন প্রশ্ন করা হবে।" (সূরা ২৯; আনকাবুত ১৩)

নেতারা অনুসারীদেরকে বলবে, আমরা যেমন নিজে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম, তোমরাও তদ্রূপ আপনা-আপনি পথভ্রষ্ট হয়েছিলে। (তাবারী-১২/৪২০) অর্থাৎ আমাদের কারণে তোমরা পথভ্রষ্ট হওনি।

(৩) পরস্পর একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে

অপকর্মের সাথী-সঙ্গী, দল-বল, পরম বন্ধু দুনিয়ার জীবনে দুষ্কর্মে ও দুষ্ট চক্রের পাপিষ্ঠরা অনন্ত পরপারের চিরস্থায়ী কারাগারে একজন আরেকজনের দুশমন হয়ে অসহ্য যন্ত্রণাময় সময় অতিবাহিত করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اَلۡاَخِلَّآءُ یَوۡمَئِذٍۭ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الۡمُتَّقِیۡنَ ﴾

"সেদিন (দুনিয়ার) বন্ধুরা সবাই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে, তবে মুত্তাকী লোকেরা ছাড়া। আল্লাহভীরু মুত্তাকী লোকেরা পরস্পর একে-অপরের বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজন হয়ে থাকবে।" (সূরা ৪৩; যুখরুফ ৬৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَیۡنِكُمۡ فِی الۡحَیٰوةِ الدُّنۡیَا ۚ ثُمَّ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ یَكۡفُرُ بَعۡضُكُمۡ بِبَعۡضٍ وَّ یَلۡعَنُ بَعۡضُكُمۡ بَعۡضًا ۫ وَّ مَاۡوٰىكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِیۡنَ ﴾

"(ইবরাহিম [আ]) বললেন, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে একে অপরের প্রতি ভালোবাসার খাতিরে আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোকে (নিজেদের মাবুদ) ধরে নিয়েছো, অথচ কেয়ামতের দিন তোমাদের (এ ভালোবাসার) একজন ব্যক্তি আরেকজনকে (চিনতেও) অস্বীকার করবে, তারা তখন একজন আরেকজনকে অভিশাপ দিতে থাকবে, (পরিশেষে) তোমাদের সবার (চূড়ান্ত) ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর সেদিন কেউই তোমাদের সাহায্যকারী থাকবে না।" (সূরা ২৯; আনকাবুত ২৫)

আলী (রা) বলেন, দুইজন কাফির, যারা দুনিয়ায় পরস্পর বন্ধু হয়, যখন তাদের একজন মারা যায় এবং তাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ দেওয়া হয় তখন দুনিয়ার ঐ বন্ধুর কথা তার স্মরণ হয় এবং সে বলে, "হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার বন্ধু ছিলো। সে আমাকে আপনার নবী (স)-এর অবাধ্যচরণের নির্দেশ দিতো। সে আমাকে মন্দ কাজে উৎসাহিত করতো এবং ভালো কাজ হতে বিরত রাখতো। আর আমার মনে সে এই বিশ্বাস জন্মাতো যে, আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে না। সুতরাং, আপনি তাকে সুপথ প্রদর্শন করবেন না যাতে সেও

যেনো ওটাই দেখতে পায় যা আমাকে দেখানো হয়েছে এবং আপনি তার উপর ঐরূপই অসন্তুষ্ট থাকবেন যেরূপ আমার উপর অসন্তুষ্ট রয়েছেন।" তারপর যখন ঐ দ্বিতীয় বন্ধু মারা যায় এবং উভয়ের রূহ একত্রিত হয় তখন তাদেরকে বলা হয়, "তোমরা একে অপরের গুণাগুণ বর্ণনা করো।" প্রত্যেকেই তখন অপরকে বলে, "তুমি আমার খুবই মন্দ ভাই ছিলে, ছিলে খারাপ সঙ্গী ও নিকৃষ্ট বন্ধু।" (ইবনে আবি হাতিম)

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে, যাদের একজন রয়েছে পূর্বদিকে এবং অপরজন রয়েছে পশ্চিম দিকে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের দুজনকেই একত্রিত করে প্রত্যেককেই বলবেন, "এ হলো ঐ ব্যক্তি যাকে তুমি আমারই জন্যে ভালোবাসতে।" (ইবনে কাসীর-১৬/৫৯৫-৫৯৬)

(৪) অন্য বন্ধুদের জন্য বদ-দু'আ করতে থাকবে-

যুলুম নির্যাতন ও পাপ কাজের যারা উদ্যোক্তা ও নেতৃত্বদানকারী তাদের জন্য তাদের অনুসারীরা বদ দু'আ করবে এভাবে,

﴿ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴾

"হে আমাদের রব! এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আমাদেরকে গোমরা করেছিলো। অতএব, আগুনে এদের শাস্তি তুমি দ্বিগুণ করে দাও। আল্লাহ তাআলা তখন বলবে, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আজ দ্বিগুণ শাস্তি অথচ তোমরা এখনো জানো না (কি পরিমাণ আযাব ও শাস্তি তোমাদের জন্য অপেক্ষমান)।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৩৮)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ ﴾

"(যারা এদের অনুসরণ করেছে) তারা বলবে, হে আমাদের রব, যে ব্যক্তি (আজ) আমাদের এ দুর্গতির সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তুমি তার শাস্তি বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দাও।" (সূরা ৩৮; ছোয়াদ ৬১)

(৫) দুষ্টরা মুমিনদেরকে জাহান্নামে খোঁজাখুজি করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ ﴾

"তারা (আরো) বলবে, একি হলো আমাদের, আমরা (আজ জাহান্নামে) সেসব মানুষদের দেখতে পাচ্ছি না কেন– যাদের আমরা দুনিয়ায় খারাপ লোক মনে করতাম; তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুকই ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম? নাকি তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রাট ঘটেছে।" (সূরা ৩৮; ছোয়াদ ৬২-৬৩)

কাতাদাহ (র) বলেন, তারা জান্নাতীদেরকে (জাহান্নামে) দেখতে পাবে না। তখন (তারা) বলবে, আমরা দুনিয়াতে তাদেরকে উপহাস করতাম, (করতাম ঠাট্টা-বিদ্রূপ) এখন তো তাদেরকে হারিয়ে ফেলেছি। নাকি তারা জাহান্নামেই (অন্য কোথাও) আছে। আমাদের চোখ তাদেরকে (দেখতে) পাচ্ছে না? (তাবারী)

ইবনে কাসীর (র) বলেন, বস্তুতঃ এটি এক উদাহরণ। নতুবা সকল কাফেরের অবস্থাই এ রকম। তারা বিশ্বাস করতো যে, মুমিনরা জাহান্নামে যাবে। তারপর যখন তারা জাহান্নামে যাবে আর সেখানে মুমিনদের খুঁজতে থাকবে, কিন্তু তারা তাদেরকে সেখানে পাবে না। তখন তারা বলবে যে, 'আমাদের কী হলো যে, আমরা যেসব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না, 'আমরা তো দুনিয়াতে তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম; এরপর তারা নিজেদেরকে শুধুই অসম্ভবকে সম্ভব মনে করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে বলবে, নাকি তারা আমাদের সাথেই জাহান্নামে অন্য কোথাও আছে, নাকি তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে? তখন তারা জানতে পারবে যে, মূলতঃ তারা জান্নাতের সুউচ্চ স্তরে রয়েছে।

মুজাহিদ (র) বলেন যে, আবূ জেহেল বলবে, "বিলাল, সুহায়েব প্রমুখ লোকগুলো কোথায়? তাদেরকে তো দেখতে পাচ্ছি না?" মোটকথা, প্রত্যেক কাফির এ কথাই বলবে, "আমাদের কি হলো যে, আমরা যাদেরকে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখছি না? তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম? না, বরং তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম

ঘটেছে। তাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঠিকই ছিলো। তারা জাহান্নামের মধ্যেই রয়েছে যেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ছে না।" তৎক্ষণাৎ জান্নাতীদের পক্ষ থেকে উত্তর আসবে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾

"জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামী লোকদের ডেকে বলবে, আমাদের রব আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের মালিকের ওয়াদাসমূহকে সঠিক পেয়েছো? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যালিমদের ওপর আল্লাহ তাআলার লানত বর্ষিত হোক।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৪৪)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন, হে নবী! আমি যে তোমাকে খবর দিচ্ছি যে, জাহান্নামীরা পরস্পর ঝগড়া ও বাদ-প্রতিবাদ করবে এটা নিশ্চিত সত্য। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। (ইবনে কাসীর- ১৬/২৮৮-৮৯)

২৪. জান্নাতের প্রাসাদ

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক চাহিদা। বিশেষ করে প্রাসাদ নির্মাণে বিত্তবানদের জৌলুষের আর রুচির কোনো শেষ নেই। দেশে-বিদেশে শত শত কোটি টাকার বাড়িও মানুষ বানায়, বানায় রাজ প্রাসাদ। নির্মাণ কৌশুলী ও উপাদানে যতো সুরম্য প্রাসাদই হোক না কেনো জান্নাতের তুলনায় এগুলো একেবারেই তুচ্ছ, নগণ্য। তাছাড়া দুনিয়ার বাড়ি পুরান হয়, আখেরাতের বাড়ি কোনোদিনই পুরান হবে না। দেখুন, এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ ﴾

"এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদেরকে কঠোর ধৈর্যের বিনিময় স্বরূপ সেদিন (সুরম্য) বালাখানা দেওয়া হবে, (যাদেরকে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) তাদের

অভিবাদন ও সালামসহ অভ্যর্থনা জানানো হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; আশ্রয় নেওয়ার জন্যে, কতো উৎকৃষ্ট সে জায়গা থাকার জন্যে (কতো সুন্দর সে জায়গা)!" (সূরা ২৫; ফুরকান ৭৫-৭৬)

'গুরফা' غُرْفَة শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু কক্ষ, উপর তলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এমন উঁচু কক্ষ পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীদের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের নিকট তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। (বুখারী, মুসলিম: ২৮৩১, মুসনাদে আহমাদ: ৮৪৫২)

জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের খিদমতে হাযির হবে এবং সালাম জানিয়ে বলবে, তোমাদের পরিণাম ভালো হয়েছে। কেননা, তোমরা ধৈর্যশীল ছিলে।

তাদের উঠা, বসা এবং বিশ্রামের জায়গা খুবই মনোরম। দেখতেও সুন্দর এবং বসবাসের জন্যও আরামদায়ক। (ইবনে কাসীর- ১৫/২৮২-২৮৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۡ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴾

"(হে মানুষ,) তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন (কোনো বিষয়) নয় যে, এগুলো তোমাদেরকে আমার নৈকট্য লাভ করতে সহায়ক হবে, তবে যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে (তার কথা আলাদা), এ ধরনের লোকদের জন্যেই (কিয়ামতের দিন) দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে, তারা জান্নাতের (সুরম্য) বালাখানায় নিরাপদে অবস্থান করবে। কেননা, তারা নেক আমল করেছে।" (সূরা ৩৪; সাবা ৩৭)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴾

"তবে যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্যে (বেহেশতে) প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ বানানো থাকবে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে; (এটা

হচ্ছে) আল্লাহ তাআলার ওয়াদা; আল্লাহ তাআলা কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।" (সূরা ৩৯; ঝুমার ২০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "অবশ্যই জান্নাতবাসীরা জান্নাতে তাদের উপরের বালাখানার বাসিন্দাদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে ঝলমলে উজ্জ্বল তারকাগুলো দেখতে পাও।" (বুখারী: ৩২৫৬; মুসলিম: ২৮৩১)

আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জান্নাতে এমন কিছু কক্ষ রয়েছে যেগুলোর ভিতরের অংশ বাহির হতে এবং বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়।" তখন একজন বেদুইন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল (স)! এগুলো কাদের জন্যে? তিনি (স) জবাবে বললেন, "এগুলো তাদের জন্যে যারা কথাবার্তায় কোমল হয়, (দরিদ্রদেরকে) আহার করায় এবং রাত্রিকালে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে।" (আহমাদ: ১৩৩৭, তিরমিযী: ১৯৮৪, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫০৯)

আবূ মালিক আশআরী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জান্নাতে এমন কিছু কক্ষ আছে যেগুলোর বাহির ভিতর হতে এবং ভিতর বাহির হতে দেখা যায়। এগুলো আল্লাহ তাআলা ঐসব লোকের জন্যে বানিয়েছেন যারা (দরিদ্রদেরকে) খাদ্য দেয়, কথাবার্তায় কোমলতা অবলম্বন করে, পর্যায়ক্রমে রোযা রাখে এবং (রাত্রে) লোকদের ঘুমন্ত অবস্থায় (উঠে তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে।" (আহমাদ)

সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যস্থিত কক্ষগুলোকে এমনিভাবে দেখবে যেমনিভাবে তোমরা আকাশ প্রান্তে তারকাগুলো দেখে থাকো।" (আহমাদ)

অন্য হাদীসে আছে যে, জান্নাতের ঐ কক্ষগুলোর প্রশংসা শুনে সাহাবীগণ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! ওগুলো কি নবীদের জন্যে? তিনি (স) জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, নবীদের জন্যে এবং যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে ও রাসূলদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে (তাদের জন্যও)।" (আহমাদ ও তিরমিযী)

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনার খিদমতে হাযির থাকি এবং আপনার চেহারা মুবারক অবলোকন করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অন্তর নরম

থাকে এবং আমরা আখিরাতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন আপনার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করি এবং পার্থিব কাজ-কারবারে লিপ্ত হয়ে যাই ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়ি তখন আর আমাদের অবস্থা ঐরূপ থাকে না। আমাদের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যদি তোমরা সদা-সর্বদা ঐ অবস্থাতেই থাকতে যে অবস্থা আমার সামনে তোমাদের থাকে তাহলে ফেরেশতারা তাঁদের হাত দ্বারা তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতেন এবং তোমাদের বাড়িতে এসে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। জেনে রেখো যে, যদি তোমরা গুনাহই না করতে তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের স্থলে এমন লোকদেরকে নিয়ে আসতেন যারা পাপ করতো, যেনো আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! জান্নাতের ভিত্তি কি দ্বারা তৈরি? তিনি উত্তরে বললেন, "স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা তৈরি। ওর চূন হলো খাঁটি মিশক আম্বর। ওর কংকরগুলো মণি-মুক্তা ও ইয়াকূত। ওর মাটি হলো জা'ফরান। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে প্রচুর মালের অধিকারী হবে, যার পরে মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনোই আশঙ্কা নেই। চিরস্থায়ীভাবে সে তথায় অবস্থান করবে। তাকে সেখান হতে কখনো বের করে দেওয়া হবে এরূপ কোনো সম্ভাবনাই নেই। সেখানে মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। সেখানে তাদের কাপড় পুরাতন হবে না। সেখানে তারা চির যৌবন লাভ করবে। জেনে রেখো যে, তিন ব্যক্তির দু'আ অগ্রাহ্য হয় না। তারা হলো, (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, (২) রোযাদার ব্যক্তি এবং (৩) অত্যাচারিত ব্যক্তি। তাদের দু'আ উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং ওর জন্যে আকাশের দরজাগুলোকে খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তখন বলেন, আমার ইজ্জতের কসম! কিছুকাল পরে হলেও আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো।" (আহমাদ)

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের কাছে জান্নাতের বর্ণনা দিন! তা কিসের তৈরি? তিনি (স) উত্তরে বললেন, "ওর ভিত্তি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইটের। ওর গাঁথুনীর মিশ্রণ হবে খাঁটি মিশ্ক। ওর কংকর হবে মুক্তা ও ইয়াকূত। ওর মাটি হবে জাফরান। সেখানে যে যাবে সে ঐ সুখ সম্ভোগের মধ্যে থাকবে যা কখনো শেষ হবে না। সেখানে সে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে, যার পরে মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। না তার কাপড় ছিঁড়ে যাবে, আর না যৌবনে কোনো ভাটা পড়বে।" (আহমাদ- ২/৩০৪)

সর্বনিম্ন জান্নাতীর থাকবে সাত তলা প্রাসাদ

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর সাত তলা প্রাসাদ হবে। সে ষষ্ঠ তলায় অবস্থান করবে এবং সপ্তম তলাটি তার উপরে থাকবে। তার ত্রিশজন খাদেম থাকবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় স্বর্ণ নির্মিত তিনশ'টি পাত্রে তার জন্যে খাদ্য পরিবেশন করবে। প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক খাদ্য থাকবে এবং ওগুলো হবে খুবই সুন্দর ও সুস্বাদু। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তার খাওয়ার চাহিদা একই রূপ থাকবে। অনুরূপভাবে তাকে তিনশ'টি সোনার পেয়ালা, পানপাত্র ও গ্লাসে পানীয় জিনিস দেওয়া হবে। ওগুলোও পৃথক পৃথক জিনিস হবে। সে তখন বলবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি সমস্ত জান্নাতীকে দাওয়াত দিতাম। সবাই যদি আমার এখানে খায় তবুও আমার খাদ্য মোটেই হ্রাস পাবে না।" (ইবনে কাসীর- ১৬/৫৯৭)

২৫. জান্নাতের নদী-নালা ও ঝর্ণা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ تَبٰرَكَ الَّذِیْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَ یَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴾

"(হে নবী, তুমি বলো,) আল্লাহ তাআলা এমন এক মহান সত্তা, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের এর চাইতে উৎকৃষ্ট বাগানসমূহও দান করতে পারেন, যার নিম্নদেশে (অমিয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তিনি (তোমাদের আরো) দিতে পারেন (সুরম্য) প্রাসাদসমূহ!" (সূরা ২৫; ফুরকান ১০)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَ بَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِیْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (হে নবী) তাদের তুমি সুসংবাদ দাও, তাদের জন্যে রয়েছে এমন এক জান্নাত যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা

প্রবাহিত হতে থাকবে; যখনি তাদের (জান্নাতের) কোনো একটি ফল দেওয়া হবে তখনি তারা বলবে, এ ধরনের (ফল) তো ইতিপূর্বেও আমাদের দেওয়া হবে; তাদের জন্যে (আরো) সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মিনী এবং তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে।" (সূরা ২; বাকারা ২৫)

জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নদী বয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার বৃক্ষরাজি ও অট্টালিকার নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া। হাদীসে আছে যে, সেখানে নদী ও ঝর্ণা প্রবাহিত হয়; কিন্তু গর্ত নেই। অন্য আরেক হাদীসে আছে যে, কাওসার নদীর দু'ধারে খাঁটি মুক্তার গম্বুজ আছে, তার মাটি হচ্ছে খাঁটি মৃগনাভি, তার কুচি পাথরগুলি হচ্ছে মণি-মুক্তা ও অতি মূল্যবান পাথর। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে যেনো আমাদেরকে ঐ নি'আমাত দান করেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল ও দয়ালু। (ইবনে কাসীর- ১/১৬৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴾

"তবে যারা নিজেদের রবকে ভয় করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে (সুরম্য) উদ্যানমালা, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা অনাদিকাল থাকবে, এ হবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে (তাদের) আতিথেয়তা, আর আল্লাহ তাআলার কাছে যা আছে, তা অবশ্যই নেককার লোকদের জন্যে অতি উত্তম জিনিস!" (সূরা ৩; আলেম ইমরান ১৯৮)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾

"অপরদিকে যারা ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে, তাদের আমি অচিরেই এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে; আল্লাহর ওয়াদা সত্য; আর আল্লাহর চাইতে বেশি সত্য কথা আর কে বলতে পারে?" (সূরা ৪; নিসা ১২২)

জান্নাতের নদীগুলো তাদের ইচ্ছা মতো বইতে থাকবে, সেখানে না আছে ধ্বংস, না আছে মৃত্যু এবং না আছে কোনো ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা। (ইবনে কাসীর- ৪/৪৬০)

মহান আল্লাহ বলেন, এ প্রাসাদগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তা এমন যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে পৌছাতে পারে এবং যখন যতটুকু ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারে। মুমিন বান্দাদেরকে আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলা কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (ইবনে কাসীর- ১৬/৩১৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ ﴾

"সেখানে দু'টো ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে!" (সূরা ৫৫; রাহমান ৫০-৫১)

জান্নাতে দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত আছে। ঝর্ণা দু'টির একটির নাম (১) তাসনীম এবং অপরটির নাম (২) সালসাবীল। এ দুটি ঝর্ণা পূর্ণভাবে প্রবাহিত রয়েছে। একটি হলো স্বচ্ছ ও নির্মল পানির এবং অপরটি হলো সুস্বাদু সুরার যাতে নেশা ধরবে না। অথচ তৃপ্তি পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করবে।

২৬. জান্নাতের মাটি

মুজাহিদ (র) বলেন যে, জান্নাতের যমীন হলো রৌপ্যের, ওর মাটি হলো খাঁটি মৃগনাভির, ওর বৃক্ষের ডালা হলো সোনা-চাঁদির এবং শাখা মণি-মুক্তা, যবরজদ ও ইয়াকূতের। এগুলোর মাঝে রয়েছে পাতা ও ফল, যেগুলো পেড়ে নিতে কোনো কষ্ট ও কাঠিন্য নেই। ইচ্ছা করলে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়ে পেড়ে নেওয়া ও খাওয়া যাবে। (ইবনে কাসীর- ১৭/৭৭৪-৭৭৫)

জান্নাতের মাটি হবে সাদা রুটির মতো। (ইবনে কাসীর- ১৭/৭৩৩)

২৭. জান্নাতের গাছ, ছায়া ও সূর্যবিহীন অবস্থা

জান্নাতে গাছ থাকবে, ছায়া থাকবে, কিন্তু সূর্য থাকবে না। আল্লাহর নেয়ামতরাজির ভাণ্ডারে গাছ-গাছালি ও বাগ-বাগিচা রোদের বিপরীতে ছায়া

এক অপূর্ব উপভোগ্য নিয়ামত যা আমাদের মাওলা জান্নাতেও রেখেছেন। এ বিষয়ে কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস থেকে নিম্নোক্ত বিবরণ পেশ করা হলো।

(১) সুশীতল ছায়া থাকবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴾

"অপরদিকে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদেরকে অচিরেই আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, তাদের জন্যে থাকবে পূতঃপবিত্র (সঙ্গী ও) সঙ্গিনীরা, (সর্বোপরি) আমি তাদের এক চির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করিয়ে দেবো।" (সূরা ৪; নিসা ৫৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴾

"(জান্নাতী বৃক্ষের) ছায়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত থাকবে।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়া ৩০)

(২) ছায়া থাকবে বিস্তির্ণ এলাকা জুড়ে

﴿ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۝٣٠ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۝٣١ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۝٣٢ ﴾

"ছায়া বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সম্প্রসারিত থাকবে, আরও থাকবে (সেখানে) প্রবাহমান (ঝর্ণাধারার) পানি, পর্যাপ্ত (পরিমাণ) ফলমূল।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ৩০-৩২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় যদি কোনো আরোহণকারী ভ্রমণ করতে চায় তাহলে একশত বছর ভ্রমণ করতে পারবে।" (বুখারীঃ ৩২৫১-৩২৫২, মুসলিমঃ ২৮২৬-২৮২৮)

থাকবে গাছের সুদূর প্রসারী ছায়া, যা হবে অত্যন্ত আরামদায়ক ও মনোমুগ্ধকর।

তাফসীর ইবনে জারীরে আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ থাকবে যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তবুও এর ছায়া শেষ হবে না। ওটা হচ্ছে 'শাজারাতুল খুল্‌দ্' (চিরস্থায়ী বৃক্ষ)।" (তাবারী- ৮/৪৮৯, ইবনে কাসীর- ৪/৩৬৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّ ظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِیْنَ اتَّقَوْا ۖۗ وَّ عُقْبَى الْكٰفِرِیْنَ النَّارُ ﴾

"আল্লাহ-ভীরু লোকদের সাথে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার উদাহরণ হচ্ছে (যেমন একটি বাগান), তার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে; তার ফল-ফলাদি এবং তার (বাগানের গাছসমূহের ছায়াসমূহও চিরস্থায়ী; এসবই হচ্ছে তাদের পরিণাম, যারা (দুনিয়ায়) তাকওয়ার জীবন অতিবাহিত করেছে, (অপরদিকে) কাফিরদের পরিণাম হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন। (সূরা ১৩; রা'দ ৩৫)

আর জান্নাতের ছায়ার ব্যাপারে কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার ছায়াও চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِیْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴾

"তারা এবং তাদের সঙ্গী-সঙ্গীনিরা (আরশের) সুশীতল ছায়ায় (সুসজ্জিত) আসনের ওপর হেলান দিয়ে বসবে।" (সূরা ৩৬; সূরা ইয়াসীন ৫৬)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ ظِلٰلٍ وَّ عُیُوْنٍ ﴾

"(আল্লাহকে) যারা ভয় করেছে (সেদিন) তারা (সুনিবিড়) ছায়ার নিচে এবং (প্রবাহমান) ঝর্ণাধারার মাঝে অবস্থান করবে।" (সূরা ৭৭; মুরসালাত ৪১)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَدَانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِیْلًا ﴾

"বেহেশতের (গাছের) ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে ছায়া দিতে থাকবে এবং এর ফলগুলো (সবসময়) তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে (যাতে যেমন খুশি পেড়ে নিতে পারে)।।" (সূরা ৭৬; ইনসান ১৪)

(৩) রোদের কষ্ট থাকবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾ ﴾

(হে আদম!) "নিঃসন্দেহে (এ জান্নাতে তোমার অবস্থা এমন যে,) এখানে তুমি ক্ষুধার্ত হবে না, না তুমি কখনো পোশাকবিহীন হবে! তুমি এখানে (কখনো) পিপাসার্ত হবে না, কখনো রোদেও কষ্ট পাবে না!" (সূরা ২০; ত্বা-হা ১১৮-১১৯)

(৪) জান্নাতে সময়ের অবস্থা থাকবে ভোর বেলার মতো

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জান্নাতে না আছে সূর্য এবং না আছে গরম। ফজর হওয়ার পূর্বের সময়টা সব সময় ওর নিচে বিরাজ করে (অর্থাৎ সদা-সর্বদা ঐরূপ সময়ই বিরাজমান থাকে)।"

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, জান্নাতে সদা-সর্বদা ঐ সময় থাকবে যা সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মাঝামাঝিতে থাকে। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৬২)

(৫) জান্নাতে দিবা-রজনী থাকবে না

সদা সর্বদা একই প্রকার আলো থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রাত্রি ও সকাল সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এ রকম সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। (ফাতহুল কাদীর)

(৬) সূর্য থাকবে না, শীতের কষ্টও পাবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾

"(জান্নাতে) তারা (সুসজ্জিত) আসনে হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে না দেখবে সূর্য; না থাকবে শীত।" (সূরা ৭৬; দাহর ১৩)

জান্নাতবাসীরা শীত ও গরমের কোনো কষ্টই পাবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ করলো যে, হে রব! আমার একাংশ (গরম) অপর অংশ (ঠাণ্ডা)-কে শেষ করে দিলো। তখন তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেওয়া হলো। একটি শীতকালে অপরটি গ্রীষ্মকালে। সেটাই তা, যা তোমরা কঠিন গরম আকারে গ্রীষ্মকালে পাও এবং কঠিন শীত আকারে শীতকালে অনুভব করো।" (বুখারী: ৩২৬০, মুসলিম: ৬১৭)

(৭) বসন্ত কালের মতো নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া থাকবে

সেখানে সূর্যের প্রখর তাপে তাদের কোনো কষ্ট হবে না বা সেখানে তারা অতিশয় শীতও বোধ করবে না। অথবা না তারা অত্যধিক গরম বোধ করবে, না অত্যধিক ঠাণ্ডা বোধ করবে। বরং তথায় সদা-সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। গরম-ঠাণ্ডার ঝামেলা থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকবে। (ইবনে কাসীর- ১৭/৭৭৪) অর্থাৎ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আরামদায়ক আবহাওয়ায় থাকবে।

অন্য হাদীসে এসেছে, "জান্নাতের গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণের।" (তিরমিযী: ২৫২৫) জান্নাতের গাছ বৃদ্ধি করার উপায় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইসরার রাত্রিতে আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে। তারপর তাদের জানাবে যে, জান্নাতের মাটি অতি উত্তম। পানি অতি মিষ্ট। আর এটা হচ্ছে গাছবিহীন ভূমি। এখানকার গাছ হলো, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।" (তিরমিযী: ৩৪৬২)

২৮. জান্নাতের তাঁবু

জান্নাতে যেমনটি আছে প্রাসাদ ও দালানকোঠা, তেমনই তাঁবুও আছে সেখানে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾ ﴾

"সেখানে থাকবে সৎ স্বভাবের সুন্দরী নারীরা। অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের রবের কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে। হুরেরা তাঁবুতে (তোমাদের জন্যে) সংরক্ষিত (রয়েছে)। অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের রবের কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে। আগে অন্য কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন কখনো এ (হুর)দের স্পর্শ করেনি।" (সূরা ৫৫; রাহমান ৭০-৭৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে এমন একটি মুক্তার তাঁবু থাকবে যার ভিতরে ফাঁকা থাকবে। যার আয়তন হবে ষাট মাইল। তার প্রতিটি কোণে মুমিনের যে পরিবার থাকবে অন্য কোণের লোকজন তাদের দেখতে পাবে না। মুমিনরা সেগুলোতে ঘুরাফিরা করবে।" (বুখারী: ৪৮৭৯, মুসলিম: ২৮৩৮)

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুমিনদের জন্য জান্নাতে একটি তাঁ রয়েছে তা যেন একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা নির্মিত। উপরের দিকে ওর দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। সেখানে মুমিনদের পরিবার থাকবে যাদের কাছে তারা যাতায়াত করবে, কিন্তু একে-অপরকে দেখতে পাবে না। (ফাতহুল বারী- ৮/৪৪১, মুসলিম- ৪/২১৮১)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানদের জন্যে খায়রাত অর্থাৎ সতী-সাধ্বী, চরিত্রবতী ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্টা হুর রয়েছে। প্রত্যেক খায়রাত বা হুরের জন্যে তাঁবু রয়েছে। প্রত্যেক তাঁবুর চারটি দরজা আছে, যেগুলো দিয়ে প্রত্যহ উপহার, উপঢৌকন, হাদিয়া এবং নেয়ামত আসতেই থাকবে। সেখানে না আছে কোনো ঝগড়া-বিবাদ, না আছে কড়াকড়ি, না আছে ময়লা আবর্জনা এবং না আছে দুর্গন্ধ। বরং হুরদের সাহচর্য, যারা শুভ্র ও উজ্জ্বল মুক্তার মতো, যাদেরকে ইতিপূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। (ইবনে কাসীর- ১৭/২৩৭)

২৯. জান্নাতের বাজার

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) এবং আবূ হোরায়রা (রা)-র একবার পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটলো। আবূ হোরায়রা (রা) তাঁকে বললেন, আল্লাহ তাআলা যেনো তোমাদের উভয়কে জান্নাতের বাজারে মিলিত করেন এই দু'আ করি। তখন সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতের মধ্যেও কি বাজার আছে? আবূ হোরায়রা (রা) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ (স)

আমাকে খবর দিয়েছেন যে, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে যাবে এবং নিজ নিজ আমলের মর্যাদা অনুযায়ী (জান্নাতের) শ্রেণী লাভ করবে তখন দুনিয়ার অনুমানে জুমু'আর দিন তাদের সবাইকে এক জায়গায় জমা হবার অনুমতি দেওয়া হবে। যখন তারা সবাই একত্রিত হয়ে যাবে তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা তাদের উপর স্বীয় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করবেন। তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। তারা সবাই জান্নাতের বাগানে নূর, মণি-মাণিক্য, ইয়াকূত, যবরজদ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের মিম্বরের উপর সমাসীন থাকবে। তাদের কেউ কেউ, যারা পুণ্যের দিক দিয়ে কম মর্যাদা বিশিষ্ট হবে। কিন্তু জান্নাতী হওয়ার দিক দিয়ে কারো অপেক্ষা কম মর্যাদা সম্পন্ন হবে না, তারা মিশক আম্বর এবং কর্পূরের টিলার উপর অবস্থান করবে। কিন্তু তারা নিজেদের এ জায়গাতেই এমন খুশি থাকবে যে, কুরসীর উপর উপবিষ্টদেরকে তাদের চেয়ে মর্যাদাবান মনে করবে না।"

আল্লাহকে দেখতে পারা

আবূ হোরায়ারা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবো? উত্তরে তিনি (স) বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই দেখতে পাবে। অর্ধ দিনের সূর্য এবং (রাতে) চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রকে যেভাবে দেখে থাকো তেমনিভাবেই আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাবে।" ঐ মজলিসে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের সাথে কথা বলবেন।

বাজারের বর্ণনা

কোনো কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, "অমুক জায়গায় তুমি আমার অমুক বিরোধিতা করেছিলে তা তোমার স্মরণ আছে কি?" সে উত্তরে বলবে, "হে আল্লাহ! আপনি ওটা সম্বন্ধে কেনো প্রশ্ন করছেন? ওটা তো আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন!" আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। আমার এই অসীম ক্ষমার কারণেই তো তুমি এতো বড় মর্যাদার অধিকারী হয়েছো।" তারা ঐ অবস্থাতেই থাকবে। এমন সময় এক মেঘখণ্ড তাদেরকে ঢেকে ফেলবে এবং তা হতে এমন সুগন্ধি বর্ষিত হবে যার মতো সুঘ্রাণ কেউ কখনো গ্রহণ করেনি। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, "তোমরা উঠো এবং আমি তোমাদের জন্যে যে পুরস্কার ও পারিতোষিক প্রস্তুত রেখেছি তা গ্রহণ করো।" তারপর বাজারে পৌছবে যা ফেরেশতারা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে থাকবেন। সেখানে তারা এমন সব

জিনিস দেখতে পাবে যা কখনো দেখেনি, শুনেনি এবং অন্তরেও খেয়াল জাগেনি। যে ব্যক্তি যে জিনিস চাইবে নিয়ে নিবে। সেখানে ক্রয়-বিক্রয় হবে না, বরং পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে। সেখানে সমস্ত জান্নাতবাসী একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করবে। একজন নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী উচ্চ শ্রেণীর জান্নাতীর সাথে মোলাকাত করবে। তখন দেখবে যে, তার দেহে সুন্দর সুন্দর পোশাক রয়েছে। তার মনে ওগুলোর খেয়াল জাগা মাত্রই সে তার নিজের দেহের দিকে চেয়ে দেখবে যে, সে ওগুলোর চেয়েও সুন্দর পোশাক পরিহিতি রয়েছে। কেননা, সেখানে কারো মনে কোনো দুঃখ-চিন্তা থাকবে না। অতঃপর তারা সবাই নিজ নিজ বাসভবনে ফিরে যাবে। সেখানে প্রত্যেককে তার স্ত্রী মারহাবা বলে সাদর সম্ভাষণ জানাবে। অতঃপর বলবে, "এখান থেকে যাবার সময় তো আপনার মধ্যে এইরূপ সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য ছিলো না, কিন্তু এখন তো সৌন্দর্য, লাবণ্য এবং সুগন্ধ খুব বেশি হয়ে গেছে, এর কারণ কি?" সে উত্তরে বলবে, "হ্যাঁ, ঠিকই বটে। আজ আমরা আল্লাহ তাআলার মজলিসে ছিলাম। ফলে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে।" (ইমাম ইবনে হাতেম)

৩০. জান্নাতে জুমাবারের নিয়ামত

এ জগতেও মুসলিম মিল্লাতের জন্য জুমাবার হলো ঈদের দিনের মতো আনন্দ-উৎফুল্লের দিন। জান্নাতেও এ ধারাবাহিকতা থাকবে; বরং তা হবে বহুগুণে বর্ধিত অপূর্ব আনন্দের সময় ও উপভোগের দিন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴾

"সেখানে তারা যা যা পেতে চাইবে তার সবই থাকবে, আমার কাছে তাদের জন্যে আরো থাকবে (অকল্পনীয় পুরস্কার)।" (সূরা ৫০; ক্বাফ ৩৫)

সুহায়েব ইবনে সিনান রূমী (র) বলেন যে, এই আধিক্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার দর্শন। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন যে, জান্নাতবাসীরা প্রত্যেক জুমাবারে আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। 'মাযীদ' مَزِيْد-এর অর্থ এটাই।

আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি সাদা দর্পণ নিয়ে আগমন করেন যার মধ্যস্থলে একটি

বিন্দু ছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করেন, "এটা কি?" উত্তরে জিবরাঈল (আ) বলেন, "এটা জুমু'আর দিন, যা খাস করে আপনাকে ও আপনার উম্মতকে দান করা হয়েছে। এতে বহু কিছু কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। এতে এমন এক সময় রয়েছে যে, ঐ সময় আল্লাহর নিকট যা চাওয়া হয় তা পাওয়া যায়। আমাদের ওখানে এর নাম হলো يَوْمُ الْمَزِيْدِ বা আধিক্যের দিন।" নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, "হে জিবরাঈল (আ)! يَوْمُ الْمَزِيْدِ কি? জিবরাঈল (আ) উত্তরে বললেন, "আপনার প্রতিপালক জান্নাতুল ফিরদাউসে একটি প্রশস্ত ময়দান বানিয়েছেন যাতে মৃগনাভির টিলা রয়েছে। জুমু'আর দিন আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করেন। ওর চতুর্দিকে আলোর মিম্বরসমূহ থাকে যেগুলোতে নবীগণ (আ) উপবেশন করেন। শহীদ ও সিদ্দীকগণ তাঁদের পিছনে ঐ মৃগনাভীর টিলাগুলোর উপর থাকবেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন, "আমি তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছি। এখন তোমরা আমার নিকট যা ইচ্ছা চাও, পাবে।" তাঁরা সবাই বলবেন, "হে আমাদের রব! আমরা আপনার সন্তুষ্টি চাই" তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, "আমি তো তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েই গেছি। এ ছাড়াও তোমরা চাও, পাবে। আমার নিকট আরো অধিক রয়েছে।" তাঁরা তখন জুমু'আর দিনকে পছন্দ করবেন। কেননা, ঐ দিনেই তাঁরা বহু কিছু নিয়ামত লাভ করে। এটা ঐ দিন! যেই দিন আপনার প্রতিপালক আরশের উপর সমাসীন হবেন। ঐ দিনেই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। ঐ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী, ইবনে কাসীর- ১৭/৭৪-৭৬)

আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে সত্তর বছর পর্যন্ত এক দিকেই মুখ করে বসে থাকবে। অতঃপর একজন হুর আসবে যে তার স্কন্ধে হাত রেখে তার দৃষ্টি নিজের দিকে ফিরিয়ে দিবে। সে এমন সুন্দরী হবে যে, সে তার গলায় তার চেহারা এমনভাবে দেখতে পাবে যেমনভাবে আয়নায় দেখা যায়। সে যেসব অলংকার পরে থাকবে ওগুলোর এক একটি ক্ষুদ্র মুক্তা এমন হবে যে, ওর কিরণে সারা দুনিয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সে সালাম দিবে, তখন ঐ জান্নাতী উত্তর দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, "তুমি কে?" সে উত্তরে বলবে, "আমি হলাম সে-ই, যাকে কুরআনে مَزِيْدِ বলা হয়েছে।" তার গায়ে সত্তরটি হুল্লা (পোশাক বিশেষ)

থাকবে, এতদসত্ত্বেও তার সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্যের কারণে বাহির হতেই তার পদনালীর মজ্জা দৃষ্টিগোচর হবে। তার মাথায় মণি-মুক্তা বসানো মুকুট থাকবে যার সামান্যতম মুক্তা পূর্ব ও পশ্চিমকে আলোকিত করার জন্য যথেষ্ট হবে। (আহমাদ, ইবনে কাসীর-১৭/৭৬)

৩১. জান্নাতে ক্লান্তি নেই; আছে বিশ্রামের ব্যবস্থা

এ দুনিয়ায় একটুখানি জীবিকার জন্য মেহনত আর ক্লান্তির কোনো শেষ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষ কাজ করে, এমনকি মেয়েরাও। কিন্তু আখিরাতে জান্নাতবাসীরা কোনো কিছুর জন্য ক্লান্ত হতে হবে না। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾ ﴾

"(সেখানে তাদের কোনোরকম ক্লান্তি স্পর্শ করবে না, আর তাদের সেখান থেকে কোনো দিন বেরও করে দেওয়া হবে না। (হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের বলে দাও, আমি (আল্লাহ) অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা ১৫; হিজর ৪৮-৪৯)

এ আয়াত থেকে জান্নাতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জানা যায়

প্রথমত: দেহ থাকবে ক্লান্তি ও দুর্বলতামুক্ত

সেখানে কেউ কোনো ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, জান্নাত থেকে জান্নাতীরা বলবে,

﴿ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴾

"(আল্লাহ) যিনি নিজের মেহেরবানীতে আমাদেরকে চিরকাল বসবাস করার জায়গায় এনেছেন। এখন এখানে আমাদের কোনো কষ্টও হচ্ছে না এবং কোনো ক্লান্তিই বোধ হচ্ছে না।" (সূরা ৩৫; ফাতির ৩৫)

কিন্তু দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই, বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোনো না কোনো

সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজই হোক না কেনো।

দ্বিতীয়ত: জান্নাতের সুখ চিরস্থায়ী

জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নিয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোনো সময় হ্রাস পাবে না এবং এ স্থান ও নিয়ামত থেকে কাউকে বহিস্কৃতও করা হবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ﴾

"এ হচ্ছে আমাদের রিযক, যা কোনো সময় শেষ হবে না। (সূরা ৩৮; সোয়াদ ৫৪) তবে দুনিয়ার ব্যাপারটি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ কাউকে কোনো বিরাট নিয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয়, তবুও সদা-সর্বদা এ আশঙ্কা থেকেই থাকে যে, দাতা কোনো সময় আবার নারাজ হয়ে এগুলো বাতিল করে দেয়।

কখনো অসুস্থতা স্পর্শ করবে না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, "জান্নাতবাসীদেরকে বলে দেওয়া হবে, এখন তোমরা সবসময় সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। এখন তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। এখানে তোমরা চির যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। এখানে তোমরা হবে চির অবস্থানকারী, কখনো এ স্থান ত্যাগ করতে হবে না।" (মুসলিম: ২৮৩৭)

তাছাড়া জান্নাতে নিজের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য মানুষকে কোনো শ্রম দিতে হবে না। বিনা প্রচেষ্টায় ও বিনা পরিশ্রমে সে সবকিছু সেখানে পেয়ে যাবে।

তৃতীয়ত: কোনো জান্নাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না

এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ অর্থাৎ, তাদেরকে কোনো সময় এসব নিয়ামত ও সুখ থেকে বহিস্কার করা হবে না। কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ট হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়? কুরআনুল কারীম এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।" (সূরা ১৮; আল-কাহফ ১০৮, বাদশাহ ফাহদ- ১/১৩৬৯-৭০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেনো খাদীজাকে (রা) জান্নাতে সোনার একটি ঘরের সুসংবাদ দেই যেখানে কোনো শোরগোল থাকবে না এবং কোনো দুঃখ-কষ্টও থাকবে না।' (ফাতহুল বারী- ৭/১৬৬, মুসলিম- ৪/১৮৮৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾

"তারা সমাসীন হবে (এক) সুসজ্জিত আসনে, কতো সুন্দর (তাদের এ) বিনিময়; কতো চমৎকার (তাদের) আশ্রয়ের স্থানটি!" (সূরা ১৮; কাহফ ৩১)

সেখানে তারা গদির আসনে হেলান দিয়ে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে পরম সুখে বসবাস করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أَصْحَٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾

"সেদিন জান্নাতের অধিবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট ও তাদের বিশ্রামের জায়গা হবে অত্যন্ত মনোরম।" (সূরা ২৫; ফুরকান ২৪)

'মুস্তাকার্' مُسْتَقَرٌّ শব্দের অর্থ হলো, স্বতন্ত্র আবাসস্থল। 'মাকীল' مَقِيْل শব্দটি 'কাইলোলাহ্' قَيْلُوْلَة শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ দুপুরে বিশ্রাম করার স্থান। হাশরের ময়দানে জান্নাতের হকদার লোকদের সাথে অপরাধীদের থেকে ভিন্নতর ব্যবহার করা হবে। তাদেরকে সম্মানের সাথে বসানো হবে। হাশরের দিনের কঠিন দুপুর কাটাবার জন্য তাদেরকে আরাম করার জায়গা দেওয়া হবে। সেদিনের সব রকমের কষ্ট ও কঠোরতা হবে অপরাধীদের জন্য; নেককার লোকদের জন্য নয়। (দেখুন, বাদ্শাহ্ ফাহ্দ্- ২/১৯০৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাসীরে রয়েছে, জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। অর্থাৎ তারা যে সুন্দর আমল করেছে তার বিনিময়ে তারা যা পাওয়ার তা পেয়ে গেছে এবং যে স্থানে অবস্থান করার কথা সে স্থানে তারা অবস্থান করছে। কিন্তু জাহান্নামীদের

অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, তাদের একটি আমলও এমন নেই যার মাধ্যমে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।

সাঈদ ইবনে যুবাইর (র) বলেন যে, দিনের অর্ধভাগে আল্লাহ তাআলা বিচার কাজ সম্পন্ন করবেন। অতঃপর জান্নাতবাসীরা জান্নাতে মধ্য দিনের বিশ্রাম গ্রহণ করবে এবং জাহান্নামীরা চলে যাবে জাহান্নামে।

ইকরিমাহ (র) বলেন, যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন দুনিয়ার জীবনের দিনের বেলার প্রথম অংশে অবস্থান করবে (অর্থাৎ যখন দিনের প্রথম ভাগে সূর্য অনেকটা উপরে উঠে যাবে), যে সময় মানুষ দুপুরের বিশ্রামের জন্য তাদের পরিবারের নিকট গমন করে থাকে। সুতরাং, ঐ সময় জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে গমন করবে। পক্ষান্তরে জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জান্নাতে তারা তাদের দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করবে। সেখানে তাদেরকে এক ধরনের তিমি মাছের কলিজা খাওয়ানো হবে এবং এতে তারা সবাই পরিতৃপ্ত হবে। (ইবনে কাসীর-১৫/২৩৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾

"যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারা (সেদিন জান্নাতের) বাগিচায় থাকবে, তাদের (সেখানে প্রাচুর্যপূর্ণ) সুখে শান্তিতে রাখা হবে।" (সূরা ৩০; রূম ১৫)

জান্নাতীগণ যতো প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এই শব্দের মধ্যে রয়েছে।

জান্নাতের পুরস্কার হবে কল্পনার বাইরে

আল কুরআনের অন্য এক আয়াত বলা হয়েছে,

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

"তারপর তাদের আমলের বদলা হিসেবে তাদের চোখ জুড়ানোর মতো যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা কোনো মানুষই জানে না।" (সূরা ৩২ সাজদাহ ১৭)।

কাতাদাহ (র) বলেন, তারা ফুলের সুগন্ধে, ঘন উদ্ভিদ ঘেরা বাগানে, জান্নাতে বিভিন্ন প্রকার ফুলের মধ্যে খুশি প্রকাশ করবে। অতি মনোমুগ্ধকর শব্দ এবং প্রাচুর্যপূর্ণ উত্তম জীবিকা আস্বাদন করবে। (তাবারী; বাদশাহ ফাহাদ-২/২০৮৮-২০৮৯)

৩২. জান্নাতীরা যেভাবে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখতে পাবে

এ দুনিয়ার জীবনে কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহকে নিজ চর্ম চোখে দেখা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলার সাথে কোনো কিছুর তুলনা করাও জায়েয নেই। নিখিল সৃষ্টিতে আল্লাহর মতো কোনো কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলা আল্লাহর মতোই। আল্লাহর ধরন-আকার আমাদের অজানা। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা। সেই আল্লাহ পরকালে তার নেক বান্দাদের সামনে নিজ সুরতে এসে দেখা দেবেন। আর এ দীদার-দর্শন হবে মুমিন বান্দার সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয়। সেদিন এমনকি মুমিন দর্শকদের চেহারাকে পর্যন্ত অপরূপ সৌন্দর্যে সাজাবেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾

"সেদিন কিছু (মানুষের) চেহারা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে, এ (ভাগ্যবান) ব্যক্তিরা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা ৭৫; কিয়ামাহ ২২-২৩)

সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হাসি-খুশি থাকবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। জান্নাতীগণ স্বচক্ষে আল্লাহ্ তাআলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নাত-ওয়াল-জামা'আতের সকল আলেম ও ফিকাহবিদ এ বিষয়ে একমত। বহু সংখ্যক হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তা হলো, আখিরাতে আল্লাহর নেক্কার বান্দাদের আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হবে। হাদীসে এসেছে, "তোমরা প্রকাশ্যে সুস্পষ্টভাবে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে।" (বুখারী: ৭৪৩৫, ৫৫৪, ৪৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৬)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বেহশতবাসীরা বেহেশ্তে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ তাআলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের আরো কিছু দান করি? তারা বলবে (আমরা আর

কি চাইতে পারি?) আপনি কি আমাদের চেহারা দীপ্তিময় করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি? তখন আল্লাহ তাআলা তার পর্দা সরিয়ে দেবেন। ইতিপূর্বে তারা যেসব পুরস্কার লাভ করেছে তার কোনটিই তাদের কাছে তাদের 'রবের' সাক্ষাত লাভের চেয়ে অধিক সম্মান ও সৌভাগ্যজনক এবং অধিক প্রিয় হবে না।" (মুসলিম: ১৮১, তিরমিযী: ২৫৫২, মুসনাদে আহমাদ- ৪/৩৩৩)

অর্থাৎ জান্নাতে আল্লাহকে দেখার চেয়ে সর্বোত্তম পুরস্কার আর কোনো কিছুই হতে পারে না।

মেঘশূন্য আকাশের সূর্যের মতো আল্লাহ তাআলা দৃশ্যমান হবেন

অন্য হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যখন মেঘের আড়াল থাকে না তখন সূর্য ও চাঁদকে দেখতে তোমাদের কি কোনো কষ্ট হয়?" সবাই বললো, না। তিনি (স) বললেন, "তোমরা তোমাদের রবকে সে দিন ঠিক এরকমই স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে।" (বুখারী: ৭৪৩৭, মুসলিম: ১৮২) তবে পাপী বান্দারা এ মহা নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। দেখুন (সূরা ৮৩; মুতাফফিকীন ১৫)

সুহাইব (রা) হতে বর্ণিত, একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾

এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন, "যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নারামবাসী জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, হে জান্নাতবাসীরা! আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূরণ করতে চান। তখন জান্নাতবাসীরা বলবে, সেই ওয়াদা কি? দাঁড়িপাল্লায় আমাদের (সাওয়াবের) ওজন ভারী হয়েছে, আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করা হয়েছে, আমরা জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়েছি। (সুতরাং, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ওয়াদা পূরণ আর বাকি থাকলো কি?) তখন আল্লাহ তাআলা পর্দা সরিয়ে ফেলবেন এবং তারা আল্লাহকে তখন দেখতে পাবে। আল্লাহর শপথ! জান্নাতীদের জন্য এর চেয়ে বড় দান আর কিছুই হবে না। আর এটাই হবে সবচেয়ে বেশি চক্ষু ঠাণ্ডাকারী

ও মনে শান্তিদায়ক।" (আহমাদ- ৪/৩৩৩, মুসলিম- ১/১৬৩, তিরমিযী- ৮/৫২২)

অর্থাৎ স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া হবে সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক ও আল্লাহর সর্বোত্তম পুরস্কার।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, "শীঘ্রই তোমাদের রবকে তোমরা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে।" আবূ সাঈদ (রা) ও হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাবো? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বললেন, "যখন আকাশ মেঘশূন্য ও সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে তখন সূর্য ও চন্দ্রকে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট ও অসুবিধা হয় কি?" উত্তরে তাঁরা বললেন, জ্বী, না। তখন তিনি (স) বললেন, "এভাবেই তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

পূর্ণিমার চাঁদের মতো আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যাবে

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে জারীর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (স) চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে যেমনভাবে এই চন্দ্রকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং তোমরা সক্ষম হলে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বের নামাযে (অর্থাৎ ফজরের নামাযে) এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বের নামাযে (অর্থাৎ আসরের নামাযে) কোনো প্রকার অবহেলা করো না।"

হাদীসের এ বিশুদ্ধ কিতাব দু'টিতেই আবূ মুসা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "দু'টি জান্নাত রয়েছে স্বর্ণের, তথাকার পাত্র এবং প্রত্যেক জিনিসই স্বর্ণ নির্মিত, আর দু'টি জান্নাত রয়েছে রৌপ্যের, তথাকার পাত্র, বাসন এবং সবকিছুই রৌপ্য নির্মিত। এই জান্নাতগুলোর অধিবাসীদের এবং আল্লাহর দীদারের (দর্শনের) মাঝে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের চাদর ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না। এটা আদ্‌ন নামক জান্নাতের বর্ণনা।"

সহীহ মুসলিমে সুহায়েব (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "তোমাদের জন্যে আমি আরো কিছু বাড়িয়ে দিই তা তোমরা চাও কি?" তারা উত্তরে বলবে, আপনি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন,

আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছেন। সুতরাং, আমাদের আর কোনো জিনিসের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? তৎক্ষণাৎ একটা পর্দা সরে যাবে। তখন ঐ জান্নাতীদের দৃষ্টি তাদের রবের প্রতি পতিত হবে এবং তাতে তারা যে আনন্দ ও মজা পাবে তা অন্য কিছুতেই পাবে না। আল্লাহ তাআলাকে এভাবে দেখাই হবে তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটাকেই কুরআনে زِيَادَةٌ যিয়াদাহ্ বলা হয়েছে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন,

﴿ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ﴾

"নেক বান্দাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত এবং তারা মহান আল্লাহর (দীদার অর্থাৎ) দর্শনও লাভ করবে।" (সূরা ১০; ইউনুস ২৬)

সহীহ মুসলিমে জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে মুমিনদের উপর হাসিযুক্ত তাজাল্লী নিক্ষেপ করবেন।

সর্বোত্তম জান্নাতী প্রতিদিন দু'বার করে আল্লাহকে দেখতে পাবেন

মুসনাদে আহমাদে ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতীর কাছে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী বস্তু সমান দৃষ্টির মধ্যে থাকবে। সব জায়গাতেই তারই স্ত্রী ও খাদেম দেখতে পাবে। আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের জান্নাতী প্রত্যহ দুই বার করে আল্লাহ তাআলার চেহারা দেখতে পাবে।" (তিরমিযী, ইবনে কাসীর- ১৭/৭৫৪-৭৫৫)

জাহান্নাম বাসীরা আল্লাহকে দেখতে পাবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٦﴾ ﴾

"কখনো নয়, অবশ্যই এসব পাপীদের সেদিন তাদের রবের কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হবে; অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে গিয়ে প্রবেশ করবে।" (সূরা ৮৩; মুতাফফেকীন ১৫-১৬)

কিয়ামতের দিন এ কাফেররা তাদের রবের দীদার বা দর্শন যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। গোনাহগার যেসব

লোকেরা জাহান্নামে যাবে তারা আল্লাহ্কে দেখতে পাওয়ার পরম তৃপ্তি ও মজা থেকে বঞ্চিত হবে।

কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে একটি জায়গায় রাখা হবে, সেই জায়গার নাম 'সিজ্জিন'। তাদেরকে তাদের রব বা সৃষ্টিকর্তা থেকে আড়াল করে রাখা হবে।

অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ কাফিররা শুধু আল্লাহর দীদার লাভ থেকেই বঞ্চিত হবে না; বরং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তাদেরকে ধমক, ঘৃণা, তিরস্কার ও ক্রোধের সুরে বলা হবে, এটাই ঐ জায়গা যা তোমরা অস্বীকার করতে। (ইবনে কাসীর- ১৮/১০৬)

হে আল্লাহ! তোমার নেয়ামতে ভরা কোনো কল্যাণ থেকেই আমাদেরকে বঞ্চিত করো না। আমীন!

৩৩. মহান আল্লাহ্ এবং ফেরেশতাগণ জান্নাতীদের সালাম বলবেন

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও গুণীজনদেরকে জগতে মানুষ যেভাবে অভ্যর্থনা জানায়, কাতারবন্দী ও সারিবদ্ধ হয়ে যেভাবে ফুলেল শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানায়, শ্রদ্ধার সাথে যেভাবে সম্মান করে, সে নমুনায় আল্লাহ এবং ফেরেশতারা মা'বুদের প্রিয় বান্দাদেরকে সালাম জানাবেন। আল্লাহ ও ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে পাওয়া সালাম ও সম্মানের তুলনা এ জগতে হতে পারে না। মানুষ পদক পেয়ে সম্মানিত হয়।

বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার বা নোবেল প্রাইজ যারা পায় তারা অনেক সম্মানবোধ করেন। জগতের কোটি কোটি লোক তাদেরকে চিনে সম্মানের সাথে। আর আল্লাহ যাকে সম্মানিত করবেন তার সম্মাননার স্তর কতো উঁচু হবে! কেবলমাত্র আমাদের মা'বুদই জানেন। কুরআন কারীমে– وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা অথবা ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে সালাম (سَلَامٌ)-এর মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। যেমন, সালাম, স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা আহ্লান্ ওয়াসাহ্লান্ প্রভৃতি। (কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর)

অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেওয়া হবে যে, তোমরা যেকোনো রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাযতে থাকবে। এ সালাম স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ

থেকেও হতে পারে। যেমন, সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, سَلٰمٌ ۗ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ আবার তা ফিরিশতাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। আবার ফিরিশতা কর্তৃক তাদের রবের পক্ষ থেকেও হতে পারে। (বাগভী)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۝ ﴾

“ফিরিশতাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে ‘সালামুন ‘আলাইকুম’ বলতে বলতে জান্নাতবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন।” (সূরা ১৩; রাদ ২৩-২৪)

কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। আবার জান্নাতীগণ পরস্পরকে এ সালামের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। (ফাতহুল কাদীর; সাদী)

আল্লাহ তাআলা বলেন, تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ “যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের পরস্পর সম্ভাষণ হবে সালামের মাধ্যমে।” (সূরা আহযাব ৪৪)

সালাম শব্দটি তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে, ‘সালাম’-এর অর্থ যেমন শুভেচ্ছা ও স্বাগতম, তেমনই এর আরেক অর্থ হলো জাহান্নামবাসীরা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে জান্নাতবাসীদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে।

৩৪. জান্নাতবাসীদের কথা-বার্তা

জান্নাতবাসীদের মধ্যে থাকবে পারস্পরিক মধুময় সম্পর্ক। থাকবে না বিবাদ বিসংবাদ, থাকবে না গিবত ও পরচর্চা। বরং তারা পরস্পর সালাম বিনিময় করবে, সদালাপী হবে।

(১) তারা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾

"(জান্নাতে) তাদের এ দু'আ। (তাসবীহ) থাকবে, "হে আল্লাহ তুমি মহান, তুমি পবিত্র! 'সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' (এবং তাদের শেষ ডাক হবে (আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ), যাবতীয় প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তাআলার জন্যে।" (সূরা ১০; ইউনুস ১০)

তারা বলবে 'সুবহানাল্লাহ, বলবে 'আল-হামদুলিল্লা,' তারা দু'আও করবে। দু'আ দুই প্রকার (১) আল্লাহর কাছে চাওয়া, যেমন- হে আল্লাহ আমাকে শান্তি দাও, নাজাত দাও ইত্যাদি। আবার (২) তাসবীহ-তাহলীল করা, এগুলোও দু'আ। এগুলো তারা জান্নাতে করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম দু'আ হলো আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ।" (তিরমিযী: ৩৩০৫, ইবনে মাজাহ: ৩৭৯০)

জান্নাতের অধিবাসীগণের কথা হবে আল্লাহর প্রশংসা, পবিত্রতা ঘোষণা করা, আল্লাহর কাছে দু'আ করা। তাছাড়া যেহেতু তাদের উপর থেকে ইবাদতের যাবতীয় বোঝা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই তাদের কাছে শুধু বাকি থাকবে আল্লাহর যিকর, যা অন্যান্য যাবতীয় নি'আমতের চেয়ে তাদের কাছে বেশি মজাদার হবে। যাতে থাকবে না কোনো কষ্ট বা বিরক্তি। (সা'দী)

তাই তারা শুধু 'সুবাহানাকাল্লাহুম্মা' বা 'হে আল্লাহ! আপনি কতই না পবিত্র!' এ প্রশংসামূলক বাক্যই তাদের দ্বারা সর্বক্ষণ ঘোষিত হোক এমনটি তারা আশা করবে এবং বলতে চাইবে। (ইবনে কাসীর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতবাসীর মনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই আল্লাহর তাসবীহ-তাহমীদ (সুব্‌হানাল্লাহ-আলহাম্‌দুলিল্লাহ) পাঠ (মনে উদয় করে দেওয়া) হবে।" (মুসলিম: ২৮৩৫)

জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ দু'আ হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন) তারা শুধু তাঁর প্রশংসাই করতে থাকবে। জান্নাতবাসীদের প্রাথমিক দু'আ হবে سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ আর সর্বশেষ দু'আ হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (বাগভী)। আরো রয়েছে 'সিফাতে করম' যাতে তাঁর মহানুভবতা, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে।

কুরআনুল কারীমের تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ (সূরা ৫৫; রাহমান

৭৮) এ আয়াতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা সদা প্রশংসিত।

সহীহ হাদীসে এসেছে, "জান্নাতবাসীগণকে তাসবীহ ও তাহমীদ যথা সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহর ইলহাম এমনভাবে করা হবে যেমনিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ইলহাম করা হবে।" (মুসলিম: ২৮৩৫)

জান্নাতে তাদের বাক্য হবে যার অর্থ, হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের সালাম হবে- আসসালামু, 'আলাইকুম, আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে- আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রব্ব মহান আল্লাহর জন্য)।

জান্নাতবাসীকে 'সুবহান আল্লাহ' ও 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলতে উৎসাহিত করা হবে, যেমনভাবে তারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। (মুসলিম- ৪/২১৮১)

(২) শান্তির বাণী শুনাবে; কোনো বেহুদা কথা কেউ বলবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾﴾

"সেখানে তারা কোনো অর্থহীন (বেহুদা) কথা শুনতে পাবে না, (চারদিকে থাকবে) শুধু শান্তি (আর শান্তি); সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্যে (নিত্য নতুন) রিযিকের ব্যবস্থা থাকবে। এ হচ্ছে জান্নাত, আমার বান্দাদের মাঝে যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে আমি শুধু তাদেরই এর অধিকারী বানানো।" (সূরা ১৯; মারইয়াম ৬২-৬৩)

অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ, বকাঝকা ও ধমক এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ দুনিয়াতে কখনো কখনো মানুষ যা করে ও শুনে থাকে। কিন্তু জান্নাতবাসীগণ এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকবে। কোনোরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না। জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে। তারা দোষ-ত্রুটিমুক্ত হবে। জান্নাতে মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে তার মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হবে এই যে, সেখানে কোনো আজেবাজে, অর্থহীন ও কটূ কথা শোনা

যাবে না। তারা শুধু তা-ই শুনবে, যা মানুষকে শান্তি দেয়। (ফাতহুল কাদীর)

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴾

"তারা (সেখানে জাহান্নামবাসীদের চীৎকারের) ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পাবে না, তাদের জন্যে তো (বরং) থাকবে তাদের মন যা চায় তাই, (তাও থাকবে আবার) চিরকাল ধরে।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ১০২)

তাদেরকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে রাখা হবে যে, ফলে তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না এবং জাহান্নামীদেরকে জ্বলতে-পুড়তেও দেখতে পাবে না। জান্নাতীরা জাহান্নামীদের চীৎকারের শব্দও শুনতে পাবে না। তাদেরকে কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে দূরে রাখা হবে। শুধু এটাই নয়, বরং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে। (ইবনে কাসীর- ১৪/৩৮৫)

তারা আগুনের সামান্যতম আঁচও পাবে না। (কুরতুবী; ইবনে কাসীর)

আগুনের শব্দও পাবে না। যারা জাহান্নামে যাবে তাদেরও কোনো শব্দ তারা পাবে না। (ফাতহুল কাদীর)

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾ ﴾

"সেখানে তারা কোনো অর্থহীন কথাবার্তা শুনতে পাবে না, না শুনতে পাবে কোনো পাপের কথা! শুধু (শুনতে পাবে) সালাম, সালাম।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়া ২৫-২৬)

মানুষের কান সেখানে কোনো অনর্থক ও বাজে কথা, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, অপবাদ, গালি, অহংকার, বিদ্রূপ ও উপহাস, তিরস্কার, বদনামমূলক ও বেদনাদায়ক কথাবার্তা শোনা থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ ﴾

"(সে থাকবে) আলীশান জান্নাতে সেখানে সে কোনো বাজে কথা শুনবে না।" (সূরা ৮৮; গাশিয়াহ ১০-১১)

(৩) দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলি আলোচনা করবে

জীবনের বাঁকে বাঁকে ঘটে যাওয়া কতো স্মৃতি! কতো কথা! সেগুলো জান্নাতে তাদের মনে পড়বে, আর এগুলো পরস্পর আলোচনা করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ ﴾

“অতঃপর এরা একজন আরেক জনের দিকে ফিরে (পারস্পরিক নিজেদের অবস্থা) জিজ্ঞেস করবে। (এ সময়) তাদের মাঝ থেকে একজন বলে ওঠবে, (দুনিয়ার জীবনে) আমার একজন সাথী ছিলো, যে (আশ্চর্য হয়েই আমাকে) বলতো, তুমিও কি তাদের মধ্যে শামিল যারা (কিয়ামত) বিশ্বাস করে? (তুমিও কি বিশ্বাস করো যে,) আমরা যখন মরে যাবো এবং যখন হাড্ডিও মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখন (আমরা পুনরায় জীবিত হবো এবং) আমাদেরকে (আমাদের কাজকর্মের) প্রতিফল দেওয়া হবে? (এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে, আচ্ছা) তোমরা কি একটু উঁকি দিয়ে (তোমাদের ঐ সাথীকে জাহান্নামে এক নযর) দেখতে চাও? অতঃপর সে তাকে দেখতে পাবে, জাহান্নামের (ঠিক) মাঝখানে। (তাকে আযাবে জ্বলতে দেখে জান্নাতী লোকটি) বলবে, আল্লাহ্ তাআলার কসম, (দুনিয়াতে) তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিলে, (আমার ওপর) আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও আজ (তোমার মতো আযাবে) গ্রেফতার হওয়া এ (লোকদের) দলে শামিল হয়ে যেতাম। (এখন তো) আমাদের আর মৃত্যু হবে না! তবে আমাদের প্রথম মৃত্যুর কথা আলাদা– (এখন তো) আমাদের (আর কোনো

রকম) আযাব দেওয়া হবে না। অবশ্যই এটা হচ্ছে (আমাদের জন্য) এক বড়ো ধরনের সাফল্য।" (সূরা ৩৭; সাফফাত ৫০-৬০)

আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, জান্নাতবাসীরা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার মাঝে কে কেমন অবস্থায় ছিলো এবং সেখানে তাদের দিনগুলো কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিলো সে সম্বন্ধে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। চৌকির উপর পরস্পর তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে। শত শত সুদৃশ্য সুন্দর চেহারাধারী সেবকেরা তাদের হুকুমের অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকবে। ঐ জান্নাতীরা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও পানীয় এবং রং-বেরং-এর পোশাকের মধ্যে ডুবে থাকবে। তাদের মধ্যে পানীয় পরিবেশিত হবে এবং তারা এমন সব সুখের সামগ্রী লাভ করবে যা কোনো কানও শুনেনি, চোখেও দেখেনি এবং হৃদয়ও কল্পনা করেনি।

কাতাদা (র) বলেন, সেই মুমিন ব্যক্তি তার জাহান্নামী বন্ধুটিকে মস্তক গলা অবস্থায় জাহান্নামের মধ্যে দেখতে পাবে। কা'ব (র) বলেন, জান্নাতের জানালা রয়েছে। সুতরাং, কেউ তার শত্রুদেরকে দেখতে ইচ্ছা করলে উঁকি দিলেই দেখতে পাবে। পরে সে খুব বেশি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

জান্নাতী ব্যক্তি তাকে দেখেই বলবে, তুমি আমার জন্যে এমন ফাঁদ পেতেছিলে যাতে আমাকে ধ্বংস করেই ছাড়তে। কিন্তু মহান আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে তোমার খপ্পর থেকে রক্ষা করেছেন। যদি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হতো তবে আমি বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতাম। তোমার মতো আমাকে জাহান্নামে জ্বলতে হতো। আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন করে একত্ববাদের দিকে ধাবিত করেছেন।

জান্নাতে ভালো মানুষেরা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। সেখানে না আছে মৃত্যু, না আছে ভয় এবং না আছে শাস্তির কোনো সম্ভাবনা। এ জন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ "মহা সাফল্য তো এটাই।"

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, জান্নাতীদেরকে বলা হবে, "তোমরা তোমাদের আমলের বিনিময়ে খুব আনন্দের সাথে পানাহার করতে থাকো।" হাসান বসরী

(র) বলেন, জান্নাতীরা জিজ্ঞেস করবে, "আমাদের আর মৃত্যুতো হবে না, তবে কখনো শাস্তি দেওয়া হবে কি?" উত্তরে বলা হবে, "না।"

এরূপ রহমত ও নিয়ামত লাভ করার জন্যে মানুষের পূর্ণ আগ্রহের সাথে দুনিয়ায় কাজ করা উচিত, যাতে পরকালে উক্ত নিয়ামত তারা লাভ করতে পারে। পরকালের সাফল্যের জন্য মেহনত করা উচিত মর্মে এক আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নবর্ণিত কয়েকটি কাহিনী রয়েছে, যা তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা সাফফাতের ৫০-৬১ নং আয়াতে ব্যাখ্যায় উল্লেখিত হয়েছে।

(১) বনী ইসরাঈলের দু'জন লোক যৌথভাবে ব্যবসা করতো। তাদের নিকট আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা মজুদ ছিলো। তাদের একজন ব্যবসায়ের কৌশল ভালো জানতো এবং অপরজন ব্যবসা তেমন বুঝতো না। তাই অভিজ্ঞ লোকটি তার সঙ্গীকে বললো যে, সে যেনো তার অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং, উভয়ে ভিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে গেলো।

অতঃপর ঐ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী দেশের বাদশাহর মৃত্যুর পর তার রাজ-প্রাসাদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে নিলো এবং তার ঐ সঙ্গীটিকে ডেকে বললো, "দেখোতো বন্ধু, আমি কেমন জিনিস ক্রয় করেছি?" সঙ্গীটি তার খুব প্রশংসা করলো। তারপর সে সেখান থেকে বিদায় হয়ে গেলো। অতঃপর সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলো, "হে আল্লাহ! আমার এ সঙ্গী লোকটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায় দুনিয়ার প্রাসাদ ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট জান্নাতে একটি ঘরের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এ লক্ষ্যে আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনার মিসকীন বান্দাদের মধ্যে দান করে দিচ্ছি।" অতঃপর সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সাদকা করে দিলো।

কিছুকাল পর ঐ অভিজ্ঞ লোকটি এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করে বিয়ে করলো। বিয়েতে সে তার ঐ পুরাতন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আনলো এবং বললো, "বন্ধু! আমি এক হাজার দীনার খরচ করে ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করে ঘরে আনলাম।" এবারও সে তার খুব প্রশংসা করলো। বাইরে এসে সে মহান আল্লাহর পথে এক হাজার দীনার দান করে দিলো এবং তাঁর নিকট দু'আ করলো, "হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধুটি এ পরিমাণই টাকা খরচ করে এই দুনিয়ার একটি স্ত্রী লাভ করলো। আর আমি এর দ্বারা আপনার নিকট আয়তলোচনা বেহেশতের হুর স্ত্রী কামনা করছি।"

আরো কিছুকাল পর ঐ দুনিয়াদার লোকটি এ লোকটিকে ডেকে নিয়ে বললো, "বন্ধু! আমি দুই হাজার দীনার খরচ করে দু'টি ফলের বাগান ক্রয় করেছি। দেখো তো কেমন হয়েছে?" এ লোকটি তার বাগান দু'টি দেখে খুব প্রশংসা করলো এবং বাইরে এসে নিজের অভ্যাস মতো আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করলো, "হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধু দু'হাজার দীনারের বিনিময়ে দুটি বাগান ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট জান্নাতের মধ্যে দু'টি বাগানের জন্যে আবেদন করছি। আর তাই এই দু'হাজার দীনার আমি আপনার নামে সাদকা করছি।" অতঃপর সে দু'হাজার দীনার সাদকা করে দিলো। তারপর যখন তাদের দু'জনের মৃত্যু হয়ে গেলো তখন ঐ সাদকা প্রদানকারীকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে সে এক অতি পরমা সুন্দরী রমণী লাভ করলো এবং দুটি সুন্দর বাগান পেয়ে গেলো। এ ছাড়া আরো এমন বহু নিয়ামত সে লাভ করলো যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। ঐ সময় তার দুনিয়ার ঐ সঙ্গীর কথা মনে পড়লো। ফেরেশতারা তাকে জানিয়ে দিলেন, "সে তো জাহান্নামে রয়েছে। তুমি ইচ্ছে করলে উঁকি মেরে তাকে দেখতে পারো।" সে তখন উঁকি দিয়ে দেখতে পেলো যে, তার ঐ সঙ্গীটি জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে। সে তখন তাকে সম্বোধন করে বললো, "তুমি তো আমাকেও প্রায় তোমার ফাঁদে ফেলে দিয়েছিলে। কিন্তু আমার প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন।"

(২) দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা, ইমাম ইবনে জারীর (রা) বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুইজন অংশীদার ছিলো। একজন ছিলো মুমিন এবং অপরজন ছিলো কাফির। তারা ছয় হাজার দীনার তিন হাজার করে ভাগ করে নিয়ে পৃথক হয়ে গেলো। তারপর কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। একদিন দু'জনের সাক্ষাৎ হলো। কাফির লোকটি মুমিন লোকটিকে বললো, "তোমার মাল-ধন তুমি কি করেছো? তা দিয়ে কোনো কাজ করেছো, না ব্যবসায়ে লাগিয়েছো?" মুমিন লোকটি উত্তরে বললো, "আমি কিছুই করিনি। তুমি তোমার সম্পদ দিয়ে কি করেছো তাই বলো।" কাফির লোকটি তখন বললো, "এক হাজার দীনার দিয়ে আমি জমি, খেজুরের বাগান ও নদী ক্রয় করেছি।" মুমিন লোকটি বললো, "সত্যিই কি তাই করেছো?" উত্তরে কাফির লোকটি বললো, "হ্যাঁ, সত্যিই।" অতঃপর মুমিন লোকটি ফিরে আসলো। রাত্রি হলে সে আল্লাহর ইচ্ছা মতো নামায পড়লো। নামায শেষে এক হাজার দীনার সামনে রেখে সে

বললো, "হে আল্লাহ! ঐ কাফির এক হাজার দীনারের বিনিময়ে জমি, বাগান ও নহর ক্রয় করেছে। আগামীকাল তার মৃত্যু হলে সবই সে ছেড়ে চলে যাবে। আমি এই এক হাজার দীনারের বিনিময়ে জান্নাতের জমি, বাগান ও নহর ক্রয় করতে চাই।" অতঃপর সকালে সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিলো।

এরপর আরো কিছুকাল অতিবাহিত হলো। হঠাৎ একদিন উভয়ের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। কাফির তার মুমিন সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার সম্পদ কি করেছো? কোনো ব্যবসায়ে লাগিয়েছো কি?" মুমিন জবাবে বললো, "না। তবে তোমার সম্পদ তুমি কি করেছো তাই বলো?" মুমিন জিজ্ঞেস করলো কাফিরকে। উত্তরে কাফির বললো, "হাজার দীনারের বিনিময়ে কিছু সঙ্গিনী ক্রয় করেছি। তারা আমার সেবার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকে এবং আমার হুকুম পালন করে।" মুমিন লোকটি তাকে বললো, "সত্যিই কি তুমি এ কাজ করেছো?" সে জবাব দিলো, "হ্যাঁ, সত্যিই।" তারপর মুমিন লোকটি সেখান হতে চলে এসে রাতে আল্লাহর ইচ্ছা মতো নামায আদায় করলো এবং নামায শেষে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সামনে রেখে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করতে লাগলো, "হে আল্লাহ! আমার ঐ সাথীটি দুনিয়ার সঙ্গিনী ক্রয় করেছে। সে যদি মারা যায় তবে এসবই রেখে যাবে অথবা তারা মারা গেলে একে তারা ছেড়ে যাবে। হে আল্লাহ! আমি এ দীনার দিয়ে জান্নাতের সঙ্গিনী ক্রয় করতে চাই।" অতঃপর সকালে সে ঐ এক হাজার দীনার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দিলো।

তারপর আরো কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আবার একদিন উভয় বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটলো। তাদের মধ্যে আলাপ শুরু হলো। মুমিন ব্যক্তির এক প্রশ্নের উত্তরে কাফির ব্যক্তি বললো, "আমার মনের যতো বাসনা ছিলো সবই প্রায় পূর্ণ হয়েছে। এখন শুধু একটি কাজ হাতে রয়েছে। তাহলো এই যে, একটি মহিলার স্বামী মারা গেলে আমি তাকে এক হাজার দীনার উপঢৌকন রূপে পাঠিয়েছিলাম। সে ওর দ্বিগুণ দীনার নিয়ে আমার কাছে এসেছে।" মুমিন বললো, "তুমি তাহলে এ কাজ করেছো?" সে উত্তরে বললো, "হ্যাঁ।" তারপর মুমিন লোকটি সেখান হতে ফিরে এলো এবং রাতে আল্লাহ যা চাইলেন সেই মতো সে নামায আদায় করলো। এরপর সে অবশিষ্ট এক হাজার দীনার হাতে

নিয়ে দু'আ শুরু করলো, "হে আল্লাহ! আমার ঐ কাফির সঙ্গীটি দুনিয়ার রমণীর মধ্যে একজন রমণীকে হাজার দীনারের বিনিময়ে বিয়ে করেছে। আগামীকাল এ স্ত্রীকে রেখে সে মারা যেতে পারে অথবা তার এ স্ত্রীটিও তাকে রেখে মৃত্যুবরণ করতে পারে। আমি এই দীনারের বিনিময়ে তোমার নিকট জান্নাতী আয়ত নয়না হুর স্ত্রীর প্রস্তাব রাখলাম।" অতঃপর সকালে সে ঐ দীনারগুলো মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিলো। বলা বাহুল্য যে, মুমিন লোকটির নিকট আর কোনো অর্থ-কড়িই অবশিষ্ট থাকলো না।

এবার সে সূতার তৈরি সাধারণ একটি জামা গায়ে দিয়ে একটি কম্বল হাতে নিয়ে এবং একটি কোদাল কাঁধে করে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। পথে এক ব্যক্তি তাকে দেখে বললো, "তুমি আমার গবাদি পশুর দেখাশুনা করবে এবং গোবর উঠাবে আর এর বিনিময়ে আমি তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করবো। এতে তুমি সম্মত আছো কি?" মুমিন লোকটি এতে সম্মত হয়ে গেল এবং কাজ করতে শুরু করলো। ঐ মালিকটি ছিলো অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর হৃদয়ের লোক। কোনো পশুকে দুর্বল ও অসুস্থ দেখলে সে মনে করতো যে, ঐ লোকটি তার পশুর খাদ্য চুরি করে। এই বদ ধারণায় বশবর্তী হয়ে সে ঐ মুমিন লোকটিকে নির্মমভাবে প্রহার করতো। তার এরূপ অত্যাচারে সে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লো এবং তার ঐ কাফির সঙ্গীটিকে স্মরণ করলো যে, তারই ক্ষেত-খামারে সে কাজ করবে। এর বিনিময়ে হয়তো সে তাকে খেতে-পরতে দিবে এবং এটাই তার জন্যে যথেষ্ট। এই ভরসায় সে রওয়ানা হয়ে গেল। তার দরজার সামনে এসে বিরাট গগনচুম্বী প্রাসাদ দেখে তো তার চক্ষু শীতল হয়ে গেল। ফটকে পাহারাদার! তাদের নিকট সে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলো এবং বললো, "আমার নাম শুনলেই এ বাড়ির মালিক খুশি হয়ে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিবে।" প্রহরীরা বললো, "তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে এই এক কোণে চুপ করে পড়ে থাকো। সকাল হলে তার সামনে গিয়ে নিজেই পরিচয় দিও।" সে তাই করলো। এক পাশে গিয়ে কম্বলের অর্ধেকটি বিছিয়ে দিলো এবং বাকি অর্ধেক গায়ে দিয়ে রাত্রি কাটিয়ে দিলো।

সকাল বেলা তার ঐ কাফির সঙ্গীটি ঘোড়ায় চড়ে প্রাতঃ ভ্রমণে বের হচ্ছে এমন সময় মুমিন লোকটি তার সামনে হাযির হলো। তার এই দুরাবস্থা দেখে সে অত্যন্ত বিস্মিত হলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "তোমার এ অবস্থা কেনো? টাকা পয়সা কি করেছো?" উত্তরে মুমিন ব্যক্তি বললো, "ওটা আর জিজ্ঞেস

করো না ভাই। বরং আমাকে তোমার ক্ষেত-খামারের কাজে নিয়োগ করো। মজুরী কিছু লাগবে না, শুধু দু'বেলা খেতে দিলেই চলবে। আর যখন আমার পরনের এ বস্ত্রগুলো পুরোনো হয়ে যাবে তখন নতুন কাপড় কিনে দিও?" সে উত্তরে বললো, "আরে, অত ব্যস্ত হচ্ছো কেনো, আমি বরং এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা তোমার জন্যে করে দিবো। এখন তুমি বলো তোমার মাল-ধন কি করেছো?" সে উত্তর দিলো, "একজনকে কর্জ দিয়েছি।" জিজ্ঞেস করলো, "কাকে কর্জ দিয়েছো?" উত্তর হলো, "এমন একজনকে কর্জ দিয়েছি যিনি তা অস্বীকার করবেন না এবং নষ্ট হতেও দিবেন না। তিনি আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ!" একথা শুনে কাফির লোকটি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, "তুমি তো দেখি বড়ো নির্বোধ! আমরা পচে গলে মাটিতে পরিণত হয়ে যাব, অতঃপর আবার পুনরুজ্জীবিত হবো ও প্রতিদান পাবো, এগুলো তুমি বিশ্বাস কর? তোমার বিশ্বাস যখন এমন তখন তুমি চলে যাও, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" এই বলে সে চলে গেল। মুমিন লোকটি সেখান থেকে বিদায় হয়ে গেল এবং অতি কষ্টে জীবন যাপন করতে লাগলো। আর ঐ কাফির বন্ধু পরম সুখে দিন যাপন করতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তারপর মুমিন লোকটিকে জান্নাত দান করা হলো। সে বিরাট ময়দান, খুরমা-খেজুরের বাগান ও প্রবাহিত নদী দেখে অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করলো এবং ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, "এগুলো কার জন্যে?" তারা উত্তর দিলো, "এগুলো সবই তোমার।" তারপর আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলো যে, অসংখ্য দাস-দাসী অপেক্ষমান রয়েছে। জিজ্ঞেস করলো, "এগুলো কার জন্যে?" উত্তর হলো, "এগুলোও তোমারই জন্যে।" সে বললো, "সুব্‌হানাল্লাহ! এটাতো আমার প্রতি আল্লাহর বড়ই মেহেরবানী।" আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলো যে, ইয়াকূত পাথরের তৈরি এক মহল রয়েছে এবং ওর মধ্যে আনত নয়না হুরেরা অবস্থান করছে। প্রশ্ন করে জানতে পারলো যে, এগুলো তারই জন্যে। এসব দেখে তো তার চক্ষু স্থির! অতঃপর তার ঐ কাফির সাথীর কথা তার মনে পড়লো। আল্লাহ তাআলা তাকে দেখালেন যে, ঐ কাফির বন্ধু জাহান্নামের আগুনে জ্বল। তাদের এ দু'জনের মধ্যে ঐসব কথোপকথন হবে যার বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। আর মুমিনের উপর দুনিয়ায় যে বিপদাপদ এসেছিলো তা সে স্মরণ করবে। (ইবনে কাসীর- ১৬/১৮৯-১৯৫)

(৪) একজন আরেকজনকে দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾ ﴾

"তারা একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে (দুনিয়ার জীবনের নানা) কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে থাকবে। তারা বলবে (হ্যাঁ), আমরা তো আগে (দুনিয়ায়) আমাদের পরিবারের মাঝে (সব সময় জাহান্নামের) ভয়ে জীবন কাটাতাম। (এ কারণেই আজ) আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, (সর্বোপরি) তিনি আমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের শাস্তি থেকেও রক্ষা করেছেন। আমরা আগেও তাঁকেই ডাকতাম, তিনি অনুগ্রহশীল, দয়ালু।" (সূরা ৫২; তূর ২৫-২৮)

অর্থাৎ আমরা দুনিয়ায় বিলাসিতায় ডুবে থেকে গাফলতির জীবন যাপন করিনি। সেখানে সবসময়ই আমাদের আশঙ্কা থাকতো যে, কখন যেনো আমাদের দ্বারা এমন কোনো কাজ হয়ে যায়, যে কারণে আল্লাহ আমাদের পাকড়াও করবেন। (দেখুন, ফাতহুল কাদীর) এরূপ দুশ্চিন্তায় সময় কাটাতাম।

বেহেশ্‌ত্‌বাসীরা বেহেশ্‌তে একে-অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে অর্থাৎ পরস্পর আলাপ আলোচনা করবে। তাদের পার্থিব আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে, পূর্বে আমরা পরিবার পরিজনের মধ্যে আখিরাতের আযাবের চিন্তায় শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম। আজকের দিনের শাস্তি সম্পর্কে আমরা সদা-সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতাম। আজ মহান আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। আগেও আমরা তাঁকেই ডাকতাম, তারই কাছে দু'আ করতাম। তিনি আমাদের দু'আ কবুল করেছেন এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। তিনি তো অনুগ্রহশীল, পরম দয়ালু। (ইবনে কাসীর- ১৭/১২৩)

৩৫. জান্নাতবাসীদের মুখে থাকবে আল্লাহর প্রশংসা ও যিকির

তারা সেখানে আল্লাহর প্রশংসায় মগ্ন থাকবে

জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করে নিয়ামতের ভাণ্ডার দেখে যেভাবে আল্লাহর প্রশংসা করবে তা কুরআনেই উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাদেরকে এ (স্থান)টির পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত না করলে আমরা নিজেরা কিছুতেই হেদায়াত পেতাম না।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৪৩)

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

"সেখানে তারা বলবে, ঐ আল্লাহর প্রতি শোকর, যিনি আমাদের পেরেশানি দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের রব গুনাহ মাফ করেন এবং নেক আমলের কদর করেন।" (সূরা ৩৫; ফাতির ৩৪)

আলহামদুলিল্লাহ বলবে; আল্লাহর প্রশংসা করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾

"তারা (সবাই কৃতজ্ঞ চিত্তে) বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে দেওয়া তাঁর ওয়াদা পুরণ করেছেন এবং আমাদের (জান্নাতের) এ ভূমির অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা (এ) জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বসবাস করতে পারবো। (সৎ) কর্ম সম্পাদনকারীদের পুরস্কার কতোই না উত্তম!" (সূরা ৩৯; যুমার ৭৪)

অর্থাৎ, 'আলহামদুলিল্লাহ' শব্দ দ্বারা জান্নাতীরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে।

৩৬. জাহান্নামবাসীদের কথা-বার্তা

গলাবাজি, চাপাবাজি, পরচর্চা, গীবত, অন্যের সমালোচনা, মিথ্যা অপবাদ, চাটুকারিতা ও অহেতুক কথাবার্তা নিয়ে এ দুনিয়ায় কিছু পণ্ডিত লোক যেমন

মজা লুটছে, তাদের অবসর নেই, শুধু কথা আর কথা, ঠিক তেমনি জাহান্নামে বসে জাহান্নামীরাও পরস্পর কথা বলবে। জাহান্নামের আগুনে বসেও সেখানে তারা যেসব কথা বলাবলি করবে তা তা হলো–

(১) নিজেদের পাপের স্বীকৃতি দেবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنَادٰٓى اَصۡحٰبُ الۡجَنَّةِ اَصۡحٰبَ النَّارِ اَنۡ قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلۡ وَجَدۡتُّمۡ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقًّا ؕ قَالُوۡا نَعَمۡ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيۡنَهُمۡ اَنۡ لَّعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيۡنَ ﴾

"জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামী লোকদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের রব আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদাসমূহকে সঠিক পেয়েছো? তারা বলবে, হ্যাঁ! অতঃপর তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যালিমদের ওপর আল্লাহ তাআলার লানত বর্ষিত হোক।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৪৪)

জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর, জান্নাতবাসীগণ তাদেরকে উপহাসমূলকভাবে বলবে, আমাদের রব আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা তিনি সত্যরূপে দেখিয়েছেন। তোমাদের সাথে আল্লাহ তাআলা (জাহান্নামের) যে ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ কি? তারা বলবে, হ্যাঁ। সূরা সাফ্‌ফাতে আছে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো কাফিরের বন্ধু ছিলো; ঐ মুমিন ব্যক্তি যখন তার কাফির বন্ধুকে জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে সে তখন বলবে, আল্লাহর কসম! তুমিতো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে। আমার রবের দয়া না হলে আমিওতো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। (সূরা ৩৭; সাফফাত ৫৫-৫৯)

(২) হায়, আফসোস করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوۡهُهُمۡ فِى النَّارِ يَقُوۡلُوۡنَ يٰلَيۡتَنَاۤ اَطَعۡنَا اللّٰهَ وَاَطَعۡنَا الرَّسُوۡلَا ﴾

"সেদিন তাদের (চেহারাগুলো) ওলট-পালট করে আগুনে রাখা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়, (কতো ভালো হতো) আমাদের! যদি আমরা আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের আনুগত্য করতাম!" (সূরা ৩৩; আহযাব ৬৬)

তাদেরকে জন্তুর মতো শাসন-গর্জন ও ধমকের সাথে লাঞ্ছিত অবস্থায় দলে দলে হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের ফেরেশতারা লজ্জা দেওয়ার জন্যে ধমকের সুরে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে কোনো রাসূল আসেননি যাঁরা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করতেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন? তারা জবাবে বলবে, হ্যাঁ, আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এসেছিলেন, দলীল প্রমাণও দিয়েছিলেন, বহু কিছু আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করিনি, বরং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। কেননা, আমরা হলাম হতভাগ্য। আমাদের ভাগ্যে এই বিড়ম্বনাই ছিলো। (ইবনে কাসীর- ১৬/৩৬৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ ﴾

"(মনে হবে জাহান্নাম) যেনো প্রচণ্ড ক্রোধের কারণে ফেটে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; যখনই একদল (নতুন পাপী)-কে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, (এ আযাবের কথা বলার জন্যে) তোমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী কি আসেনি? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কাছে (আযাবের) সাবধানকারী (নবী-রাসূল) এসেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি, আমরা (তাকে) বলেছি, (এ দিনের ব্যাপারে) কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলা নাযিল করেননি; বরং তোমরা নিজেরাই চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছো। (জাহান্নামবাসীরা তখন) বলবে, কতো ভালো হতো (যদি দুনিয়ার জীবনে) আমরা (নবী-রাসূলদের কথা) শুনতাম এবং (তা) অনুধাবন করতাম! (তাহলে আজ) আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দা হতাম না।" (সূরা ৬৭; মুলক ৮-১০)

জাহান্নামের রক্ষীরা জাহান্নামীদেরকে তিরস্কারমূলক জিজ্ঞাসা করবে, 'ওরে হতভাগ্যের দল! আল্লাহর ভীষণ আযাব সম্পর্কে পূর্বে কেউ কি তোমাদেরকে

সতর্ক করেনি? । উত্তরে জাহান্নামীরা বলবে, সবই জানতাম, সবই শুনেছি, হকের দাওয়াত পেয়েও প্রত্যাখান করেছি । তাই আজ আমাদের আক্ষেপ ও আফসোসের শেষ নেই ।

এভাবে তারা নিজেরা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তবে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না । অর্থাৎ আমরা বিবেক প্রয়োগ করলে প্রতারিত হতাম না এবং আমাদের মালিক ও খালিক আল্লাহকে অস্বীকার করতাম না । তাঁর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী অপবাদ দিতাম না এবং তাঁদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিতাম না । নেক বান্দা ও আলেম-উলামাদের ওয়াজ নসীহত অমান্য করতাম না ।

(৩) নামায পড়তাম না, মিছকিনকে খানা খাওয়াতাম না, কথা বলতাম আজেবাজে, আখিরাতকে গুরুত্ব দিতাম না– এ ধরনের কথা বলে আফসোস করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فِىْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾ حَتّٰى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾﴾

"(নেককার লোকেরা) অবস্থান করবে জান্নাতে । (সেদিন) তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে- (জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত) পাপী বান্দাদের সম্পর্কে, (হে জাহান্নামের অধিবাসীরা,) তোমাদেরকে আজ কিসে এ আযাবের মধ্যে ফেলে দিয়েছে? উত্তরে তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, অভাবী (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তিদের আমরা খাবার দিতাম না, যারা অন্যায় আলোচনা করতো আমরা তাদের সাথে যোগ দিতাম, (সর্বোপরি) আমরা আখিরাতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম, এমনি (করতে করতে একদিন) চূড়ান্ত সত্য (মৃত্যু) আমাদের কাছে হাযির হয়ে গেলো ।" (সূরা ৭৪; মুদ্দাসির ৪০-৪৭)

অর্থাৎ যেসব মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে ঠিকমতো সালাত আদায় করেছে আমরা তাদের মতো সালাত আদায় করতাম না । (কুরতুবী)

তাছাড়া কোনো অভাবী মানুষকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা খাবার দিতাম না ।

এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এ নীতি এবং বাজে পথ ও মত অনুসরণ করেছি। বাজে কথায় আমরা সুর মিলাতাম। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত মৃত্যু যখন আমাদের সামনে এসে হাজির হয়ে গেলো, তখন আমাদের সব আশা ও কুট-কৌশলের সমাপ্তি হয়ে যায়। এসব নিস্ফল কথাবার্তা সেখানে তারা বলাবলি করবে।

(৪) আরো বলবে, ইবাদত করিনি, আরচণ ভালো করিনি, কিয়ামত বিশ্বাস করিনি

এভাবে পাপী বান্দারা তাদের পাপের স্বীকৃতি দিয়ে নানা কথা বলবে। তাফসীরের কিতাবে আরো আছে, জান্নাতে থেকে জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা আজ দোযখে কেনো? তারা উত্তরে বলবে, আমরা আমাদের রবের ইবাদত করিনি এবং তাঁর সৃষ্টজীবের সাথে সদ্ব্যবহার করিনি। অজ্ঞতাবশতঃ আমাদের মুখে যা এসেছে তা-ই বলেছি। যেখানেই কাউকে প্রতিবাদ করতে দেখেছি সেখানেই আমরা তাদের সঙ্গী হয়ে গেছি এবং কিয়ামতকেও অস্বীকার করেছি। এভাবে শেষ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। (ইবনে কাসীর- ১৭/৭৪৩)

(৫) অমুসলিমরা আক্ষেপ করবে– কেনো মুসলিম হলাম না?

ঈমান যারা আনলো না, যারা ইসলাম গ্রহণ করলো না, জান্নাতে যারা যেতে পারলো না, জাহান্নাম যাদের ঠিকানা হয়ে গেলো– আফসোস-অনুশোচনা আর আক্ষেপই হবে তাদের নিস্ফল সম্বল। এরা সেদিন যা বলবে এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴾

“যারা (আল্লাহ তাআলাকে) অস্বীকার করেছে (ঈমান আনেনি, মহাবিচারের দিন) তারা, (আকাঙ্ক্ষা করবে) যদি তারা মুসলিম হয়ে যেতো (তাহলে কতোই না উত্তম হতো)!” (সূরা ১৫; হিজর ২)

(৬) নিজের হাত নিজে কামড়াবে, অসৎ সাহচর্যের জন্য আফসোস করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾ ﴾

"সেদিন যালিম ব্যক্তি (ক্ষোভে-দুঃখে) নিজের দুই হাত নিজেই কামড়াতে থাকবে আর বলবে, হায়! আমি যদি দুনিয়ায় রাসূলের সাথে (দীনের) পথ অবলম্বন করতাম! দুর্ভাগ্য আমার, আমি যদি অমুককে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু না বানাতাম! আমার কাছে (কুরআনের) উপদেশ আসার পর সে লোকটি আমাকে (এ কুরআন) থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছিলো; আর শয়তান তো (সব সময়ই) মানুষকে (পথভ্রষ্ট করে) কেটে পড়ে।" (সূরা ২৫; ফুরকান ২৭-২৯)

জাহান্নামে এভাবেই পাপীরা আক্ষেপ করবে যে, দুনিয়ায় কেনো আমি সৎ ব্যক্তিদের সাহার্য গ্রহণ করলাম না? বিপরীতে কেনো আমি অসৎ ব্যক্তিদের সাহার্য গ্রহণ করলাম? কেনো আমি কুরআন কারীমকে আমার পথ ও পাথেয় বানালাম না? শয়তান তো আমার আখিরাতের সব নিয়ামত ধ্বংস করে দিলো। ঠেলে দিল আমাকে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে।

(৭) দুনিয়ায় ফেরত পাঠানোর জন্য কাকুতি-মিনতি করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴾

(জাহান্নামবাসীরা অনুরোধ করে বলবে,) "হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে এ (আগুন) থেকে বের করে (আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও), আমরা যদি (দুনিয়ায়) ফিরে গিয়ে দ্বিতীয়বারও সীমা লঙ্ঘন করি, তাহলে অবশ্যই আমরা যালিম হিসেবে পরিগণিত হবো, (তখন আবার দোযখে পাঠিয়ে দিও)।" (সূরা ২৩; মুমিনূন ১০৭)

আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন জানানো হবে, তোমাদের জন্য এসব পথ এখন বন্ধ। আমলের সময় দুনিয়ায়ই শেষ হয়ে গেছে। এখন হলো প্রতিদান প্রদানের সময়। সৎ আমল করার সময় তোমরা শির্ক করেছিলে। সুতরাং, এখন আর অনুশোচনা করে কোনো লাভ নেই।

(৮) বিবাদ-বিসংবাদ ও বাকবিতণ্ডা করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

“(জাহান্নামে গিয়ে) তারা নিজেরা ঝগড়ায় (বিতর্কে) লিপ্ত হবে এবং বলবে, আল্লাহ তাআলার কসম! আমরা (দুনিয়াতে) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম, (বিশেষ করে) যখন আমরা সৃষ্টিকুলের রব (আল্লাহ)'র সাথে তোমাদেরও (মত বাতিল ভগবানদেরকে আল্লাহর) সমকক্ষ মনে করতাম। (কিন্তু) কতিপয় অপরাধী ব্যক্তিই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। (হায়! আজ) আমাদের (পক্ষে কথা বলার) জন্যে কেউই রইলো না। না আছে (এমন) কোনো সুহৃদ বন্ধু (যে আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ পেশ করবে)। কতো ভালো হতো যদি আমাদের আরেকবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে অবশ্যই আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম!” (সূরা ২৬; শুআরা ৯৮-১০২)

জাহান্নামে থাকা অবস্থায় তারা চাইবে তাদেরকে একটি বারের জন্য হলেও আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হোক। তাহলে তারা তাদের রবের বাধ্য হবে এবং তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধ পালন করবে। কিন্তু আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, তাদেরকে যদি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়াও হয় তবুও তারা পূর্বের মত পাপ কাজে লিপ্ত হবে। (ইবনে কাসীর- ১৫/৩২৩)

এ আকাঙ্ক্ষার জবাব কুরআনের অন্য এক আয়াতে এভাবে দেওয়া হয়েছে,

﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴾

“যদি তাদেরকে পূর্ববর্তী জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবু তারা তাই করতে থাকবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।” (সূরা ৬; আনআম ২৮)

(৯) মৃত্যুর জন্য আল্লাহ্‌কে ডাকাডাকি করবে

মৃত্যুকে ভয় পায় না এমন লোক জগতে নেই। সর্বশক্তি প্রয়োগ, অর্থ খরচ ও যেকোনো কৌশলেই হোক মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মানুষ অস্থির। আখিরাতে আযাবের বিভীষিকায় বিরতিহীন অসহ্য আগুনের দাহনে ভয়ঙ্কর সেই মরণকে ডাকবে দহন যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَّا تَدْعُوا۟ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ ﴾

"অতঃপর তাদের হাত গলার সাথে বাধা অবস্থায় যখন তাদেরকে জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা শুধু ধ্বংসকে (অর্থাৎ মৃত্যুকে) ডাকতে থাকবে, (তখন তাদেরকে বলা হবে,) আজ তোমরা তোমাদের ধ্বংস হওয়াকে শুধু একবারই নয়, বরং ডাকো বহুবার- (তবে এ ডাক আজ কোনো কাজে আসবে না)।" (সূরা ২৫; ফুরকান ১৩-১৪)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴾

"ওরা (জাহান্নামের প্রহরীকে) ডেকে বলবে, হে মালিক (ফেরেশ্‌তা)! (আজ) তোমার রব যেনো (মৃত্যুর মাধ্যমে) আমাদেরকে শেষ করে দেন, সে (ফেরেশতা) বলবে, (না,) তোমরা (এখানে) চিরকাল পড়ে থাকবে।" (সূরা ৪৩; যুখরুখ ৭৭)

(১০) আযাব কমিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবে

এক পর্যায়ে অনুরোধ করবে আযাব হালকা ও আগুনের উত্তাপের তীব্রতা কমিয়ে দিতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴾

"(অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তাআলাকে) অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদের প্রতি এমন কোনো ফয়সালা দেওয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আযাব লঘু করা হবে। আমি প্রতিটি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এভাবেই শাস্তি দেই।" (সূরা ৩৫; ফাতির ৩৬)

(১১) অন্ততঃ একদিন আযাব হালকা করে দেওয়ার জন্য বিনীত আবেদন করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۗ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾ ﴾

"(তারপর) যারা জাহান্নামে (পড়ে) থাকবে তারা (এখানকার) প্রহরীদের বলবে, তোমরা (আমাদের জন্যে) তোমাদের রবকে একটু ডাকো না! তিনি যেনো (অন্ততঃ) একটি দিন আমাদের আযাব লাগব করে দেন। উত্তরে তারা বলবে, এমনকি হয়নি যে, তোমাদের কাছে তোমাদের নবীরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন? তারা বলবে, হ্যাঁ (এসেছিলেন, কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি)। তারা বলবে, তাহলে (তোমাদের) ডাকাডাকি তোমরা নিজেরাই করো, (আর সত্য কথা হচ্ছে), কাফিরদের আজকের ডাক ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়!" (সূরা ৪০; মুমিন ৪৯-৫০)

(১২) উত্তাপের অংশবিশেষ তাদের নেতাদের ঘাঁড়ে নেওয়ার জন্য বলবে

জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়বে। ছোটরা বড়দের সাথে বাক-বিতণ্ডা করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ ﴾

"যখন এ লোকেরা জাহান্নামে বসে পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলরা যারা অহংকারী ছিলো তাদেরকে আমরা তো (দুনিয়ায়) তোমাদের অনুসারী ছিলাম, (এখন জাহান্নামের) আগুনের কিছু অংশ বহন নিবারণ করতে পারবে? অহংকারীরা বলবে (কিভাবে তা সম্ভব), আমরা সবাই তো এর ভেতরেই পড়ে আছি, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে ফেলেছেন।" (সূরা ৪০; মুমিন ৪৭-৪৮)

অর্থাৎ অনুসারীরা যাদের অনুসরণ করতো এবং বড় ও নেতা বলে মানতো ও তাদের কথা মতো চলতো তাদেরকে বলবে, "দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা আমাদেরকে যা করার আদেশ করতে আমরা তা পালন করতাম। তোমাদের কুফরী ও বিভ্রান্তিমূলক হুকুমও আমরা মেনে চলতাম। তোমাদের নেতৃত্ব আমরা মানতাম। এখন এই ভয়াবহ অবস্থায় তোমরা আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে কি? এখন আমাদের শাস্তির কিছু অংশ তোমরা নিজেদের উপর উঠিয়ে নাও।" তাদের এ কথার জবাবে ঐ

নেতারা বলবে, "আমরা নিজেরাও তো তোমাদের সাথে জ্বলতে-পুড়তে আছি। আমাদের উপর যে শাস্তি হচ্ছে তা মোটেই কম বা হালকা নয়। সুতরাং, কি করে আমরা তোমাদের শাস্তির কিছু অংশ আমাদের উপর উঠাতে পারি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তো বান্দাদের বিচার ফায়সালা করে ফেলেছেন। প্রত্যেককেই তিনি তার অসৎ আমল অনুযায়ী শাস্তি দিয়েছেন।"

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴾

"তিনি বলবেন, প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ (শাস্তি), কিন্তু (এখন) তোমরা জানো না।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৩৮)

৩৭. জান্নাতবাসীদের চাওয়া-পাওয়া

এ জগতে মানুষের চাওয়ার কোনো শেষ নেই। আর চাওয়ার তুলনায় পাওয়া একেবারেই নগণ্য। সবশেষে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু আখিরাতের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে একজন জান্নাতী যা চাইবে তাই পাবে। যখন চাইবে তখনই পাবে। আর এরই নাম জান্নাত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴾

"চিরস্থায়ী এক জান্নাত– যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা যা কিছুই কামনা করবে তাই তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে; এভাবেই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের প্রতিফল দান করেন।" (সূরা ১৬; নাহল ৩১)

এ হচ্ছে জান্নাতের আসল পরিচয়। সেখানে চাওয়ার সাথে সাথে পাওয়া যাবে। তার ইচ্ছা ও পছন্দ বিরোধী কোনো কাজই সেখানে হবে না। দুনিয়ার কোনো প্রধান ব্যক্তি, কোনো প্রধান নেতা এবং কোনো বিশাল রাজ্যের অধিকারী বাদশাহও কোনো দিন এ নিয়ামত লাভ করেনি। দুনিয়ায় এ ধরনের নিয়ামত লাভের কোনো সুযোগও সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক অধিবাসীই সেখানে আনন্দ ও উপভোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। তার

জীবনে সর্বক্ষণ সবদিকে সবকিছু হবে তার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী। তার প্রত্যেকটি আশা পূরণ হবে, প্রত্যেকটি কামনা ও বাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবে। (কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, মদীনা- ১/১৪০১)

মরণের সময়ই ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ হবে- তোমরা চাও বা না চাও। অতঃপর 'নুযুলান্' (نُزُلًا) তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সম্মানে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও মেহমান করেনি, বিশেষতঃ কেউ যখন কোনো বড় লোকেরা মেহমান হয়।

(১) সন্তান চাওয়া

কেউ সন্তান চাইলে তাও পেয়ে যাবে।

এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যদি কোনো জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে তার সন্তান জন্ম হোক এমনটি চায় তবে সাথে সাথে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পন সবই এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। (তিরমিযী: ২৫৬৩, ইবনে মাজাহ: ৪৩৩৮, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, মদীনা- ২/২৪৬৫)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَ هُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴾

"(হে নবী, সেদিন) তুমি (এ) যালিমদের দেখতে পাবে তারা নিজেদের কর্মকাণ্ড থেকে ভীত সন্ত্রস্ত (থাকবে)। কেননা, (কর্মকাণ্ডের যে পরিণাম) তা তাদের ওপর পতিত হবেই; যারা (আল্লাহ তাআলার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (তারা) জান্নাতের মনোরম উদ্যানসমূহে থাকবে, তারা যা কিছু চাইবে তাদের রবের কাছ থেকে তাদের জন্যে তাই (সেখানে মজুদ) থাকবে; এটা হচ্ছে (আল্লাহ তাআলার) মহা অনুগ্রহ।" (সূরা ৪২; আশ শুরা ২২)

(২) তরুণী বর্ষণ

তরুণী-তম্বী, যুবতী মেয়ে আরো বেশি পাওয়ার বাসনা করলে সেটিও পাওয়া যাবে। আবূ তায়বাহ (রা) বলেন যে, জান্নাতীদের মাথার উপর মেঘমালা আনয়ন করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা এই মেঘমালা হতে কি বর্ষণ কামনা করো?" তারা তখন যে জিনিসের বর্ষণ কামনা করবে তা-ই তাদের উপর বর্ষিত হবে। এমনকি তারা বলবে, "আমাদের উপর সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা তরুণী বর্ষিত হোক।" তখন তাদের উপর তা-ই বর্ষিত হবে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেন, এটাইতো মহা অনুগ্রহ। পূর্ণ সফলতা এটাই। (ইবনে কাসীর- ১৬/৫২১-৫২২)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ ﴾

"সেখানে তাদের ওপর সোনার থালা ও পানপাত্রের প্রচুর আনাগোনা চলবে, যা কিছু (তাদের) মন চাইবে এবং যা কিছু তাদের (দৃষ্টিতে) ভালো লাগবে তা সবই (সেখানে মজুদ) থাকবে। (উপরন্তু তাদের বলা হবে), তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে, আর এটা হচ্ছে সেই (চিরস্থায়ী) জান্নাত, যার (আজ) তোমরা উত্তরাধিকারী হলে, এটা হচ্ছে তোমাদের সে (নেক) আমলের বিনিময় যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছো। (এখানে) তোমাদের জন্যে প্রচুর পরিমাণ ফল-মূল (মজুদ) থাকবে, যা থেকে তোমরা (প্রাণভরে) খেতে পারবে।" (সূরা ৪৩ যুখরুফ ৭১-৭৩)

সেখানে তাদের জন্যে সুস্বাদু, সুগন্ধময় এবং সুন্দর রং-এর খাবার রয়েছে, যা মনে চায়।

সর্বনিম্ন জান্নাতীর চাহিদা ও প্রাপ্তি

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের জান্নাতী, যে সর্বশেষে জান্নাতে যাবে, তার দৃষ্টি শত বছরের পথের দূরত্ব পর্যন্ত যাবে, আর ততদূর পর্যন্ত সে শুধু নিজের ভবন এবং স্বর্ণ ও পান্না নির্মিত প্রাসাদ দেখতে পাবে। ঐগুলো সবই বিভিন্ন প্রকারের ও রং-বেরং-এর

আসবাবপত্রে ভরপুর থাকবে। সকাল-সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যে পরিপূর্ণ সত্তর হাজার করে রেকাবী ও পেয়ালা তার সামনে পেশ করা হবে। ঐগুলোর প্রত্যেকটি তার মনের চাহিদা মুতাবিক হবে। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তার চাহিদা একই রকম থাকবে। যদি সে সারা দুনিয়ার লোককে দাওয়াত দেয় তবে তাদের সবারই জন্যে ঐ খাদ্যগুলো যথেষ্ট হবে। অথচ ওগুলোর কিছুই কমবে না।" (মুসান্নাফে আবদুর রায্‌যাক, ইবনে কাসীর- ১৬/৫৯৭)

(৩) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম দুই জায়গায় তার স্থান নির্ধারিত রয়েছে

আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জাহান্নামী তার জান্নাতের জায়গা জাহান্নামের মধ্যে দেখতে পাবে এবং দেখে দুঃখ ও আফসোস করে বলবে যে, যদি আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করতেন তবে সেও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতো। আর প্রত্যেক জান্নাতী তার জাহান্নামের জায়গা জান্নাতের মধ্যে দেখতে পাবে এবং ওটা দেখে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক বলবে, "আল্লাহ তাআলা আমাকে সুপথ প্রদর্শন না করলে আমি সুপথ লাভে সক্ষম হতাম না।"

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন, "প্রত্যেক লোকেরই একটি স্থান জান্নাতে রয়েছে এবং একটি স্থান জাহান্নামে রয়েছে। সুতরাং, কাফির মুমিনের জাহান্নামের জায়গার ওয়ারিশ হবে এবং মুমিন কাফিরের জান্নাতের জায়গার ওয়ারিশ হবে।" (ইবনে কাসীর- ১৬/৫৯৮)

(৪) মনে খেয়াল জাগার সাথে সাথে চলে আসবে

আবূ উমামা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (স)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! জান্নাতী বান্দা খাবারের একটি গ্রাস উঠাবে এবং তার মনে খেয়াল জাগবে যে, অমুক প্রকারের খাদ্য হলে খুবই ভালো হতো! তখন ঐ গ্রাস তার মুখে এ জিনিসই হয়ে যাবে যার সে আকাঙ্ক্ষা করেছিলো। অতঃপর তিনি وَ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ -এ আয়াতটি পাঠ করেন। (ইবনে আবি হাতিম, ইবনে কাসীর- ১৬/৫৯৭)

(৫) বিলম্ব বা অপেক্ষা করতে হবে না

বিলম্বের বিড়ম্বনা কোনো মানুষই চায় না। এরপরও এ জগতে অনেক কিছু পেতেই বিলম্বের কষ্ট পোহাতে হয়। জান্নাত হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে, তাই পাবে তাৎক্ষণিকভাবে। চাওয়ামাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তোমাদের যে পাখীরই গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হবে, তৎক্ষণাৎ ওটা ভাজা অবস্থায় তোমাদের সামনে হাযির হয়ে যাবে।"

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক।" যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেন,

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾

"যারা ভালো কাজ করেছে তাদের জন্যে উত্তম পুরস্কার রয়েছে এবং আরো অধিক রয়েছে।" (সূরা ১০; ইউনুস ২৬)

৩৮. জাহান্নামীদের কাকুতি-মিনতি ও ব্যর্থতা

বিপদে পড়লে মানুষ কিভাবে কতো প্রকারে কাকুতি-মিনতি করে এ দৃশ্য আপনার আমার সকলেরই কমবেশি দেখা আছে। এমনই মিনতি আমরা দেখতে পাই যাতে একজন কঠিন দিলওয়ালার অন্তরও গলে যায়, ফলে মাফ করে ও মাফ পেয়ে যায়।

আখিরাতের বিপদ যে কতো বড়, কতো ভয়াবহ হবে, তা আমরা কল্পনা করতে পারছি না। সেখানে বিপদ যতো ভয়াবহ, বিপদগ্রস্তদের বিনয়ী কাকুতি-মিনতিও হবে তদ্রূপ সীমাহীন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, জাহান্নাম যাদের জন্য ঘোষিত হয়ে যাবে তাদের আবদার-আবদনে না আল্লাহর, না ফেরেশতাদের মন গলবে, না এ মিনতি কোনো কাজে আসবে। বরং এ মিনতি ও বিনয় আজকে করলে তার উপকারে আসবে। কিন্তু সেদিনের আবেদন হবে সবই নিস্ফল।

(১) জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও দুনিয়ায় পুনঃ ফেরত পাঠানোর অনুরোধ

দেখুন, তাদের আবদারের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কি বলেন,

﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ ﴾

"(জাহান্নামে ঢুকে জাহান্নামীরা) বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ঘিরে ধরেছিলো, আর আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ঠ। হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে এ (আগুন) থেকে বের করে (দুনিয়ায় নিয়ে যাও), আমরা যদি দ্বিতীয়বারও (দুনিয়ায়) ফিরে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করি, তাহলে অবশ্যই আমরা যালিম হিসেবে গণ্য হবো। আল্লাহ তখন বলবেন, তোমরা অপমানিত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো, (আজ) কোনো কথাই তোমরা আমাকে বলো না।" (সূরা ২৩; মুমিনূন ১০৬-১০৮)

(২) চল্লিশ বছর ধরে ডাকাডাকির পর একটা উত্তর আসবে

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, যে জাহান্নামীরা প্রথমে জাহান্নামের রক্ষককে চল্লিশ বছর ধরে ডাকতে থাকবে। কিন্তু সে কোনো উত্তর দিবে না। চল্লিশ বছর পরে উত্তর দেওয়া হবে,

﴿ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾

"তোমরা এখানেই পড়ে থাকো; কোনো কথাই (আজ) তোমরা আমাকে বলো না।" (সূরা ২৩; মুমিনূন ১০৮)

তোমরা আমার রহমত হতে দূর হয়ে গিয়ে এই জাহান্নামের মধ্যেই লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকো। আমার সাথে আর একটি কথাও বলো না। তখন তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে এবং গাধার মতো বিকট আওয়াজে শব্দ করতে থাকবে, যেমন গাধারা প্রথমে উচ্চ আওয়াজ দ্বারা শুরু করে এবং আস্তে আস্তে তা নিচু হয়ে যায়। (আয যুহুদ- ১/১৫৮)

৩৯. জান্নাতের চির-কিশোর ও তাদের সেবা গ্রহণ

জান্নাতে একদল ছোট্ট বালক থাকবে বেহেশতবাসীদের খিদমতের জন্য। তারা হবে চিরবালক ও অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী এবং সার্বক্ষণিক সেবাদানকারী।

(১) আপ্যায়নে নিয়োজিত থাকবে এ চির-কিশোরের দল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴾

"তাদের চারপাশে (তাদের সেবার জন্যে) চির কিশোরদের একটি দল ঘুরতে থাকবে।" (সূরা ৫৬; ওয়াকিয়াহ ১৭)

সেবাদানকারী এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের মধ্যে বয়সের কোনো তারতম্য থাকবে না। হুরদের মতো এই কিশোরগণও জান্নাতেই সৃষ্টি হবে এবং তারা জান্নাতীদের খাদেমদার হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, একজন জান্নাতীর কাছে হাজারো খাদেম থাকবে। (বাইহাকী)

এই কিশোররা দেখতে খুবই সুন্দর হবে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴾

"তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোররা, (সৌন্দর্যে) তারা হবে লুকিয়ে রাখা সুরক্ষিত মুক্তার মতো।" (সূরা ৫২; তূর ২৪)

এই কিশোরদের চলাফেরায় মনে হবে যেন মুক্তা ছড়িয়ে আছে। কোনো কোনো লোক মনে করে থাকে যে, ছোট ছোট বাচ্চারা যারা নাবালেগ অবস্থায় মারা যাবে তারা জান্নাতে খাদেম হবে। তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, ছোট ছোট বাচ্চারা তখন পরিণত বয়সের হবে এবং জান্নাতের অধিবাসী হবে। পক্ষান্তরে, এ সমস্ত খাদেমদেরকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতেই সৃষ্টি করবেন। তাদের কাজই হবে খিদমত করা। তারা দুনিয়ার কোনো অধিবাসী নয়। (ইবনে তাইমিয়্যা, মাজমু ফাতাওয়া- ৪/২৭৯, ৪/৩১১, কুরআনুল কারীমের বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর, মদীনা- ২/২৫৪৫-২৫৪৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴾

"তাদের চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে একদল চির কিশোর বালক, যখনি তুমি তাদের দিকে তাকাবে, মনে হবে এরা কতিপয় ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।" (সূরা ৭৬; দাহর ১৯)

(২) এরা হবে কিশোর বয়সের

এই বালকেরা হলো সুন্দর, সুশ্রী, অল্প বয়স্ক কিশোর, যারা বেহেশতবাসীদের খিদমতের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকবে। এই জান্নাতী বালকরা চিরকাল এক বয়সেরই থাকবে। তাদের বয়সের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেনো বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তারা মূল্যবান পোশাক ও অলঙ্কার

পরিহিত অবস্থায় বিভিন্ন কাজে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। এ কারণেই মনে হবে যে তারা ছড়ানো মণি-মুক্তা। তারা এরূপ সৌন্দর্য, মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ এবং অলংকারাদি নিয়ে তাদের জান্নাতী মনিবদের খিদমতের জন্যে সদা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করবে।

(৩) প্রতি ১ জনের জন্য ১০০০ জন কিশোর থাকবে

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন যে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্যে এক হাজার করে এরূপ খাদেম থাকবে যারা বিভিন্ন কাজ-কর্মে লেগে থাকবে। (ইবনে কাসীর- ১৭/৭৭৬)

৪০. আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাত লাভ

পরকালের আযাব থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ করা মূলতঃ আল্লাহর দয়ার ফলশ্রুতি। তিনি বলেন,

﴿ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾ ﴾

"(মুমিন বান্দাদেরকে আল্লাহ) জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। (হে নবী! এ হচ্ছে মুমিনদের প্রতি) তোমার রবের দয়া অনুগ্রহ। এটাই হচ্ছে সেদিনের মহাসাফল্য।" (সূরা ৪৪; দুখান ৫৬-৫৭)

উপরিউক্ত দুই আয়াতে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করাকে আল্লাহ তাঁর দয়ার ফলশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর দ্বারা মানুষকে এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করা যে, আল্লাহর অনুগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির ভাগ্যেই এই সফলতা আসতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ব্যক্তি তার সৎকর্ম করার তাওফীক বা সামর্থ্য কিভাবে লাভ করবে? তাছাড়া কোনো ব্যক্তি দ্বারা যতো উত্তম কাজই সম্পন্ন হোক না কেনো তা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। সুতরাং সে কাজ সম্পর্কে দাবি করে একথা বলা যাবে না যে, তাতে কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতা নেই। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে তিনি বান্দার দুর্বলতা এবং তার কাজকর্মের অপূর্ণতাসমূহ উপেক্ষা করে তার খিদমত কবুল করে নেন এবং তাকে পুরস্কৃত করে ধন্য করেন। অন্যথায়, তিনি যদি সূক্ষ্মভাবে হিসেব নিতে শুরু করেন তাহলে কার এমন দুঃসাহস আছে যে নিজের বাহুবলে

জান্নাত লাভ করার দাবি করতে পারে? হাদীসে একথাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

"আমল করো এবং নিজের সাধ্যমতো সর্বাধিক ও সঠিক কাজ করার চেষ্টা করো। জেনে রাখো, কোনো ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।" লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার আমলও কি পারবে না? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমিও শুধু আমার আমলের জোরে জান্নাতে যেতে পারবো না। তবে পারবো যদি আমার রব তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে নেন।" (বুখারী: ৬৪৬৭)

সৎকাজ করা জান্নাতে যাওয়ার সবচেয়ে বড় উসিলা। কিন্তু শুধুমাত্র সৎকাজই মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না, যতক্ষণ তার সাথে আল্লাহর রহমত না থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ তার কাজের বিনিময়ে নাজাত পাবে না। লোকেরা বললো, আপনিও পাবেন না? তিনি বললেন, 'না! আমিও না। তবে আল্লাহ যদি তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখেন।' সুতরাং, সঠিক এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো, সকাল বিকাল এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর ইবাদত করো। এসব কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। মধ্যম পন্থাই তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌছাবে।" (বুখারী: ৬৪৬৩)

ঐ মুমিনদেরকে যখন জান্নাতের জায়গাগুলি, যা জাহান্নামীদের জন্য নির্ধারিত ছিলো, তা দেখিয়ে দিয়ে বলা হবে, এই জান্নাত হচ্ছে তোমাদের সৎকর্মের ফল স্বরূপ তোমাদের পুরস্কার। তোমাদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এটা সত্যি আল্লাহর রাহমাতই বটে। নিজেদের আমল অনুযায়ী আপন আপন ঠিকানা বানিয়ে দাও। আর এ সবকিছুই হচ্ছে আল্লাহর রহমতেরই কারণ।'

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এ কথা জেনে রেখো যে, শুধু তার আমল তাকে জান্নাতে পৌছাবে না। তখন জনগণ জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার আমলও কি নয়? উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমার আমলও নয়, যদি না আল্লাহর রহমত আমার উপর বর্ষিত হয়।" (ফাতহুল বারী- ১১/৩০০, মুসলিম- ৪/২১৭০)

৪১. জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার প্রাচীর এবং আরাফবাসীদের বর্ণনা

জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে একটি প্রাচীর থাকবে। প্রাচীরের এক পাশে জান্নাত ও অপর পাশে থাকবে জাহান্নাম। যাদের ভালো ও মন্দ কাজের পরিমাণ সমান সমান হয়ে যাবে তারা এ প্রাচীরের উপর অবস্থান করবে এবং সেখানে থেকে জান্নাত ও জাহান্নামীদের দৃশ্য দেখতে থাকবে। আর জাহান্নামীদের সাথী যেনো না করা হয় সে জন্য অত্যন্ত পেরেশানি নিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَ عَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۟ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَ هُمْ يَطْمَعُوْنَ ۝٤٦ وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤٧ وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ۝٤٨ ﴾

"তাদের উভয়ের মাঝে একটি দেয়াল থাকবে, (এ দেয়ালের) উঁচু স্থানের ওপর থাকবে (আরেক দলের) কিছু লোক, যারা (সেখানে আনীত) প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের নিজ নিজ চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে। তারা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এরা (যদিও) তখন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু (প্রতি মুহূর্তে) এরা সেখানে প্রবেশ করার অধীর আগ্রহ পোষণ করছে। অতঃপর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামের অধিবাসীদের (আযাবের) দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, (তখন ভয়াবহ আযাব দেখে) তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের (তুমি) যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না। অতঃপর (সে দেয়ালের) উঁচু স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা (জাহান্নামের) লোকদের– যাদেরকে তারা নিজ নিজ চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে– ডেকে বলবে, (কই) তোমাদের দলবল কোনোটাই তো (আজ) কাজে এলো না, তোমরা যে অহংকার করতে (তাও কোনো কাজে এলো না)।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৪৬-৪৮)

(১) আ'রাফ কি?

মুজাহিদ (র) বলেন, 'আল আরাফ' হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের প্রতিবন্ধক, যার দেয়াল রয়েছে এবং দরজাও রয়েছে। (তাবারী- ১২/৪৫১)

সূরা হাদীদের ১২ থেকে ১৯নং আয়াতে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। (এক) সুস্পষ্ট কাফির ও মুশরিকদের দল। (দুই) মুমিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে। (তিন) মুনাফিকের দল। এ মুনাফিকরা দুনিয়াতে মুসলিমদের সাথে মিলে-মিশে থাকতো। হাশরের ময়দানেও প্রথম দিকে এক সাথে মিলে থাকবে এবং পুলসিরাত চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মুমিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে এগিয়ে যাবে। (পিছনে পড়ে থাকা) মুনাফিকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে, একটু থামো। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো এক ফিরিশতা বলবে, পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলো তালাশ করো। মুমিনদের এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্মের আলো। এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ এ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আযাব দেখতে পাবে এবং দরজার ভেতরে মুমিনরা থাকবে। আর মুমিনদের সামনে আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে।

ইবন জারীর ও অন্যান্য তাফসীরবিদের মতে, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী প্রাচীরে উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। হাশরে এ স্থানে কিছুসংখ্যক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও জাহান্নাম উভয় দিকের অবস্থা দেখবে এবং উভয় পক্ষের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলবে। (কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, বাদশাহ ফাহদ কুরআন মূদ্রণ কমপ্লেক্স।)

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আ'রাফ হলো উঁচু টাওয়ারের মতো যা জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝখানে থাকবে। গোনাহগার কিছু বান্দাকে সেখানে রেখে দেওয়া হবে।'

কেউ কেউ বলেন, আ'রাফ নামকরণ এ জন্য করা হয়েছে যে, এখান থেকে তারা একে অপরকে চিনতে পারবে।

(২) আ'রাফ' নামক জায়গায় কারা থাকবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এরা হচ্ছে ঐসব লোক যাদের সাওয়াব ও পাপ সমান সমান ছিলো। পাপগুলো তাদের জান্নাতে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে এবং সাওয়াবগুলি জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছে। এখন লোকগুলি সেই প্রাচীরের পাশেই অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তাআলার ফায়সালা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবে।"

কেউ কেউ বলেন, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা জাহান্নাম থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশায় অপেক্ষায় থাকবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়। (তাবারী)

জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যভাগে একটা পর্দা থাকবে যা জাহান্নামীদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন,

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾

"অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। (সূরা ৫৭; হাদীস ১৩)

(৩) আরাফ নামকরণের কারণ

সুদ্দী (র) বলেন, 'আল-আরাফ' নামকরণ এ জন্য করা হয়েছে যে, এর বাসিন্দাদের দেখে চেনা যাবে। হুজাইফা (রা), ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) এবং সালফে সালিহীনদের অনেকে বলেছেন যে, আরাফের অধিবাসী হচ্ছে তারা, যাদের পাপ ও সাওয়াবের পাল্লা হবে সমান সমান। ইবনে জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, হুজাইফাকে (রা) আরাফবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আরাফবাসী হলো ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা পাপের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বঞ্চিত হয়েছে, আবার কিছু সাওয়াব প্রাপ্তির কারণে জাহান্নামের আগুন থেকেও রক্ষা পেয়েছে। ফলে তাদেরকে ঐ দেয়ালের মাঝে আটকে দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারটি ফায়সালা করেন। (তাবারী- ১২/৪৫৩)

(৪) জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হওয়ার জন্য দু'আ করতে থাকবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾

"(আরাফবাসীদের) দৃষ্টি যখন জাহান্নামবাসীদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে (তখন) তারা এ বলে দু'আ করবে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে এ যালিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শামিল করো না।" (সূরা ৭; আরাফ ৪৭)

আ'রাফবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসীদের দিকে যখন তাকাবে তখন তাদেরকে চিনতে পারবে। তাদের শাস্তির ভয়াবহতা দেখে আ'রাফবাসীরা সিজদায় লুটিয়ে পড়বে এবং বলবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ওখানে নিও না যেখানে তোমার অবাধ্যদের বাসিন্দা করেছো। (তাবারী- ১২/৪৬৩)

(৫) মুশরিকদের প্রতি আরাফবাসীদের তিরস্কার

আ'রাফবাসীরা কিয়ামাতের দিন মুশরিক নেতৃবর্গকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত দেখে তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে,

﴿ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾

"আজকে তোমাদের দলবল (সংখ্যাধিক্য) তোমাদের কোনো উপকারে এলো না এবং তোমাদের গর্ব-অহংকার (ও দুষ্টামি) আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষার ব্যাপারে কোনোই উপকারে এলো না।" (সূরা ৭; আরাফ ৪৮) ।

তোমরা আজ শাস্তির শিকার হয়ে গেলে।

(৬) অবশেষে কোনো এক সময় আরাফবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে

আলী ইবনে আবী তালহা (র) বলেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, এই মুশরিকরাই আ'রাফবাসীদের সম্বন্ধে শপথ করে বলতো যে, তারা কখনো আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবে না। আল্লাহ তাআলা আ'রাফবাসীদেরকে বলবেন, যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিতও হবে না। (তাবারী- ১২/৪৬৯, ইবনে কাসীর- ৮/৩১৫-৩১৭)

৪২. জাহান্নামের ফেরেশতা

ফেরেশতারা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। ফেরেশতা জান্নাতেও থাকবে এবং কিছু ফেরেশতা থাকবে জাহান্নামের রক্ষী হিসেবে। তাদের সংখ্যা কতো, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আচরণের দিক থেকে জান্নাত ও জাহান্নামের ফেরেশতারা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী। এ অধ্যায়ে দেখুন শুধু জাহান্নামের ফেরেশতাদের ভয়াবহ আচরণের নমুনা।

(১) তাদের অন্তরে কোনো দয়া-মায়া থাকবে না, তারা হবে নির্মম ও নিষ্ঠুর

নিষ্ঠুর মানুষেরও কিছু না কিছু দয়ামায়া আছে। কিন্তু জাহান্নামে আল্লাহ এমনকিছু ফেরেশতা নিয়োগ দেবেন যাদের অন্তর থাকবে দয়াশূন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴾

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার-পরিজনদেরকে (জাহান্নামের সেই কঠিন) আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর, (সে) জাহান্নামের (প্রহরা যাদের) ওপর (অর্পিত), সেসব ফেরেশতা সবাই হচ্ছে নির্মম ও কঠোর, তারা আল্লাহর কোনো আদেশই অমান্য করবে না, তারা তাই করবে যা তাদেরকে করার জন্যে আদেশ করা হবে।" (সূরা ৬৬; তাহরীম ৬)

এই ধরনের শাস্তি দেওয়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তাদের স্বভাব-প্রকৃতি কঠোর। কাফির (ও গোনাহগারদের) জন্যে তাদের অন্তরে কোনো করুণা রাখা হয়নি। তারা নিকৃষ্ট পন্থায় কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকে। তাদেরকে দেখামাত্রই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠবে।

(২) তাদের চেহারা ভয়াবহ, রঙ কালো, দাত উন্মুক্ত, বুক ও কাঁধ চওড়া

ইকরামা (র) বলেন যে, জাহান্নামীদের প্রথম দলটি যখন জাহান্নামের দিকে এগিয়ে চলবে তখন দেখবে যে, দরজার উপর চার লক্ষ ফেরেশতা শাস্তি দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত রয়েছেন, যাদের চেহারা অত্যন্ত ভয়াবহ, রঙ অত্যন্ত

কালো। দাঁতগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। তাঁরা অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর হৃদয়ের। তাঁদের অন্তরে অণু পরিমাণও দয়া রাখা হয়নি। তাঁরা এতো মোটা ও চওড়া যে, যদি একটা পাখি তাঁদের এক কাঁদ হতে উড়তে শুরু করে তবে অন্য কাঁধে পৌছতে তার দুই মাস সময় লাগবে। তারপর (জাহান্নামীরা) দ্বিতীয় দরজার উপর উনিশজন ফেরেশতা দেখতে পাবে, যাঁদের বুক এতো প্রশস্ত যে, তা সত্তর বছরের পথ। অতঃপর তাদেরকে এক দরজা হতে অন্য দরজার দিকে ধাক্কা দেওয়া হবে। পাঁচশত বছর পড়তে থাকার পর অন্য দরজা কাছে তারা তা দেখতে পাবে। এইভাবে প্রতিটি দরজার উপর এই ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাধীন রয়েছেন। একদিকে আদেশ এবং অন্যদিকে তা প্রতিপালন। এই ফেরেশতাদেরকে **যাবানিয়্যাহ** বলা হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁদের হাত থেকে মুক্তি দান করুন! (ইবনে কাসীর- ১৭/৫৭১-৫৭২)

(৩) উনিশ সদস্যবিশিষ্ট একটি ফেরেশতা দল এবং তারা সাংঘাতিক শক্তিধর

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ﴿٣١﴾ ﴾

"তার ওপর (নিয়োজিত আছে) উনিশ (সদস্যের ফেরেশতাদল); আমি দোযখের প্রহরী হিসেবে ফেরেশতাদের ছাড়া (অন্য কাউকেই) নিযুক্ত করিনি।" (সূরা ৭৪; মুদ্দাস্‌সির ৩০-৩১)

সাহাবী বারা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার একদল ইহুদী একজন সাহাবীর কাছে দোযখের ফেরেশতাদের সংখ্যা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূলই এ বিষয়ে ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন তাদেরকে খবর পাঠিয়ে নিয়ে এলেন। ঐ সময় এই আয়াতটি নাযিল হয়-

﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾

"জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে উনিশ সদস্যবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা।' (দেখুন, ইবনে কাসীর- ১৭/৭৩৩)

তবে কারোর পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয় যে, কি সাঙ্ঘাতিক শক্তিধর ফেরেশতা আল্লাহ তাঁআলা সৃষ্টি করেছেন। তারা হবে অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ের। তাদের অন্তরে দয়ার লেশমাত্র থাকবে না। (দেখুন, ইবনে কাসীর- ১৭/৭৩৩)

(৪) আযাবের ফেরেশতাদের নাম হলো, যাবানিয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ ﴾

"অতঃপর (বাঁচার জন্যে আজ আবু জাহল) তার সঙ্গী-সাথীদের ডেকে আনুক, (আর) আমিও তার জন্যে (আযাবের) ফেরেশতা (যাবানিয়াদেরকে) ডাক দেবো।" (সূরা ৯৬; আলাক ১৭-১৮)

এখানে যাবানিয়া হলো, জাহান্নামের প্রহরী কঠোর ফেরেশতারা। কাতাদাহ বলেন, আরবী ভাষায় 'যাবানিয়াহ' শব্দের অর্থই হলো প্রহরী পুলিশ। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি আরবী ভাষায় বিশেষ বাহিনীর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর 'যাবনা' শব্দের আসল মানে হচ্ছে, ধাক্কা দেওয়া। সে হিসেবে 'যাবানিয়াহ'-এর অন্য অর্থ হলো, প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিয়ে নিক্ষেপকারী। (ফাতহুল কাদীর)

(৫) ফেরেশতারা জাহান্নামীদের সাথে কথা বলবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى ﴾

"(জাহান্নামের) রক্ষক (ফেরেশতা)-রা ওদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো রাসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের (কিতাবের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতো এবং তোমাদের এমনি একটি দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতো; ওরা বলবে (হ্যাঁ), অবশ্যই এসেছিলো।" (সূরা ৩৯; যুমার ৭১)

* * *

পরিশিষ্ট-১
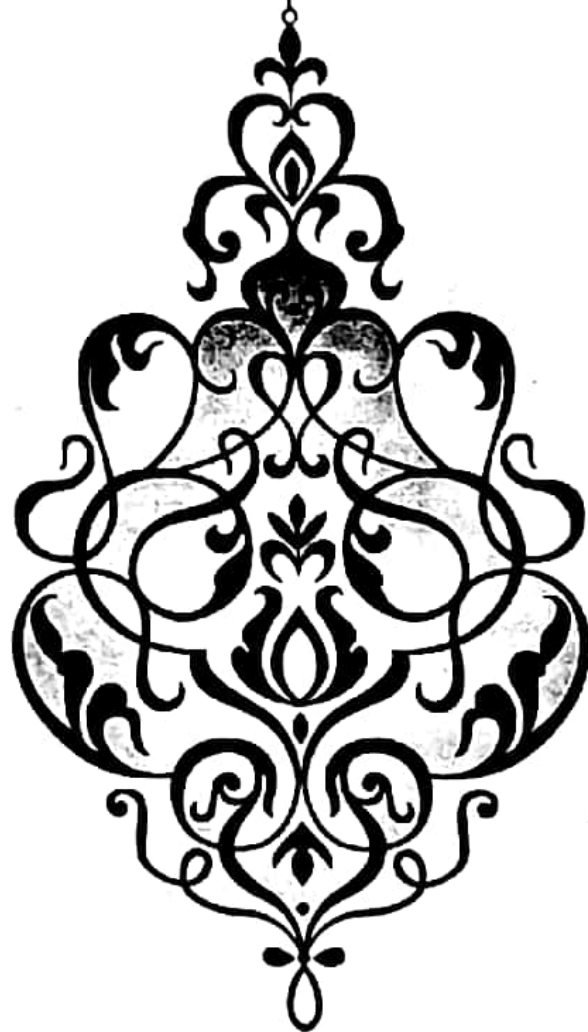
পরকালের জীবন হবে মৃত্যুহীন

যে মানুষ মৃত্যুর সাথে কখনো আলিঙ্গন করতে চায় না, যে মানুষ কবিতার ছন্দে গান গায়, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে", যে মানুষ মৃত্যুর ভয়ে সদা পালিয়ে বেড়ায়, সে মানুষ জাহান্নামে নিজের মৃত্যুর জন্য আবেদন, চিৎকার, অনুনয়-বিনয় করবে শুধু জাহান্নামের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের জন্য; কিন্তু কখনো সে আবেদন পূরণ হবে না, মৃত্যু হবে না। এ বিষয়ে দেখুন আল্লাহ তাআলা কি বলেন,

﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾

"প্রথম মৃত্যু ছাড়া (যা দুনিয়াতেই এসে গেছে), সেখানে (তাদের আর) মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে না, (তাদের রব মুত্তাকীদেরকে) জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন।" (সূরা ৪৪; দুখান ৫৬)

দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার সময় যে মৃত্যুবরণ করেছে এটাই একমাত্র মৃত্যু। এরপর বেহেশত ও দোযখবাসীর কারোরই আর কোনো মৃত্যু নেই।

আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর মৃত্যুকে হাশরের মাঠে একটি সাদা-কালো ছাগলের সূরতে নিয়ে আসা হবে। তারপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন তারা ঘাড় উঁচু করবে এবং তাকাবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি এটাকে চিনো? তারা বলবে, হ্যাঁ, এটা হলো, মৃত্যু। তাদের প্রত্যেকেই তা দেখেছে। তারপর আহ্বানকারী আবার আহ্বান করে ডাকবেন, হে জাহান্নামবাসী! তখন তারা ঘাড় উঁচু করে তাকাবে। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা কি এটাকে চিনো? তারা বলবে, হ্যাঁ, আর তারা প্রত্যেক তা দেখেছে। তারপর সেটাকে জবেহ করা হবে। তারপর বলবেন, হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে তোমরা এখানে থাক। এখানে কোনো মৃত্যু নেই। তারপর রাসূল (স) এ আয়াত পাঠ করলেন,

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

"(হে নবী,) সেই আক্ষেপের দিনটি সম্পর্কে তুমি এদের সাবধান করে দাও, যেদিন (জান্নাত জাহান্নামের ব্যাপারে চূড়ান্ত) সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। (এখন তো)

এরা এ ব্যাপারে গাফলতিতে (ডুবে) রয়েছে, ওরা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনছে না। (সূরা ১৯; মারইয়াম ৩৯; বুখারী: ৪৭৩০)

জান্নাতবাসীরা জান্নাতে যেমন কোনো দিন মরবে না, তেমনি জাহান্নামবাসীদেরও জাহান্নামে তাদের কোনো মৃত্যু আসবে না। মৃত্যুর জন্য যতো চিৎকারই তারা করুক না কেনো। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴾

"(অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তাআলাকে) অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদের ওপর এমন আদেশ হবে না যে, তারা মরে যাবে- না তাদের থেকে জাহান্নামের আযাব লঘু করা হবে; আমি প্রতিটি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এভাবেই শাস্তি দেই।" (সূরা ৩৫; ফাতির ৩৬)

জাহান্নামের ভীষণ শাস্তির তুলনায় মৃত্যুকে তারা শান্তির কারণ মনে করবে। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত যে, পরকালে আর কোনো মৃত্যু নেই।

জাহান্নাম ও জান্নাতবাসী কারোরই সেখানে মৃত্যু নেই

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴾

"যে ব্যক্তি কোনো অপরাধে অপরাধী হয়ে তার রবের কাছে হাযির হবে, অবশ্যই তার জন্যে রয়েছে জাহান্নাম, আর (জাহান্নাম এমন এক জায়গা); যেখানে (মানুষ মরতে চাইলেও) মরবে না, (আবার বাঁচার মতো করে) বাঁচবেও না!" (সূরা ২০; ত্বা-হা ৭৪) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١١ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٢ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣ ﴾

"আর যে পাপী ব্যক্তি সে তা এড়িয়ে যাবে, যে ব্যক্তি অচিরেই বিশালকায় এক আগুনে গিয়ে পড়বে, অতঃপর সেখানে সে মরবে না, (বাঁচার মতো করে) সে বাঁচবেও না;" (সূরা ৮৭; আ'লা ১১-১৩)

দুনিয়ায় কোনো ঘরবাড়িতে আগুন লাগলে ভিতরের লোকেরা নিমিষেই মরে যায়। কিন্তু আখিরাতের আগুন, সেখানে শুধু জ্বলবেই জ্বলবে। মৃত্যুবরণ করবে না। কি ভয়াবহ ঘটনা!

জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের উপায়

এবার অবশ্যই পথ খোঁজা উচিত এ ভয়াবহ জাহান্নাম থেকে কিভাবে রেহায় নেওয়া যায়, কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করা যায়।

অপরদিকে আল্লাহর নেয়ামত এতো অফুরন্ত ও সীমাহীন এগুলোকে কিভাবে অর্জন করা যায় সেজন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে নিম্নরূপ।

১. সকল মুসলিমকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। আর ইবাদত করতে হবে সহীহ দলীল ভিত্তিক ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক। বিপরীতে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। এবাদত ও ভাল কাজ কি কি এবং কিভাবে এগুলো করব এর নির্দেশিকা রয়েছে আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআন কারীম এবং রাসূল (স) প্রদর্শিত তার বাস্তব জীবন ও তার হাদীস গ্রন্থে। এগুলো পড়তে হবে, জানতে হবে, মানতে হবে, এর দাওয়াত অন্যের কাছে পৌছাতে হবে। আর এজন্য লাগবে পাহাড়সম ধৈর্য্য।

২. আর যারা অমুসলিম তাদের পয়লা কাজ হলো ইসলাম গ্রহণ করা, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীম হলো নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টার কথা। এটা কোনো মানুষ বা জীনের রচিত গ্রন্থ নয়। এ জন্য এ কুরআন নাযিল হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিগত দেড় হাজার বছরে পৃথিবীর কোনো একজন ব্যক্তিও এতে কোনো ভুল খুঁজে পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না।

এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ (হে মানবমণ্ডলী!) সম্বোধনে ডেকেছেন অনেকবার, যাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, এ কুরআন সকল মানুষের জন্য। সবাইকে ডাক দিয়ে আল্লাহ নির্দেশ দেন,

﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾

"কোনো অবস্থায়ই ইসলাম গ্রহণ না করে তোমরা কেউ মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা ২; বাকারা ১৩২)

কেউ কেউ ভাবতে পারে, আমিওতো একটি ধর্ম পালন করে যাচ্ছি। সমস্যা কোথায়? আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে,

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধর্ম হলো ইসলাম" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৯)

এরপরও যদি কেউ অন্য ধর্ম পালন করে মৃত্যুবরণ করে অখেরাতে যায় তারা কি সেখানে বেঁচে যেতে পারবে? এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

"যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে (পালন করতে চায়) তাহলে তা কবুল করা হবে না। বরং সে পরকালে (মহা) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৮৫)

হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, « قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا »

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো আর সফল হয়ে যাও"। (বুখারীঃ ০০

***

পরিশিষ্ট-৩

ইসলাম গ্রহণের নিয়ম বা পদ্ধতি

ইসলাম গ্রহণের পদ্ধতি খুবই সহজ। নিচের এ কালিমা শাহাদাতটি পড়বে। এর অর্থ অনুধাবন করবে ও তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে।

« أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ »

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক। তার কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স) তার বান্দা ও রাসূল।"

এটা পড়ার আগে যদি কেউ গোসল করতে চায়, চুল কেটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে চায় তাও হতে পারে। আর তা না হলেও কালিমা পড়লে মুসলিম হয়ে যাবে।

এ কালিমাটি পড়ার পর ব্যক্তিটি মুসলিম হয়ে গেলো, আলহামদু লিল্লাহ! এর পর তার কাজ হবে কুরআন-হাদীস পড়া, ইসলামের ৫টি ভিত্তিঃ ঈমান, নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত সম্পর্কে জানা ও মানা। ভাল কাজ করা ও মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা।

অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) মুয়ায (রা)-কে বলেছিলেন,

" إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ .... "

"তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে এ কথার আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, দিনে এবং রাতে আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (নামায) ফরয করে দিয়েছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে। তারা এ কথাটি মেনে নিলে পরে, সাবধান! যাকাত হিসেবে তুমি তাদের থেকে বাছাই করে শুধু উত্তম জিনিসগুলো নিবে না, আর মযলুমের (বদ) দুআ থেকে সাবধান থেকো। কেননা, মহান আল্লাহ ও মযলুমের দুআর মধ্যে কোনো অন্তরায় নেই।"

মৃত্যুর পরপারের জীবনে মুক্তির জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এভাবেই সেই যুগের পৌত্তলিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং সামান্য সময়ের ব্যবধানে লক্ষাধিক লোক এভাবে সেদিন মুসলিম হয়ে যায়, হয়ে যায় তার সাহাবী। আজও এর ধারাবিহিকতায় বিভিন্ন দেশ ও গোত্রে একাকী বা পারিবারিকভাবে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে।

আখেরাতের ভয়ানক আযাব ও শাস্তি থেকে বাচার জন্য এবং আল্লাহর তৈরী জান্নাত লাভের জন্য জগতের সকল অমুসলিম ভাই-বোনদেরকে আমাদের স্রষ্টা, পরম করুনাময় আল্লাহ তআলা কর্তৃক মনোনীত একমাত্র দীন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আমি উদাত্ত আহব্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ আহ্বান কবুল করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের জন্য জান্নাত মঞ্জুর করুন। আমীন!

পরিশিষ্ট-৪

ঈমান ভঙ্গ ও ইবাদাত নষ্টকারী পাপ কাজ

ওযূ যেমন ছুটে যায়, সালাত যেমন নষ্ট হয়, রোযাও যেমন ভঙ্গ হয়ে যায় তেমনি ইসলামও ছুটে যায়, ঈমানও ভঙ্গ হয় গুরুতর কিছু পাপের কারণে, ফলে ঐ পাপী ব্যক্তি মুসলমানের মিল্লাত থেকে বহিস্কৃত হয় এবং সেটা কী কারণে হয় তা আমরা অনেকেই জানি না। আর এটাই সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক বিষয়। যেসব পাপের কারণে ইসলাম থেকে মানুষ বহিস্কৃত হয়ে যায়, পরিণতিতে তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং তাওবাহ না করলে কাফিরদের মতোই চিরস্থায়ী জাহান্নামী হতে হবে সে বিষয়গুলোর সার সংক্ষেপ মক্কা শরীফের দারুল হাদীসের শিক্ষক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা মুহাম্মদ বিন জামিল যাইনুর রচনাবলি থেকে নিচে এ জাতীয় পাপ কাজের একটি তালিকা তুলে ধরা হলোঃ

১. শির্ক করা

যেমন নবী বা মৃত আওলিয়াদের নিকট কিছু চাওয়া অথবা কোনো ওলী আওলিয়ার অনুপস্থিতিতে দূর থেকে তার কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা ঐ পীর বুজুর্গের উপস্থিতিতে তার কাছে এমন কিছু চাওয়া যা দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴾

(হে নবী!) "শির্ক যদি তুমিও করো তাহলে তোমার সকল ইবাদত বাতিল হয়ে যাবে। অতঃপর তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।" (সূরা ৩৯; যুমার ৬৫)

প্রিয় ভাই! ভেবে দেখুন, প্রিয়নবী যদি শির্ক করেন তাহলে তাঁর ইবাদতগুলোও বরবাদ করে দেওয়া হবে। আর আমরা সাধারণ মানুষ যদি শির্ক করি তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে! এ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴾

"আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডেকো না, যে না করতে পারে তোমার কোনো উপকার, আর না করতে পারে তোমার ক্ষতি। আর যদি তা করেই ফেল, তবে অবশ্যই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (অর্থাৎ তুমি মুশরিক হয়ে যাবে।) (সূরা ১০; ইউনুস ১০৬)

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ »

"যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যায় যে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তার সমকক্ষ দাঁড় করিয়ে তার কাছে সাহায্য চায়, তাহলে সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে।" (বুখারী)

২. বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসে তুষ্ট না থাকা

তাওহীদের কথা শুনে যাদের মনে বিতৃষ্ণা আসে এবং বিপদে-আপদে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে দূরে থাকে। আর অন্তরে মুহাব্বতের সাথে ডাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বা মৃত ওলী আওলিয়া ও জীবিত (অনুপস্থিত) পীর মাশায়েখদেরকে এবং সাহায্য চায় তাদেরই কাছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴾

"আখিরাতের প্রতি প্রকৃত ঈমান যারা আনেনি তাদের কাছে যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরে বিতৃষ্ণা লাগে। আর যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য (পীর বুজুর্গের) নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের মনে আনন্দ লাগে।" (সূরা ৩৯; যুমার ৪৫)

৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা কোনো ওলীর নাম নিয়ে পশু যবাই করা। এটা নিষেধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾

"সুতরাং, তুমি শুধু তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং তাঁরই জন্য (তাঁরই নামে) যবেহ করো।" (সূরা ১০৮; কাওসার ২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ »

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবাই কার্য করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন।" (মুসলিম: ১৯৭৮)

উল্লেখ্য যে, যবাইয়ের সময় কেউ যদি বলে, 'খাজা বাবা-জিন্দাবাদ' তাহলে এটা তার ঈমান ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৪. কোনো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মান্নত করা

যেমন কবরে মাযারে মান্নত করা (শিরনী দেওয়া) অত্যন্ত গর্হিত কাজ ও ঈমান বিনষ্টকারী পাপ এবং শির্ক ও কবীরা গুনাহ। কারণ, মান্নত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾

"হে পালনকর্তা! আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে আমি তাকে তোমার উদ্দেশ্যে মান্নত করলাম।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ৩৫)

অতএব, সাবধান! মান্নতের জন্য ছাগল, গরু বা অন্যকিছু নিয়ে কক্ষণোই কোনো কবরের পাশে যাবে না, গেলে ঈমান ছুটে যাবে।

৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপর ভরসা করা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾

"একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক।" (সূরা ১০; ইউনুস ৮৪)

৬. গায়রুল্লাহকে সিজদা করা

জেনে-বুঝে কোনো রাজা, বাদশা, পীর, বুজুর্গ, জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে ইবাদতের নিয়তে রু'কূ বা সিজদা করা। কেননা, রু'কূ বা সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ইবাদত। এ ধরনের কোনো কাজ বান্দার জন্য করলে ঈমানদার ব্যক্তি বেঈমান হয়ে যাবে।

৭. ইসলামের কোনো একটি রুকন অস্বীকার করা

যেমন– ঈমান, সালাত, সওম, যাকাত যাকাত ও হজ্জ। অথবা ঈমানের কোনো একটি রুকন অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, তাকদীরের ভালোমন্দ এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এগুলোর উপর ঈমান আনতেই হবে। এর কোনো একটিকে অস্বীকার করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।

৮. ইসলামী আইনকে ঘৃণা করা

ইসলামী আইন হলো আল্লাহর বিধান। এর কোনো বিধান পুরাতন বা অকেজো হয়ে গেছে মনে করা। এ উপদেশাবলিকে ঘৃণার চোখে দেখা। এতে ঈমান চলে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٨ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝٩ ﴾

"আর যারা কুফুরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত ধ্বংস। আর তাদের কর্মফল বরবাদ করে দেওয়া হবে। ঐ কারণে যে, আল্লাহর নাযিল করা (কুরআন বা তার অংশ বিশেষকে) তারা অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে। ফলে আল্লাহ তাদের সকল নেক আমল বরবাদ করে দিবেন।" (সূরা ৪৭; মুহাম্মাদ ৯)

৯. কুরআন-হাদীসের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কিংবা ইসলামের কোনো হুকুম-আহ্কাম নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۝٦٦ ﴾

"বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলে? (কাজেই আজ আমার সামনে) তোমরা কোনো ওজর-আপত্তি পেশ করো না। ঈমান আনার পর (বিদ্রূপের করে) পুনরায় তোমরা কুফুরী করেছ।" (সূরা ৯; তাওবা ৬৫-৬৬)

অতএব, কুরআন-হাদীস নিয়ে ঠাট্টা করা হলো কুফরী কাজ, যার ফলে ঈমান চলে যায়।

১০. কুরআন-হাদীসের কোনো কথা অস্বীকার করা

জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন কারীমের কিংবা বিশুদ্ধ হাদীসের কোনো অংশ বা কথা অস্বীকার করলে ইসলাম থেকে বহিস্কার হয়ে যায়। যদিও তা কোনো ক্ষুদ্র বিষয়ে হোক না কেন। (সূরা ৯; তাওবা ৬৫-৬৬)

১১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দেওয়া

মহান রবকে গালি দেওয়া, দীন ইসলামকে অভিশাপ দেওয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেওয়া বা তাঁর কোনো অবস্থা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, তার প্রদর্শিত জীবনবিধানের সমালোচনা করা। এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের কোনো একটি কাজ করলেও কাফির হয়ে যাবে, ঈমান চলে যাবে।

১২. আল্লাহর কোনো গুণাবলি অস্বীকার ও অপব্যাখ্যা করা

আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলি রয়েছে। এগুলোর কোনো একটিকে অস্বীকার করা অথবা তার কোনো কার্যাবলি অস্বীকার করা বা এগুলোর অপব্যাখ্যা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

"যারা আল্লাহ তাআলার নামের মধ্যে বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে তোমরা বর্জন করো। এ কর্মকাণ্ডের জন্য তাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে।" (সূরা ৭; আ'রাফ ১৮০)

অতএব, আল্লাহর কোনো সিফাত বা নাম যেমন অস্বীকার করা যায়েয নেই, তেমনি তার কোনো গুণবাচক নামের অপব্যাখ্যা করলেও ঈমানহারা হয়ে যাবে।

১৩. কোনো একজন নবীকেও অবিশ্বাস বা তুচ্ছ মনে করা

রাসূলগণকে বিশ্বাস করলেও কোনো একজন নবীকে অবিশ্বাস করা অথবা নবী রাসূলদের কোনো একজনকে তুচ্ছ মনে করা বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ﴾

"আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কারো ব্যাপারে তারতম্য করি না।" (২; বাকারা ২৮৫)

অর্থাৎ ইয়াহুদীরা মূসা (আ)-কে এবং খ্রিস্টানেরা শুধু ঈসা (আ)-কে মান্য করে। আবার উভয় সম্প্রদায়ই মুহাম্মদ (স)-কে অমান্য করে, তারা উনাকে মানে না। কিন্তু আমরা যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-কে মান্য করি তেমনি পূর্বেকার যামানার নবীদেরকেও মান্য করি, বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে আমরা কোনো পার্থক্য করি না। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾

"নূহ (আ)-এর কাউমের লোকেরা রাসূলদের অস্বীকার করেছিল।" (সূরা ২৬; শু'আরা ১০৫) অর্থাৎ নূহের প্রতি বিশ্বাস না রাখায় তারা ঈমান বহির্ভূতদের দলে শামিল হয়ে গেল।

১৪. আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার করা

আর এ ধারণা করা যে, এ যুগে ইসলামের আইন-কানুন আর চলবে না। কারণ এ আইন অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। অথবা আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনকে জায়েয মনে করা এবং আল্লাহর আইনের উপর মানুষের তৈরি আইনকে প্রাধান্য দেওয়া, কার্যকরী করা, বাস্তবায়ন করা। ঈমান ভঙ্গের এটি একটি বড় কারণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴾

"আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা কাফিরদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়।" (সূরা ৫; মায়িদা ৪৪)

১৫. ইসলামী বিচারে সন্তুষ্ট না হওয়া

ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বিচার হলে সেই বিচারে অন্তরে সংকোচ বোধ করা ও কষ্ট পাওয়া। বরং ইসলাম বহির্ভূত আইনের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে স্বস্তি বোধ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴾

"কিন্তু না, (হে মুহাম্মাদ!) তোমার রবের শপথ। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে, আর তারা সর্বান্তকরণে তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।" (সূরা ৪; নিসা ৬৫)

১৬. আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ধরনের আইন তৈরি করা

এ জন্য কোনো মানুষকে ক্ষমতা প্রদান করা বা তা সমর্থন করা অথবা ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ধরনের কোনো আইনকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ﴾

"তাদের কি এমন অংশীদার আছে যারা তাদের জন্য এমন কোনো আইন-কানুন তৈরি করে নিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ তাদেরকে দেননি।" (সূরা ৪২; শূরা ২১)

১৭. হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে ফেলা

যেমন সুদকে বৈধ ঘোষণা দেওয়া বা হালাল মনে করা ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ﴾

"আর আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম" (সূরা ২; বাকারা ২৭৫)। আবার হালালকে হারাম করে নেওয়া।

আমাদের দেশে কোনো পীর এমনও আছে যারা তাদের মুরীদদের জন্য গরুর হালাল গোশত নিষিদ্ধ করে দেয়। এ নিষেধাজ্ঞাটা যদি হারামের মতো করে নেয় তাহলে হালালকে হারাম করার কারণে ঈমান ছুটে যাবে।

১৮. আকীদা ধ্বংসাত্মক মতবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা

যেমন- নাস্তিক্যবাদ, মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে দীন হিসেবে (অর্থাৎ জীবনবিধান হিসেবে) গ্রহণ করতে চাইবে, তা কক্ষণো কবুল করা হবে না। বরং সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ৮৫)

১৯. ইসলামের কোনো বিধান রদবদল করা বা মুরতাদ হওয়া

দীনের বিধিবিধান পরিবর্তন করা বা ইসলাম ছেড়ে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করা অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

"আর তোমাদের যে কেউ নিজের দীন (ইসলাম) থেকে (অন্য ধর্মে) ফিরে যায়, অতঃপর সে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে ঐ ধরনের লোকের (সমস্ত নেক) আমল, ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানেই বাতিল হয়ে যাবে। ফলে তারা হয়ে যাবে আগুনের বাসিন্দা। সেখানে (জাহান্নামে) তারা স্থায়ী হবে চিরকাল।" (সূরা ২; বাকারা ২১৭)

২০. মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদেরকে সাহায্য করা

যেকোনো কারণেই হোক মুসলমানদের বিপক্ষে গিয়ে অমুসলিমদের পক্ষাবলম্বন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾

"মুমিনগণ যেনো মুমিন ছাড়া কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করে। যদি কেউ এমন কাজ করে তবে আল্লাহর সাথে তার আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে তাদের যুল্ম হতে আত্মরক্ষার জন্য হলে ভিন্ন কথা।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ২৮)

২১. অমুসলিমদেরকে অমুসলিম না বলা

কেননা যারা ঈমান আনেনি আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাদেরকে কাফির বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴾

"নিশ্চয়ই কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে, আর যারা মুশরিক তারা জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই হলো সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম।" (সূরা ৯৮; বাইয়্যেনা ৬)

অর্থাৎ যারা অন্য ধর্মাবলম্বী তারাও সঠিক পথে আছে বলে মনে করা। তাদের ধর্মও ঠিক মনে করা। অথচ কুরআন তাদেরকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

২২. আল্লাহকে সর্বত্র বিরাজমান মনে করা

এ আকীদা পোষণ করা যে, সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহ রয়েছে এবং আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, সব জায়গায় তিনি আছেন– এ আকীদাকে **অহ্‌দাতুল উজূদ** বলা হয়। এটা শির্কী আকীদা। এতে ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়। আল্লাহ কোথায় এ বিষয়ে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

﴿ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴾

"আল্লাহ তাআলা আছেন আরশের উপরে।" (সূরা ২০; ত্বা-হা ৫)

« سُئِلَ الْإِمَامُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) عَمَّنْ يَقُوْلُ لَا أَعْرِفُ رَبِّيْ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ فِقَالَ فِقَدْ كَفَرَ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ فَقُلْتُ إِنَّه‘ يَقُوْلُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى، وَلٰكِنْ قَالَ لَا يَدْرِيْ الْعَرْشُ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، قَالَ إِذَا أَنْكَرَ أَنَّه‘ فِي السَّمَاءِ فَقَدْ كَفَرَ »

"এক লোক বলে আমার রব কি আসমানে বা যমীনে তা আমি জানি না– তার সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 'লোকটি কুফুরী করল। কেননা, আল্লাহ বলেন যে, তিনি আরশের উপরে আছেন। আর আরশ হলো (সাত) আসমানের উপরে।' (ঐ বিভ্রান্ত) লোকটি আরো বলল। আমি

স্বীকার করি যে, তিনি আরশের উপর আছেন। কিন্তু আরশ কি আকাশে না যমীনে তা আমি জানি না। [এমন আকীদা পোষণকারী সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র)] বলেন, আল্লাহ আসমানের উপরে– এটা যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয়ে গেল। (ফিকহুল আকবার পৃ. ১৩৫, শরহে আকীদা তহাওয়ীয়্যাহ পৃ. ৩০১), কিন্তু আল্লাহ সর্বত্র সবকিছু দেখেন ও শুনেন। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে আল্লাহ সবজায়গায় আছেন তাহলে তার ঈমান চলে যাবে।

২৩. ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে এবং রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা রাখা

আর একথা বলা যে, ইসলামে রাজনীতি নেই এরূপ ধারণা ও মন্তব্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ﴾

"(হে মুহাম্মদ!) তুমি কি ঐসব লোকদেরকে দেখনি যারা দাবি করে যে, তারা তোমার ও তোমার পূর্ববর্তী নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে, একই সাথে শাসনকার্য (ও বিচার ফয়সালার) জন্য তারা আবার তাগূতের কাছে যায়। অথচ আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তাগূতের কাফের হতে।" (সূরা ৪; নিসা ৬০)

তাগূত হলো– শয়তান, আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী শাসক, আল্লাহর আইনের বিপরীতে তৈরি করা আইন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করা, কেউ গায়েব জানে বলে দাবি করা এবং মানুষের পূজা ও সিজদা গ্রহণকারী ব্যক্তি ইত্যাদি।

অতএব, ধর্ম ও রাষ্ট্র একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা ঈমান ভঙ্গকারী পাপ।

২৪. ইবাদতের নিয়তে কোনো কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴾

"অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক নাপাকি দূর করে, তাদের মান্নত পূর্ণ করে, আর তারা যেন বেশি বেশি এ প্রাচীনতম (কাবা) ঘরের তাওয়াফ করে।" (সূরা ২২; হাজ্জ ২৯)

তাওয়াফ করবে শুধু আল্লাহর ঘর কাবাকে। এর বিপরীতে কেউ যদি কবরকে তাওয়াফ করে তাহলে তার ঈমান চলে যাবে।

২৫. একদল কুতুব পৃথিবী পরিচালনা করে বলে বিশ্বাস করা

কিছু কিছু বিভ্রান্ত সুফীরা বলে যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্ব কুতুব নামধারী কয়েকজন আওলিয়ার হাতে অর্পণ করেছেন। তাদের এ ধারণা আল্লাহর কাজে সাথে শির্ক হয়ে যায়। এ আকীদা আল্লাহর কালামের বিপক্ষে চলে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

"আসমান ও জমিনের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার চাবি শুধুমাত্র আল্লাহরই হাতে।" (সূরা ৩৯; যুমার ৬৩)

যে আল্লাহর হাতে নিখিল সৃষ্টির কর্তৃত্ব, সেই কর্তৃত্ব কোনো কুতুব আবদালের কাছে বলে দাবি করলে বা বিশ্বাস করলে তার ঈমান ছুটে যাবে।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো ওযূ ভঙ্গের কারণের মতোই ঈমান ভঙ্গকারী কাজ।

ঈমান ভঙ্গ হয়ে গেলে সে লোকটি ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যায়। ফলে তার সালাত, সাওম ইবাদত কবুলতো হবেই না। বরং সে অমুসলমান হয়ে আখিরাতে কাফিরদের সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)

জেনে না জেনে বা ভুলে উপরে বর্ণিত কোনো এক বা একাধিক পাপ যদি কেউ করে ফেলে তাহলে তাকে আবার নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। তাওবা করতে হবে খালেছ দিলে, অনুশোচনা করা ও অনুতপ্ত হতে হবে। ভবিষ্যতে এমন পাপের ধারে কাছেও আর যাবে না, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তার এ তাওবা হতে হবে মৃত্যুর পূর্বে, এতে ইনশাআল্লাহ তাআলা তাওবা কবুল হবে এবং আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। আল্লাহর নামতো তাওয়াব এবং তিনি গাফুরুর রাহীম এবং তিনি অতিশয় দয়ালু।

উল্লেখ্য যে, সিয়ামসহ যাবতীয় ইবাদত কবুল হওয়ার প্রথম ও অপরিহার্য শর্ত হলো ঈমান থাকা এবং তা ভঙ্গ হয়ে যায় এমন সর্বনাশা পাপ থেকে দূরে থাকা।

***